পন্থা কার্য্যালয়—২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত,
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল্, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে
ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

অষ্টম ভাগ। বৈশাখ, ১৩১১ সাল। ১ম সংখ্যা।

আমাদের অষ্টম বৎসর।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলম্ সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতম্ সদগুরুং তন্নমামি॥

আমাদের এই অষ্টম বৎসরের প্রথমে আমরা গত বৎসরের কর্ম্মফল ঈশ্বর উদ্দেশে মহাজন করকমলে সমর্পণ করিলাম। ওঁ। মহাজনগণ আমাদিগকে পন্থা দেখাইয়া ঈশ্বর চরণে যুক্ত করুন। ওঁ।

দেখ ভাই, এই যে সংসার ইহা একটি সাগরের ন্যায়। দুঃখ এই সাগরের তরঙ্গ। এক একটা দুঃখের ঢেউ যখন বুকের ভিতর দিয়া

চলিতে থাকে তখন উহা হৃদয়বাসী জীবকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আছড়াইতে থাকে। সংসারে থাকিয়া দুঃখের জ্বালা ভোগ করেন নাই এমন লোক একটিও নাই। তাই মহাজনগণ সকলেই ভগবান বুদ্ধের সহিত একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন—

দুঃখ সত্যং

সংসারে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইহা নিশ্চয়। মহাজনগণ, মহদ্যোনি সম্ভূত মহাজ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই আলোকে দুঃখের প্রকৃত কারণ কি তাহা দেখিয়াছেন, এবং দুঃখের সেই মূল উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ইহাও বুঝিয়াছেন। মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে বলেন যে, অবিদ্যা যাবতীয় দুঃখের মূল। এই অবিদ্যার অন্য নাম মায়া! যিনি এই সংসারে দুঃখ পীড়িত হইয়া কাতরে মহাজনগণের শরণাগত হন, ভক্তবৎসল মহাজনগণ তাঁহাকে অবিদ্যা নাশের পন্থা, ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া দেন। সেই পন্থাই পন্থা।

দেখ ভাই, যদি সংসারে পড়িয়া অর্থকষ্ট বা ভালবাসার অত্যাচার বা প্রিয়জনের মৃত্যুতে সংসার যে দুঃখময় ইহা যদি বেশ বুঝিয়া থাক, তবে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ জন্য আমি এক পন্থা বলিয়া দিই, সেই পন্থা ধর। সেই পন্থা ধরিলে বড়ই আরাম পাইবে। মহাজনগণের শরণাগত হও; মহাজনগণের চরণজ্যোতি হৃদয়ে ধ্যান কর, হৃদয় শীতল হইবে। এই করিতে করিতে, যিনি তোমার মহাজন তিনি তোমাকে দেখা দিয়া দুঃখ নিবৃত্তির পথে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

মায়া যাবতীয় দুঃখের মূল। মায়া হইতে মমতা জন্মে; এই মমতা হইতেই কাম, ক্রোধ এবং মৃত্যুভয় জন্মিয়া থাকে। এই কাম, ক্রোধ এবং মৃত্যুভয় হইতেই যাবতীয় দুঃখ। মম শব্দের অর্থ আমার; উহার উত্তর তা প্রত্যয় করিয়া মমতা কথাটী হইয়াছে। আমার একখণ্ড ভূমি আছে; ঐ ভূমিতে যে সত্ত্ব আমি সেই স্বত্বের স্বামী। আমার সহিত ঐ ভূমির এই যে স্বস্বামী সম্বন্ধ উহারই নাম মমতা। মনের যে ভাব হইতে এই মমতা জন্মে তাহারই নাম মায়া। আমি এক জন, তুমি আর এক জন,

তিনি অন্য জন, এই যে ভেদজ্ঞান এই ভাব হইতেই মমতা জন্মে। যখন বলি যে, এই দ্রব্যটি আমার, তখনই উহার ভিতর এই অর্থ লুক্কায়িত রহিল যে, উহা অন্য কাহারও নহে। আমি, তুমি, তিনি ইত্যাকার যে ভেদজ্ঞান উহারই নাম অবিদ্যা। অর্থাৎ অবিদ্যাই মমতা উৎপাদক এবং অবিদ্যারই অন্য নাম মায়া! এই মায়া দূর হইলেই মমতা দূর হয়; মমতা দূর হইলেই কাম ক্রোধ ও মৃত্যুভয় থাকে না এবং তাহা হইলেই জীবের দুঃখের কারণও থাকে না।

এই মায়া কিরূপে দূর করা যায়। যোগমায়ার উপাসনা কর, মায়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া শেষে যোগমায়ার সহিত মিলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের ন্যায় অজ্ঞানী জীবের মমতা বড়ই সংকীর্ণ। নিজের দেহটা, এবং নিজের ছোট একটি পরিবারের মধ্যেই উহা আবদ্ধ। কিন্তু যোগী মহাজনগণের মমতা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিস্তৃত।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা

যোগযুক্তাত্মা পুরুষ আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং আপনাতেই সর্ব্বভূতকে দেখিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শন। ইহাই যোগী মহাজনের লক্ষণ। যোগী মহাজনের এই সর্ব্বব্যাপী মমতার মূলে যে মায়া বিদ্যমান, অর্থাৎ যে শক্তি আশ্রয়ে যোগী মহাজন এই সর্ব্বব্যাপী মমতা পাইয়া থাকেন; উহারই নাম যোগমায়া বা মহামায়া। যোগী মহাজনের মায়ার নাম যোগমায়া বা মহামায়া। আমাদের সংকীর্ণ মায়া দূর করিতে হইলে, যোগী মহাজনের মায়ার সহিত যোগ করিয়া দিলেই, যাহা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ তাহা ক্রমে ক্রমে অসীম বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যোগী মহাজনের মায়ার সহিত আমার মায়ার যোগেই যোগমায়ার উপাসনা।

যোগী মহাজন সকলেই সকল জীবের সহিত সমমমতাসূত্রে যুক্ত, সুতরাং আমি যে একটী জীব আমিও তাঁহাদের। তাঁহারাও তবে আমার। এইরূপ ভাবিয়া যোগী মহাজনের উপর আমার মমতা যদি স্থাপন করিতে

শিখি, তবেই যোগমায়ার সহিত আমার মায়ার মিলন হইতে থাকিবে। আমি তাঁদের, তাঁহারা আমার; আমি তাঁদের, তাঁহারা আমার; আমি তাঁদের, তাঁহারা আমার এই ভাব সদাসর্ব্বদা অভ্যাস করিতে করিতে সঙ্কীর্ণ মমতা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে, এবং যোগী মহাজনের অসীম মমতা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকিবে। মমতার স্থান হৃদয়ে। আমি তাঁর তিনি আমার; এই ভাব হৃদয়ে যতই অভ্যাস করিতে শিখিব, ততই আমার হৃদয়ের অন্ধকারের সহিত যোগী হৃদয়ের আলোকের মেশামিশি আরম্ভ হইবে; ক্রমে যোগী মহাজনের হৃদয়ের মহাদ্যুতি নিজের হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিব; এবং শেষে সেই মহাদ্যুতি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতস্থ দেখিয়া নিজেকেও সর্ব্বভূতস্থ বুঝিতে পারিব। তখন অবিদ্যা চলিয়া যাইবে। সর্ব্বভূতে সম মমতা পাইয়া তখন পরাবিদ্যা লাভ করিব

যোগী মহাজনের হৃদয়ে চিত্ত ধারণা করিয়া ভক্তগণ সেই হৃদয় মধ্যে বিস্তৃত এক অনন্ত আকাশের উপলব্ধি করেন, এবং সেই আকাশ মধ্যে এক মহাদ্যুতি সূর্য্যের ন্যায় ভাসমান থাকিয়া উহার রশ্মি সর্ব্বদিকে সমভাবে ছড়াইতেছেন ইহা দেখিতে পান। এই যে অনন্ত বিস্তৃত দহরাকাশ, ইহারই নাম মহদ্যোনি বা প্রকৃতি। যে মহাদ্যুতি এই আকাশ আলোকিত করেন, উহাই মহত্তত্ব। উহাই জগৎ প্রসবিতার সেই বরণীয় ভাব; যাহা ব্রাহ্মণগণের নিত্যধ্যেয়র সাবিত্রী তেজ। এই মহাদ্যুতিই আদ্যাশক্তি মহামায়া। যাঁহার হৃদয়ে এই মহাদ্যুতির প্রকাশ হয় তিনিই মহাজন।

মহাজন, মহদ্যোনি এবং মহাদ্যুতি এই তিনটি পদার্থ পরাবিদ্যার ভিত্তি। মহাজন, পরাবিদ্যার জ্ঞাতা, মহাদ্যোনি জ্ঞেয় এবং মহাদ্যুতি, জ্ঞান স্বরূপ। এই মহাদ্যুতি দর্শন কামনায়, মহদ্যোনি আধারে, মহাজন উদ্দেশ্যে আমরা নমস্কার করি। গুরুদেব, আমাদের হৃদয়ের মায়া অন্ধকার তোমার হৃদয়ের জ্যোতিতে মিশিয়া পুড়িয়া যাউক, এবং তোমার হৃদয়ের জ্যোতি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়পুরী আলোকিত করুক, ইহাই তোমার একান্ত ইচ্ছা; করুণাময় তোমার এই ইচ্ছা সম্যক্‌রূপে আমরা কবে বুঝিতে পারিব; তোমার এই ইচ্ছা বুঝিয়া কবে আমরা আমাদের হৃদয় কপাট তোমার কাছে

অকপটে খুলিয়া রাখিব। ভগবন্, কাতরে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। গুরুদেব! মমতা বিষের জ্বালায় হৃদয় দিবানিশি জ্বলিতেছে; চরণামৃত দানে এই বিষের জ্বালা নিবারণ কর। যেখানে যাইলে অন্য যন্ত্রণা থাকে না, যাহা নির্ব্বাণপদ, ঈশ্বরের সেই পরমপদে আমাদিগকে সংযুক্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

---

*পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

পরীক্ষিতের সন্দেহ।

ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে রাসলীলা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। রাসলীলা স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু শঙ্কামেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে লীলা প্রকাশ পায় না।

নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি। সন্দেহ বুদ্ধির উপযোগী। সন্দেহ হইলে তাহার নিরাকরণ করিতে হয়। শঙ্কা হইলেই তাহার সমাধান চাই। সকল সত্যই শঙ্কামেঘে আচ্ছন্ন হয়। আবার বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া সেই মেঘ দূর করে।

রাসলীলার সম্বন্ধে যে নানারূপ অকথ্যকথন হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা নিত্য ব্যবহারে যাহাকে মন্দ বলিয়া জানি, তাহা পারমার্থিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সহজে পারি না।

সাপেক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সাংসারিক ভাবে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম নাশের জন্য স্বয়ং ভগবান অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোথায় তিনি ধর্ম্ম প্রণালীর বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইবেন, না স্বয়ং পরদারাভিমর্শনরূপ প্রতিকূল ধর্ম্ম আচরণ করি-

লেন। জানি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম। তাঁহার কোন কামনা নাই। যদি তাহাই হইল, তবে কি অভিপ্রায়ে তিনি এমন জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্, হে সুব্রত, আমার এই সংশয় ছেদন করুন।"

শুকদেব বলিলেন, "যাঁহারা প্রতাপশালী ও ঈশ্বর সদৃশ, যেমন প্রজাপতি ইন্দ্র, সোম, বিশ্বামিত্র আদি, তাঁহাদের ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস দেখা গিয়াছে। সেজন্ত তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের ত হানি হয় নাই। যাঁহারা তেজীয়ান্, যাঁহারা গুণ দোষের সংকীর্ণ সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহেন, যাঁহারা অপেক্ষার অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিলেও সেটা দোষের কথা হয় না। এত ক্ষুদ্র ঈশ্বরদিগের কথা। জগদীশ্বরের সম্বন্ধে আবার গুণ দোষের কথা কি? তুমি যদি অসেব্য ভোজন কর ত সে দোষের কথা। কিন্তু বহ্নি ত সর্ব্বভুক্। অথচ তেজস্বী। তেজস্বী বলিয়াই সে সর্ব্বভুক্। খাদ্যাখাদ্যের দোষে তাহার তেজের হানি হয় না।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ১০-৩৩-২৯-

বাস্তবিক সকামতা আমাদের তেজ নষ্ট করিয়া দেয়। আমরা রাগ, দ্বেষ, প্রণোদিত হইয়া জেনে শুনে ভাল মন্দ করি। আমরা কামনা পূর্ব্বক পরদার গমন করি ও ঐ কার্য্যে সুখ অনুভব করি। আমরা চোরের মত ব্যবহার করি ও নিজ কার্য্যের ফলভোগ করি। তেজস্বী চোরের ন্যায় কর্ম্ম করে না। কামনার দাস হইয়া কর্ম্ম করে না। তেজস্বীর তেজে কর্ম্মফল ভস্মীভূত হয় ও তাহার সকল কর্ম্ম তেজে পরিণত হয়।

তা বলিয়া কি তুমি, আমি সেই কর্ম্ম করিব। শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমন করিতে করিতে এক শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিলেন; এবং কিঞ্চিৎ সুরাপান করিলেন। গিরি, পুরী আদি সাত জন শিষ্য তাঁহার দেখাদেখি সুরাপান করিল। কিন্তু সরস্বতী, ভারতী ও অরণ্য এ বিষয়ে গুরুর অনুসরণ করিলেন না। পরে আচার্য্য পথিমধ্যে এক যুবতী দেখিয়া তাহার দেহস্পর্শ করিলেন। গিরি, পুরী আদিও যেমন দেখিলেন তেমনই করিলেন। তিন জন নিরস্ত রহিলেন। পরে আচার্য্য এক

লৌহকারের কারখানায় প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত অগ্নিদীপ্ত লৌহ গোলক হস্ত-দ্বারা উত্তোলন করিয়া বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। তখন উক্ত সাত জন শিষ্য নিরস্ত হইলেন। আচার্য্য ক্রোধ সহকারে কহিলেন, মুর্খগণ, যদি সকল কার্য্যে আমার অনুসরণ করিবি, তবে এইবার নিরস্ত হইলি কেন। বাস্তবিক তিনি শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মদ্যপানে কি স্ত্রীসঙ্গে কোনরূপ আসক্তি ছিল না। তিনি জলস্থিত পদ্ম পত্রের ন্যায় সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ের মধ্যে নির্লিপ্ত ছিলেন। আচার্য্য সাত জন শিষ্যকে সেই দণ্ডে পরিত্যাগ করিলেন তাঁহারা দত্তাত্রেয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এবং তাঁহাদিগকে অবধূত গোঁসাই বলাইতে লাগিলেন। অবধূত গোঁসাই নিত্যানন্দের লীলা কেনা জানেন? কিন্তু সেই তেজস্বার তেজে তাঁহার সকল যথেচ্ছাচার ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। একদিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সঙ্কর্ষণ আবেশে বারুণী, বারুণী করিয়া উঠিয়াছিলেন। সেজন্য কি তিনি আমাদের ভেদ কলুষিত নেত্রে দূষণীয় হইবেন।

ঈশ্বরের কর্ম্ম ও অনীশ্বরের কার্য্য এক নহে। ঈশ্বর ও অনীশ্বরের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন।

> নৈতৎ সমাচরে জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
> বিনশ্যত্যাচরন্মাঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
>
> ১০—৩৩—৩০

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়া যদি বল যে, ঈশ্বর সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁহার আচরিত কর্ম্মের কেন অনুসরণ করিব না। এ কথা যদিচ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক সত্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ সংসারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছেন, লোকে তাহার অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু সংসারকে গোপন করিয়া, যোগমায়ার আবরণের আবরিত হইয়া অতি রহস্যে ঈশ্বর ভাবে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা অন্যের অনুসরণের জন্য নহে। ধর্ম্মও ত আপেক্ষিক। এক কালে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, এক কালে নিবৃত্তি ধর্ম্ম। এক কালে সৃষ্টি ধর্ম্ম, এককালে লয় ধর্ম্ম। মনুষ্যের উপভোগ ও অধিকার অনুসারে ও ধর্ম্ম ভিন্ন।

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" যদি একজন পরমহংস চণ্ডাল স্পৃষ্ট অসেব্য দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহার কোন রূপ দোষ হয় না। তুমি যদি সেই কাজ কর ত জাতি ভ্রষ্ট হইবে। সকলের সকল কাজ করিবার অধিকার নাই। সংসারে ইহা নিত্য দেখিতে পাইতেছি। তবে ঈশ্বরের কার্য্য অনীশ্বর কেন করিবে। কদাচিৎ ঈশ্বরের কার্য্য অনীশ্বর হইয়া মনেতে আচরণ করিবে না। আর যদি মূঢ়তা প্রযুক্ত করিতে যাও, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রে উত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন। তুমি সেইরূপ বিষপান কর দেখি। বাস্তবিক যদি আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর ত জানিতে পারিবে, যে ঈশ্বরের অনুকরণ তোমার অভিপ্রেত নহে, অসৎ কর্ম্মে কেবল অনুকরণের দোহাই দিতে চাও।

যদি একথা বল যে, তবে ধর্ম্মের প্রমাণ কি? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া জীব ধর্ম্ম আচরণ করিবে? কোন্ কার্য্যই বা অননুকরণীয়? যদি ঈশ্বরের কার্য্যও আমাদের পক্ষে দোষাবহ হইল, তাহা হইলেত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনবস্থা দোষ ঘটে। তবেত কোন শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দেখি না।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ১০—৩৩—৩১

ঈশ্বরের বাক্য সতত সত্য। তিনি যে যে বাক্য বলিয়াছেন, সকল বাক্যই আমরা অনুসরণ করিতে পারি। তাঁহার আচরণ কখনও মনুষ্যের আচরণ, কখনও ঈশ্বরের আচরণ। ঈশ্বরের আচরণ আমাদের দুর্গম। কি অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করেন, এবং সে কার্য্যের চরম ফল কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। এই জন্য ঈশ্বরের আচরণ আমাদের অনুসরণের জন্য নহে। রুদ্র বিষপান করিতেছেন দেখিয়া যদি আমরা বিষপান করি, আমাদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। আমরা যদি পরস্ত্রী গমন করি, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। সেইজন্য ঈশ্বরের আচরণ আমাদের পক্ষে সর্ব্বদা সত্য নহে।

তবে ঈশ্বরের যে আচরণ তাঁহার বাক্যের অনুগত হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আচরণেরই অনুসরণ করিবে।

রাশলীলার মধ্যেও ভগবান্ যে বাক্য বলিয়াছেন স্মরণ কর।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যা লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ১০।২৯।২৫।।

ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের অনুসরণীয়। তাঁহার আচরণ বাক্যের অনুগত হইলেই অনুসরণীয়। নচেৎ নহে।

কুশলাচরিতানৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্যয়েণ বাঽনর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ১০—৩৩—৩২

যাঁহারা ঈশ্বর তাঁহাদিগকে মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহ জগতে কোন নিজ ইষ্ট সাধন করিতে হয়না; এবং অমঙ্গল কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের কোন অনিষ্ঠ আশঙ্কাও নাই। অহং জ্ঞানেই ইষ্ট, অনিষ্ট হয়। তাঁহারা অহং জ্ঞান শূন্য। তাঁহারা নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না। তাঁহারা রাগদ্বেষ শূন্য। তাঁহারা দ্বন্দরহিত ও নিবপেক্ষ। তাঁহাদেব ইষ্টও নাই; অনিষ্টও নাই, ভালও নাই, মন্দও নাই।

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ১০—৩৩—৩৩

যিনি পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা আদি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, যিনি সকলের উপর স্বয়ং ঈশ্বরত্ব বিধান করেন, তাঁহার আবার কুশলাকুশলের সহিত সম্বন্ধ কোথায়?

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাঽখিল কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ১০—৩৩—৩৪

যাঁহার চরণারবিন্দ সেবায় পরিতৃপ্ত মুনিগণ যোগ প্রভাব দ্বারা অখিল কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে বিহার করেন, এবং পুনরায় কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। যিনি নিজের ইচ্ছায় শরীর ধারণ করেন, তাঁহার আবার বন্ধ কোথায়?

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ১০—৩৩—৩৫

পরদার সেবায় শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ বা কর্ম্ম বন্ধন হয় না, ইহা দেখান গেল। কিন্তু বাস্তবিক কি তিনি পরদার সেবা করিয়াছিলেন; তিনি গোপীদিগের এবং তাঁহাদের পতিদিগের অন্তরে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। তিনি সকল প্রাণীরই অন্তঃস্থ। তিনি সকলের বুদ্ধির ও অপর অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাক্ষী। কেবল লীলায় তিনি শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবার পরদার সেবিত্ব কি?

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ১০—৩৩—৩৬

মানিলাম, শ্রীকৃষ্ণের পারদার সেবায় দোষ নাই। মানিলাম, তিনি ঈশ্বরত্ব হিসাবে পারদার সেবাও করেন নাই। কিন্তু মনুষ্যরূপী হইয়া তাঁহার মনুষ্য ধর্ম্ম পালন করিলেই ত ভাল ছিল। উল্টা খেলা করিবার কি প্রয়োজন। ইহাতে বুদ্ধির ভ্রম ত জন্মিতে পারে। কিছু কাল হয়ত ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু জীবের ভ্রমের জন্য ভগবান্ কোন লীলা করেন নাই। জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ লীলা করিয়াছেন যে, তাহা শুনিয়া মনুষ্য তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়। ব্রজলীলা মধুর ভক্তি লীলা। রাশলীলা প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা। যদি নির্ব্বোধ মনুষ্যের মনে ভ্রম হয়, যদি বালকে উপহাস করে, তা বলিয়া কি পূর্ণ বয়স্কেরা ভবিষ্যৎ বঞ্চিত থাকিবে। প্রেমের আদর্শ সম্মুখে থাকিলেই, ত কালে প্রেমের সঞ্চার, বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে পারিবে। ঐ আদর্শ লইয়া কত রসিক ভক্ত ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। ঐ আদর্শ লইয়া বেশ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ভক্তের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছেন এবং উন্মত্ত হইয়া লীলাশুক বিল্বমঙ্গল গাহিয়াছেন :—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

মধুর্গন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

ঐ আদর্শ লইয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া জগৎ উন্মাদিত করিয়াছিলেন এবং গভীর অনুরাগে বলিয়াছিলেন।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা,
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ ॥

প্রেমাবেশে বাহুপাশে বান্ধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক এই পদারতা মোরে ॥
অথবা দর্শনদান না করিয়া হায়।
পরম মরমহতা করুক আমায় ॥
সে লম্পট যা খুসি তা করুক বিধান।
আমারই সে প্রাণনাথ কভু নহে আন ॥

ঐ আদর্শ লইয়া মাধবেন্দ্র পুরী আত্মহারা হইয়াছিলেন, এবং

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

এই শ্লোকে হৃদয় খুলিয়া নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন।

শেষ কালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈল পুরী শ্লোক সহিতে ॥

আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন রূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলতা করিয়া রাশলীলা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপ গোপী লইয়া জন সমাজ বহির্ভূত বনে বাস করিয়াছিলেন। আবার সেই বন মধ্যে যখন লীলা করিতেন, যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিতেন। কেবল গোপী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিত না। সমাজ মধ্যে একটী ঢেউ উঠিবার ও সম্ভাবনা ছিল না।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-৩৩-৩৭

কৃষ্ণের মহামায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ আপন আপন স্ত্রীকে আপনার পার্শ্বস্থ মনে করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের কোন রূপ অসূয়া হয় নাই।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আগত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেন ধীরঃ॥ ১০—৩৩—৩৯

ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণের সহিত এই ক্রীড়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি শ্রবণ করিবেন বা বর্ণনা করেন, তিনি পরম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া অচিরাৎ হৃদয়রোগ "কাম" ত্যাগ করেন। তিনি আর দুর্জ্জয় কামে অভিভূত হন্ না। সে শ্রদ্ধা কি হবে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

শ্রুতিস্তুতিঃ।

বিষ্ণুরাত উবাচ—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ১॥

বিষ্ণুরাতঃ (বিষ্ণুনা রাতঃ দত্তঃ পরীক্ষিৎ) উবাচ;—(হে) ব্রহ্মন্, নির্গুণে (গুণরহিতে) অনির্দ্দেশ্যে (অনির্বচনীয়ে) ব্রহ্মণি গুণবৃত্তয়ঃ (গুণেষু বৃত্তিঃ

মাসাং তাঃ) শ্রুতয়ঃ কথং সাক্ষাৎ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) চরন্তি ? (লক্ষণয়া ইতি চেৎ, ন, যতঃ) সদসতঃ পরে (সত্ত্বাদিকার্য্যভূতাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং কার্য্য-কারণাভ্যাং সঙ্গশূন্যে বস্তুনি লক্ষণাপি ন সম্ভবতি) ॥ ১ ॥

বিষ্ণুরাত (১) রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মন্, আপনি ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মকে বেদ প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্ম কি প্রকারে বেদপ্রতিপাদ্য হয়েন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রহ্ম নির্গুণ—জাত্যাদি বিশেষণ রহিত। জাতি গুণ ও ক্রিয়া বিশিষ্ট সগুণ বস্তুকেই বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্ম জাতি রহিত, গুণ রহিত ও ক্রিয়া রহিত নির্গুণ বস্তু। তাদৃশ বস্তু কখনই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ হইতে পারেন না। গুণ সমূহেই শব্দের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দরাশি রূপ বেদ কখনই তাদৃশ বস্তুকে নির্দ্দেশ্য করিতে পারেন না। গুণবৃত্তি (২) বেদ সকল কি প্রকারে গুণরহিত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মকে মুখ্যবৃত্তি (৩) দ্বারা প্রতিপালন করিবে? আবার যাঁহাকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না, তাঁহাকে লক্ষণাবৃত্তি (৪) দ্বারাও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না ; কারণ, শব্দ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে পারে না, তাঁহাকে শব্দবৃত্তি লক্ষণা যে প্রতিপাদন করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের কার্য্যভূত সৎ ও অসৎ সকল বস্তুর অতীত অসঙ্গ বস্তু ; অতএব তাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাই বা কি প্রকারে প্রতিপাদন করা যাইবে? ॥১ ॥

ঋষিরুবাচ—

বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ ;—(হে রাজন্), প্রভুঃ (সর্ব্বকরণ সমর্থঃ) জনানাম্ (অনুশায়িনাং জীবানাং) মাত্রার্থং (মীয়ন্তে ইতি মাত্রাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াঃ তদর্থং, বিষয়ভোগার্থং) চ ভবার্থং (পুনঃ পুনর্জন্মার্থং) চ আত্মনে (আত্মন-স্তত্ত্বলোক গমনার্থম্ অকল্পনায় (বিবিধ দেহকল্পনা নিবৃত্তিরূপমোক্ষার্থং) চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ (উপাধীন্) অসৃজৎ। (তথাচ শ্রুতয়ঃ ভোগমোক্ষ সাধনোপাধিরূপজগৎকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনেন তত্র চরন্তীতি উত্তরবাক্যাভিপ্রায়ঃ।

তত্র ভক্তিময়শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময়শ্রুতয়ো ব্রহ্মনীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতম্).॥ ২ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, প্রভু পরমেশ্বর সকলই করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়াও এই জগতের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন; কারণ, এই জগতের সৃষ্টি তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু প্রলয়ের ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মবিশিষ্ট জীবগণের পুনঃ সৃষ্টিতে ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানের নিমিত্ত। উপাধি ব্যতিরেকে জীবের জন্ম, জন্ম ব্যতিরেকে ভোগ ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মের ক্ষয় ও কর্ম্মক্ষয় ব্যতিরেকে উক্ত উপাধি সম্বন্ধ হইতে মুক্তি সিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্তই প্রভু পরমেশ্বর জীবগণের উপাধি সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উপাধিসৃষ্টিই জগৎ সৃষ্টি। শ্রুতি সকল প্রভু পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া থাকেন। সৃষ্টি বর্ণনা দ্বারাই শ্রুতি সকলের পরমেশ্বর প্রতিপাদন সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভক্তিময়ী শ্রুতি সকল তাঁহাকে ভগবদ্রূপে এবং জ্ঞানময়ী শ্রুতি সকল তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। উক্ত উভয়বিধ শ্রুতিই অবিশেষে বলিয়া থাকেন যে, প্রভু পরমেশ্বর প্রলয়লীন জীবগণের বিষয় ভোগার্থ, পুনঃ পুনঃ জন্মার্থ, আত্মার ভিন্ন ভিন্ন লোক সমূহে গমনার্থ ও বিবিধিদেহ কল্পনাবিনিবৃত্তিরূপ মোক্ষার্থ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২ ॥

সৈষা হ্যপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাপূর্ব্বজৈ র্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩।

সা এষা (যথোক্তালম্বনা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্ম প্রতিপাদিকা) উপনিষৎ পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ (অতিবৃদ্ধৈঃ সনকাদিভিঃ) ধৃতা। (ইদানীন্তনঃ অপি) যঃ তাং শ্রদ্ধয়া (আদরেণ শ্রবণাদিভিঃ) ধারয়েৎ (সঃ) অকিঞ্চনঃ (নিরস্তদেহাদ্যুপাধিঃ, যদ্বা নাস্তি কিঞ্চনং প্রার্থনীয়ং যস্য তথাভূতঃ সন্ ক্ষেমং (পরং পদং) গচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩॥

এই ব্রহ্ম প্রতিপাদিকা উপনিষৎ পূর্ব্বতমপুরুষদিগেরও পূর্ব্বজাত সনকাদি মুনিগণ নিজ নিজ অন্তরে ধারণ করিয়াছিলে। ইদানীন্তন কালেও

যিনি উহা শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করিবেন, তিনি অকিঞ্চন হইয়া পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ৩ ॥

অত্র তে বর্ণায়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সম্বাদমৃষে নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥

অত্র (তব সন্দেহ নিরাসার্থমুত্তরে বক্তব্যে) নারায়ণান্বিতাং তাং গাথাং (শ্রুতিকৃতস্তুতিরূপাং) তে (তুভ্যং) বর্ণায়ষ্যামি। (তৎপ্রস্তোবার্থং চ) ঋষেঃ নারদস্য নারারণস্য (বদরীনাথস্য) চ সম্বাদং বর্ণায়িষ্যামি ॥ ৪ ॥

এতদ্বিষয়ে নারায়ণ সম্বন্ধিনী শ্রুতিকৃতাস্তুতিরূপা গাথা তোমার নিকট বর্ণনা করিব। এবং তৎপ্রস্তাবার্থ নারায়ণ ও নারদ ঋষির সংবাদ বর্ণনা করিব ॥ ৪ ॥

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎ প্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥

(পুরাতনম্) ঋষিং (নারায়ণং) দ্রষ্টুং নারায়ণাশ্রমং (নারায়ণস্য আশ্রমং বদর্য্যাখ্যং) যযৌ ॥ ৫ ॥

একদা ভগবৎপ্রিয় দেবর্ষি নারদ ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে সনাতন ঋষি নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় বদরী নামক আশ্রয়ে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিত স্তপঃ ॥ ৬ ॥

অস্মিন্ ভারতবর্ষে যঃ (শ্রীনারায়ণঃ) নৃণাং ক্ষেমায় (সংসারদুঃখ-নিবৃত্ত্যর্থং) স্বস্তয়ে (পরমানন্দস্বরূপলাভার্থং চ) ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতং (ধর্ম্মঃ বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়াঃ জ্ঞানম্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং শমঃ বৈরাগ্যং ভগ-বন্নিষ্ঠচিত্ততা বা তৈঃ উপেতং যুক্তং) তপঃ (আহারাদিনিয়ম পূর্ব্বক সন্তাপ-সহনরূপম্) আকল্পাৎ (ব্রহ্মাদ্দিন প্রথমাংশমারভ্য) আস্থিতঃ (কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে) বৈ ॥ ৬ ॥

এই ভারতবর্ষে যিনি মনুষ্যদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত

ধর্ম্ম জ্ঞান ও শম বিশিষ্ট তপস্যায় নিরত হইয়া প্রথম কল্প হইতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রাম বাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥ ৭ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, তত্র (স্বাশ্রমে) কলাপগ্রাম বাসিভিঃ ঋষিভিঃ পরীতম্ (আবৃতং নারায়ণং) প্রণতঃ (সন্ নারদঃ) ইদং (ব্রহ্মনি শ্রুতয়ঃ কথং চরন্তি ইতি যৎ ত্বং পৃচ্ছসি তৎ) এব অপৃচ্ছৎ ॥ ৭ ॥

কুরুশ্রেষ্ঠ, ঐ আশ্রমে কলাপগ্রামবাসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত শ্রীনারায়ণকে দেবর্ষি নারদ প্রণতিপুরঃসর তোমার জিজ্ঞাসিত এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তস্মৈ অবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃন্বতামিমম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোক নিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্মৈ (পৃচ্ছতে নারদায় অন্যেষাম্ অপি) ঋষীণাং শৃন্বতাং (সতাং) ভগবান্ (নারায়ণঃ) জনলোক নিবাসিনাং পূর্ব্বেষাং (বৃদ্ধানাং সনকাদীনাং) যঃ ব্রহ্মবাদঃ (ব্রহ্মণঃ বাদঃ সংবাদঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যাং নির্ণয়ঃ তং) ইমম্ (এব) অবোচৎ ॥ ৮ ॥

ভগবান্ নারায়ণ সেই ঋষিদিগের সমক্ষে তাহাকে জনলোক নিবাসী সনকাদি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের যে ব্রহ্মসংবাদ হইয়াছিল, তাহাই বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) স্বয়ম্ভুব, পুরা (পূর্ব্বং) জনলোকে তত্রস্থানাং মানসানাং (ব্রহ্মণঃ মনসঃ জাতানাম্) ঊর্দ্ধরেতসাং (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাং) মুনীনাং ব্রহ্মসত্রং (ব্রহ্মবিচারঃ) অভবৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—স্বয়ম্ভু নন্দন, পূর্ব্বকালে জনলোকে তত্রস্থ ব্রহ্মার মানসপুত্র ঊর্দ্ধরেতা সনকাদি মুনিগণের ব্রহ্মবিচার হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।

তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি॥ ১০॥

ত্বয়ি তদীশ্বরং (শ্বেতাদ্বীপপতিং) দ্রষ্টুং শ্বেতদ্বীপং গতবতি (সতি) তত্র (জনলোকে) হ (স্ফুটং) ত্বং মাং যং (প্রশ্নম্) অনুপৃচ্ছসি (সঃ) অয়ং প্রশ্নঃ অভূৎ॥ ১০॥

তুমি শ্বেতদ্বীপপতি অনিরুদ্ধাখ্য পুরুষকে দর্শন করিতে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, জনলোকে ঠিক তুমি যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল॥ ১০॥

তুল্যশ্রুততপঃ শীলাস্তুল্য স্বীয়ারি মধ্যমাঃ।

অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥ ১১॥

তুল্যশ্রুততপঃ শীলাঃ (তুল্যানি শ্রুতানি অধ্যয়নাদীনি তপাংসি স্বয়াঃ মিত্রানি অরয়ঃ শত্রবঃ মধ্যমাং উদাসীনাঃ উপেক্ষ্যাঃ চ যেষাং তে) অপি (ব্রহ্মবিচারার্থম্) একং (সনন্দনং) প্রবচনং (প্রবক্তারং) চক্রুঃ। অপরে সনকাদয়ঃ) শুশ্রূষবঃ (বভূবুঃ, পপ্রচ্ছুঃ)॥ ১১॥

তাঁহারা সকলেই বিদ্যা, তপস্যা ও চরিত্র বিষয়ে এবং শত্রু, মিত্র ও উদাসীন বিষয়ে সমান হইলেও, ব্রহ্মবিচারার্থ কেবল সনন্দনকে বক্তা করিয়াছিলেন। এবং সনকাদি অপর সকলেই প্রশ্নকর্ত্তা হইয়াছিলেন॥ ১১॥

সনন্দন উবাচ—

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।

তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥ ১২॥

সনন্দনঃ উবাচ—স্বসৃষ্টং (স্বেন সৃষ্টম্) ইদং (বিশ্বং প্রলয় সময়ে) আপীয় (সম্হৃত্য) শক্তিভিঃ (প্রকৃত্যাদিভিঃ) সহ শয়ানং (নিদ্রাণম্ ইব বর্ত্তমানং, প্রকৃত্যাদীনাত্মসাৎ কৃত্বা তৎকার্য্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষাং), পরং (পরম পুরুষং) তদন্তে (প্রলয়কালাবসানপ্রায়ে নিশ্বাসভূতাঃ) শ্রুতয়ঃ তল্লিঙ্গৈ (তৎপ্রতিপাদকৈঃ বাক্যৈঃ) বোধয়াঞ্চক্রুঃ (প্রবোধয়ামাসুঃ)॥ ১২॥

সনন্দন বলিলেন—নিজসৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয় সময়ে উপসংহার করিয়া

শক্তিবর্গের সহিত শয়ান পরম পুরুষকে প্রলয় কালের অবসানে নিশ্বাসভূত বেদ সকল তৎপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ দ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎ পরাক্রমৈঃ।
প্রত্যুষেঽভেত্য সুশ্লোকৈ র্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥ ১৩ ॥

যথা অনুজীবিনঃ (তদধীনজীবিকাঃ) বন্দিনঃ (স্তাবকাঃ) প্রত্যুষে (প্রাতঃকালে) অভ্যেত্য (আগত্য) শয়ানং সম্রাজং (চক্রবর্ত্তিনং রাজানং) তৎপরাক্রমৈঃ (তৎপ্রভাবময়ৈঃ, তৎপ্রভাব প্রতিপাদকৈঃ) সুশ্লোকৈঃ (শোভনাঃ শ্লোকঃ কীর্ত্তয়ঃ যেষু তৈঃ বচনৈঃ) বোধয়ন্তি ॥ ১৩॥ .

যেমন অনুজীবী বন্দিগণ প্রত্যুষে আগমন পূর্ব্বক শয়ান সম্রাটকে তৎপ্রভাব প্রতিপাদক শোভন কীর্ত্তিময় বচনাবলীদ্বারা প্রবোধিত করে ॥ ১৩ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(১)

মা দুর্গা, মায়ের আমার সতীমূর্ত্তি, মা সরস্বতী, মায় আমার চিন্ময়ী মূর্ত্তি, মা লক্ষ্মী তাঁহার আনন্দময়ী মূর্ত্তি, মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী।

(২)

সূতিকাগার হইতে নির্গত হইয়া যে পুনরায় সূতিকাগারে প্রবেশ করে, তাহাকে আর সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে হয় না। *

---

* Cf. Bible "Unless ye be like children, ye can not entre the kingdom" of Heaven। পং সং

(৩)

হাড়ের খাঁচায় চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়া তাহার ভিতরে একটী কর্পূরের পাখী নিয়া ভাই! এই ভবের হাটে আসিয়াছ, শীঘ্র শীঘ্র বেচা কেনা সারিয়া লও, পাখীটী দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে, তখন খাঁচা ফেলিয়া পলাইতে হইবে।

(৪)

ঘোড়া বা গরুর চক্ষেতে ঠুলি না দিলে সে গাড়ী টানিতে টানিতে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হয়। তাই দয়াময় আমাদের দুইটী চক্ষু বাঁধিয়া সংসার চক্রে যুতিয়াছেন। অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পাইলে আমাদের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না।

(৫)

পাকিলে রঙ্গ ধরে না, রঙ্গ ধরিলে পাকে। ইহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

(৬)

খোঁটার যত কাছে থাকিবে ততই কম ঘুরিতে হইবে, বন্ধনরজ্জু যত বড় হইবে ততই বেশী ঘুর লাগিবে। তাই বলি ভাই! মায়ারবন্ধন খাটো করিয়া যত পার খোঁটার নিকটবর্ত্তী হও।

(৭)

ফুল শুকাইয়া না ঝরিলে ফলোদ্গম হয় না, ফল পাকিয়া না খসিলে তাহাতে মধুরতা জন্মে না।

(৮)

জীব নিজেকে ছাড়া সকলকেই দেখিতে পায়। মা! বড় মজার খেলাই খেলিয়াছিস্, কেহই নিজের মুখ দেখিতে পায় না, যেন সব গলাকাটা কবন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্মশানবাসিনি! এরূপ না হইলে তোমার শ্মশানলীলার সাধ মিটিবে কেন!

(৯)

সে রাজ্যে ভাই! চক্ষু না বুজিলে দেখা যায় না, কাণে আঙ্গুল না

দিলে শুনা যায় না, জিহ্বা ছিঁড়িয়া না ফেলিলে কথা ফুটে না, না কাঁদিলে সুখ হয় না, হৃৎপিণ্ড উৎপাটন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না; তাই সেখানকার নাম আজব সহর। *

(১০)

পিঁপুলের কটু, গুলঞ্চের তিক্ত, হরিতকীর কষায় ও পাতিলেবুর অম্লরসের ভিতর যে মধুরতা আছে, অশ্রুজলের লবণাক্ততার ভিতর সেই মধুরতাই অন্তর্নিহিত।

(১১)

সেখানে একজনের মন রাখিতে পারিলেই চলে, আর এখানে প্রত্যেক লোকের মন রাখিয়া না চলিতে পারিলেই মুস্কিল; ইহা বুঝিয়া সুঝিয়া ভাই! যে চাকরীটী তোমার পছন্দ হয় সেইটী করিও।

(১২)

সিন্ধুতটে দাঁড়াইলে অবিরাম এক অনির্ব্বচনীয় "ঝম্""ঝম্" শব্দ শুনিবে। দিনান্তে নগর প্রান্তে একবার দাঁড়াইও এক অস্ফুট "গম্" "গম্" শব্দ শুনিবে। গভীর নিশীথে মনের অন্তরালে প্রাণের কর্ণ পাতিলে ভ্রমণশীল রাশিচক্রের এক অব্যক্ত "বম্" "বম্" নিনাদ শুনিতে পাইবে। এই সমস্ত শব্দেরই "অম্" "অম্" আমার "মা" নামের মধুর অপরিস্ফুট রূপান্তর মাত্র।

(১৩)

মানবের অরি ষড়বর্গ রক্তবীজের বংশ, একটীকে নাশ করিলে আর পাঁচটী প্রবল হইয়া উঠে, তাই ইহাদের হাতে কাহারও সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব।

(১৪)

রজনীর অন্ধকার নাশিতে প্রদীপের প্রয়োজন হয়, তপনোদয়ে তাহার আর আবশ্যকতা থাকে না। সেইরূপ যতদিন হৃদয়ের মোহান্ধকার না ঘুচে ততদিনই জ্ঞান প্রদীপের প্রয়োজন, পরন্তু প্রেমরবির প্রকাশে তাহার আর আবশ্যক হয় না।

---

* Cf. "Before the eyes can see they must be incapable of tears"—Light on the Path. পং সং।

(১৫)

উজ্জ্বলতম বস্তুর দর্শনে চক্ষু অন্ধীভূত হয়, মধুরতম বস্তুর আস্বাদনে রসনা জড়ীভূত হয়, মৃগমদের তীব্রগন্ধে ঘ্রাণশক্তি অন্তর্হিত হয়, স্পর্শসুখের চরম সময় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে কর্ণ শব্দান্তর গ্রহণে বধির হইয়া হইয়া যায়; সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলেই প্রাণ ক্ষণকালের জন্য বিভোর হইয়া উঠে; এই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত বিভোর অবস্থার স্থায়ী ভাবের নাম সমাধি।

(১৬)

সুখের জ্বালা ও দুঃখের জ্বালা দুই সমান; আগুন চন্দন কাষ্ঠেই জ্বাল, আর ভেরাণ্ডা কাষ্ঠেই জ্বাল, দাহিকাশক্তির কিছুই ইতর বিশেষ হইবে না জানিও।

(১৭)

ঘাত প্রতিঘাত প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আঘাত করিলে তাহার প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী; এই নিয়ম জড় চৈতন্য ও উভয় জগতেই সমভাবে ক্রিয়াশীল। শিলাখণ্ডে পদাঘাত কর তোমার পা ঝন্ ঝন্ করিবে, জড় শিলাখণ্ড যে তোমার প্রতিশোধ লয় তাহা নহে, প্রাকৃতিক অখণ্ড নিয়মে ঘাত ক্রিয়ার ফল তাহার উপাদান কারণ দুইটীতেই সমকালে ও সমভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। মানস জগতেও অবিকল তদ্রূপ জানিবে। কাহারও মনে ব্যথা দাও, তৎক্ষণাৎ তোমার হৃদয়ে তাহার প্রতিঘাত হইবে। আহত ব্যক্তি শুধু আঘাতের কষ্ট সহ্য করে, পরন্তু আঘাতকারীকে ঘাত প্রতিঘাত দুয়েরই কষ্ট সহিতে হয়। তাই বলি ভাই! বরং আহত হইও তবু কাহাকেও আঘাত করিও না; আঘাতের জ্বালা শীঘ্র জুড়ায়, প্রতিঘাতের জ্বালা জুড়াইতে বিলম্ব হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়।

Seek in the heart the source of evil and expunge it. It lives fruitfully in the heart of the devoted disciple as well as in the heart of the man of desire. Only the strong can kill it owt.—Light on the Path.

ধর্ম্মরাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শিখসম্প্রদায়ের আদিগুরু সিদ্ধপুরুষ নানক সাহের প্রচারিত শিখসম্প্রদায়ে বেদতুল্য পূজনীয় "আদিগ্রন্থের" (গ্রন্থ সাহেবের) "জপজী" নামক প্রাতর্জ্জপনীয় প্রথম অধ্যায় হইতে সঙ্কলিত।)

এক ওঁকার সত্‌নাম করতা পুরুষ,
নির্ভউ নিরবৈব অকাল মূরত,
অজূনি সৈভং গুরুপ্রসাদ। জপ।
আদি সচ্, জুগাদি সচ্, হৈভী সচ্, নানক, হোসীভী সচ্॥
সোচে সোচন হোহোবৈ, যে সোচী লখবার,

* * * * * *

কিবঁ সচিয়ারা হোবৈ? কিবঁ কুয়ে তুটে পাল?
হুকুমী রজাই চলনা, নানক, লিখিয়া নাল॥ ১॥

অর্থ—একমাত্র সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারী, সত্যস্বরূপ বিশ্বকর্ত্তা, অন্তরস্থিত ভয়শূন্য, বৈরীহীন, কালাতীত মূর্ত্তিবিশিষ্ট, জন্মবিরহিত, স্বপ্রকাশ এবং গুরুর-প্রসাদ বোধস্বরূপ—এরূপ যে ঈশ্বর তাঁহার জপ কর (অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধ সত্তায় তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত মহাসত্তার উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞায় আত্মসর্পণপূর্ব্বক বিশ্বসেবায় প্রবৃত্ত হও।) (তাঁহার কোন্ কোন্ শক্তির বিষয় প্রথমে উপলব্ধি করিয়া যোগ স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার উল্লেখ করিতেছেন।) তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, যুগের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান থাকিবেন। (অর্থাৎ তাঁহার কালাবচ্ছিন্ন কালাতীত স্বরূপ।) লক্ষবার ভাবিলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। তিনি জ্ঞানের অতীত। কিরূপে সেই নিরপেক্ষ (absolute) সত্যের জ্ঞান হইতে পারে? নানক লিখিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা (Laws) অনুসারে সর্ব্বতোভাবে (কায়মনোবাক্যে) চলাই একমাত্র উপায়।

হুকুমী হোবন্ আকার, হুকুমীন কহিয়া জাই।
হুকুমী হোবন্ জীব, হুকুমী মিলে বড়িয়াই।
হুকুমী উত্তম নীচ, হুকুমী লিখি দুখসুখ পাবেহ।
ইকনা হুকুমী বখসীস্, ইক হুকুমী সদা ভবাঁবেহ॥
হুকুমে অন্দর সভকো বাহর হুকুম ন কোই।
নানক, হুকুমৈ জে বুঝেত ইউ মেঁ কহে ন কোই॥ ২॥

অর্থ—(সেই পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞার স্বরূপ বলিতেছেন) ঈশ্বরের আজ্ঞায় (Laws) আকৃতি সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহার আজ্ঞার বিষয় বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার আজ্ঞায় জীবসকল সৃষ্ট এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। তাঁহারই বিধানে জীবসকল উত্তম ও অধম অবস্থা এবং সুখ দুঃখ পাইতেছে। কেহ তাঁহার আজ্ঞায় পুরস্কার (মুক্তি) পাইতেছে, এবং কেহ তাঁহার আজ্ঞায় সর্ব্বদা (সংসারে) মিথ্যা ভ্রমণ করিতেছে। সকলেই তাঁহার আজ্ঞার আয়ত্বাধীন, কেহই সেই আজ্ঞার বাহিরে নহে। নানক বলিতেছেন, যে তাঁহার আজ্ঞা বুঝিতে পারে, তাঁহার "আমিত্ব" বোধক অহঙ্কার দূরীভূত হয়। ২।

গাবে কো তাণ হোবে কিসি তাণ।
গাবে কো দাত জানে নিসান॥
গাবে কো গুণ বড়িয়াইয়া চার।
গাবে কো বিদ্যা বিষম বিচার॥
গাবে কো সাজ কর তনু খেহ।
গাবে কো জীব লৈ ফিরে দেহ।
গাবে কো বেখে হাদরা হদুর॥

* * * * * *

অর্থ—(সেই আজ্ঞার অনুবর্ত্তনে শুদ্ধচিত্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বকার্য্যে যে একমাত্র ভগবানের স্তব সঙ্গীত হইতেছে, অর্থাৎ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভগবদর্চ্চনা করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করা যায়।) কেহ বিভিন্ন প্রকারের শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে

(অর্থাৎ কীর্ত্তনে তাঁহার পূজা করিতেছে), কেহ দানের কার্য্যদ্বারা তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ উৎকৃষ্ট গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ বিদ্যার প্রখর বিচারদ্বারা তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ শরীরে ভূষণাদি ধারণ দ্বারা তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ পুনঃ পুনঃ শরীরধারণ দ্বারা তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ দূরবর্ত্তী বিষয়ে মনোনিবিষ্ট করিয়া তাঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ে সংলগ্ন থাকিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ।৩।

অমৃত বেলা মচ্ নাঁউ বড়িয়াই বিচার,
করমী আবৈ কাপড়া, নদরী মোক্ষ দুয়ার !
নানক, এবৈঁ জানি এ সভ্ আপে সচি আর ॥ ৪ ॥

*অর্থ—(এখন সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন) অতি প্রত্যূষে তাঁহার সত্য-*স্বরূপের ধ্যান (অর্থাৎ চিত্তে ভগবানের শুদ্ধ সত্তার উপলব্ধি) করা উচিত। কর্ম্মানুসারে জীবের আধ্যাত্মিক দেহের (The Augoiedes of the Neo Platonists) তারতম্য হইয়া থাকে, কর্ম্মে মোক্ষ লাভ ঘটে না। নানক বলিতেছেন সেই পূর্ণ সত্যময় আত্মস্বরূপকে জানিলে (মুক্তি লাভ হয়)। ৪।

থাপিয়া ন জাই কিতা ন হোই।
আপে আপ নিরঞ্জন সোই।
জিন্ সেবিয়া তিন পাইয়া মান্,
নানক গাবী ঐ গুণী নিধান।
গাবে মুনে মন রখি ভাউ,
দুখ পরিহর সুখ ঘর লে জাই ॥
* * * * * * ॥ ৫ ॥

অর্থ—(এখানে সাধকবর্গের স্বাবলম্বনের বিষয় ইঙ্গিতক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন) তিনি (অন্যকর্ত্তৃক) প্রতিষ্ঠিত কিম্বা প্রস্তুত হয়েন না; তিনি স্বীয় মহিমায় স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং নিরঞ্জন (সর্ব্বগুণাতীত)। তাঁহার সেবক

সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। নানক সেই গুণনিধানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহার কীর্ত্তন করিলে, সর্ব্ব দুঃখ দূরীভূত হইয়া বিমলানন্দ লাভ হয়। ৫।

মতি বিচ রতন, জবাহর মাণিক, জে ইক গুরুকী শিখসুনী
গুরা ইক দেহি বুঝাই,
সভনা জীয়া কা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন জাই ॥ ৬ ॥

অর্থ—(এথানে শ্রবণ ও মননের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন) মুক্তামালাস্থ মধ্যমণির স্বরূপ, গুরুর নিকট একটী বিষয় শ্রবণ করিয়াছি. তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সর্ব্বজীবের জীবনদাতা সেই একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহাকে যেন আমি বিস্মৃত না হই (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি যেন আমার নিরবচ্ছিন্ন মনন প্রতিষ্ঠিত থাকে)। ৬।

সুনি এ সৎ সন্তোষ গিয়ান,
সুনি এ অঠসঠী কা ইসনান,
সুনি এ পর পর পাবে মান,
সুনি এ লাগে সহজ ধিয়ান ॥
নানক ভগতা সদা বিলাস।
সুনি এ দুঃখ পাপ কা নাশ ॥ ১০ ॥

অর্থ—(এথানে শ্রবণ-সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন, তাঁহার সর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ আজ্ঞা Harmonious Laws) শ্রবণেই সন্তোষ ও জ্ঞান লাভ হয়; তাঁহার শ্রবণেই ৬৮ তীর্থের স্নানের ফল হয়; তাঁহার শ্রবণেই সহস্র পাঠে পাণ্ডিত্য লাভ হয়; তাঁহার শ্রবনেই সহজ ধ্যান লাভ হয়; নানক বলিতেছেন, তাঁহার শ্রবণেই দুঃখ ও পাপের নাশ হয় এবং তিনি সর্ব্বদা ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়েন। ৮।

(ক্রমশঃ)

প্রণব, ছবি ও গান।

মহেশ্বর।

ভগবান শঙ্কর দেবাদিদেব এবং মহেশ্বর। তিনি গুরুগণের গুরু এবং শক্তিরও ঈশ্বর। তিনি পরম শুদ্ধ জ্ঞানাবতার। তাঁহার বিভূতি ও রূপ, যোগশাস্ত্রে এবং ব্রহ্মবিদ্যায় অতি গুহ্য বিষয়। থিয়সফি-গ্রন্থাবলীতে তাঁহাকে প্রথম ঈশ্বর (1st Logos) অর্থাৎ মহেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্য এই বিভূতি এবং রূপ সম্বন্ধে কথঞ্চিত আলোচনা করিলেও আমাদিগের অধ্যয়ণ প্রভৃতির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে।

শক্তি কিংবা কর্ম্ম যাহার অধীন তিনিই জ্ঞানী। যিনি শক্তি কিংবা কর্ম্মের অধীন তিনি জ্ঞানী বলিয়া বাচ্য হইতে পারেন না। আমরা অনেক বিষয় জানি, কিন্তু জানিয়াও নিজের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে পারি না। আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি অন্য কোন মহান্ ইচ্ছাশক্তির অধীন, এবং সেই ইচ্ছাশক্তি অন্য রূপেরও অধীন। এই যে উভয় শক্তি—দৈবী কিংবা পরাশক্তি—এবং অপরা প্রকৃতিস্থ জড়শক্তি প্রভৃতি—একই মূল হইতে নিঃসৃত। মানব উভয়েরই অধীন। জ্ঞানী কে? শুধু জানিলেই জ্ঞানী হয় না। আমি হয়ত ষ্টীম এঞ্জিনের কল কি তাহা জানি, এবং যুদ্ধ বিদ্যাও জানি। কিন্তু জানিলেই যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা নহে। যে সেই জ্ঞেয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ইচ্ছামত চালনা করিতে পারে, তাহারই জ্ঞানের সফলতা হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার বিচার হয়। অতএব যে কর্ম্মী, তাহারই জ্ঞান সার্থক। কিন্তু এরূপ খণ্ড বিষয়ের জ্ঞানী এবং কর্ম্মীও দৈবীশক্তির অধীন। আজ আমি মহাযোদ্ধারূপে সমরে অবতীর্ণ হইয়া হয় ত যুদ্ধ করিলাম, কিংবা জড়-শক্তির গতিক্রিয়া প্রভৃতি জ্ঞাত হইয়া রেল এবং টেলিগ্রাফ চালাইতে বসিলাম। ইহার উপরেও দৈবীশক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। কত বাধাবিঘ্ন ঘটে, কত চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বিষয় কয় জন জানিতে পারে? এবং কয় জন জানিয়াও সে মূল-

নিঃসৃত শক্তিকে করতলস্থ করিতে পারে? সুতরাং সমস্ত জ্ঞান বৃথা হইয়া যায়।

কত মহাজ্ঞানীকে আমরা দেখিয়াছি, কত মহাবীরের কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইয়াছি ইঁহারা সকলেই দৈবী-শক্তির অধীন। অতএব শাস্ত্রে বলেন, শক্তিকে জয় করা যায় না। জড় শক্তিকে কখন কখনও আংশিকরূপে আয়ত্ত করা যায় বটে, (অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম্মের দ্বারা) কিন্তু এই জ্ঞান এবং কর্ম্মও দৈবীশক্তি হইতে নিঃসৃত। যাহার বলে মানব আজ জড়-শক্তিকে আংশিকরূপে করতলস্থ করিয়া ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেছে, তাহা দৈবীশক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু দেখিতে পাইবেন যে, এই আংশিক বিকাশ সমগ্র দৈবী-শক্তির সামান্য আভাস মাত্র। ইহার মূলে কি আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এই দৈবীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী মহাযোগিনী, মুনিগণের আরাধ্যা, যোগে-শ্বরী ভগবতী গৌরীও অনেক তপস্যা, সাধনা দ্বারা মহাজ্ঞানী ভগবান্ মহে-শ্বরকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। সেই মহেশ্বরকে জানিতে হইলে, সেই মহেশ্বরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে হইলে, এবং তাঁহার বিভূতি প্রাপ্ত হইতে হইলে, আমাদিগকেও মায়ের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধ, বিগ্রহ, অধ্যয়ন, আস্ফালন প্রভৃতি দ্বারা সে পথ অবলম্বন করা যায় না। ভগবতী, দৈবীশক্তির বিকাশ দ্বারা জগতে কি করিতেছেন, তিনি সন্তানগণকে কি শিখাইতেছেন, তাহারই উপর লক্ষ্য না করিলে অন্য কোন উপায় নাই। তাহা না করিলে সে কর্ম্মীও হয় না, জ্ঞানীও হয় না, কিম্বা কর্ম্ম এবং শক্তিও তাহার করতলস্থ হয় না। তাহাই যোগী-গণের মূল মন্ত্র; এবং সেই যোগীগণের গুরুদিগেরও গুরু দেবাদিদেব মহাদেব।

অদ্য আমরা সেই মঙ্গলময় ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া এবং যাঁহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞানপথে আরূঢ় হইতে পারিব, সেই মাতৃস্বরূপিনী-হরহৃদি-বিলাসিনী মহাশক্তি গৌরীর পদপ্রান্তে বসিয়া, মাতার নয়ন দিয়া পিতাকে

দেখিতে চেষ্টা করিব। বাস্তবিক সে রূপ ধ্যানে বিভাসিত হয়, কিন্তু আমাদিগের সে শক্তির বিকাশ এখনও হয় নাই, অতএব ক্ষুদ্র ভক্তের ন্যায়, ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র কথা দিয়া যতদূর পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিব।

যাঁহারা মহেশ্বরের স্বরূপত্ব অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হরের কোন রূপ নাই। কিন্তু মায়ের যেমন রূপ দেখিবার সাধ হয়, সন্তানও সেই মাতৃজঠর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সাধ করে। এই যে শক্তির আবাসস্থান দেহমন্দির, তাহার দুই ভাগ আছে। এক ভাগ হইতে সৃষ্টি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, আর এক ভাগ হইতে জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য এক ভাগের নাম বাম পথ, আর এক ভাগ দক্ষিন পথ। যোগীগণ তাঁহাদিগের নাম চন্দ্র সূর্য্যের পথ কিংবা ইড়াপিঙ্গলার পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থূলদেহে যে সকল নাড়ী (স্নায়ুমণ্ডলী) আমরা দেখি, তাহারা অসংখ্য সর্পের ন্যায় এই দুই পথ বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদিগের মধ্যে দুইটী বৃহৎ পথ কিংবা বৃহৎ সর্প মস্তকের নিম্নভাগে এবং কণ্ঠের উর্দ্ধে পরস্পরকে ভেদ করিয়াছে। পাশ্চাত্য Physiology ইহাকে Ganglia কহেন। যেখানে ইহাদিগের মস্তকদ্বয় বিশ্রাম লইয়াছে, সেই স্থান আমাদিগের দ্বিদলপদ্ম (Brain) কিন্তু ইহাই আমাদিগের সাধারন জড় চৈতন্যের বিশ্রাম স্থান। ইহার উপরে আমাদিগের ভারিভুরি চলে না। আমাদিগের স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের যত প্রকার চৈতন্য, সবই এখানে আসিয়া সেই দ্বিদলপদ্মে প্রতিঘাত করে। মূলাধার (অর্থাৎ যেখানে মূলপ্রকৃতি সৃষ্টিরতা) হইতে এই দ্বিদলপদ্ম আজ্ঞা পর্য্যন্ত যে সকল শক্তি ক্রিয়া আমাদিগের শরীরে বহমাণ তাহারা সেইখানে গিয়া একত্র হয়। ইহাই দেহের কণ্ঠস্বরূপ।

এই দ্বিদলপদ্মের উপর আমাদিগের মস্তিষ্ক। এখানেও অসংখ্য জটার ন্যায়, অসংখ্য পদ্মের ন্যায়, কুণ্ডলী পাকাইয়া অনেক সর্প বিশ্রাম করিতেছে। এ স্থানকে সহস্রার কহে। ইহার পাঁচটী পথ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি। এই পথে আবার দুইটী করিয়া শক্তি প্রবাহমাণ। ইহার মধ্যে বহির্দিকে পাঁচটীর দ্বারা আমরা বহির্জগতের রূপাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু দিতে পারি না। অতএব আমরা নারীস্বরূপ মাত্র। এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়

দ্বারা আমরা নিম্নস্থ চৈতন্যের অর্থাৎ দ্বিদলপদ্মেরও চৈতন্য প্রতিঘাত গ্রহণ করি। কিন্তু অন্তরস্থ রূপাদি লইতে পারি না। অপর পাঁচটী দ্বারা আমরা দ্বিদলকে আঘাত করি, কিন্তু ইহাও ইচ্ছানুসারে নহে, কেন না পঞ্চবহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা লইয়াছি তাহারই প্রতিঘাত করি মাত্র। ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। আঘাত করা পুরুষের কাজ, প্রতিঘাত গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের কার্য্য। এই জন্য আমরা বলিয়া থাকি, প্রকৃতি পুরুষ মিলিয়া জীব হয়। যে পথ দিয়া অন্তরে এই উভয় কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম সুষুম্না। আমাদিগের মস্তিষ্ক এই পথের সহিত অর্থাৎ সুষুম্নার সহিত দ্বিদলপদ্মে যুক্ত। এবং নিম্নস্থ অসংখ্য সর্পমণ্ডলীর সহিত যুক্ত। এই যে তিন পথ, সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণের প্রবাহ লইয়া যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সে স্থান ত্রিশূলের মত।

মস্তিষ্ক কিংবা সহস্রার মহাজটাজূটশালী শুভ্ররজতসন্নিভ পর্ব্বতের মত। শাস্ত্র তাহাকে কৈলাস বলিয়া থাকেন। এই যে মস্তক তাহা বাস্তবিক কৈলাস নহে, কিন্তু স্থূলদেহে কৈলাসেরই প্রতিকৃতি।

এই মস্তকের যে ভাগ পুরুষের, অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আকরভূমি, তাহার সঙ্কেত পঞ্চবদন। ইহারাই দ্বিদলপদ্মে আঘাত করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়-সম্ভূত পঞ্চক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্য এবং জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে। দেখিতে হইবে যে এই পঞ্চবদন জীবের পঞ্চবদন নহে। ইহা স্বাধীন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের Free will রূপ। জীব দশানন স্বরূপ নিম্নে বদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করে। জীব নারী এবং পুরুষ উভয়ই। তাহার উভয় মুখই আছে।

কৈলাসের ঊর্দ্ধে মহাদেবের আবাস স্থান। শক্তি সহস্র দল লইয়া তাঁহার তপস্যা করেন। শিবের হস্তে ত্রিশূল। আমরা কখনও মনে করি যে, শক্তি শিবের হৃদয়ের উপর দাঁড়াইয়া কেন? সে সঙ্কেত বাম ভাগের, দক্ষিণ ভাগের নহে। * যখন সৃষ্টি হয় নাই তখন তামসী মহাশক্তি কালী জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মূল প্রকৃতিপুরুষের আবরণ স্বরূপ হইয়া বাম ভাগে সৃষ্টি শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহারই সঙ্কেত

* লেখকের এইভাব আমরা অনুমোদন করি না—পং সং।

জ্ঞানকে পদ দলিত করা। কিন্তু সৃষ্টির দশ মহা অবিদ্যার মধ্যে শক্তি যখন দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিলেন, তখন তাঁহাকে স্ত্রীস্বরূপ সেই স্বামী মহেশ্বরের তপস্যা করিতে হইয়াছিল। ইহাই দক্ষিণপথের ক্রিয়া এবং যোগীগণের অবলম্বনীয়।

যিনি শক্তির ত্রিগুনাতীত তাঁহার হস্তে ত্রিশূল। তাঁহার সর্পাকৃতি জটা অত্যন্ত ভীষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে অনন্তজ্ঞান প্রবাহমাণ। সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। এই ইন্দ্রিয়গণ যোনিস্বরূপ বলিয়া এই ক্রিয়াকে যোনিমুদ্রা কহে। কেবল তাহাই নহে ইহার মধ্যে আরও একটী মাধুরী আছে, তাহা গঙ্গা। গঙ্গা ভক্তি স্বরূপিনী। পূর্ব্বে বলিয়াছি জীবের জ্ঞান দ্বিদলপদ্ম পর্য্যন্ত আসে সেখানে পিপাসাতুর হইলে হরজটা বাহিয়া ভক্তিপ্রবাহ জীবের সেই দারুণ তৃষ্ণা মিটাইয়া দেয়। হর মহাজ্ঞানী হইলেও প্রেমিক। এই যে লুক্কাইত মধুর প্রবাহ, উহার সহিত শুষ্ক জ্ঞানের তুলনা করিয়া বামমার্গ-কারী শক্তি উপাসকগণ বলিয়া থাকেন গঙ্গা কালীর সতীন। মহাদেবের বর্ণ শুভ্র। এই পবিত্র বর্ণ তাড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সকল বর্ণের মূল। শুদ্ধ পবিত্রক্ষেত্রে ইহা অতীব মধুর এবং উজ্জ্বল। বাধা পাইলে ইহা অগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠে। এই বর্ণ তৃতীয় নেত্রে প্রতিভাসিত হয়। এই তৃতীয় নেত্র উর্দ্ধে। এই নেত্র না ফুটিলে জ্ঞান হয় না। যতদিন জীবের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে ততদিন তাহারা দ্বিনেত্র। বুদ্ধির বিকাশ হইলে দুইটি নেত্রই তৃতীয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে অবলম্বন করে। তখন দুইটী নীমিলিত হইয়া যায় এবং তৃতীয়টী ফুটিয়া উঠে। এই ত্রিনেত্রই জ্ঞানশক্তির উৎস। মানব যখন স্বীয় বাসনা অনুসারে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন এই তৃতীয় নেত্র তাহার অদৃষ্ট স্বরূপ এবং বাসনা হইতে মুক্ত হইলে ইহা তাহার Free will স্বরূপ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কর্ণের উর্দ্ধভাগে দ্বিদলপদ্ম। এই ক্ষেত্রে মহাঅগ্নি-রূপে মহাদেবের জ্ঞান বিশ্বের অজ্ঞানময় শবরাশি দগ্ধ করিতেছে। এইখানে পৌছিলে জীবের মহা সন্দেহ হয়, মহামোহ এবং মহাভীতি হয়। এই

খানে আসিলে তাহার যেন সব হারাইয়া যায়। এখান পর্য্যন্ত জীবন সসীম। এই স্থান যেন শ্মশান। ইহারই এক পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহমাণ। তাহারই সৈকতে পরম প্রেমিক মহাযোগী বিচরণ করিতে করিতে জগতকে অভয় দেন। তিনি শ্মশান-ভয় হরণকারী অতএব তাঁহার নাম হর। এইখানে তিনি অংসখ্য জীবের কঙ্কাল তাঁহার কণ্ঠে ধারণ করেন, এই জন্য তিনি হাড়মাল। এই কঙ্কালগুলি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এবং জীব কর্ম্মানুসারে শ্মশানে আসিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, কিছুদিনের জন্য পরম গুরু বিশ্বনাথের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করে। ইহাদিগেরই মঙ্গলের জন্য হর শ্মশান-বাসী। শুধু তাহাই নহে ইহাদিগেরই বিষাগ্নি তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, এই সমগ্র সৃষ্টির দুঃখভার এবং বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ। মনে করিয়া দেখ এমন প্রেমিক বিশ্বে আর কেহ আছে কি না। "ইন্দ্রিয় লালসা, ভোগশক্তি, প্রভৃতি এই শ্মশান-ভূমির পূতিগন্ধময় শব"। শবদাহ করিলে যেমন দুর্গন্ধের বিলোপ হয়, জ্ঞানাগ্নি দ্বারাও তেমনি বাসনার বিলোপ হয়। এখানে কাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। তৃতীয় নেত্র হইতে অগ্নি বিস্ফুরিত হইয়া কামনা দগ্ধ করে। এই শ্মশানে হরের যোগভঙ্গ করিতে গিয়া কাম ভস্ম হইয়াছিল। শঙ্কর অজ্ঞান এবং কামকে ভস্ম করেন। জীবোপাধী সব নিহিত বাসনা প্রভৃতির সংহার করেন। যে জড়শক্তি হইতে এই সকল কামদেহের প্রবল অগ্নি উত্থিত হয়, সেই শক্তি দমন করেন। তিনি পুণ্য সংহার করেন না, তিনি প্রেম সংহার করেন না, ভক্তিকেও সংহার করেন না। সেখানে তাঁহার তৃতীয় নেত্র আশা দেয়, তাঁহার পঞ্চমুখ আশীর্ব্বাদ করে, সেখানে গেলে জানা যায় যে গুরু কে, এবং গুরুই বা কি?

তাঁহার বাহন ঋষভ। ঋষভ অর্থে ওঁকার। রেখব হইতে মধ্যম পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রাণ দেহ হইতে মানস পর্য্যন্ত যে শক্তি সুষুম্না দিয়া প্রবাহিত, যাহার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং চৈতন্য প্রবাহিত, সেই ত্রিমাত্রারূপ কালব্যঞ্জক দণ্ডীর উপর মহাকাল বসিয়া থাকেন।

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকিলে জীব তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। এই সংসারের দৃশ্য বিভূতি বর্গ তাঁহার নিকট ভস্ম। অতএব তাঁহার দেহ ভস্মাবৃত সূর্য্যের

ন্যায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শ্বাপদকুল হত করিয়া তাহাদিগের চিত্রিত চর্ম্ম সকল দ্বারা তাঁহার দেহ আবৃত করা হইয়াছে। ইহাই বর্ণক্ষেত্রের (Kamic) সন্ন্যাস। হরের কটিদেশে ইহারা বিনাস্ত হইয়াও কেমন শোভা পাইতেছে।

এই যে পরম গুহ্য পবিত্র রূপ ইহা ভক্তগণের নিকট অতি তরুণ এবং মধুর। গৌরী যে রূপের আরাধনা করিয়াছিলেন, সে রূপ বুড়া পাগলের মত নহে। যাঁহারা তাঁহাকে দেখে নাই তাহারাই জ্ঞানের হিসাবে তাঁহাকে বুড়া কহিয়া থাকে। গৌরী ও দশমহাবিদ্যার মধ্যে বগলা এবং বুড়ি হইয়া ছিলেন। ভক্তের নিকট তিনি তরুণ যুবা, অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় কপাল, তাহারই মধ্যে প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় তৃতীয় নেত্র জ্বলিতেছে। তখন তাঁহার হাসি বালকের মত অট্ট হাসি নয়। সেই রূপ দেখিয়া শক্তি বিহ্বলা হন; সেই তৃতীয় নেত্রের জ্যোতি গৌরীর তৃতীয় নেত্রকে জ্যোতিষ্মতী করিয়া তুলে। তখন শ্মশানবাসিনী কালী ষোড়শী হইয়া পড়েন, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই মুখ দেখেন, স্বীয় উলঙ্গ কাল রূপকে আবৃত করিয়া ফেলেন। এই লজ্জা স্বামীর নিকট, মহেশ্বরের নিকট। ইহাকেই কহে Isis unveiled.

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং,
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি,
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসী দ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥ ১২॥

তব বরে
অমিত বিক্রম লভি' যবে বিংশ করে
মদমত্ত সে রাক্ষস হইলা তৎপর
তোমারি আবাস-ভূমি কৈলাস-ভূধর

উৎপাটনে, সে মুহূর্ত্তে হইল কম্পিত
ঈষত অঙ্গুষ্ঠ তব, অমনি স্তম্ভিত
পড়িতে লাগিল দুষ্ট পাতালের তলে
ঘোরবেগে, আশ্রয়-বিহীন। স্বার্থছলে
শূলপাণি! সেবে তোমা যেই খলমতি
মোহ তার না ঘুচে কখন। ১২।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্নো বরদ! পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতি॥ ১৩॥

ভূতপতি!
ইন্দ্র হ'তে উচ্চতর ঐশ্বর্য্য-শেখর
আরোহিল বাণরাজ ত্রিভুবনেশ্বর,
নহেক বিচিত্র; যেবা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
ভক্তি ভরে লুঠে শিব চরণে তোমার,
সামান্য সম্পদ কিবা, মোক্ষফল তা'র
করায়ও। ১৩॥

অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
সকল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ ওহে ত্রিনয়ন!
সমুদ্র-মন্থন-কালে ব্রহ্মাণ্ড যখন
বাসুকীর কালকূটে হইল জর্জ্জর,
অকাল-প্রলয়-ডরে অসুর অমর
সন্ত্রস্ত চকিত অতি, হে করুণাময়!
দয়াবশে বিদূরিতে সুরাসুরভয়,

সে গরল করি' পান শ্বেতকণ্ঠে তব,
যে কলঙ্ক-অঙ্ক তুমি, ওহে ভবধব।
ধরিলে, বর্দ্ধিত তাহে সৌন্দর্য্য তোমার।
হরিতে ভুবন-ভীতি বিকার যাহার
গৌরব-মণ্ডিত, সেই ওহে নির্ব্বিকার। ১৪ ॥

অসিদ্ধার্থা নৈব কচিদপি সদেবাসুরনরে,
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ,
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥ ১৫ ॥

দেবাসুরনরজয়ী কুসুমের শর
সামান্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপর
হানিল কন্দর্প যেই, নিমেষ মাঝারে
স্ফুরিয়া ললাট-বহ্নি পোড়াইল তা'রে,
'অনঙ্গ' সে হ'তে কাম। জিতেন্দ্রিয় জনে
যে হেরে অবজ্ঞা ভরে এমনি ভুবনে
সাধে সেই আপন অহিত। ১৫ ॥

মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্ন-গ্রহগণং।
মুহুর্দ্যৌর্দৌঃস্থ্যং যাত্যনভৃতজটা তাড়িততটা,
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা॥ ১৬ ॥

বিধিবরে
দুরন্ত রাক্ষস জগত ভক্ষনতরে
পাতাল হইতে যবে কৈলা আগমন,
সৃষ্টিরক্ষাহেতু হর! তাণ্ডব ভীষণ
আরম্ভিলে; মহী তদা চরণের ভরে
সহসা উঠিল কাঁপি' থরথর থরে
আসন্ন প্রলয়ে যেন; ভুজদণ্ডাঘাতে

গ্রহগণ ঘূর্ণমান গগনের সাথে
লাগিল ভ্রমিতে ঘুরি' ভীষণ ঘূর্ণনে ;
অস্থির হইল স্বর্গ জটার তাড়নে
অবিরত। রক্ষাতরে ধ্বংসের অর্গল
কি হেতু করহ মুক্ত, কে বুঝিবে বল
এ সংসারে ? রহস্যের কে জানে সন্ধান ? ১৬ ॥

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেণোদ্গমরুচিঃ,
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষত লঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃত-
মিত্যনেনৈবান্নেষং ধৃত-মহিমদিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭ ॥

অগস্ত্য শুষিলে সিন্ধু, প্লাবি' স্বর্গধাম
যে বিপুলা মন্দাকিনী তারা ফেণদলে
পুলকিত করি নভঃ কলকল কলে
ঝরিল অজস্র ধারে, করি' দ্বীপাকার
জলধি-বলয় বিশ্ব, শিয়রে তোমার
রাজে তাহা ক্ষুদ্রতম বারিবিন্দু সম
হে বিরাট বপু হর ! ১৭ ॥

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো,
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বর-বিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রা প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

হে পুরুষোত্তম !

বিরিঞ্চি সারথি তব, অবনী সে রথ,
রবি শশী রথচক্র, মন্দর-পর্ব্বত
ধনু-খণ্ড, চক্রপাণি শায়ক ভীষণ।
সামান্য ত্রিপুর তৃণ করিতে দহন
কি হেতু এ আড়ম্বর ? বুঝিনু নিশ্চয়

রমিতে অধীন সহ ওহে লীলাময়!
এ তব বিচিত্র লীলা! নতুবা কথন
এ সবার নাহি হেরি বিন্দু প্রয়োজন
অসুর নাশনে শুধু। ১৮॥

হরিস্তে সাহস্রাং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোণে তস্মিন্‌নিজমুদহরন্নেত্রকমলং।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর! জাগর্তি জগতাং॥ ১৯॥

হে ত্রিপুর অরি!
সহস্র কমল-দলে আপনি শ্রীহরি
চরণ-কমল তব পূজতেন নিতি।
একদিন পরীক্ষিতে অন্তরের প্রীতি
গোপনে কমল এক হরিলে যখন,
নয়ন কমল নিজ করি-উৎপাটন
সুদর্শনে, অর্পিলা চরণে তোমার
শ্রীপতি ভকতি ভরে? হেন ভক্তি যাঁর
সাজে তাঁরে ত্রিভুবন পালনের ভার
ভূতনাথ? ১৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

—o○o—

"নববর্ষ" প্রশ্ন ও উত্তর।

(প্রশ্ন।)

১

দেখিতে দেখিতে, মিলাইয়া গেল
একটী বছর জলের মত।
"এগার" আসিয়া, স্থান পুরাইল,
রণস্থলে যেন সেনানী মত॥

২

কত কি ভাবিনু, বরষ ভরিয়া
কত কি গড়িনু ভাঙ্গিনু কত।
কত কি মানসে, ছিল গো আমার
কত এল গেল স্রোতের মত॥

৩

পরমায়ু গেল, বরষের সহ
সে ত সদা তার অনুজ যেন।
সাথে সাথে যায়, ফিরে নাহি চায়
ডাকিলে শোনে না বধির হেন॥

৪

আমার গিয়াছে, তোমার (ও) যে গেল
উহার গিয়াছে তাহার (ও) তাই।
সকলের দশা, একই প্রকার
পরমায়ু পথে প্রভেদ নাই॥

৫

কিন্তু জীবনেতে, দেখ না চাহিয়া
"কতই" প্রভেদ তুমি ও "আমি।"
তুমি ধর্ম্ম পথে, কত অগ্রসর
কত পাছে পড়ে রয়েছি "আমি"॥

৬

কর্ম্ম পথে তুমি বীরের মতন
সত্য অসি হাতে সেনানী যথা।
শত্রু তাড়াইয়া, আছ তার স্থানে
আমি হতভাগা রয়েছি হেথা॥

৭

"তুমি" ধর্ম্ম বীর, বরষের সহ
সত্য নিষ্ঠা জ্ঞানে বর্দ্ধিত ভাই!

আমি মহাপাপী, পাপে রত সদা
আমার যা ছিল তাহাও নাই ॥

৮

পর উপকার, করেছি কি কভু
পালিয়াছি কভু মহৎ ব্রত ?
কুকাজ সর্ব্বদা, ভুলেও কখন
সুকাজ করিনি তোমার মত ॥

৯

বরষ ডায়েরী দেখিনু খুলিয়া
প্রতি পাতা তার কলুষ মাখা।
পাপ কর্ম্মে ভরা, পাপ ভাবনায়
ভীষণ পাপের আলেখ্য আঁকা ॥

১০

তুমি ধর্ম্মবীর, বল দেখি ভাই
কিসে পাপ তাপ ঘুচিবে মোর।
(কবে) পুণ্যের আলোক, হৃদয়ে পশিয়ে
পাপ নিশা মম করিবে ভোর ॥

(উত্তর।)

১

কাহার গিয়াছে ? কিবা চলে যায় ?
ভাবিয়া বারেক দেখ না ভাই।
কেবা তুমি-আমি ? কেন ভেদ জ্ঞান ?
"মহানের" পথে প্রভেদ নাই ॥
ক্ষুদ্র উপাধিতে যবে আত্ম জ্ঞান
আমার বলিয়া মিশায়ে রয়।
তবে ত প্রভেদ, সুখ, দুঃখ, মোহ,
বন্ধ মোক্ষ আদি সৃজন লয়॥

২

যাঁহার নিশ্বাসে প্রকৃতি উপাধি
জীবভাবে করে কতই খেলা।
যাঁর আকর্ষণে প্রাণের জলধি
উথলিয়া চলে ব্যবহার বেলা॥
কত রূপ ধরি পাপ পুন্য ভাবে
ছুটেছে কোথায় বল কার পানে।
হৃদয় সরিৎ যাঁর আকর্ষণে
মিশিবারে ধায় কাহার সনে ?
কিবা সুখ দুঃখ, কিবা কর্ম্ম জ্ঞান !
অধর্ম্ম বলিয়া বুঝি বা কাকে ?
সবই ত তাঁহারি ! তাঁহারি ত খেলা
(যেন) আধো ফোটা ভাষে তাঁহাকে ডাকে।
আমিত্বের ভান হৃদয়ে পশিয়া
বিচার বিতর্ক আনিয়া শত,
"আমি ও আমার" ভাবে ভাসাইয়া
মোহের আঁধারে ঘুরায় কত।

৩

রাজার তনয় প্রাসাদে শুইয়া
ঘুমঘোরে দেখ স্বপন দেখে
আঁধার নিবিড় অরণ্য মাঝারে
একাকী পড়েছে বাঘের মুখে
স্বপনেতে হায়! কতই শিহরে,
কতই কাঁদিছে ভয়ের ভাবে।
সুশাণিত অসি, শান্ত্রী শত শত
নিকটে থাকিলে ভয় কি যাবে ?
কখন না ভাই। ও সবে হবে না।

বৃথা আয়োজন করিছ কেন
জাগাইয়া দেও, ভয় দূরে যাবে,
অরুণ উদয়ে আঁধার যেন।

৪

কেবা জাগাইবে ? কেবা জেগে আছে ?
কার কাছে গেলে ভাঙ্গে ঘুম ঘোর ?
হাত ধরি মোরে কেবা লোয়ে যায়।
কাহার কিরণে হবে নিশি ভোর ?
বাহিরে খুঁজিলে সে জন না মিলে,
(সে যে) আমি ভিন্ন অন্য কেহ সে নয়।
হৃদয় দর্পণ পরিষ্কৃত হোলে,
(তার) প্রতিবিম্ব স্বতঃ প্রকাশ হয়।
মোর সাথে সদা, কভু নহে দূরে।
তাঁরে আত্মনিবেদন প্রণাম করি,
পরিপ্রশ্ন, সেবা, সর্ব্ব জীবে দয়া,
এ সব ইঙ্গিতে তাঁহারে ধরি।
তা হোলে হৃদয়ে স্বপ্রকাশ জ্যোতি
প্রাণ প্রিয়তম প্রকাশ হবে।
আলোকে আঁধারে সৃজনে বা লয়ে,
সর্ব্বভাবে তাঁতে থাকিতে পাবে॥

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B. C. Sanyal, at the Bengal Chemical Steam Printing Works

ভগবান ঈশ্বর কৃষ্ণের

সাংখ্য কারিকা।

বঙ্গাক্ষরে মূল ও গৌড়পাদাচার্য্যের অমূল্য ভাষ্য

এবং মূল ও ভাষ্য

উভয়ের সরল বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

ISWARA KRISHNA'S

"SANKHYA KARIKA"

The oldest and most authentic treatise on the Sankhya Philosophy, and GOURPADA'S Commentary on the same in bold Devnagri type together with English Translation and Annotation.

by

H. T. COLEBROOKE.

Introduction by H. H. WILSON

and an Easy Bengali Translation of the Text and Bhasya published by the Bengal Theosophical Society, 28/2, JhamapokurLane, Calcutta. Reduced price of Rs. 1/4 only

"পন্থা"।

সম্পাদকীয়-বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বর প্রসাদে বৈশাখ মাস হইতে পন্থার অষ্টম ভাগ আরম্ভ হইবে। সহৃদয় গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। এ বৎসরের পন্থার কলেবর আরও বৃদ্ধি করিবার আশা রহিল। নিয়মিত প্রকাশের জন্য সু-বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং নিয়মিতরূপে কৃতবিদ্য লেখকগণ পন্থায় লিখিবেন। এই বিপুল আয়োজনে গ্রাহকগণের সহায়তা বাঞ্ছনীয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা ভিঃ পিতে প্রেরিত হইবে।

কলিকাতা।
২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন,
হ্যারিসন রোড পোষ্ট।

ম্যানেজার,
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়,
এম্-এ বি-এল্।

অষ্টম ভাগ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল। } ২য় সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং,
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং,
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বাচা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

যজ্ঞ যবে হয় সমাহিত,
হে যজ্ঞ পুরুষ! তুমি হও জাগরিত,
প্রদানিতে যজ্ঞফল যজ্ঞকারীজনে।
তব আরাধনা বিনা বিফল ভুবনে

সর্ব্ব কর্ম্ম ; বেদ মতে হে বিভূতিধর !
যাজন-প্রতিভূ তুমি ;.তেঁই নিরন্তর
কর্ম্ম তরে হয় জীব দৃঢ় পরিকর॥ ২০ ॥
ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুষু ফলদানব্যসনিনো,
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥ ২১ ॥
মহাযজ্ঞ কৈল পুরা, ওহে শরণদ !
প্রজাপতি দক্ষরাজ যজ্ঞ-বিশারদ
ভূমণ্ডলে ; ভৃগু আদি ঋষি সপ্তজন
হৈল ব্রতী সে অধ্বরে ; শ্রেষ্ঠ দেবগণ
আইলা সবে যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ
স্বর্গ হ'তে ; কিন্তু নাথ ! হেন যজ্ঞ হায়
বিনষ্ট হইল শেষে উপেক্ষি তোমায়।
হে যজ্ঞমথন হর ! জানিল ভুবন
যজ্ঞেশ্বর বিনা যজ্ঞ না হয় কখন॥ ২১ ॥
প্রজানাথং নাথ ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং,
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং,
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগ-ব্যাধ-রসভঃ॥ ২২ ॥
আত্মজা সন্ধ্যার রূপে বিচলিত-চিত
কামান্ধ বিরিঞ্চি, যবে হইল ধাবিত
কন্যা পানে ; ভয়ে লাজে মলিনা সুন্দরী
ধরি'কুরঙ্গিনী তনু, ছুটিল, আমরি !
ঘোর বনে। কিন্তু অহো ! কামুকের মতি,
স্থির কোথা ? বিধি ধরি কুরঙ্গ-মূরতি
ধায় পুন পিছু তার। সহসা সে দেশে

সমুদিলে সতীপতি! কিরাতের বেশে
করে ধরি, ভীমধনু; তুলি তীক্ষ্ণ শর
লক্ষ্য করি মৃগ-রূপী ব্রহ্মাকলেবর
ত্যজিতে উদ্যত যেই; স্বয়ম্ভু অমনি
পড়িল চরণতলে। করুণার খণি;
হাতে ধরি সমাদরে তুলিলে তাঁহারে
ভূতনাথ! সে অবধি ভুলিতে না পারে
সে কর পরশ-সুখ, কমল-আসন ॥ ২২ ॥
স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায় তৃণবৎ,
পুরঃপ্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন! পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যম নিরত দেহার্দ্ধ ঘটনা-
দবৈতি ত্বা মদ্ধা বত বরদ মগ্ধা যুবতয়ঃ ॥
হে নিরত! হে সংযমি! পুরুষ-রতন!
সুলোচনা গিরিজার উদ্ভিন্ন যৌবন।
ধরি তব আঁখি আগে, গর্ব্বিত অন্তর
কাম যবে ছাড়ি দিল নিজ ফুলশর
তোমার হৃদয়-লক্ষ্যে; ধ্বক ধ্বক ধ্বকে
জ্বলিয়া ললাট-বহ্নি আঁখির পলকে।
ভস্মীভূত কৈল তা'রে। সেই তুমি হর!
কামজয়ী। কিন্তু মরি! প্রেমের কিঙ্কর!
প্রেম-বশে পার্ব্বতীর তনু-অর্দ্ধ সহ
মিশাইলে অর্দ্ধ তনু তব। ইথে কহ,
স্ত্রৈণ-অপবাদ কভু সাজে কি তোমায়,
জিতেন্দ্রিয়? ॥ ২৩ ॥
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর। পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং,

তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ ! পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪ ॥

স্মরহর ! সর্ব্বজনে যায়

অমঙ্গলহেতু বলি' করে পরিহার,

সে সকলি প্রিয় তব। শ্মশান তোমার

রঙ্গভূমি ; সঙ্গী সদা পিশাচের দল ;

চিতা-ভস্ম অঙ্গ-রাগ ; শোভে শুভ্র-গল

নর-শির-অস্থিমালে, অজিন বসন,

নৃকপাল পাণ-পাত্র। কিন্তু যেই জন

স্মরে তোমা শরণদ ! সর্ব্ব শুভ তা'র

করায়ত্ত ॥ ২৪ ॥

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ,

প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।

যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদা ইব নিমজ্যামৃতময়ে,

দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥ ২৫ ॥

চিত্ত মাঝে মন দুর্নিবার

রুধিয়া কুম্ভক যোগে, যোগীগণ যাঁর

পবিত্র দর্শন লভি,' কৃতার্থ জীবন ;

আনন্দাশ্রু প্লুতনেত্র করি নিমীলন

কণ্টকিত কলেবরে, হারায়ে সম্বিত,

কি এক অমৃত হ্রদে হয় নিমজ্জিত ;

সেই ধন, তুমি মরি ! জগত-দুর্ল্লভ

চিদানন্দ নিরঞ্জন ॥ ২৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার তরে
'আত্মানাত্ম" ভোলা চাই,
সদসৎ দুই হইবে ত্যজিতে
সন্দেহ তাহাতে নাই
তবে সুনিশ্চয় কাল "হংস" তোমা
নিজ পক্ষ দুটি দিয়ে,
রাখিবে ঢাকিয়া পাবে শান্তি সুখ
আনন্দ হ্রদে ডুবিয়ে।
ওঙ্কার * স্বরূপ সেই মহাপাখী
তার সেই পক্ষচ্ছায়া,
বড়ই মধুর শ্রান্তি করে দূর
ঘুচাইয়া দেয় মায়া।
জন্ম মৃত্যু হীন সেই মহাপাখী
আছয়ে অনন্ত কাল,
তাহারে আশ্রয় করিহ সতত
ঘুচিয়ে যাবে জঞ্জাল।
সে মহাপক্ষীতে কর আরোহন
জ্ঞান আশা কর যদি।
দেহের মমতা কর পরিহার
বেঁচে রবে নিরবধি।

---

* ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধ মাত্রা শিরস্তথা ॥১॥
* * * * * *
সহস্রাক্ষ মিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারুঢ়ো হংসং যোগবিচক্ষণঃ ॥৫॥ (নাদ বিন্দূপনিষৎ)

ওহে শ্রান্ত পান্থ তিন মহাগৃহ
পার হয়ে কালে পর,
ভ্রমের তোমার শেষ হয়ে যাবে
পাবে শান্তি নিরন্তর।
তিন মহাগৃহে হে "মার" বিজয়ী
তিন ভাব † পাবে— যাবে।
সে তিন ভাবের পরেতে নিশ্চয়
তুরীয়েতে প্রবেশিবে॥
তুরীয় যে ভাব লভিবে যথা
নিশ্চয় জানিও তবে।
সপ্ত লোক তব সুখলভ্য হবে
চির শান্তি লাভ হবে।
তিন মহাগৃহ শুন একে একে
রাখহ স্মরণ করি।
অবিদ্যা প্রথম যাহাতে পশিলে
প্রথমেই দেহ ধরি।
বিদ্যা সে দ্বিতীয় প্রাণের কলিকা
পাবে তথা মতি মান।
প্রতি ফুল মূলে কুণ্ডলিত হয়ে
আছে ফণি মূর্ত্তিমান।
তৃতীয়ের নাম জ্ঞান নিকেতন
সুরম্য সে অতিশয়,
অক্ষর সমুদ্র, অনন্ত অপার
তার পারে, নিত্য রয়।

---

† জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

যদি নিরাপদে　　　প্রথম গৃহটি
যেতে চাও হয়ে পার,
হ'য়ো সাবধান　　　শুন মতিমান
যাহাতে পাবে নিস্তার।
কাম বহ্নি তথা　　　জ্বলে অনিবার
উজলিয়া চারি ধার ;
জীবন তপন　　　জ্যোতি ভাবি তায়
ভুলিও না একবার।
দ্বিতীয় গৃহটী　　　পার হ'তে হলে
কুসুম সৌরভ আশে
কভু দাঁড়ায়োনা　　　চাহিয়ে দেখো না
যেও না সে ফুল পাশে।
কর্ম্মের শৃঙ্খল　　　অতীব সুদৃঢ়
সে শৃঙ্খল ছিঁড়িবারে,
সে মায়ার দেশে　　　গুরু কেহ নাই
কহি তোমা বারে বারে।

(ক্রমশঃ)

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রানুশীলন।

যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।　২ সূত্র পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ।

চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তি আছে উহার নিরোধের নাম যোগ। যুজ্ ধাতু হইতে যোগ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুজ্ সমাধৌ। সমাধি অর্থে যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। যোগ শব্দের অর্থই চিত্তের সমাধি অবস্থা।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কপিল দেবহুতি সংবাদে যে সাংখ্য বিদ্যা কথিত হইয়াছে, উহাতে অন্তঃকরণকে বৃত্তি ভেদে চারি প্রকার বলা হইয়াছে। সেই চারি তত্ত্বের নাম দিয়াছেন চিত্ত, অহংকার, মন ও বুদ্ধি। সেখানে স্বচ্ছ, নির্ম্মল, স্বত্ব গুণাত্মক মহৎতত্ত্বকেই চিত্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণকেই চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে; কপিল দেবহুতি সংবাদে যে তত্ত্বকে চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভগবান্ পাতঞ্জলি তাহাকে স্বত্ব, শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই চিত্ত স্বত্বই প্রকৃতির প্রথম অনুলোম পরিণাম "মহৎ"। অনুলোম পরিণামক্রম অনুসারে মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্বে পরিণত হয়, অহংকারতত্ত্ব মনস্তত্ত্বে পরিণত হয়। এই মন দ্বিবিধ, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। কপিল দেবহুতি সংবাদে এই অন্তর্মুখী মনকেই মন, এবং বহির্মুখী মনকে বুদ্ধি এই নাম দেওয়া হইয়াছে। কপিল দেবহুতি সংবাদে এই বহির্মুখী মনের কার্য্য পঞ্চ প্রকার বলা হইয়াছে, যথা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি। ভগবান্ পাতঞ্জলি প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার বৃত্তিকেই চিত্তবৃত্তি বলিয়াছেন। বহির্মুখী মনের কার্য্যের নিরোধের নামই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। সাংখ্য দর্শনের ২৪ তত্ত্বের মধ্যে ২০টি তত্ত্ব অন্তঃকরণের বাহ্য বিষয়, যথা পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়। এই বাহ্য বিষয়গুলির সংস্পর্শে আসিয়া অন্তঃকরণ কখন প্রমাণ কার্য্যে, কখন স্মরণ কার্য্যে, কখন বা নানারূপ কল্পনাতে ব্যাপৃত থাকে, কখন বা ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া বিপর্য্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কখনও বা শ্রান্ত হইয়া আর কিছু ভাবিতে না পারিয়া সুষুপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণের এই পাঁচ প্রকার অবস্থার নামই চিত্তবৃত্তি। অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এই পাঁচ অবস্থার কোন না কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত অবস্থায় যে সকল ভাব চিত্তে প্রকাশ পায় সে গুলির চরম রস হয় সুখ, না হয় অসুখ, না হয় মোহ। তাই ভগবান পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের ৫ম সূত্রে বলিতেছেন, বৃত্তয় পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টা। বৃত্তি সমূহ পঞ্চ প্রকার, উহারা হয় ক্লিষ্ট না হয় অক্লিষ্ট।

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার অবস্থা ভিন্ন, অন্তঃকরণের আর এক প্রকার অবস্থা আছে; সেই অবস্থায় বাহিরের বিংশতি তত্ত্বের সহিত অন্তঃকরণের সংস্পর্শ থাকে না। অন্তঃকরণের অন্তরে, যে পুরুষ অনন্ত প্রকৃতি আধারে বিরাজমান আছেন, অন্তঃকরণ তখন সেই তত্ত্বে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার নাম বৃত্তি নিরোধ অবস্থা বা যোগাবস্থা। এই অবস্থায় সুখ নাই, দুখ নাই, মোহ নাই। এই অবস্থার নাম তুরীয় আনন্দ অবস্থা। এই যে, আনন্দ অবস্থা ইহাই পুরুষের স্বরূপ। "সচ্চিদানন্দ রূপোঽয়ং পুরুষঃ"

তাই ভগবান পাতঞ্জলি ৩য় ও ৪র্থ সূত্রে বলিতেছেন তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং। ৩

সেই সময় অর্থাৎ যোগাবস্থায়, দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের যে স্বরূপ (যে স্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপ) উহাতেই চিত্তের অবস্থিতি হয়। অর্থাৎ চিত্ত তখন স্বরূপ ও আনন্দময় হয়।

বৃত্তি সারূপ্যং ইতরত্র। ৪

অন্য অবস্থায় বৃত্তির সমান রূপে আবদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন যেরূপ বৃত্তির উদয় হয়, সেই বৃত্তির রূপই চিত্তের রূপ হইয়া থাকে।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই সূত্রের কেহ কেহ নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করেন। যথা—সেই সময় দ্রষ্টার আত্মস্বরূপে অবস্থান হয় অর্থাৎ পুরুষ যে স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ এই উপলব্ধি তখন হয়।

এই সূত্রের এই দুই প্রকার অর্থের মধ্যে যাথার্থ্যতঃ বিভিন্নতা নাই, কারণ পুরুষের স্বরূপে চিত্তের অবস্থিতি হইলেই পুরুষ আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারেন, নতুবা তিনি আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারেন না। ভগবান পতঞ্জলি পুরুষকে 'দ্রষ্টা' এই শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; এই দ্রষ্টা কেবল দেখেন মাত্র; চিত্তে যে সকল প্রত্যয় উদয় হয় সেই সমস্ত প্রত্যয় এই পুরুষ দেখেন। যে শক্তি সাহায্যে পুরুষের দর্শন হয়, সেই শক্তির নাম দর্শন শক্তি। দ্রষ্টা পুরুষ দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা, দৃশ্য প্রত্যয় সমূহ এই ক্রিয়ার কর্ম্মকারক এবং দর্শন শক্তি অন্তঃকরণ, করণকারক। প্রত্যয় দর্শন রূপ ক্রিয়ার এই ত্রিবিধ

কারকের পার্থক্য বুঝায়াই পুরুষকে ধরিতে হয়। আমি ও আমার অন্তঃ-করণ যে পৃথক বস্তু এইটুকু আমি বুঝি না ; ভগবান পাতঞ্জলি বলেন এই যে অজ্ঞান ইহারই নাম অস্মিতা।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা। সাধন পাদ ৬ সূত্র। যোগীজন যোগাবস্থায় যখন আত্মস্বরূপোপলব্ধি করেন তখন চিত্তের রূপ দর্শন করিয়া আপনাকে চিত্ত প্রদর্শিত প্রত্যয় সকলের সাক্ষী স্বরূপ বলিয়া বুঝেন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে একটি গহ্বর ও তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আকাশ রহিয়াছে ; এই আকাশে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আছে তাহার জ্যোতি সূর্য্যের সমান। এই জ্যোতিম্ময় পদার্থকেই যোগীজন "চিত্ত স্বত্ব" বলিয়া বুঝেন। তৎহৃদয়ে চিত্ত সংবিদ—বিভূতি পদ ৩৪ সূত্রে, হৃদয়ে চিত্ত সংযম করিলে চিত্তকে জানা যায়।

এই জ্যোতির্ম্ময় চিত্তসত্ত্বের অন্য নাম বুদ্ধি তত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদের ১৯ সূত্রে এই মহত্তত্ত্ব "লিঙ্গ মাত্র" নামে কথিত হইয়াছেন। যিনি পুরুষ তিনি এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গমাত্ররূপ চিত্তসত্ত্বের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন। এই লিঙ্গ মাত্র রূপই চিত্তেরস্বরূপ। এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গমাত্ররূপ চিত্তসত্ত্বই যোগীগণের উপাস্য শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ কুহরে যে আকাশ আছে উহার নাম চিদাকাশ। সেই আকাশের যে স্পন্দন উহাই প্রণব ধ্বনি। যোগী ঐ আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ আকাশই সর্ব্বব্যাপী আকাশ বলিয়া বুঝেন এবং আপনাকেও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতস্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। যোগীজনের এই অবস্থার নামই সমাধি অবস্থা বা যোগাবস্থা।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বসমদর্শন॥ গীতা

লিঙ্গমাত্ররূপের মধ্যে যে আকাশ উহাই মূল প্রকৃতি এবং ঐ আকাশের স্পন্দনের যে চক্র উহার দ্রষ্টা যিনি, তিনিই পুরুষ ; ভগবান পতঞ্জলি ইঁহাকেই দ্রষ্টা নামে অভিহিত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

পূর্ণমিলন। *

কৃষ্ণদর্শন লালসায় উচ্চৈঃস্বরে গোপীগণ মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আর পীতাম্বরধারী, বনমালাবিভূষিত, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে গোপীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। করচরণাদি দেহের অঙ্গ সকল প্রাণ পাইলে যেমন উঠিয়া বসে সেইরূপ গোপীরা উৎফুল্ল নয়নে আনন্দিত মনে যুগপৎ উঠিয়া বসিলেন। কেহ দুই হাতে তাঁহার কর পদ্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ তাঁহার চন্দন ভূষিত হস্ত আপন স্কন্ধদেশে রাখিলেন। কেহ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। কেহ বা তাঁহার চরণ পদ্ম লইয়া আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। আবার কোন রমণী দুরন্ত প্রণয় কোপে অধর দংশন করিতে করিতে ভ্রকুটি করিয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ বাণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কেহ বা অনিমিষ নয়নে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার মুখপদ্ম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই নয়নের তৃপ্ত হইল না। কোন গোপরমণী নেত্র রন্ধ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আপন হৃদয় মধ্যে আনয়ন করিয়া নিমীলিত নয়নে তাঁহাকে ধ্যানে আলিঙ্গন করিতে করিতে পুলকান্বী হইয়া যোগীর ন্যায় আনন্দে আপ্লুত হইলেন। কৃষ্ণকে পাইয়া সকলের বিরহ তাপ দূরে গেল। সকলে পরম আনন্দে মগ্ন হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মাত্রেই গোপীদের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহাদের অন্য কামনা কিছুই ছিল না। তাঁহারা কামগন্ধ হীন। বিরহতাপে তাঁহারা অত্যন্ত খিন্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে

* এই প্রবন্ধটী "বিরহ" প্রবন্ধের পর প্রকাশ থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের ভুল ক্রমে তাহা হয় নাই। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। পং সং

পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সুখ, অদর্শনে দুঃখ, এভিন্ন তাঁহাদের সুখ দুখ আর কিছু ছিল না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহাদের সকল কাম, সকল হৃদয় রোগ দূর হইয়াছিল।

তদ্দর্শনাহ্লাদ বিধুত হৃদ্রুজো, মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। ১০-৩২-১৩-

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আনন্দে গোপীদের হৃদয় রোগ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল। শ্রুতিগণের ন্যায় তাঁহারা মনোরথের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। "যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎ কামানুবন্ধৈর পূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডেতু পরমেশ্বরং দৃষ্টা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ"—শ্রীধর। যেমন শ্রুতিগণ কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া, কেবল মাত্র স্বর্গাদি কাম্যবিষয় অনুধাবন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ত থাকেন, পরে জ্ঞানকাণ্ডে তাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া, সেই দর্শন আনন্দে পূর্ণ হইয়া অন্য সকল কাম, একবারে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনানন্দে সকল কামই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিষ্কাম নির্ব্বিকল্প যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপে বর্ত্তমান রহিলেন। "আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজন্" -শ্রীধর। যদিচ গোপীরা পূর্ণকাম ও নিষ্ক্রিয় কোন প্রেমের স্বভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। কামের স্বভাবে নহে। তাঁহাদের নিজের কোন কর্ম্মও ছিলনা, কামও ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সমভিব্যাহারে যমুনার পুলিনে গমন করিলেন। সেখানে আপন উত্তরীয় দ্বারা গোপীগণ তাঁহার আসন রচনা করিয়া দিলেন। যোগেশ্বরের হৃদয় মধ্যে কল্পিত আসনের ন্যায় সেই আসনে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ঈষৎ কোপ সহকারে বলিতে লাগিলেন।

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধুভোঃ॥ ১০.৩২.১৬

হে কৃষ্ণ, দেখিতে পাই কেহ কেহ ভজনানন্তর ভজনা করে, অর্থাৎ যদি কেহ তাহাকে ভজনা করে, তবে সে তাহাকে ভজনা করে। আপনা হইতে করে না। আবার কেহ ভজনের অপেক্ষা করে না। অন্যে তাহার

ভজনা করুক না করুক্, সে অন্যের ভজনা করে। আবার এমন কেহ কেহ আছেন, তাঁহাকে তুমি ভজনা কর বা না কর, সে তোমাকে ভজনা করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

মিথো ভজন্তি যে সখাঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।

ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১০-৩২-১৭-

হে সখীগণ, যাঁহারা ভজনে পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাদের উদ্যম কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য। বাস্তবিক তাঁহারা অন্যের ভজনা করেন না, নিজের ভজনাই করেন। যেখানে কেবল উপকারের প্রত্যুপকার, সেখানে যথার্থ সুহৃদতা নাই, সুখ নাই ধর্ম্ম নাই। সেখানে কেবল স্বার্থ।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।

ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১০-৩২-১৮

ভজনার অপেক্ষা না করিয়া যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহারা করুণ হৃদয়। পুত্রের ব্যবহার ভাল হউক মন্দ হউক, পিতা পুত্রের সেবা করেন। এ ভজনে নিরপবাদ ধর্ম্ম আছে, সৌহৃদও আছে।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১০-৩২-১৯

আবার যাঁহারা ভজনকারীকেও ভজনা করেন না, অভজনকারীকে দূরে থাক্, তাঁহারা আত্মারাম, বা আত্মকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী। যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারা বাহ্যদৃষ্টি শূন্য, সুতরাং অন্যের ব্যবহার তাঁহারা দেখেন না এবং অন্যের প্রতিও তাঁহারা কোনরূপ ব্যবহার করেন না। যাঁহারা পূর্ণকাম, তাঁহারা বিষয়দর্শী হইলেও তাঁহাদের ভোগেচ্ছা থাকে না। সুতরাং অন্যের অপেক্ষা তাঁহারা করেন না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মূঢ়তা নিবন্ধন প্রত্যুপকারে রহিত হয়। "সপিতা যস্ত পোষকঃ"। উপকারী ব্যক্তি গুরু-তুল্য। যে তাহারও দ্রোহ করে, সে অত্যন্ত কঠিন।

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্

ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।

যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে

তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ১০-৩২-২০-

কিন্তু সখীগণ, আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি তোমরা প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি অকপটচিত্তে বলিতেছি, যে এ সকলের মধ্যে আমি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহি। আমি যে ভজনকারীকে ভজনা করি না, সে কেবল তাহাদের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির জন্য। যেমন ধনহীন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া সেই ধন হারাইলে, সেই ধনের চিন্তায় পূর্ণ হইয়া আর তাহার ক্ষুৎপিপাসাদি পর্য্যন্ত জ্ঞান কিছুই থাকেনা, সেইরূপ আমাকে পাইয়া আবার হারাইলে, আমার ভক্তের বৃত্তি আমারই জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহাদের আর দ্বৈত জ্ঞান থাকে না।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া

মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠধরি কহে হাহা হরি হরি

ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।

যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক দেবধর্ম্ম

যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥

কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল

গড়িয়াছে শুক কারিকর।

সেই কুণ্ডল কাণে পরি তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি

আশাঝুলি স্কন্ধের উপর ॥

চিন্তা কান্থা উড়ি গায় ধূলি বিভূতি মলিন কায়

'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর।

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিল সাথে

ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥

ব্যাস শুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন

ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয় ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
যত যত প্রজাগণ সব স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল মূল পত্রাসন
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে॥
কৃষ্ণ গুণ রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেলা পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥

রাসের প্রধান অঙ্গ দুই। বিরহ ও মিলন। পরম তাপ ও পরম আনন্দ। নিষ্কাম ভক্তের কৃষ্ণ বিরহ তুল্য তাপ নাই। সেই তাপের জ্বলন্ত দাহে অন্য কামনার বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। থাকে মাত্র কৃষ্ণ দর্শন কামনা। কৃষ্ণের মিলনে আর সে কামনাও থাকে না। আর কোন হৃদয় রোগই থাকে না। গোপীগণ পরম আনন্দে, কৃষ্ণের স্বরূপ আনন্দে

নিমগ্ন হন্। বাস্তবিক এই পরমানন্দ প্রাপ্তিই রাস। আনন্দময় আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ভক্তের এই মুক্তি। তাঁহারা অন্য মুক্তির প্রার্থনা করেন না।

শুষ্ক ঔপনিষদ জ্ঞানে আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ আনন্দে মগ্ন হন্। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সমুদ্রে একটি বুদ্বুদ মিলাইয়া যায়। ব্রহ্ম সমুদ্র যেমন তেমনই থাকে। ব্রহ্ম সমুদ্রের হ্রাস ও নাই বৃদ্ধি ও নাই।

একটি জীব দেহ রূপ উপাধি মাত্র ভুলিয়া, আপন সংকীর্ণতা ভুলিয়া, আপনার আমিত্ব ভুলিয়া, আপনাকে কৃষ্ণময় করিয়া, আপনাকে কৃষ্ণময় জানিয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া, কৃষ্ণ সমুদ্রে যদি ঝাঁপ দেয়, অমনি জগতে আনন্দের বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয় জীবের ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। জগৎ আনন্দময় হয়। ধিক্কারে কবি বলেন –

সিদ্ধ লোকাস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি।
সিদ্ধাশ্চ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

জগতের পক্ষে বিষ্ণুনিহত দৈত্য ও ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধ দুই সমান।

গোপীগণ যখন রাসলীলায় কৃষ্ণ মিলন রূপ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের কামরূপী হৃদয় রোগ আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ভাবে নষ্ট হইল। এবং "তদ্দর্শনাহ্লাদ বিধূত হৃদ্রুজঃ" হইয়া তাঁহারা কামবিনাশিনী, মধুরতা নিঃস্যন্দিনী অভিনব শ্রুতি হইয়া জগতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এবং এই রাসলীলা রূপ শ্রুতি যাঁহারা শ্রবণ করেন তাঁহাদের কাম অচিরে নষ্ট হয়।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০-৩৩-৩৯-

এই কামবিজয় পর্ব্বের নায়িকাগণ প্রচলিত বেদ, ধর্ম্ম, লোক, লজ্জা সকলই ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজগতের এই নূতন অভিনয়ে ব্রতী হইতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বার্থ ত্যাগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগই এই নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি। শ্রীকৃষ্ণ, পরিতাপিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বিরহতাপে দগ্ধ করেন নাই।

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাঽসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ১০-৩২-২১

হে প্রিয় অবলাগণ, আমাকে সেবা করিবার জন্য তোমরা ইহলোক পরলোক, বেদ-ধর্ম্ম, স্বজন পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি যে তোমাদের ছাড়িয়া অন্তর্ধান হইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে তোমরা তিরস্কার করিও না; যেহেতু আমি তোমাদের সকলেরই প্রিয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃতং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ১০-৩২-২২

আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য। আমি যদি দেবতার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাধুব্যবহার করি, তাহা হইলেও তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে পারি না। তোমরা দুর্জ্জর গৃহরূপ শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। কিন্তু আমার মন তোমাদের মত একনিষ্ঠ নহে। আমি অনেকের প্রতি প্রেমযুক্ত। তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই তোমাদের সাধু ব্যবহার প্রতিকৃত হউক। আমি নিজে কোন প্রত্যুপকার করিয়া তোমাদের নিকট ঋণী হইতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নিকট জগৎ ঋণী, গোপীরাও ঋণী। ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতে তুমি ভাল মতে জান। ভক্তকে তুমি আপনা হইতে অধিক জান। সে তোমার মহিমা ও ভক্তের মহিমা। গোপীদিগের নিকট সত্য সত্য তুমি চিরঋণী হও বা না হও, জগৎ গোপীদিগের নিকট চিরঋণী।

কেবল মাত্র আত্মত্যাগ ও কৃষ্ণার্পণ দ্বারা, কেবল মাত্র অকপট, অবৈধ, সহজ প্রেমদ্বারা আমরা সেই ঋণ কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই শক্তির সহিত, Isis এর সহিত জ্ঞানময় মহাদেবের সম্বন্ধ অতি অপূর্ব্ব এবং গূহ্য। মহাদেব ভূতনাথ। পঞ্চভূত প্রভৃতি সৃষ্টির উপকরণ তাঁহারই বাহ্য বিভূতি। কিন্তু সৃষ্টি কোন তাহার শক্তি কিংবা প্রকৃতি। হর সদানন্দ, শুদ্ধ চৈতন্যময়। তিনি চিরন্তন আনন্দ এবং জ্ঞান দিতেছেন। তাঁহার নিকট ইতর বিশেষ নাই। তিনি সূর্য্যস্বরূপ। তাঁহার কিরণ সর্ব্বস্থলে প্রতিভাত। তিনি কাহার লন না, সর্ব্বদাই দেন। দিয়া দিয়া তিনি ভিখারী। বিশ্বের যত ঐশ্বর্য্য তিনি দিয়া চুকিয়াছেন। এই ঐশ্বর্য্য যাহারা লয় তাহারা কাঙ্গল, তাহাদের সাধ মিটে না। যাহারা ফিরাইয়া দেয় তাহারাই জ্ঞানী, এবং সেই জ্ঞানীর নিকট হরও ভিখারী। লওয়া বড় সহজ, দেওয়া বড় শক্ত। হরের মত জগতে কে ত্যাগ করিয়াছে? যে ত্যাগ না করিয়াছে তাহার নিকট মায়া কবে পদানত হইয়াছে? এই জন্য এই মহাত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকঠ শক্তি পরাজিতা, এবং শক্তি তপস্যা করিয়া তাঁহাকে স্বামী রূপে বরণ করিয়াছিল। যে সর্ব্বত্যাগ না করিয়াছে সে প্রেম জানে না, অতএব, জগতে শক্তি তাহার বশীভূত নহে—প্রেমও তাহার বশীভূত নহে জ্ঞানও নহে। জগতের ঈশ্বরী যাঁহাকে স্বামী ভাবে দেখিতেছেন তিনি অবশ্যই ছোট খাট সন্ন্যাসী নহেন, এবং তাহার প্রেম ছোটখাট নয়। সেই মহাশক্তির জঠরজাত তেত্রিশ কোটী দেবতা এবং অসংখ্য কোটী জীব, সকলের

জন্য মহাদেব শিব মঙ্গলময়। যখন কর্ম্মদোষে জীব দুঃখ পায় তখন তাঁহারাই জ্ঞানজ্যোতি জীবের হৃদয়কন্দরে গুরু স্বরূপে বিকাশ পাইয়া সংসারকে আনন্দময় করিয়া তুলে।

এই দৈবীশক্তি সর্ব্বদাই মহেশ্বরের Will এর অধীন। দর্শনের ভাষায় দৈবীশক্তিই মহাদেবের Will। যাঁহারা যোগবলে এই Will কে আত্মস্থানে বিকশিত করিতে পারেন তাঁহারা কর্ম্মযোগী এবং তাঁহারা বিশ্বের দৈব রাজ্যে বড় বড় স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক ভাষায় স্বামী কিংবা গুরু এবং সেই পরম গুরুর শিষ্য। আমরা তাঁহাদিগকে MASTERS বলিয়া থাকি।

বিশেষ অনুধাবনা করিয়া দেখুন যে এই সৃষ্টি হয় স্থূল জগত কিংবা সূক্ষ্ম জগত হইতে। যদি বলেন স্থূল জগত হইতে, তাহাতেও বাধা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি কোন অজ্ঞাত অলক্ষ্য কারণে এই সৃষ্টি নানা প্রকারে ভাঙ্গিয়া নূতন আকার প্রাপ্ত হয়। কত ধর্ম্ম, কত যুগ, কত কাল, ভাঙ্গিয়া এই মানবের সমাজ এবং ধর্ম্ম তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই মানবের মনে যত ভারি ভুরি। তাহার ইচ্ছাশক্তিকে বিলোপ করিতে পারিলে সে পশু হইতেও নিকৃষ্ট। তাহার বুদ্ধি শক্তিকে বিলোপ করিতে পারিলে সে সম্পূর্ণ নিঃসহায়। যদি কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী মহাযোগী সমগ্র মানবেচ্ছা নিজের করতলস্থ করিতে পারেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহারই বশীভূত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই মহা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্বরূপ কি? তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে মহেশ্বরের অধীনস্থ হইতে হইবে। মহেশ্বরের জ্ঞান যে কেবল হিন্দু ধর্ম্মেরই সঞ্চিত ধন, অন্যধর্ম্মের নহে, তাহা নহে। গ্রীসের, রোমের, মিসরের বৌদ্ধ দেশের, এমন কি খ্রীষ্টান দিগের ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে এই জ্ঞান প্রবাহিত। যখন যে জাতি এই শিবশক্তির সম্বন্ধ কর্ম্ম দ্বারা জানিতে পারিয়াছে তখনই তাহাদিগের মধ্যে বড় বড় ধর্ম্মবীর এবং বড় বড় কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই জ্ঞানের আকর স্থান। এই ভারতবর্ষ হইতে এই জ্ঞান, এই যোগের সার, সর্ব্বদেশে শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ গুরুগণের গুরুর স্থান। অথচ সেই

ভারতবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা হীন। তাহার কারণ কর্ম্মদোষ। কর্ম্ম লোপ পাইয়া, বুদ্ধি লোপ পাইয়া, এই রাজবিদ্যাস্বরূপ শঙ্করের জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মকাণ্ডের কতকগুলি বাহ্যাবরণ আমরা জানি কিন্তু অন্তরের সংযম, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি আমরা অভ্যাস করিতে পারি না।

এই যে নূতন থিয়সফি সমিতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার Inner Section এর মধ্যে শিবশক্তির সঙ্কেত, বিষ্ণু কিংবা বৈষ্ণবী শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ, কিরূপ সঙ্কেতে সেই শক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়, কোন কোন প্রকার ধারণা কিংবা মুদ্রায়, এবং কোন কোন কোন প্রকার ধ্যানে সেই শক্তি আমাদিগের সূক্ষ্মদেহে সমধিকভাবে বিকাশিত হয়, এই সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা হইতেই Clairvoyance, Telepathy প্রভৃতির উৎপত্তি। মনে করুন আজ যদি আপনি স্থূল দেহের চৈতন্য ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহের চৈতন্য মাত্র লইয়া থাকিতে পারেন, তবে mesmeriser আপনার নিকট গাধার মত বেকুফ হইয়া থাকিবে। প্রকৃতি কিংবা মায়া একজন বিরাট mesmeriser। আমরা ঘটনা চক্রে ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় বীজগুলি খাইয়া ষষ্ঠী তৎপুরুষের মত জন্মিয়া থাকি এবং কামাখ্যা রূপ কামদেহে গিয়া ভেড়ার মত চর্ব্বিত চর্ব্বণ করি। অবশ্য আমাদিগের নিকট Mesmerism, Telepathy প্রভৃতি এক একটা বিস্ময়ের সামগ্রী। কিন্তু যাহারা প্রাণ সংযম দ্বারা, মন সংযম দ্বারা, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রের চৈতন্য ছাড়াইয়া ক্রমে উর্দ্ধ দ্বিদলে বসিয়া নিজের নিম্নস্থ শরীরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছে, সে মহাত্যাগী সন্ন্যাসী অথচ কর্ম্মী এবং পরম কারুনিক। সে এক জন প্রবীণ শিষ্য। তাহার ক্ষুধা পাইলে মাতৃস্বরূপিনী গুরুপত্নী গৌরী খাদ্য আপনিই আনিয়াছেন। বড় বড় সমাজ, বড় বড় দেশ, তাঁহার কথা বহু মূল্যবান জ্ঞান করে। তিনি যেখানে থাকেন সেই দেশে স্বাধীনতা আপনিই আসিয়া পড়ে। সে দেশের উন্নতি তাঁহার ইচ্ছাতে হয়। আজ আমরা সম্পূর্ণ গুরু বিহীন। এখানে এখন বশিষ্ট নাই, গৌতম নাই, বুদ্ধ নাই, জনক নাই—কাজেই ভেদাভেদ, মারামারি, হিংসাদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অনৈকতা প্রভৃতির শ্মশান দৃশ্য। সকলেই জ্ঞানী অথচ সকলেই এক পয়সা পাইলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া চুরি করে।

যখন আমাদিগের ধর্ম্ম পিপাসা জাগরিত হয় তখন গুরু আপনিই আসিয়া পড়েন। তাঁহার খামখেয়ালী নাই। তাঁহারা মহেশ্বর কৃত আইনের দাস। তাঁহারা গাধা পিটিয়া এক দিনে মানুষ করিয়া চড়েন না। শঙ্কর ও ভক্ত গণের বাধ্য। জ্ঞান পিপাসা, ঐক্যতা, ত্যাগ প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ। এই মহাশ্মশান মাঝে আমরা পিপাসাতুর হইলে অবশ্য সর্ব্বশক্তির আকর, সর্ব্ব-শক্তির কর্ত্তা, সর্ব্ব গুরুর গুরু মঙ্গলময় শিব কমণ্ডলু হস্তে গঙ্গা জল লইয়া এবং ডমরুধ্বনি করিয়া আমাদিগের শ্মশান্ ভীতি ভাঙ্গিয়া দিবেন।

তাঁহার একটী শুষ্ক জটা ছিঁড়িলে শক্তি প্লাবনে বড় বড় রাজ্য ধ্বংশ হইয়া যায় এবং সেই জটাস্থ একটু জাহ্নবী বারি পাইলে বড় বড় রাজ্য সংশোধিত এবং অভ্যুত্থিত হয়। আজ আমরা জাপনাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; কিন্তু যখন শুনি জাপান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়াছে, যখন জাপানে অনেক সন্ন্যাসী পৃথিবীর সুখ ছাড়িয়া, একতাপ্রচার করিয়া, দীনভাবে, জীর্ণঘরে, দেশের মঙ্গল এবং বিস্তৃতির জন্য আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতেছে, তখন নিশ্চয়ই মনে হয় পূর্ব্বযুগের শিষ্যগণ কিছুদিনের জন্য সেই ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আজ আমরা মিথ্যা জ্ঞানের মধ্য দিয়া, মিথ্যা আড়ম্বর এবং সুখের মধ্য দিয়া যেন একবার সেই মঙ্গলময় শিবের ধ্যান করি। তাঁহার জ্যোতি নিশ্চয়ই আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া পড়িবে। আমাদিগের বল বাড়িবে। আমাদিগের আয়ু বাড়িবে। আমরা একটী দুঃখীর দুঃখও মোচন করিতে, একটি নির্জীব হস্তেও বলসঞ্চার করিতে পারিব। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাচীন ভারতে বিদ্যার বিস্তার।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার ফলে স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য কয়েকটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত। তাঁহাদের মতে প্রথম যুগ ঋগ্বেদীয় সাহিত্যের রচনা কাল। দ্বিতীয় যুগে বেদ সংহিতা সকল

সঙ্কলিত ও ব্রাহ্মণ সমূহ বিরচিত হইয়াছিল। তৃতীয় যুগ আরণ্যক এবং ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী—এ সকল গদ্য উপনিষদের রচনা কাল। চতুর্থ যুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। পঞ্চম যুগ সূত্রগ্রন্থ সমূহের রচনা কাল; এই যুগেই ঈশ, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বেতর, মণ্ডুক প্রভৃতি পদ্য উপনিষদ এবং প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গদ্য উপনিষদে সমূহ রচিত হয়। ষষ্ঠ যুগ মহাভারত, মনুসংহিতা. রামায়ণ এবং সাম্প্রদায়ীক ও অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ সমূহের রচনাকাল। সপ্তম যুগ পৌরাণিক যুগ; ঐ যুগই বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ও তৎপ্রতিপাদক পুরাণ ও উপপুরাণের উৎপত্তি কাল। এ মত একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু ইহাতে সত্যাংশ অপেক্ষা ভ্রমাংশই অধিক। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে উল্লিখিত যুগ সমূহকে লৌহ কপাটের ন্যায় পরস্পর অসংশ্লিষ্ট মনে করেন, তাঁহাদের সে ধারণা সংপূর্ণ ভিত্তিহীন।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ন্যূনাধিক ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের প্রায় সম সময়ে ঋগ্বেদ সংহিতা সঙ্কলিত হয়। তাহার কিছু পরেই যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ সঙ্কলিত ও বিরচিত হইয়াছিল। তাহারও পরে বেদের ব্রাহ্মণ সমূহ (ঐতরেয় শতপথ প্রভৃতি) রচিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আরণ্যক ও প্রাচীন পদ্য সমূহের প্রণয়ণ কাল। এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণকে অনেক যুক্তি তর্কের অপব্যয় করিতে হইয়াছে। এ দেশে কিন্তু আমরা ঐ কথা অনায়াসে বুঝিতে পারি। আমরা জানি যে বেদব্যাসই বেদের সঙ্কলন কর্ত্তা। তিনিই এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস ঐ সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অর্থর্ব্ববেদ সংহিতায় যথাক্রমে একত্রিত করেন। তাঁহার যে যে শিষ্য গুরুর নিদেশে যে বেদের সঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক; তিনি যুধিষ্টির প্রভৃতির পিতামহ। অতএব, বেদের সঙ্কলন কার্য্য যে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসময়ে নিষ্পন্ন হইয়াছিল তাহা সহজে স্বীকার করা যায়। বেদের পর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরই আধ্যাত্মিক পরিশিষ্ট আরণ্যক। ছান্দোগ্য প্রভৃতি গদ্য উপনিষদ আরণ্যকেরই অন্তর্গত। এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দিগের সহিত এক মত হইতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য উপনিষদের পূর্ব্বকালে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ ঐ সকল গদ্য উপনিষদ হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও সংস্কৃত সাহিত্য বহু বিস্তৃত ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন সময়ে নারদ ভগবান সনৎ কুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট বিদ্যা যাচ্ঞা করেন। তাহাতে সনৎ কুমার নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তুমি কিকি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ বল, তাহার উপরে যাহা শিক্ষণীয়, শিখাইব। তদুত্তরে নারদ বলিলেন ঃ—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সাম বেদাথর্ব্বনং চতুর্থমিতিহাস পুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দৈব বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতৎ ভগবোঽধ্যেমি।　　ছান্দোগ্য ৭।১।২

"আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; যজুর্ব্বেদ সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণ ও অধ্যয়ন করিয়াছি, পিত্র্য (পিতৃ বিদ্যা), রাশি (অঙ্কবিদ্যা), দৈব (Science of Portents) নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (Logic., Ethics and Politics), একায়ন Etymology, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ও দেবজন বিদ্যা (Fine Arts) এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।" এই তালিকা হইতে বৈদিক যুগে বিদ্যার প্রকার ও পরিমাণ ভেদ কতকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে !—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গি

রস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানিং নিতিশ্বাসিতানি। বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০

অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সেই পরমাত্মারই নিশ্বাস। সমস্ত বিদ্যার তাঁহা হইতেই প্রবৃত্তিও তাহাদিগের তিনিই আধার ও আশ্রয়। বৃহদারণ্যকের প্রদত্ত তালিকা হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যা সমূহের নাম পাওয়া গেল। যথা— ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা * উপনিষদ, শ্লোক, 'সূত্র, অনুব্যাখান'ও ব্যাখ্যান।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে বৃহদারণ্যক রচনারও পূর্ব্বকালে ইতিহাস এবং পুরাণ, শ্লোক ও সূত্র বর্ত্তমানছিল। এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে সেই সকল প্রাচীন সূত্রই সঙ্কলিত হইয়া পরে পাণিনীর ব্যাকরণ সূত্রে আশ্বলায়ন বৌধায়ন প্রভৃতির গৃহ্যাদিসূত্রে এবং ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দার্শনিক সূত্রে পরিণত হইয়াছে। শ্লোক সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই, যে হেতু ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে স্থানে স্থানে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। ছান্দোগ্য—৫।২৮, ৫।১০।৮, ২।১১।৩. ৭।২৬।২ ; বৃহদারণ্যক—১।৫।১, ২।২।৩, ৪।৩।১১, ৪।৪।৭-৮ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক—৮।২-৩-৬ দ্রষ্টব্য)

ব্যাসদেব যে কেবল বেদেরই সংকলন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্বয়ং এবং শিষ্যত্রয়ের দ্বারা পুরাণের ও সংগ্রহ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। তাঁহার ঐ সুবৃহৎ কার্য্য লক্ষ্য করিয়াই পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥ বিষ্ণু পুরাণ ৩।৬ ১৬

অর্থাৎ আখ্যান,উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া পুরাণ তত্ত্বজ্ঞ (মহর্ষি বেদব্যাস) পুরাণ সংহিতা রচনা করেন।'

এই মূল পুরাণসংহিতাই অষ্টাদশ মহাপুরাণের বীজ স্বরূপ।

কিন্তু পুরাণ সংগ্রহ ও বেদব্যাসের চরম কার্য্য নহে। তিনি ভারত

---

*বিদ্যা দেবজন বিদ্যা (Fine Arts)—শঙ্করভাষ্য

যুদ্ধের ইতিহাস শ্লোকাকারে গ্রথিত করিয়া ভারতসংহিতা নামে যে ইতিহাস প্রণয়ণ করেন, তাহাই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফলে ক্রমশঃ মহাভারতের আকারে পরিণত হয়।

চতুর্ব্বিংশতি সহস্রাম্ চক্রে ভারত সংহিতাম্। মহাভারত ১।১।১০২

এই ভারতসংহিতা ২৪০০০ শ্লোকাত্মক ছিল। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই ইহার রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অতএব তৎ-পরবর্ত্তীকালে বিরচিত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে ইতিহাস পুরাণের উল্লেখ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। ঐ দুই উপনিষদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তৈত্তিরীয় আর-ণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে এই মন্ত্রটী পাওয়া যায়।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুষ্টয়ং
এতৈরাদিত্য মণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে॥ তৈত্তিরীয় ১।৩

মাধবাচার্য্য "ঐতিহ্য" অর্থে ইতিহাস পুরাণ মহাভারত ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত নহে। কারণ আমরা দেখিয়াছি তৎপূর্ব্বেই পুরাণসংহিতা ও ভারতসংহিতা রচিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে আমরা স্মৃতি প্রমাণেরও উল্লেখ পাইলাম। অতএব স্মৃতি শাস্ত্রও যে সেই অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার সুযোগ নাই।

আমরা যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে জানা গেল, যে প্রাচীনতম উপনিষদের রচনার পূর্ব্ব হইতেই পুরাণ স্মৃতি, ইতিহাস, উপনিষদ বেদ, বেদাঙ্গ, প্রভৃতি নানা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক বিদ্যা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের যুগ বিভাগ যে কতদূর অসার, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গুরু বল।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে এরূপ উপদেশ আছে যে, গুরু বলিয়া যাঁহাকে একবার স্বীকার করা হইয়াছে; তিনি যেরূপ চরিত্রের, যেরূপ গুণাগুণ সমন্বিত হউন না কেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে তাঁহাকে পূজা করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার গূঢ় রহস্য এই যে, বিশ্বাস বড় শক্ত জিনিষ, হৃদয়ের সরল বিশ্বাসেই মানুষ তরিয়া যায়। বাস্তবিক দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি যে অদ্ভুত তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশ্বাসী বলেন, বিশ্বাসে সব হয়; বিশ্বাসই স্বর্গ, সন্দেহই নরক। তাঁহার একথা বড় ছাড়িয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। প্রচলিত কথায় লোকে বলিয়া থাকে,—'সাপের বিষ "নেই" বল্লেই নেই'। তবে কিনা বিশ্বাসের মত বিশ্বাস চাই; "রামও" বলিব কাপড়ও তুলিব, তাহা হইলে রামনামে বিশ্বাস হইল কৈ? সে ক্ষেত্রে ত কাপড় নিশ্চয় ভিজিবে।

গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। একটি এখানে উপস্থিত করিতেছি। কথিত আছে, জনৈক পেশাদার গুরু অর্থ-লোভে তাঁহার কোন ধনাঢ্য শিষ্যের শিশু সন্তানকে বধ করতঃ তাহার সুবর্ণ অঙ্গাভরণসমূহ অপহরণ করেন। এই অপরাধে গুরু গ্রেপ্তার হইলে অন্য একজন প্রগাঢ় ভক্তিমান শিষ্য সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শিশুহন্তা গুরুর পদধূলি গ্রহণ করতঃ বালকের শবদেহে মাখাইবামাত্র সে পুনর্জ্জীবন লাভ করে, * এবং সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

---

* From Poverty to Power "নামক পুস্তকের এক স্থলে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"To be for ever wallowing in the bogs of doubt, to be drawn continually in the quicksands of fear, or blown ceaselessly about by the wind of anxiety, is to be a slave, and to live the life of a slave, even though success and influence be for ever knocking at your door seeking for admittance. Faith and purpose constitute the motive power of life. There is nothing that a strong faith and an unflinching purpose may not accom-

লোভী গুরুঠাকুর এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার পদধূলির এত শক্তি ও এরূপ মাহাত্ম্য! হায়! হায়! একথা আমি ইতিপূর্ব্বে জানি নাই!" অতঃপর লোভপরবশ হইয়া পুনরায় ঐরূপ আর এক বিপদে গুরুদেব নিজের পদরেণু বারম্বার ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় উক্ত ভক্ত শিষ্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শিষ্য আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর পদধূলি গ্রহণ করতঃ যেমন হতব্যক্তির অঙ্গে মাখাইলেন, অমনি পূর্ব্ববৎ সুফল ফলিল। এতদ্দর্শনে অতীব আশ্চার্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গুরু শিষ্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বুঝাইলেন,—"ঠাকুর! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি, সুতরাং নিশ্চয় জানি আপনার পদধূলিতে স্বয়ং ঈশ্বরের শক্তি বিরাজমান; এজন্য উহা দ্বারা আমি বাঞ্ছিত ফললাভে সক্ষম হই; আপনি যদি আপনার গুরুকে এই পরিমাণ বিশ্বাস করেন, তাঁহার পদধূলি আনয়ন করুন, আপনার দ্বারাও এরূপ অসাধ্যসাধন হইবে; নচেৎ আপনার নিজের পদরেণু যাহার প্রতি আপনার কোন প্রকার আস্থা অসম্ভব, তাহা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না।" এই ঘটনা দ্বারা কেবল বিশ্বাসের মাহাত্ম্যই বর্ণিত।

বাজে গুরুর প্রতি বিশ্বাসে যদি এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, প্রকৃত গুরুপদযোগ্য মহাপুরুষের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের বলে কি যে না হয় তাহা বলা যায় না। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

---

plish. By the daily exercise of silent faith the thought forces are gathered together, and by the daily strengthening of silent purpose those forces are directed towards the object of accomplishment" James Allen

গ্রন্থকার ট্রাইন মহোদয় ও তাঁহার "In Tune with the Infinite গ্রন্থের একস্থলে" প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Faith when rightty undersood and rightty used is a force· befor which nothing can stand Ralph Waldo Trine".

পুণার সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বের বৃত্তান্ত সমূহ হইতে আনন্দরাও দ্বারা সংগৃহীত শিবাজী ও তাঁহার গুরুর বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রকৃত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ, গুরুভক্তি ও শিষ্যানুরাগ প্রভৃতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত।

সমর্থ রামদাস স্বামী শিবাজীর গুরু ছিলেন। ১৫৭১ শালিবাহিনী শকের (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বৈশাখী শুক্ল নবমী তিথিতে শিবাজীর মন্ত্রোপদেশ হয়।

শিবাজীর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর ভাগবত ছিলেন; এজন্য রামদাস উহাঁকে "যোগী" আখ্যা প্রদান করেন। যে সূত্রে তাঁহার চিত্ত গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এবং অবশেষে গুরু-প্রাপ্তি ঘটে তাহা নিতান্ত অসাধারণ। একদা সন্ধ্যাকালে বিশেষ মনোযোগ ও ভক্তি সহকারে শিবাজী কোন সাধু কথকের মুখ হইতে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক ধ্রুবের দীক্ষাসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন। তদবধি তাঁহার চিত্তে অতীব চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং তিনি গুরুচরণান্বেষী হইয়া তজ্জন্য সম্যক চেষ্টা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সংবাদ আইসে যে, তাঁহার রাজধানী সেতারা নগরের সান্নিধ্যে পরমহংস রামদাস স্বামী বিচরণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে রামদাস সেতারার নিকটস্থ চাফল নামক গ্রামে একটি দেবালয় স্থাপন করেন। কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহাকে তথায় পাওয়া যাইত না; কথন ধ্যানধারণাসমাধির জন্য গহন কাননে প্রবেশ করিতেন, কথন গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীসমূহের তীরে কালাতিপাত করিতেন, কথন বা তীর্থস্থানাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজী অনেক অনু-সন্ধান ও যত্ন সত্ত্বেও বহুদিন গুরুচরণদর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে একদিন খুব আশান্বিত হৃদয়ে চাফলের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর দেখা না পাওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ না হয়, অনশনে দিনযাপন করিবেন। প্রথম উপবাসের দিবস রজনীযোগে

" Poona Archives "

গভীর নিদ্রাভিভূত অবস্থায় দেখিলেন, রামদাস তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান; অবশ্য তৎপূর্ব্বে তিনি কখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথচ পরদিন প্রাতে ভাবী গুরুদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যথাযথ বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় শিবাজী গুরুচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণামানন্তর করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, রামদাস তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ মস্তকে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন, পরে তাঁহার প্রসন্নতাও আশীর্ব্বাদের নিদর্শন স্বরূপ একটি নারিকেল ফল প্রদান করিয়া চলিয়া যান, অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে শিবাজীকে হিন্দুরাজোচিত ও রণবীরের উপযুক্ত কার্য্যকলাপসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অনুযোগ করেন যে, ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক উৎসন্ন দশাপ্রাপ্ত আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। স্বামীজী অন্তর্হিত হইলে শিবাজী প্রফুল্লচিত্তে চক্ষু মেলিয়া গুরুদেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু নারিকেলটী প্রকৃতক্ষেত্রে জাগ্রদাবস্থাতে তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।

স্বপ্নদর্শনাবধি গুরুসাক্ষাৎকারের উদ্দেশে শিবাজী বিশেষ উৎসাহ ও ব্যগ্রতাসহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর বহুস্থান পর্য্যটনের পর ওয়াই নামক গ্রামে রামদাসের নিকট হইতে এক পত্র পান; এই পত্র এখনও পুণাতে রক্ষিত, অনেকেই দেখিয়াছেন; উহা অতি সুন্দর এবং বিবিধ উপদেশ পূর্ণ। পত্রখানির যথোপযুক্ত উত্তর প্রদানান্তর শিবাজী গুরুদর্শনাশায় চাফলস্থ দেবালয়ে উপস্থিত হইলে, জানিতে পারিলেন যে, শিঙ্গলওয়াড়ি গ্রামের মারুতীদেবীর মন্দিরে গুরুর চরণদর্শন পাইবেন, এবং কল্যাণগোস্বামী তাঁহার পত্র লইয়া চাফল হইতে রওনা হইয়াছেন। বৃহস্পতিবার দিবা-দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজন কালের অব্যবহিতপূর্ব্বে চাফলে উপনীত হইয়া মঠধারীদিগের দ্বারা আহার করিতে অনুরুদ্ধ হইলে শিবাজী বলেন, গুরুর দিনে অর্থাৎ গুরুবারে কিরূপে অন্নগ্রহণ করেন; মনোগতভাব এই যে গুরুকর্ত্তৃক মন্ত্রোপদিষ্ট হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত উপবাসী থাকিবেন। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তর চাফল পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই শিঙ্গলওয়াড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে পঁহুছিয়া এক উদ্যান মধ্যে গুরুদেবের স্থূলদেহের প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা পরমপ্রীতি লাভান্তে কৃতার্থ হইলেন। সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া গুরুপদে আত্মসমর্পণ করতঃ দীক্ষা প্রার্থনা করিলে কল্যাণ-গোস্বামীও শিবাজীর বিশেষ প্রতিষ্ঠাসহ তৎসম্বন্ধে অনুরোধ করিলেন। উত্তরে রামদাস ভাবী শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিগত মঙ্গলবার নিশিতে তোমার নিকটে গমন করতঃ প্রসাদ স্বরূপ একটি নারিকেল ফল প্রদান দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি।" শিবাজী ভক্তিপূর্ব্বক প্রণামান্তর সবিনয় নিবেদন করিলেন, "বাস্তবিক উহা ঘটিয়াছে, এখন হৃদয়ের প্রার্থনা এই যে, স্থূলশরীরে মন্ত্রোপদেশ দ্বারা এদাসের জন্ম সার্থক করিতে আজ্ঞা হউক।" রামদাস প্রসন্ন হইলেন, এবং সেই দিনেই যথানিয়মে দীক্ষাদান সম্পন্ন হইল। *

* সাধারণ পাঠকগণ মধ্যে হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এবম্প্রকার ঘটনা নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং অসম্ভব। সমস্ত প্রকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে কি মানুষের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে? শতাংশের একাংশও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানান্তর্গত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকার কোন নব্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিত এবিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন:—

"For what, let us ask is a miracle? Is it something supernatural? Supernatural only in the sense of being above the natural, or rather, above that which is natural to man in his ordinary state. A miracle is nothing more nor less than this. One who has come into a knowledge of his true identity, of his oneness with the all pervading Wisdom and power thus makes it possible for laws higher than the ordinary mind knows of, to be revealed to him. These laws he makes use of, the people see the results, and by virtue of their own limitations, call them miracles and speak of the person who performs there apparentty supernatural works as a supernatural being. But they as supernatural beings could themselves perform these supernatural works if they would open themselves to the recognition of the same laws, and consequently to the realisation of the same possibilities and powers. And let us also remember that the supernatural of yesterday becomes, as in the process of evolution we advance from the lower to the higher, from the more material

রামদাসস্বামী বালব্রহ্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শক্তির সীমা ছিল না। শিবাজী অনেক সময় সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুরুবলই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। জীবনে যে কিছু মহৎকার্য্য তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত, সমস্তই গুরুপ্রতাপ প্রভাবে নিষ্পন্ন। সময়ে সময়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে শিবাজীকে ডাকাইয়া লইয়া রামদাস তাঁহাকে রাজকার্য্য এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি সংসারিক কর্ত্তব্যসম্বন্ধেও উপদেশ দিতে ত্রুটি করিতেন না।

যে পুরুষ কখন স্ত্রীসম্ভোগ করেন নাই, এবং যে রমণী কখন পুরুষ সহবাস করেন নাই, কেবলমাত্র তাঁহারাই প্রকৃত আচার্য্যপদের যোগ্য। সাধারণ উপদেশক সবাই হইতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রোপদেশাদি গুরুতর দীক্ষাকার্য্যের জন্য উক্ত মহাত্মাগণই উপযুক্ত। অনেকে হয়ত একথা কুসংস্কার জনিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সংস্কারবন্ধনের প্রধান কারণ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের ফল একবার যাঁহাদের দেহ মন আশ্রয় করিয়াছে তাঁহাদের হৃদয়ে উপর হইতে সত্য অবতীর্ণ হইলে তাহা কিছু না কিছু বিকৃত না হইয়া যাইতে পারে না। জন্ম জন্মান্তরের সাধনবলে যাঁহারা জীবন্মুক্তি বা তদনুরূপ কোন প্রকার উচ্চ পদবী আবাহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা, তদ্ভিন্ন অন্যের প্রতি উল্লিখিত নৈসর্গিক নিয়ম সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য, জানিতে হইবে। সুতরাং রামদাসস্বামী শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষের আচার্য্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন, এবং তৎপদোচিত কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন

---

to the more spiritual, the common and natural of today and what seems to be the supernatural of today becomes in the same way the natural of tomorrow, and so on through the ages. Yes, it is the God man who does the things that appears supernatural, the man who by virtue of his realisation of the higher powers, trains the majority, and so stands out among them. But any power that is possible to one human soul is possible to another—"R. W. Trine "In Tune with the Infinity 1903"

তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবাজীও শেষপর্য্যন্ত গুরুসেবাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। ইঁহাদ্বারা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছিল,—

"গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎশিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে॥
গুরু প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥"

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

লোহিত আলোক দ্বারা বসন্ত রোগের চিকিৎসা।

যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, সূর্য্য রশ্মি একটি Prism (ঝাড় লণ্ঠনের কলমের মতন ৩টি শিরা বিশিষ্ট একখণ্ড কাচ) এর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করাইলে, তাহা পাটল, নীল, লোহিত, পীত, হরিত ইত্যাদি রামধনুর সপ্তবর্ণে বিশ্লেষিত করিতে পারা যায়। সূর্য্যই সৌরমণ্ডল পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমূহেরও পরিদৃশ্যমান সর্ব্বপ্রকার জৈবশক্তির আদ্য প্রাণ। সূর্য্যের এই জীবনীশক্তি না থাকিলে গ্রহসমূহের অস্তিত্বই থাকিত না। সূর্য্যই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপদার্থের জীবনী শক্তি বেদে তাহার উল্লেখ আছে। "সূর্য্য আত্মা জগতঃতস্থশশ্চ"॥ যে গ্রহ যেরূপ বর্ণের আলোক কিরণ প্রতিক্ষেপ করে, সেই গ্রহ তদ্বর্ণ বিশিষ্ট হয়। তৈজস অঙ্গারের আধারের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মঙ্গল গ্রহের অপর একটি সংস্কৃত পর্য্যায় "অঙ্গারক"। এই গ্রহ ও অন্যান্য লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট বস্তু যে লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, তাহার কারণ ইহারা আপনাদিগের অভ্যন্তর দিয়া সূর্য্যকিরণের লোহিত বর্ণ রশ্মি সঞ্চারণ করিতে দেয় এবং অন্যান্য বর্ণের রশ্মি যাইতে দেয় না। প্রাণের ক্রিয়া উত্তেজনা করা

লোহিত বর্ণের রশ্মির ধর্ম্ম। ইহা উত্তেজক ও বিস্তৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্ট। নরশরীর বিধানের জড় ভাব দূর করিবার শক্তি আছে। বসন্ত রোগে লোহিত আলোক দেহের শোনিতকে এরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট করে যে, তন্নিবন্ধন অতি শীঘ্র পূয বা বীষ (*Virus*) নিঃসারিত হয়। এই সন্তাপন ধর্ম্ম আছে বলিয়া ইহা দ্বারা পীড়কা সকল (Vescicles) অধিকতর স্থূলকায় ও পূর্ণায়তন হয়। ইহা দ্বারা Cold Inflamation (শ্লেষ্মা জানিত শোথ) এরও আরোগ্য দেখা যায়। Elliot Roadএ টীকা দিবার অভিপ্রায়ে যে গবালয় আছে তথায় লোহিত আলোকে আলোকিত গৃহে টীকাযুক্ত গোবৎস রাখিয়া তাহাদিগের উপর অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহাদের পীড়কা সকল হইতে নির্গত রস যত অধিকদিন স্থায়ী, গোবৎস সকল সাধারণ সূর্য্যকিরণে রাখিলে যে রস বাহির হয় তাহা ততদিন ব্যবহার্য্য থাকে না; শীঘ্রই পূঁযে পরিণত হয় কারণ সচরাচর গোবীজের টীকা সম্বন্ধীয় পীড়কা সকলে যেরূপ পূঁয উৎপত্তি হয় ইহাতে সেইরূপ হয় না।

নীল রশ্মি ফলতঃ লোহিত রশ্মির প্রতিকুল; সুতরাং লোহিত আলোক দ্বারা চিকিৎসায় আলোকের অন্যান্য উপাদান গুলি পৃথক করা আবশ্যক। আমি পাঠকের অবগতির জন্য এইটি জানাইতে ইচ্ছা করি যে বসন্ত রোগ চিকিৎসায় লোহিত আলোক বিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৯০৪ সালে ৫ই মার্চ্চের Lancet পত্রিকায় Dr. Nash লোহিত আলোকে আলোকিত গৃহে দ্বাদশটি বসন্তরোগী চিকিৎসা করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (I can not but-feel that the supperative stage was considerably modified and rendered less severe and dangerous by the beneficial infuence of the red rays or rathers by the exclusion of the other elements of light. In none of these casus there was secondary fever of suppuration.

বসন্ত রোগের আরোগ্য সম্বন্ধে Norway এবং অন্যান্য স্থানে রোগীর

শরীরোপরি লোহিত আলোক প্রয়োগের উপকারিতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আমার প্রবন্ধ লিখার উদ্দেশ্য এই যে সকলে এই অতি সহজ সাধ্য চিকিৎসায় বসন্ত ও অন্যান্য রক্তদুষ্টি জনিত রোগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন এই চিকিৎসা কাহারও বিরোধী নহে। কি হোমিওপ্যাথ কি এলোপ্যাথ কি কবিরাজ, সকলেরই ইহা একবার পরীক্ষা করা ভাল, কারণ সূর্য্যরশ্মি কাহার ও একলার নহে এবং ইহার সহিত কাহারও দ্বেষ থাকা উচিত নহে।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি।

ভারতীয় কথা।

আদিপর্ব্ব।

(১)

নায়কগণের যৌবনাবস্থা।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজসমুদীরয়েৎ॥
*   *   *   *   *
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তা চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র শায়ীনো॥

এক্ষণে মহাভারতের প্রথম খণ্ডে আদিপর্ব্ব লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি অধ্যয়ন করিয়া আমরা এই বিস্তীর্ণ ভারতীয় কথা আরম্ভ করিব। এই ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত নায়কদিগের যৌবনাবস্থা, তাঁহাদের পিতামাতার বিষয়, তাঁহাদের সমসাময়িক অবস্থা এবং সে কালের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ আবশ্যক।

এই মহাভারতখানি হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন লাভ করা যায় তন্মধ্যে ভীষ্মদেবের চরিত্র ও জীবনী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভীষ্মদেবের চিত্র মর্ত্ত্যবাসী মানবের রীতি নীতির একটী নির্দ্দোষ আদর্শ। অধিকাংশ মানব যে সকল পাপে নিমজ্জিত হয়, তিনি সতত আপনাকে সে সকল পাপ হইতে দূরে রাখিয়াছেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিবেক চিরদিন সমভাবে প্রবল ও সারবান থাকায় সহস্র সহস্র তরঙ্গ কাটিয়া তিনি সমুদ্র পার হইয়াছেন। ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তিনি মানসিক বল কখনও হারান নাই, কখনও অবসাদিত হয়েন নাই; চিরদিন কর্ত্তব্যের মধ্য অংশে আপনাকে সযতনে রাখিয়াছেন। উৎসাহ বল, কার্য্যশক্তি বল, ইঁহারা জীবনের প্রধান আশ্রয় এবং কর্ত্তব্য পালন ইহার জীবনের পরম আনন্দ। এক ভীষ্মদেবের বিমল চরিত্রে আমরা শিক্ষক মন্ত্রী, উপযুক্ত সন্তান, সৎ অভিভাবক এবং সর্ব্বাঙ্গীন রাজ নীতিজ্ঞতার অনুপম আদর্শ প্রাপ্ত হই। কর্ত্তব্য পালন তাঁহার জীবনের শুকতারা।

ভীষ্মদেব।

একদা সুরলোকে একটি মহোৎসব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত, মহাভিষ নামে বিখ্যাত ভূপতি এই উৎসবে উপস্থিত থাকেন। নদী প্রধানা গঙ্গাদেবীও সেই সময়ে উৎসব স্থলে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলের বসন পবন কর্ত্তৃক সমুদ্ধৃত হইল। পাছে গঙ্গাদেবী লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হয়েন এজন্য সমবেত দেবগণ তদ্দর্শনে অধোমুখ হইলেন। কিন্তু নৃপতি মহাভিষ তাহা করিলেন না। তন্নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা মহাভিষের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলেন, অর্থাৎ মহাভিষের দুঃশ্চিন্তা এবং কুকার্য্য জনিত যে সকল দুঃখ ভোগ ভবিষ্যতে নীত হইয়াছিল তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

পূর্ব্বকথা।

আমাদিগের কার্য্যের ও চিন্তার ভবিষ্যৎ ফলকে "কর্ম্ম" কহে, কোন দেবতা বা ঋষির "অভিশাপ" অর্থে এই কর্ম্মের ভবিষ্যৎ বাণী বুঝায়। মহাভিষ লজ্জাশীলতা বিরুদ্ধ কার্য্য করায় ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন তুমি সুরলোকে অবস্থিতির পরিবর্ত্তে পুনরায় মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ

অভিশাপ কি

করিবে। গঙ্গাও মানব জগতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, এবং তোমার বিঘ্ন সাধনে কৃতবতী হইবেন। পরে যখন তোমার তাহার উপর ক্রোধের উদ্রেক হইবে তখনই তুমি আমার এই অভিশাপ মুক্ত হইবে।"

মহাভিষের মর্ত্তে জন্ম

মহাভিষের মর্ত্তে পুনর্জ্জন্মের সময় আসিল। তিনি পরম ধার্ম্মিক মহারাজ প্রতীপের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন।

জন্মবৃত্তান্ত

একদা ভূপতি প্রতীপ তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে গঙ্গাদেবী দিব্যরূপ, কুমারীর স্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নৃপতি প্রতীপ গঙ্গার এবম্বিধ অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। গঙ্গা প্রতীপের এই অভিপ্রায়ে সম্মতা হইলেন, কিন্তু বলিলেন "হে মহীপাল! আপনার পুত্র কিন্তু আমার কার্য্যে শুভাশুভ ও ন্যায্যান্যায্য বিচার করিতে পারিবেন না।"

গঙ্গা বলে রাজা তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার॥
তোমার বচন মোর স্বীকার হইল।
বরিব তোমার পুত্রে অঙ্গীকার কৈল॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে যে মোর প্রিয় কাজ॥

অতঃপর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া সৎপুত্রের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পরে বৃদ্ধ দম্পতীর প্রাচীন অবস্থায়—সেই মহাত্মা মাহাভিষের জন্ম হইল। বৃদ্ধ ভূপতি শান্ত চিত্ত হইলে (অর্থাৎ যে অবস্থায় তিনি ভোগ লালসা দমন করিয়াছিলেন) তাঁহার একটি সন্তান জন্মিল। নাম হইল "শান্তনু"। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

যমুনাতীরে

(গল্প)

(১)

সেবার ছুটি হইলে এলাহাবাদে জনৈক আত্মীয়ের বাটি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আত্মীয় স্বজনের অপর্য্যাপ্ত স্নেহে আমাদিগের প্রবাসের দীর্ঘ দিবসগুলি কেমন একটা প্রফুল্ল স্রোতের মুখে বহিয়া যাইত, আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারিতাম না। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যমুনাতীরে ভ্রমণ, মধ্যাহ্নে সঙ্গীতচর্চ্চা ও গল্পস্বল্প এবং রাত্রে দীর্ঘনিদ্রা—ইহাই ত আমাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। স্বদেশের কর্ম্মক্লান্তরুদ্ধ জীবনের অন্তরালে এমন একটা প্রবাসের কান্তকোমল শান্তিস্থল পাইয়া, আমার হৃদয় পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্ব পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

সেদিন অল্প রাত্রি হইলে, সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া যমুনাতীরে বসিয়া আপনার মনে গাহিতেছিলাম,—

> "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,—
> এ সমুদ্রে আর কভু হবনা'ক পথহারা ;
> যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
> আকুল এ আঁখি পরে ঢালগো আলোকধারা !"

সঙ্গীত থামিলে দেখিলাম একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন। গান থামিলেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি ত বেশ গাহিতে পারেন মহাশয় ; আমি এধারটা নির্জ্জন বলিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলাম—পরে আপনার গান শুনিয়া এখানে আসিয়া বসিয়া গিয়াছি। আপনার গলাটি বেশ ; আপনি কি এখানেই থাকেন !"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞা না ! আমার বাটি কলিকাতায়। এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। আপনি কি এখানে থাকেন ?"

ভদ্রলোক—"না।"

আমি—"আপনার নামটি জানিতে পারি কি ?"

ভদ্রলোক—"স্বচ্ছন্দে; আমার নাম শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়। আমার বাটী——জেলায় বসন্তপুর গ্রামে!"

আমি কহিলাম,—"বসন্তপুর; ওখানকার জমিদার বীরেন্দ্রবাবু"—

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "আমি বীরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র; আপনি তাঁহাকে চিনিতেন না কি ?"

আমি কহিলাম, "না; তবে বন্ধুবর্গের মুখে বীরেন্দ্রবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রচর্চ্চার বিষয় শুনিয়াছি বটে।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "হাঁ! আমার কাকাবাবু একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত দর্শণশাস্ত্রেও তাঁহার এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি ছিল যে, অধুনা অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেও তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞান দেখা যায় না!"

ভদ্রলোকটি যখন আমার পরিচয় গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন আমি ততক্ষণে অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহাকে দেখিয়া লইতেছিলাম। তাহার বয়স অনুমানে বোধ হইল ৩২।৩৩ হইবে

আমি কহিলাম, "আপনি এখানে কতদিন থাকিবেন ?"

ভদ্রলোক- "তার কিছু ঠিক নাই! যতদিন মন টেকে ততদিন থাকিব বাড়ীতে ভাবিবার জন্য ত কেহ নাই।"

আমি কহিলাম, "কেন আপনি কি বিবাহ করেন নাই? গৃহে আত্মীয় স্বজন"—আমার কথা শেষ হইতে না দিয়াই শচীন্দ্রবাবু কহিলেন, "না;— তেমন নিকট আত্মীয় কেহ নাই, আর বিবাহ এ পর্য্যন্ত করি নাই, আর কখনও করিব না, এ ইচ্ছাটাও আছে!"

লোকটার কথার মধ্যে কেমন একটা বিষাদের প্রবাহ প্রচ্ছন্ন ছিল। এ কথায় বিস্তারিত আলোচনাতে যদি তাহার হৃদয় বিষাদের রুদ্ধনদী পুনঃ প্রবাহিত হয়, এই আশঙ্কায় আমি কথোপকথনের গতি ফিরাইলাম। নানাবিষয়ে কথা হইয়া গেল। সেই সামান্য অবসরে শচীন্দ্রবাবুর সহিত আমার বেশ ছোটখাট রকম সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল!

লোকটি দেখিতে দিব্য সুপুরুষ, ধনী, শিক্ষিত অথচ বিবাহে এত বীতরাগ কেন—এই বিষয়টি পূর্ব্ব হইতেই একটা গভীর রহস্যের তরঙ্গ তুলিয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। এখন এই অল্প আলাপ সৌহার্দ্দে আমি কথঞ্চিৎ সাহস পাইয়া শচীন্দ্রবাবুকে কহিলাম, "আচ্ছ আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?"

শচীন্দ্রবাবু একটু তাচ্ছল্যভাবে কহিলেন—"সে অনেক কথা—নাই বা শুনিলেন!"

আমি তখন ভদ্রলোককে বিরক্ত করা অনুচিতবোধে একেবারে স্থির হইলাম।

তখন সপ্তমীর চাঁদের অস্পষ্ট কিরণ, বারিরাশির উপর "আধ আলো, আধ ছায়া" ছড়াইয়া দিয়াছে। দুই একখানি নৌকা হইতে আলোক রশ্মি জলের উপর পড়িয়া মৃদুতরঙ্গে কাঁপিতেছিল। আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শচীন্দ্রবাবু ডাকিলেন, "মহাশয়!"

আমি কহিলাম, "আমাকে ডাকছেন?"

শচীন্দ্রবাবু—"হাঁ! একটা গান হোক্ না!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ।

সমালোচনা।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিনিময়লব্ধ মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে "ধূমকেতুর" ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা সাতিশয় সুখী হইলাম। ইহার ফাল্গুণ ও চৈত্রের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ লিখিত "স্থান মাহাত্ম্য ও কালমহিমা" এবং শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ লিখিত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ দুইটী অতি সুন্দর হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে লেখকদ্বয়ের রচনাচাতুর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের ঔদার্য্য ও চিন্তার গাম্ভীর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ফাল্গুন মাসের "সাহিত্য সংহিতায়" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত গভীর গবেষণাপূর্ণ "বর্ণমালার ইতিহাস" নামক প্রবন্ধটী অনেক নূতন তত্ত্বে অলঙ্কৃত দেখিয়া আমরা লেখককে আন্তরিক প্রশংসা করি। "সাহিত্য সভা" বাস্তবিকই বঙ্গভাষার পুনর্জীবন প্রদান করিতে প্রযত্ন করিতেছেন দেখিয়া সকল সাহিত্য সেবীর প্রাণে স্বতঃই এক অভিনব আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

"অন্তঃপুর" নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি বঙ্গের এক গৌরবের সামগ্রী। ইহা কেবল মহিলাগণ দ্বারা লিখিত, সম্পাদিত ও পরিচালিত হইয়া ষষ্ঠ বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তমবর্ষে শুভ পদার্পণ করিয়াছে। ইহার লেখিকাগণ সুশিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচী এবং বঙ্গললনাগণের মুখোজ্জ্বলকারিণী। ইহার "চৈত্র" সংখ্যায় শ্রীমতী সুখদা গুপ্তা লিখিত "হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী" শীর্ষক প্রবন্ধটা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখিকা সাধারণের ধন্যবাদার্হা।

স্বাধীন ত্রিপুরার "বঙ্গভাষা" নামক পত্রিকাখানির প্রথমবর্ষ পূর্ণ হইল। ইহার চৈত্র সংখ্যার প্রারম্ভেই "সংস্কৃত ভাষাই সমুদয় আর্য্যভাষার আদি জননী নামক প্রবন্ধটী পাঠে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান, অনুশীলন ও অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন বটে, তথাপি তাঁহার প্রবন্ধোল্লিখিত কতকগুলি বিষয়ে আমরা বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নবজাত শিশুর অস্ফুট ভাষার বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সকল ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে সাতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইলেও মানব হৃদয়ের মাধুর্য্য ও সারল্য নিতান্তই অপহৃত হইয়াছে। "মা" শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহা কোটী কল্প সাধনার দ্বারাও যোগীঋষিদের জ্ঞানবুদ্ধি ও কল্পনার বিষয়ীভূত হয় না, তাহার ব্যাখ্যা করিতে তিনি লিখিয়াছেন "মা গৃহদ্রব্যের পরিমাণাদি রাখিতেন তজ্জন্য তিনি মাতা"। বাবা" শব্দ যে "বপ্তা" শব্দের অপভ্রংশ ইহাও নিতান্ত কৌতুহল জনক। "বপ্তা" শব্দ হইতে "বাপ" শব্দ হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু "বাবা" শব্দ যে শিশুর প্রথম ওষ্ঠোন্মীলনের অর্থহীন অব্যক্ত স্ফূরণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ। আরবীয় হিব্রু ও অন্যান্য সেমিটিক ভাষা যে সংস্কৃত প্রসূতা ইহা প্রমাণ করিতে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রয়াসই দেখিয়া আমরা কথঞ্চিত ভীত হইলাম। যাহা হউক প্রার্থনা করি "বঙ্গভাষা" দিনদিন উন্নতিও পরিপুষ্টি লাভ করুক।

আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, দ্বারা প্রকাশিত।

প্রবন্ধেরমতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ মফঃস্বলে

ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৴০ মাত্র।

ভগবান ঈশ্বর কৃষ্ণের

সাংখ্য কারিকা।

বঙ্গাক্ষরে মূল ও গৌড়পাদাচার্য্যের অমূল্য ভাষ্য

এবং মূল ও ভাষ্য

উভয়ের সরল বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ৷৶৹ আনা মাত্র।

ISWARA KRISHNA'S

"SANKHYA KARIKA"

The oldest and most authentic treatise on the Sankhya Philosophy, and GOURPADA'S Commentary on the same in bold Devnagri type together with English Translation and Annotation.

by

H. T. COLEBROOKE.

Introduction by H. H. WILSON

and an Easy Bengali Translation of the Text and Bhasya published by the Bengal Theosophical Society, 28/2, JhamapokurLane, Calcutta. Reduced price of Rs. 1/4 only

"পন্থা"।

সম্পাদকীয়-বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বর প্রসাদে বৈশাখ মাস হইতে পন্থার অষ্টম ভাগ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। নিয়মিত প্রকাশের জন্য সু-বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং নিয়মিতরূপে কৃতবিদ্য লেখকগণ পন্থায় লিখিবেন। এই বিপুল আয়োজনে গ্রাহকগণের সহায়তা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্ম বিচার প্রশ্ন ও উত্তর দিবার জন্য সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রশ্ন পাঠাইলে তাহা "পন্থায়" সন্নিবেশিত হইবে, এবং "উত্তর" ও যথাকালে প্রকাশিত হইবে—

কলিকাতা।
২৮৷২ নং ঝামাপুকুর লেন,
হ্যারিসন রোড পোষ্ট।

ম্যানেজার,
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
এম-এ বি-এল,

ধর্ম্ম ও পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ
দত্ত এম, এ, বি, এল, সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য বেঙ্গল থিওসফিক্যাল
সোসাইটী ২৮২ ঝামাপুকুর লেন হইতে
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম ভাগ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

সন ১৩১০ সাল।

কলিকাতা।

"বেঙ্গল কেমিক্যাল্ ষ্টীম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ৯১ নং আপার সারকিউলার রোড,
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সান্যাল দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য,—কলিকাতা ১।০ টাকা }
মফঃস্বলে ১।৵০ আনা }

প্রত্যেক সংখ্যার,
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

সূচীপত্র।

অষ্টম ভাগ। { আষাঢ়, ১৩১১ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-

স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বম্ ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং,

ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬॥

হে প্রাণবল্লভ !

তুঁহি সূর্য্য, বিশ্ব তোঁহে হয় পরকাশ,

তুঁহি চন্দ্র, আন বিশ্বে আনন্দ উল্লাস,

তুঁহি বায়ু, বহিয়াছ ব্যাপি' চরাচর,

তুঁহি বহ্নি, হব্যরাশি বহ নিরন্তর,
তুঁহি বারি সুশীতল, বিরাট আকাশ,
তুঁহি পৃথ্বী সর্ব্বাধার, আত্মা স্বপ্রকাশ,
তুমি এক, তুমি সর্ব্ব হে পরম জ্ঞানি!
কি যে তুমি নহ নাথ! মোরা নাহি জানি। ২৬॥

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীণপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈস্ত্রিভিবপি দধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমনুভিঃ,
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ! গৃণাত্যোমিতি পদং॥ ২৭॥

"অ, উ, ম" শব্দত্রয়ে ঝঙ্কৃত "ওঙ্কার"
ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে স্বরূপ তোমার
করে প্রকটিত। ভিন্ন রূপে বর্ণত্রয়
ত্রিবেদ, ত্রিদেব, ত্রিভুবন, গুণত্রয়
করে সদা প্রতিষ্ঠিত; একত্রে আবার
প্রকটে সে নাদ-বিন্দু স্বরূপ তোমার
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাতীত, হে চতুর্থ বর! ২৭॥

ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদং।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব! শ্রুতিরপি,
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে॥ ২৮॥

দেব-কর্ণ বাঞ্ছে সদা অমৃত-নির্ঝর
"ভব, সর্ব্ব, উগ্র, ভীম, ঈশান, মহান,
রুদ্র, পশুপতি" এই তব অষ্ট নাম
করিতে শ্রবণ। প্রভো! প্রতি নাম তার
স্মরি মনে বার বার করি নমস্কার। ২৮॥

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো,
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর! মহিষ্ঠায় চ নমঃ।

নমো বর্হিষ্ঠায় ত্রিনয়ন ! ষবিষ্ঠায় চ নমঃ,
সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্ব্বায় চ নমঃ ॥ ২৯ ॥

এতদূরে আছ তুমি, বেদ নাহি জানে ;
অতি কাছে আছ তুমি, হৃদি-পদ্মাসনে ;
এত সূক্ষ্ম, নহ তুমি নয়ন-গোচর ;
অতি স্থূল, আছ ব্যাপি' সর্ব্বচরাচর ;
এত বৃদ্ধ, আদি তব কেহ নাহি পায় ;
অতি যুবা, জরাব্যাধি না পশে তোমায় ;
হে সর্ব্বস্বরূপ হর ! চরণে তোমার
ভক্তি ভরে বারবার করি নমস্কার। ২০ ॥

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমো,
জনসুখকৃতে সত্বস্থিতৌ মৃড়ায় নমো নমঃ।
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ,
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥

নাথ ! লীলাবশে　　　বহুল রজসে
　　সৃজিছ ভুবন কভু,
সুখের কারণে　　　পুন সত্বগুণে
　　পালন করিছ প্রভু !
পুন লীলারসে　　　প্রবল তমসে
　　নাশ নিজ নিরমান,
হে নির্গুণ শিব !　　　জগতের জীব
　　তুঁহু তার মোক্ষধাম। ৩০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(১)

ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য সুখের ভূমিতে,
জ্ঞানীগণ নাহি রয়,
মায়ার মধুর স্বর লহরীতে,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নয়।
যবে সেই থানে হবে উপনীত,
সেই জ্ঞান-কক্ষ মাঝে,
করো অন্বেষণ পাবে দরশন,
সেই জ্ঞানীগণ বাজে ;
যাঁহার কৃপায় নূতন জনম,
লাভ হবে পুন তব,
সেই কক্ষ মাঝে মায়া-ছায়া নাই,
সত্যালোকে ভাতে সব।
সেই সত্যালোক জ্বলে চিরকাল,
জ্যোতির বিরাম নাই,
অতি স্নিগ্ধ তাহা অতি অনুপম,
তুলনা খুঁজি' না পাই।
অহে অন্তেবাসী "অনাদি" তোমাতে,
রয়েছেন নিরন্তর,
সে গৃহের মাঝে আছেন যেমন,
আবরিয়া চরাচর।
যেতে যদি পার তোমার "সে" টুকু,
"তাতেই" মিশিয়া যাবে,

মায়ার পোষাক রহিবে পড়িয়া,
দূরেতে মলিন ভাবে।
কর স্থির তুমি স্থূল স্বর যত,
হও অতি সাবধান,
যেন তব কোনো ইন্দ্রিয়ের ছবি,
নাহি আসে মতিমান।
সেই আলো আর তোমার হৃদয়ে,
যেই আলোটুকু আছে,
সে দুয়ের মাঝে সে সব ছবির,
ছায়া আসি পড়ে পাছে।
দুয়ের মাঝেতে বাধা না পড়িলে,
মিলে এক হয়ে যাবে,
অজ্ঞানে যেমনি চিনিতে পারিবে,
আর না দেখিতে পাবে।

(২)

তার পরে তুমি "বিদ্যাগৃহে" আর
না থাকিও মতিমান,
সে গৃহ সুষমা অতি অনুপমা
চুরি করে মন প্রাণ।
যত দিন তব শিক্ষার সময়
ততদিন রবে তথা,
তার পরে বৃথা আর থাকিও না
শুনহ আমার কথা।
নহিলে তাহার অনুপম শোভা
ভুলাইবে তব মন,
রয়ে যাবে তথা মোহিত হইয়ে
হেরি সে জ্যোতি-বরণ।

মারের * হৃদয়ে যে মাণিক শোভে
তাহারি কিরণ উহা,
ইন্দ্রিয়ে ভুলায় মনে অন্ধ করে
শেষে নাশে জীবে আহা!
নিশার প্রদীপে পতঙ্গ যেমন
পড়ে এসে মুগ্ধ হ'য়ে,
তপ্ত তৈলে তার জীবনের শেষ
নহে শিখাতে পুড়িয়ে।
আত্মহারা হয়ে, সেই মায়াসুরে
এড়াইতে যে না পারে,
নিশ্চয় সে জন মারের কিঙ্কর
হয়ে আসে অন্ধকারে।

(৩)

মনেতে তোমার অহম্ ভাবের
উদয় হবার আগে,
নাশহ তাহারে কহিনু তোমারে
রাখ দৃষ্টি পুরোভাগে।
পথের সহিত না মিলালে প্রাণ
পথ চলা নাহি যায়,
তন্ময় না হ'লে কিছুই হবে না
তত্ত্ব কহিনু তোমায়।
কমল যেমন প্রভাতে ফুটিয়া
উষার শিশির মাখি',
প্রভাত সূর্য্যের প্রেমামৃত পিয়ে
পূর্ব্ব মুখে চেয়ে থাকি।

---

* কাম—পং সং।

সেইরূপ তুমি থাকহ সতত
পাতিয়া প্রাণের কাণ,
যথায় যে কাঁদে শুনি সে রোদন
তোষহ সবার প্রাণ।
কারো আঁখিধারা তপন কিরণে
যেন না শুথায়ে যায়,
শুকাবার আগে মুছাও সে বারি,
রেখো নাকো যাতনায়।

(ক্রমশঃ)

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(১৮)

স্মৃতি অপেক্ষা বিস্মৃতি প্রাণের শান্তিসাধক, কি সুখের কি দুঃখের স্মৃতি সর্ব্বত্রই কষ্টকর ; সুখের স্মৃতি দুঃখের বিষসিক্ত শেলসম হৃদয় বিদ্ধ করে, আমার সুখের সময় দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া সুখের মধুরতায় গরল মাখাইয়া দেয়। তাই বলি ভাই! সকল ভুলিয়া বিস্মৃতি সাগরে ঝাঁপ দাও, মায়ের চরণ বুকে করিয়া সকল জ্বালা জুড়াও, যাহার সংস্পর্শে দেবাদিদেব ভোলানাথ হইয়াছেন।

(১৯)

অন্যত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলে পরাজয় হয়, পরন্তু সংসার সংগ্রামে বিমুখ হইয়া যিনি পলায়ন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ত্রিভুবন বিজয়ী বীর ; তাঁহার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

(২০)

"ম" এ (পরব্রহ্মে) আকার দিলে "মা" হয়। মা আমার মূর্ত্তিমতী পরব্রহ্মস্বরূপিণী। মা যদি নিরাকার হন ত ছার আকার কোথা হইতে আসিল? ঘোড়ার ডিম ফুটিয়া ত কখনও ঘোড়া হইতে শুনা যায় নাই। নিরাকার বাদীরা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখেন না যে ব্রহ্মে আকার আরোপ না করিলে সৃষ্টির কোন বস্তুরই আকার কল্পনা করা যায় না। যাহা স্রষ্টায় নাই, সৃষ্ট বস্তুর তাহা হওয়া অসম্ভব, যাহা ছিল না এমন বস্তু হইতে পারে না। *

(২১)

লোকে যে বলে পুত্র না হইলে নরক দর্শন ঘুচে না তাহার মর্ম্ম প্রত্যেক পুত্রবান্ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, কারণ যাহার পুত্র হয় ইহজগতেই তাহার অহরহ জ্বলন্ত নরক ভোগ হয়। সে যতই গুরুতর পাপ করুক না কেন বোধ হয়, পুত্রমুখ দর্শন হইতেই তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়।

(২২)

শরীরে একপ্রকার বিষ অন্তর্নিহিত থাকিলে অন্য বিষ আর কিছু করিতে পারে না। কালকূট হলাহল পান করিয়া বিভোর আছেন বলিয়া কালভুজঙ্গমগণ মহাকালের কিছু করিতে পারে না। সেইরূপ মা! তোমার বিরহবিষে সদাই যাহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত সংসারের বিবিধ বিষয় বিষধরের বিষে তাহার কি করিবে?

(২৩)

একটী সরল রেখাই দুই বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পতম ব্যবধান; সেইরূপ সরল বিশ্বাসেই ভগবান্ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হন।

(২৪)

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে মা যখন প্রথমে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই একদিন স্বর্গে তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল, আবার যখন সংসার

---

* Cf গীতা—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"—পং সং।

গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইয়া মা তোমার কোলে উঠিতে পাইব, সেই দিন পুনরায় বৈকুণ্ঠে যাইতেও উৎকণ্ঠা হইবে না।

(২৫)

আঁব অতি মধুর ফল কিন্তু, তাহার আটা লাগিলে মুখে ঘা হয়, সেই-রূপ এই সংসার সাবধানে ভোগ করিতে জানিলে বড়ই মধুর, পরন্তু তাহার আটা লাগিলে প্রাণে যে ফোস্কা পড়ে তাহার ঘা শীঘ্র শুকায় না।

(২৬)

চক্ষু উঠিলে চাহিতে ইচ্ছা করে না, কেবল চক্ষু বুজাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। চক্ষু ফুটিলেও ঠিক তাদৃশই হইয়া থাকে তখন আর বাহিরের কিছু ভাল লাগে না কেবল চক্ষু বুজাইয়া থাকিতেই ইচ্ছা করে।

(২৭)

অগ্নিতে বারি নিক্ষেপ করিলে তাহা নির্ব্বাপিত হয় পরন্তু, যে অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে জলাসঞ্চন করিলে তাহার জ্বালা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাই বলি ভাই! সাধ করিয়া সংসারের জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিও না, ইহা একবার স্পর্শ করিলে অগ্রে যাহা শান্তির প্রস্রবণ ছিল তাহাই প্রাণে আগুণ ঢালিয়া দিবে। রোগকে অভ্যার্থনা করিয়া আনিয়া তাহার শুশ্রূষা করা অপেক্ষা তাহাকে দূর হইতে শত শত প্রণাম করাই শ্রেয়স্কর।

(২৮)

যতদিন গুঁড়ি থাকে ততদিনই ভাল; চেলা করিলেই লোকে পোড়ায়। তাই বলি ভাই! "চেলা" করিও না, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, তোমার মর্ম্মপোড়া ছাই মাখিয়া অন্তে সাধু সাজিবে এবং জগৎকে প্রতারিত করিবে।

(২৯)

ফলের ভিতর মধুর রসের সঞ্চার হইলে তাহা মনোহর বর্ণ ধারণ করে; রমণীগণ সসত্ত্বা হইলে তাঁহাদের দেহের সৌন্দর্য্য কান্তি আপনিই ফুটিয়া উঠে; লতা পুষ্পিতা হইবার পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য ধারণ করে; অরুণোদয়ের প্রাক্কালে পূর্ব্বদিক এক মনোহর রূপ ধারণ করে; সেইরূপ

ভক্তের প্রাণে ভগবানের উদয় হইলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক অনুপম জ্যোতিঃ স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাই তিনি ছাই ভস্ম দিয়া ঢাকিতে যান কিন্তু তাহা ঢাকা যায় না।

(৩০)

"মা" বলিয়া ডাকিলেই যে "বাবার" অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না, অথবা "বাবা" বলিয়া ডাকিলেই যে "মা"র অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না, ইহা নিতান্ত ভ্রম। জগতে এমন কাহাকেও দেখিলাম না যে যাহার মা আছে অথচ বাবা ছিল না, অথবা বাবা আছে মা ছিল না। "মা"ও "বাবা" এই দুইয়ের মধ্যে একটী স্বীকার করিলেই অপরটী প্রতিপন্ন করা হইল। প্রকৃতি পুরুষবাদী ও শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিতান্ত অলীক। ব্যাকরণের একশেষদ্বন্দ্বের নিয়মে যেমন "পিতরৌ" বলিলে পিতা মাতা দুইই বুঝায় সেইরূপ ভগবানকে "বাবা" বলিয়াই ডাক আর "মা" বলিয়াই ডাক, তিনি একেই দুই এবং দুইয়েই এক ইহা নিশ্চয় জানিও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রানুশীলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একটি ঘরের দ্বারে যদি চিক ফেলা থাকে তবে যদি কেহ ঘরের বাহিরে থাকেন তিনি আর ভিতরের দ্রব্য কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু যিনি ভিতরে থাকেন তিনি ভিতর হইতে বাহিরের সব পদার্থ চিকের ভিতর দিয়া দেখিতে পান। সেইরূপ আমি লিঙ্গমাত্ররূপের বাহিরে থাকি তাই উহার ভিতরের আকাশ উপলব্ধি করিতে পারি না ; কিন্তু যোগীজন উহারা ভিতরে প্রবেশ

করিয়া সর্ব্বব্যাপী চিদাকাশ সর্ব্বব্যাপ্ত দেখিতে পান, এবং সেই চিদাকাশের স্পন্দনের চক্র আদ্যোপান্ত দেখিয়া প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া জরা মরণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই চিদাকাশের স্পন্দন প্রণবধ্বনি। এই স্পন্দন ত্রিরাবৃত্ত। প্রথম আবৃত্তিতে সৃষ্টি, দ্বিতীয় আবৃত্তিতে স্থিতি এবং তৃতীয় আবৃত্তিতে লয়। এই ত্রিবৃৎ শক্তি শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন। যোগী শিবলিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে পর শিবলিঙ্গের বাহিরের আকাশে এই ত্রিবৃৎ লহরীর খেলা দেখিতে থাকেন। তৃতীয় আবৃত্তি শেষ হইয়া গেলে তিনি লিঙ্গের বাহিরেও আর কিছু দেখেন না ভিতরেও আর কিছু দেখেন না। কেবল আমি আনন্দে আছি এই জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহার নাম সমাধি অবস্থা। ভগবান পতঞ্জলি যোগসূত্রের বিভূতি পাদের তৃতীয় সূত্রে সমাধির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই। তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধি।

তৎ অর্থাৎ ধ্যানাবস্থার পর চিত্তের স্বরূপ যখন শূন্যের ন্যায় হইয়া যায়, কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ থাকে, এই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা। সমাধির পূর্ব্বে চিত্ত সাকার থাকেন, সমাধিতে চিত্ত নিরাকারে লয় হন। ধ্যানের সময় সাধক হৃদ্‌কমলে যে রূপ দেখিতে পান উহা চিত্তেরই রূপ। এই রূপ অরূপ সাগরে বিসর্জ্জন দেওয়ার পর যে অবস্থা উহাই সমাধি অবস্থা।

বৃত্তি অনুযায়ী চিত্তের রূপ ভেদ হয়। তাই ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন বৃত্তি স্বরূপ্যমিতরত্র। চিত্তে যদি একই প্রকারের ভাবনা পুনঃ পুনঃ ভাবা যায় তাহা হইলে সেই ভাবনানুযায়ী রূপটি চিত্তের একটি বিশেষ রূপ হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুযায়ী আমাদের সকলের চিত্তের এক একটি বিশেষরূপ আছে। এই বিশেষরূপ, চিত্তের লিঙ্গমাত্ররূপের আচ্ছাদন। যেমন দীপের ঢাকনি। চিত্তের এই বিশেষরূপের নাম বিশেষ লিঙ্গ। সাধকের গুরু ধ্যানকালে এই বিশেষলিঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধককে দেখা দেন ও কথা কন।

যেমন দীপের আলো কোন চিত্রিত আচ্ছাদন (dome)এর ভিতর দিয়া বাহির হইয়া চিত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে ; ঠিক সেইরূপ লিঙ্গমাত্র চিত্তস্বত্ত্বের আভা বিশেষলিঙ্গের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া

বিশেষলিঙ্গের বাহিরে ব্যাপ্ত অবিশেষ সূক্ষ্ম তন্মাত্র সাগরে অনবরতঃ তরঙ্গ উত্থিত করিতেছে। এই তরঙ্গ নিবন্ধন বিশেষলিঙ্গের বাহিরে ব্যাপ্ত আকাশে নানাবিধ রূপের প্রকাশ হইতে থাকে। চিত্ত যত চঞ্চল হয় এই সমস্ত রূপ ততই ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। মন অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ হইলে বিশেষ লিঙ্গের বাহিরের আকাশের এই সমস্ত রূপ দর্শন প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। এই সকল রূপ দর্শনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মনকে গুরুচরণে একাগ্র সংযুক্ত রাখিবার অভ্যাস করিতে করিতে বিশেষলিঙ্গের প্রকাশ হয়। অবিশেষ পদার্থে ব্যাপ্ত দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রে তন্মাত্রাগঠিত যে সকল চঞ্চল রূপ দেখা যাইতেছিল, সেই সকল রূপ ক্রমে ক্রমে বিশেষলিঙ্গে লয় হইয়া যায়, এবং বিশেষলিঙ্গ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। গুরুদেব তখন বিশেষলিঙ্গে অধিষ্টিত হইয়া উক্ত লিঙ্গের অন্তরস্থ লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্বের মহাদ্যুতি দেখাইয়া দেন। এই মহাদ্যুতিই অহংকার তত্ত্বকে আকর্ষণ করিয়া লিঙ্গমাত্ররূপে মিলাইয়া দেন। অহংকার এই বুদ্ধিতত্ত্বে লয় হইলেই সাধক আপনাকে বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তরস্থ অনন্ত চিদাকাশে ভাসমান অরূপ পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই অবস্থাই দ্রষ্টার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা, ইহার নাম যোগ। শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কী যাঁহাকে auric egg বলিয়াছেন উহাই যোগ সূত্রে লিখিত বিশেষলিঙ্গ এবং তিনি যাঁহাকে monad বলিয়াছেন উহাই চিত্তের লিঙ্গমাত্র রূপ। বিশেষ লিঙ্গের বাহিরে অবিশেষ পদার্থ, ভিতরে লিঙ্গমাত্র। ইহাই চিত্তের রূপ। অবিশেষ ক্ষেত্রের তরঙ্গ চিত্তের বৃত্তি। এই তরঙ্গ যখন শান্ত হয় তখন চিত্তের বৃত্তি নিরোধ অবস্থা।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং অহংকারতত্ত্ব এই ছয়টির নাম অবিশেষ তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, দশকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই কয়টি ষোড়শ পদার্থের নাম বিশেষ পদার্থ। এই কয়টি মিলিত হইয়া যে একটি অণ্ডাকার শরীর নির্ম্মিত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং পুরুষ উহার মধ্যে শয়ান আছেন এই অণ্ডের নাম বিশেষলিঙ্গ। প্রকৃতির নাম অলিঙ্গ।

<u>বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বানি</u>। সাধনপাদ ১৯ সূত্র।

লিঙ্গমাত্র চিত্তসত্ত্ব, বিশেষ অবিশেষ এবং অলিঙ্গ এই গুলির পরস্পর

ভেদের প্রকাশ করিয়া এবং পুরুষ এই সকল হইতে ভিন্ন, আর একজন ইহা বুঝাইয়া দিয়া প্রকৃতি সাগরে ডুবিয়া যান। ইহার নাম যোগ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম,এ বি,এল।

লর্ড কেলভিন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম।

১

অল্পদিন হইল ইউনিভার্সিটি কলেজে ক্রিষ্টিয়ান আসোসিএশনে বিজ্ঞান-বিদ্‌দিগের শীর্ষস্থানীয় লর্ড কেলভিন্ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন "এই বিশ্বজগতের মূলে যে একটি সৃষ্টিকারিণী শক্তি বিদ্যমান আছে বিজ্ঞান তাহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেক মানবই বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজেই কি এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত রহস্য। মৃত জড় পদার্থ হইতে যে মানবজীবন নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা ভ্রম। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রতিনিয়ত বুঝাইয়া দিতেছে, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে, যে এই বিশ্ব এমন একটি শক্তি প্রসূত, যাহা সৃষ্টি করিতেও পারে. এবং সৃষ্টির নিরাসকও হইতে পারে। চেতন এবং অচেতন বস্তুজাত সম্বন্ধে জড় ও শক্তি বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জৈবশক্তির মত এক স্বতন্ত্র তত্ত্বের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার জন্য পুনরায় উৎসুক হইতেছেন। পরমাণুপুঞ্জের অবুদ্ধিপূর্ব্বক সংমিশ্রণ fortutifous concourse হইতে এ জগৎ অকস্মাৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই মতকে সিসিরো (Ciciro) বহুপূর্ব্বে যে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। একটি স্ফটিক, একটি শৈবাল, একটি কীটাণু, একটি প্রাণী পরমাণু পুঞ্জের অবুদ্ধিপূর্ব্বক আকস্মিক সংমিশ্রণ সমুৎপন্ন, ইহা সম্ভবপর নহে; ইহা প্রলাপ বাক্য। পূর্ব্বে কেহ কেহ অনুমান করিয়া বলিয়া

ছিলেন "লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার পর এইরূপ একটা ঘটনা হইলেও হইতে পারে না কি?" কিন্তু সে কথার উত্তরে আমি এই-ই বলি, যে লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি বৎসর হইলেও এমন সুন্দর বিশ্ব আপনা হইতে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধী নহেন; বরং ইহার প্রমাণ স্বরূপ।"

"বিজ্ঞান বলেন জগৎ সৃষ্টি করিয়াই স্রষ্টার সমস্ত কার্য্য শেষ হয় না; তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ামক শক্তিরূপে জগতের প্রত্যেক রচনার ভিতর জাগ্রতসত্ত্বারূপে বিরাজমান। আমাদের ইহা প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা এটুকু বুঝিতে পারি যে, প্রাচ্যদেশবাসী আর্য্যগণ যাহাকে উৎপত্তি ও স্থিতি বলিয়াছেন, সেই উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে এইরূপ একটি শক্তির সদ্ভাব নিত্য প্রয়োজনীয়।"

লর্ড কেলভিনই যে এই মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রতীচ্যদেশে, "চৈতন্যাধিষ্ঠিত এক অবিশেষ সত্ত্বা হইতে এই নানাত্ব পরিপূর্ণ বর্ত্তমান জগৎ যে অভিব্যক্ত," এই প্রাচ্য মত কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত (Tait) টেট্ এবং ব্যালফোর (Balfour) তাঁহাদিগের (Unseen Universe) নামক পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন "যে সকল যুক্তি আমরা প্রদর্শন করিতেছি তাহা হইতে আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হই, যে বর্ত্তমান ব্যক্ত জগৎ এক চৈতন্য শক্তি দ্বারা অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।" "Finally our argument has led us to regard the production as brought about by an intellegent agency residing in the unseen."

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভেরও (Grove) এই মত। তিনি বলিয়াছেন, "যতই পরিপুঙ্খরূপে জাগতিক তত্ত্বসকল বিচার করা যায়, ততই আমাদের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, যে কি ভূত কি ভৌতিক শক্তি যখন আমরা কিছুরই উৎপত্তি বা বিনাশ করিতে সক্ষম নহি, বিশেষতঃ যখন বস্তুমাত্রের অন্ত্য মূল কারণ অবধারন করা আমাদের ক্ষমতার অতীত, তখন ঈশ্বরই

নিখিল বিশ্বের মূলকারণ,—সৃষ্টি ঈশ্বরকৃত এই কথা বলাই মানুষের উপযুক্ত কথা।"

পণ্ডিত কুক বলেন, "যদিও আমরা ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে বিশ্লিষ্টরূপ জগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলাম, তথাপি যেন আমরা বিস্মৃত না হই, যে যেখানে এমন একটি নিয়ামক বুদ্ধি আছে, যাহা দ্বারা পরমাণু সকল বিধিবৎ সন্নিবিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।" "Let us not forget that there must be a directive faculty by which the atoms are arranged and controlled."

লর্ড কেলভিন টেট, ষ্টুবার্ট, গ্রোভ, কুক, নিয়ামক শক্তির অস্তিত্ববিষয়ে নিজ নিজ মত যেরূপ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমবিকাশ বাদকে (Evolution Theory) আর বিশুদ্ধ জড়বাদ (Materialism) বলা যায় না। হাবর্টার্ট, স্পেন্সার, ডারবিন, হক্সলি প্রভৃতি জড়বাদী পণ্ডিতগণ যে দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশবাদকে নিরীক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যদি এমন কথা তবে যে ক্রমবিকাশ বাদের মত সাংখ্য-দর্শনেরই অনুগত, তাহা হইলে আমাদের বলা উচিত আজ কাল লর্ড কেলভিন্ যে মত প্রচার করিতেছেন, সাংখ্যদর্শনের অনুগত বলিতে হইলে সেই মতকেই অনুগত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জড়বাদ ও সাংখ্যবাদ এক নহে। "In the later system of Samkhya there is a more marked approach to a materialistic doctrine of evolution."

যে শক্তি সাতত্য এবং শক্তি সমূহের ইতরেতর সম্বন্ধতত্ত্ব (Conservation and Correlation of Energy) আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান রাজ্যে পরমাণু সমূহের সার্ব্বত্রিক সম্বন্ধ (universal relations) নিরাকরণের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পণ্ডিত ড্রেপার (Draper) বলেন "এশিয়া দেশীয় আবির্ভাব ও তিরোভাব তত্ত্ব এখন দেখা যাইতেছে, এই উচ্চ প্রতীচ্য চিন্তার সদৃশী চিন্তা! "Now, the Asiatic theory of Emanation and Absorption is seen to be in harmony with this grand idea."

শক্তিসাতত্য (Conservation of Energy) কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য পণ্ডিত বেন (Bain) বলিয়াছেন, "কোন কায়ব্যূহে বহির্দ্দেশ হইতে যদি অপর কোন শক্তি আর ক্রিয়া না করে তাহা হইলে কায়ব্যূহাধিষ্টিত শক্তিসকল ও তাহাদিগের ক্রিয়া নিয়ত একভাবেই সম্পাদিত হয়। একটি শক্তি আর একটি শক্তি'র আকারে আকারিত হইলেও তাহাদের মূলতত্ত্বের কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি বা অপচয় হয় না; প্রবৃত্তি শক্তির উদিতাবস্থা, কখন শান্তাবস্থাতে, এবং শান্তাবস্থা কখন উদিতাবস্থাতে রূপান্তরিত হয় মাত্র।

শক্তির উদিতাবস্থা যখন শান্তভাব ধারণ করে তখন আমরা তাহাকে সংস্কারাবস্থায় (latency) অবস্থিত বলিয়া বিবেচনা করি। ফল কথা এই বিশ্ব আমাদের শাস্ত্র মতে চতুর্ব্যূহ স্বরূপ; প্রতীচীনা ও পরাচীনা এই দুইটি গতি, এই চতুঃর্ব্যূহের উপর দিয়া চির প্রবাহিত। ইহা চির প্রবৃত্তি পরায়ণ!

কোন জাগতক পদার্থ এক মুহুর্ত্তও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আপন আত্মাতে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। "প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা নহীহ কশ্চিদপি স্বাস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে।"

আবির্ভাব তিরোভাব প্রতিনিয়ত ইহাতে আবর্ত্তিত হইতেছে! আবর্ত্তিত হইলেও ইহা অব্যয় অক্ষয়--"ধ্রুবমক্ষব্যযজয়মনেবং নান্যসংশ্রয়ম।"

"পণ্ডিত ষ্ট্যালো (Stalo) বলিয়াছেন, উদিতক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তি শক্তির সংস্কার বা স্থিতিশীল শক্তিরূপে অবস্থান যোগ্যতা আছে; যদি ঐরূপ অবস্থিতি করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক পরিণামের এবং তাহার অশেষবিধ বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয় না।"

সংস্কার যখন ফলোন্মুখ হয় তখন বস্তুর প্রবৃত্তি হয়, আর যখন ফলভোগ শেষ হইয়া আসে তখন তাহা শান্তাবস্থায় আগমন করে। শান্তাবস্থা ও সংস্কারাবস্থা একই কথা।

শক্তি সতিত্যে বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি, উদিতাবস্থা হইতে শান্তাবস্থা আগমন, শান্তাবস্থা হইতে উদিতাবস্থায় প্রস্থান—স্বতন্ত্রিত ঘটিকা যন্ত্রের (Self regulating watch) মত কায়ব্যূহসংনিরুদ্ধে শক্তি অন্য শক্তির অপেক্ষা করে না।

ইহা অসীম বলে বলীয়ান্। তাই বলিতেছি পণ্ডিত ড্রেপার প্রমুখ বিখ্যাত বিশুদ্ধ জড়বাদী পণ্ডিতগণ শক্তি সাতত্যের জয়ধ্বনি করিতে করিতে যদি এখন বলেন--

এসিয়া দেশস্থ আবির্ভাব ও লয় তত্ত্ব এখন দেখা যাইতেছে আমাদের এই উচ্চ চিন্তার সদৃশী চিন্তা। তাহা হইলে লর্ড কেলভিন যে মত প্রচার করিতেছেন সে মতকে ইহার বিরোধী মত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেননা পণ্ডিত ড্রেপারের নিম্নলিখিত উদ্ধৃত বাক্য এবং লর্ড কেলভিনের নিম্নোদ্ধৃত বিনীত আত্ম নিবেদনে- আকাশ পাতাল প্রভেদ। ড্রেপার তাহার History of the Conflict between Religion and Science নামক গ্রন্থের ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

We assign optical reasons for the brightness or blackness of the cloud; we explain, on mechanical principles, its drifting before the wind, for its disappearance we account on the principle of chemistry It never occurs to us to invoke the interposition of the Almighty in the production and fashioning of this fugitive form; we explain all the facts connected with it by physical laws, and perhaps should reverentially hesitate to call into operation the finger of God."

অর্থাৎ মেঘের ঔজ্জ্বল্য কিম্বা কৃষ্ণকান্তি আমরা অক্ষিস্থিত কোন কারণ প্রসূত বলিয়া স্থির করি; যখন মেঘ বায়ুর উপর ভাসমান হইতে থাকে, তখন আমরা ইহাকে যান্ত্রিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করি। আবার ইহা যখন অদৃশ্য হইয়া যায় তখন আমাদের অন্য কিছু মনে না থাকিয়া রাসায়নিক নিয়মের কথা মনে পড়ে; আমরা একবারও ভাবিনা, যে এই চঞ্চল আকৃতির উৎপত্তি ও গঠনের জন্য সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তীত্ব প্রয়োজন। আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সমন্বয় করিয়া এই সমস্ত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করি, হয়ত এসব বিষয়ে ঈশ্বরের অঙ্গুলি সঞ্চালন আবশ্যকীয় মনে করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকি।

লর্ড কেলভিন বলেন:—The Divinity of Science is not merely a power which threw this planet into its orbit and then left in to sink or swim, with its original out-fit of forces. It is an everpresent power, unseen it is true, and effecting the guidance of forces by means that as yet we have not acuuired the faculty of perceiving but which intelligence may show us to be as necessary to the preservation (to use an Oriental phrase) as to the original creation of the world."

অর্থাৎ বিজ্ঞান যে শক্তির পূজা করে, সে শক্তি অন্ধ জড়শক্তি নহে, যে এই সৌরজগৎকে আপন আবর্ত্তন পরে স্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া দিবে আর তাহার পর ইহা ডুবিয়া মরিতেন কি ভাসিতেন তাহা আর ফিরিয়াও চাহিবে না। বিজ্ঞানের দেবতা যিনি তিনি অপ্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু তাঁহার এই গুণ, যে সৃষ্ট বস্তুকে, তিনি এক দণ্ডও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন না, প্রতিনিয়ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের শক্তি সকলকে সেই পথে প্রবাহিত করেন যে পথ তাহাদের পক্ষে কল্যাণের পথ। আমরা যদিও তাঁহার এই সান্নিধ্য নয়নগোচর করিতে পারিনা, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারি, যে প্রাচ্যভাষায় যাহাকে সৃষ্টির স্থিতি এবং উৎপত্তি বলে, তাহা এই সামীপ্যও এই সাযুজ্য ভিন্ন এক দণ্ডও সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি,এ, এল, এম এস।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং।
ন মনুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে॥　　কুলার্ণব তন্ত্র।

শরীরিবর্গের চতুরশীতি লক্ষ শরীর মধ্যে মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিৎ লভতে জন্তু র্মানুষ্যংপুণ্যসঞ্চয়াৎ॥ কুলার্ণব তন্ত্র।

"পার্ব্বতি! এই সহস্র সহস্র জগৎ মধ্যে বহু সহস্র দেহ অতিবাহিত করিয়া বহুপুণ্যের সঞ্চয় থাকিলে তবে কদাচিৎ একটী জীব মনুষ্যত্ব লাভ করে।" মানব কুলের গুরু মনু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥"

ভূতবর্গের মধ্যে প্রাণিগণ (বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বনস্পতি, কৃমি, কীট, ইত্যাদি) শ্রেষ্ঠ, প্রাণিবর্গ মধ্যে বুদ্ধিজীবী (পশু, পক্ষী প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ; এই সকল বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণ মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যিনি বিদ্বান্ (বেদ বেদান্তাদিবিদ্যা বিশিষ্ট) তিনি শ্রেষ্ঠ; বিদ্বদ্গণ মধ্যে যাঁহারা কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্বে পরিনিষ্ঠ বুদ্ধি তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; এই সকল কৃতবুদ্ধিগণ মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠায়ী, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; যাঁহারা এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন তাঁহাদিগের মধ্যে আহার যাঁহারা ব্রহ্মবেত্তা, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।"

সোপান ভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং।
য স্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ॥" কুলার্ণবতন্ত্র।

মোক্ষের সোপান স্বরূপ এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে আত্মাকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ না করে, তাহা অপেক্ষা পাপী আর ত্রিসংসারে কে আছে ?

ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্মলব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ॥ কুলার্ণবতন্ত্র।

সেই মনুষ্যদেহে আবার উত্তমকুলে জন্ম, ইন্দ্রিয়বর্গের সৌষ্ঠব (সম্পূর্ণতা) লাভ করিয়াও যে আপনার হিত আপনি বুঝিতে পারে না, সেই যথার্থ ব্রহ্মঘাতক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আত্মার আঘাত কারী।"

অঙ্গ সৌষ্টবহীন শরীর সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের উক্তি—

"বিড়াল-চক্ষু, অর্থাৎ কটা-চক্ষু, ট্যারা-চক্ষু, খল্লিট অর্থাৎ টাক যুক্ত, উপস্থাবরণ-ছিন্ন, কুব্জ অর্থাৎ কুঁজো, কোল-কুঁজো প্রভৃতি, শ্লীপদ অর্থাৎ গোদা, কোরণ্ডরোগগ্রস্ত, কাণা, খোঁড়া, ৬।৭ অঙ্গুলি বিশিষ্ট, নখ-পচা, নপুংসক, সম্মুখের দুই দাঁতের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দন্ত বিশিষ্ট, গলগণ্ড রোগ বিশিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে জন্মাবধি যাহারা বিকলাঙ্গ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান ত হইবারই নহে, অধিকন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মেও প্রবৃত্তি থাকে না; তবে যদি কোথাও এরূপ লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখিতে পাও, তখন [বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই] জানিবে যে, তাহা তাহার প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে; উহা কেবল ধর্ম্মের অভিনয় মাত্র।"

ইহাদের হাতের জল শুদ্ধ নয়; দেব, দ্বিজ সাত্বিক পুরুষ ও সাধকগণ কর্তৃক ইহারা সম্যক প্রকারে বর্জ্জনীয়। ইহাদের কৃত শ্রাদ্ধ তর্পনাদিও সিদ্ধ হয় না, পিতৃপুরুষগণ ইহাদের জল গ্রহণ করেন না সুতরাং ইহাদের দ্বারা কৃত তর্পণে তাঁহারা তৃপ্ত হয়েন না। ইহারা কর্ম্মকাণ্ডের বহির্গত অতি ঘৃণিত পাপিষ্ঠ নরাধম প্রজা। যাহারা কর্ম্মকাণ্ডে ত্যজ্য, তাহারা যে জ্ঞান কাণ্ডে অধিকারী হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র! এই নারকী দেহীর সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিগণও মহাপাতকী মধ্যে গণ্য

---

* এই উক্তির মূলে আংশিকমাত্র সত্য আছে এবং তাহাও লোক শাসনার্থ অতিরঞ্জিত। ইহা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন যোগ্য নহে। পং সং।

হয়েন। যেহেতু ইহারা ধর্ম্ম বহিস্কৃত হয়। এইরূপ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তির যে ধার্ম্মিকাভিমান, তাহা অতিসাহস বা বলাৎকার মাত্র।

এইরূপ পাপিষ্ঠ প্রজা হইতেই জগতে অধর্ম্ম বিস্তার হয়। ইহারা নিয়তই দেব দ্বিজ ও গাভী হিংসায় আনন্দানুভব করিয়া থাকে। এরূপ লোক যদি জ্ঞানাভিমানী হইয়া ধর্ম্ম প্রচারক হয় তবে তাহাকেই শাস্ত্রে ভণ্ড তত্ত্বজ্ঞানী বলে। এপ্রকার লোক যদি কোন দেবতার পূজক হয়, তবে সেই দেবতার দেবত্ব অচীরেই বিলুপ্ত হয়। এরূপ অসৎ প্রজা হইতে ধর্ম্ম নিয়তই সঙ্কুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। সরস্বতী দেবী ও ইহাদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানানুষ্ঠান দেখিয়া নিয়ত রোরুদ্যমানা হয়েন। ইহাদিগকে কলির অনুচর বলে। শাস্ত্রে এইরূপ সবিস্তার প্রমাণে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারেও ইহা বিচক্ষণেরা বিশেষরূপে যে অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ব্রাহ্মণ-গণও সন্ধ্যোপসনা কালে ইহাদের মুখ দর্শন করিলে অশুচি হয়েন, এজন্য উপাসনা বলেও উহাদের দর্শন নিষেধ। এরূপ দুষ্টশীল যেখানে উপ-বেশন করেন, সে স্থান পর্য্যন্ত দূষিত হয়, এজন্য সেস্থান গোবরগোলা জল ছড়াইয়া দিয়া সেই স্থান শুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। প্রাতে প্রোক্ত লক্ষণা-ক্রান্ত স্বভাবজ দুষ্টশীল ব্যক্তির মুখাবলোকন করিলে সেদিন নিশ্চয়ই দুর্দ্দিন বলিয়া জানিবে, অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভব। অতএব তৎক্ষণাৎ গঙ্গা নাম স্মরণ, দুর্গানাম স্মরণ গঙ্গাস্নান ও সূর্য্যাবলোকনরূপ প্রায়শ্চিত্তা-নুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি করিবে। কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রাকালীন এরূপ ব্যক্তির মুখাবলোকন অর্থাৎ দর্শন ঘটিলে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে সে কার্য্য সফল হইবে না, বরং দুর্ঘটনাই সম্ভব। অতএব এরূপ স্থলে পুর্ণ-যাত্রা করা; অর্থাৎ যাত্রা বদলাইয়া পুনঃ "যাত্রা মঙ্গল স্তুতি" পাঠ করিয়া "দুর্গা শ্রীহরি" নাম স্মরণ* বন্দন পূর্ব্বক বুদ্ধিমানের পক্ষে শুভযাত্রার অনু-ষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে। তদ্বিপরীতে পদে পদে বিঘ্ন হয়।"

---

* লেখকের এই ভাবগুলি কি ভীষণ!! ধর্ম্মের বাহ্যিক ব্যাপারে মগ্ন চিত্তের এইরূপই পরিণাম ঘটে। পং সং

"পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বিকলাঙ্গ ও হীনাঙ্গ ব্যক্তিগণের তত্ত্বজ্ঞান ত সে শরীরে হইবারই নহে অধিকন্তু ইহাদের প্রমুখাৎ জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে নাই। যেহেতু ইহাদের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সফল বা সিদ্ধ হয় না। যজ্ঞভূমিতে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পিতৃপিণ্ড-বপন-স্থলে, ইহাঁদের গমন নিষিদ্ধ। দৈবাৎ যদি গমন ঘটে তবে শ্রাদ্ধাদি যজ্ঞ কর্ম্মপণ্ড হয়। পিতৃলোক অসন্তুষ্ট হয়েন। এজন্য ভূমিতে অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে হীনাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে কেহ যাইতে দেয় না। এত গেল পরমার্থ সম্বন্ধে ;—লৌকিক ব্যবহারে ও এরূপ বিকলাঙ্গ ও অসৎ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সরল ব্যবহারের প্রত্যাশা করিলেই ঠকিতে হইবে। কেননা ইহারা স্বভাবতঃ দূষিত। এস্থলে অসৎরূপী নারায়ণকে দূর হইতেই প্রণাম করিবে।" আর মনে মনে নিশ্চয় ধারণা, করিয়া রাখিবে যে, ইহাঁরা অধর্ম্মরূপী কলি মহারাজের পারিষদ। নিত্য-ধর্ম্মানুরঞ্জিকা নামক পত্রিকাতেও ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

চরিত্রানুমান বিদ্যা নামক গ্রন্থেও জ্ঞানানুশীলন জন্য শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"চাতরে চুতার লম্বে পেট।
কভু না ভয়ে সদ্‌গুরুসে ভেট॥"

ছিনে পোঁদ্ আর লম্বা পেট্ যাহার, এরূপ ব্যক্তির কথনও সদগুরুর সহিত সাক্ষাৎকার হইবার নহে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অপিচ "পীঠমালা" গ্রন্থেও এ বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ।
দুষ্টাশয়ং দুষ্টরতিং প্রণষ্ট ব্যাধিতেন্দ্রিয়ং॥

দুষ্টাশয়, দুষ্টরতি, এবং যাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত প্রণষ্ট, অথবা ব্যাধিগ্রস্ত, এতাদৃশ পুরুষকে, কি তীর্থ, কি দান, কি ব্রত, কি আশ্রম, ইহার কেহই পবিত্র করেন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভের প্রতি শারীরিক লক্ষণের ও কিঞ্চিৎ অপেক্ষা রাখে।

অতএব লক্ষণাক্রান্ত শোভন শরীর লাভপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া

তত্ত্বজ্ঞান লাভে যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শারিরীক শুভ লক্ষণ সত্বেও "যাহার ইহলোকে ও পরলোকে অনুরাগ নাই, যিনি নিত্যানিত্য বিবেচনা করিতে সমর্থ, যিনি মোক্ষকামনা করিয়া থাকেন, তিনিও যে মোক্ষপথে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হয়েন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

মুক্তির কারণ ভূত পদার্থ মধ্যে একাভক্তিই গুরুতর। এবং স্ব স্ব রূপের সুসন্ধানই ভক্তির রূপ, ইহা পণ্ডিতেরা ব্যক্ত করিয়াছেন। ৩২। বি, চু।

শাস্ত্রকারগণ যত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে মুক্তিবিষয়ক উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। অধিক কি দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে মনুষ্যগর্ভজাতঃ গর্দ্ধভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু জীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে, শেষাঃ জঠর গর্দ্ধভাঃ॥

এই সংসারে যে ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম না হইবে, (অর্থাৎ যিনি মুক্তিলাভের অধিকারী হন,) সেই ব্যক্তিই সত্যজাত, তাহারই জীবন সাধু এবং সফল; অন্য সকল জাত ব্যক্তি মানবোদরজাত গর্দ্ধভ তুল্য। অতএব অধিকারী হওয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, যেহেতু অনধিকারীর কোন কাজই সফল হয় না; মুক্তিলাভ বহুদূরের কথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সীতার আর সন্দেহের কারণ রহিল না। তিনি রামচন্দ্রকে সত্বর আসিতে বলিলেন, কারণ আর দুইমাস পরেই রাবণ তাঁহাকে বধ করিবে। হনুনান সীতাকে আপনার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে বলিলেন কিন্তু সীতা বলিলেন তিনি শ্রীরাম ব্যতীত স্বেচ্ছায় অপর পুরুষ কখন স্পর্শ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার স্বামীই তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। অপর কাহারও সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। হনুমান সীতার অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন তাঁহার বাক্য রামের পত্নীরই উপযুক্ত। সুতরাং তিনি রামচন্দ্রের জন্য কোনও অভিজ্ঞান দান করিতে বলিলেন। সুতরাং সীতা তাঁহাকে এমন একটি ঘটনা বলিলেন যাহা রাম এবং তিনি ভিন্ন কেহই জানেন না, এবং তাঁহার চূড়ামণি অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন ইহা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছ। সীতার সাক্ষাৎ পাইয়া হনুমান, রাক্ষসদের সহিত একটু যুদ্ধ না করিয়া যাইতে সম্মত নহেন, সেইজন্য তিনি প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন স্বীয় ক্ষুদ্রদেহ বর্দ্ধিত করিয়া ভয়ানক দেহধারণ করিলেন।

এই সম্বাদ সত্বরেই রাবণ সমীপে পৌঁছিল। রাবণ রক্ষিগণকে শত্রু-দমনে প্রেরণ করিলেন। হনুমান, নিজের নাম ও রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিয়া অচিরেই তাহাদিগকে নিহত করিলেন। উপবনে শ্রীরামচন্দ্রের জয়! লক্ষ্মণের জয়! সুগ্রীবের জয়! 'আমি হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের দাস! কাহারও সাধ্য থাকে আমার সম্মুখীন হও এইরূপ ঘোররবে চীৎকার করিয়া হনুমান নিকটস্থ এক মন্দির চূড়ায় আরোহণ করিলেন। একে একে অনেক বীর যুদ্ধার্থ আসিল ও আসিতেই প্রাণ হারাইল। রাবণ বুঝিল সহজ বানর নয়; অবশেষে রাজকুমার অক্ষ সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু হনু-

মানের বলে অনলে পতঙ্গপাতের মত অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইল। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ ধ্যানবলে বুঝিতে পারিলেন হনুমানকে বদ্ধ করা বই বধ করা সম্ভব নয়, তদনুসারে তিনি যুদ্ধে আগমন পূর্ব্বক হনুমানকে পাশাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। হনুমান বুঝিলেন এইবার একবার রাক্ষসগণের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিবে। রাবণের সহিত একটু আলাপ করিলে বিশেষ উপকার হইবেক। এই ভাবিয়া হনুমান কাতরভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস তাহাকে দৃঢ়বাহুতে বন্ধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মপাশাস্ত্র শিথিল করিল। হনুমান জানিলেন যে এ বন্ধন ছিন্ন করা আর বড় কঠিন নহে।

এদিকে রাক্ষসগণ হনুমানকে রাবণ সমীপে উপনীত করিল। রাবণের সভাসদগণ রাজাজ্ঞায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান বলিলেন, "আমি দূত।" সভাসদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "উপবন ভঙ্গ করিলে কেন?" তদুত্তরে হনুমান বলিলেন রাক্ষসরাজকে দেখিব বলিয়াই উপবন ভঙ্গ করিয়াছিলাম, রাক্ষসগণ আমায় বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাই আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তৎপরে হনুমান রামের শৌর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক সীতা প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন।" সে কথা রাবণের সহ্য হইল না; তিনি তাহাকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বিভীষণ বলিলেন "দূত অবধ্য।" তখন রাবণ লাঙ্গুলে তৈলাক্ত বস্ত্র বেষ্টনপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কার্য্য করা হইল। হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে এই সংবাদ সীতার নিকট পৌঁছিল, তিনি অত্যন্ত কাতরা হইলেন; এবং অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যেন হনুমানের অঙ্গে অগ্নি শীতস্পর্শ বোধ হয়। অগ্নি জ্বলিল—বায়ু স্বীয় শীতলতা দ্বারা অঙ্গজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হনুমান আশ্চর্য্য হইলেন কেন কষ্ট হইতেছে না। অনন্তর হনুমান সবলে বন্ধন ছিন্ন করিয়া রক্ষীগণকে বধ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন। লঙ্কা জ্বলিল—অগ্নি পবন সহায়ে ধূ ধূ করিয়া সংহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হনুমান প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ডের

মত আকাশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল মুখে "রামজয়" শব্দ। অল্পক্ষণের মধ্যেই লঙ্কা গতশ্রী হইল। হনুমান সমুদ্র জলে লাঙ্গুল নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্নি নির্ব্বান করিলেন; তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইল।

কিন্তু হঠাৎ হনুমানের মনে মহত্ত্বয়ের উদয় হইল। এই ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডে সীতা দগ্ধ হইয়াছে কি? মনের আবেগে এতক্ষণ হনুমানের সীতার কথা মনে ছিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন সীতা দগ্ধ হইয়া-ছেন কি? কে যেন বলিল জানকীর কোনও অনিষ্ট হয় নাই। হনু-মান তাঁহার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তিনি যে নিরাপদে আছেন ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া, সমুদ্রের পরপারে পুনরাগমন করিলেন। সমুদ্রের উত্তর পারে তিনি আনন্দধ্বনি করিতে করিতে উপ-নীত হইলেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে আনন্দিত দর্শনে তাঁহার চতুষ্পার্শে আগমন পূর্ব্বক আনন্দ করিতে লাগিল। কেহ লম্ফ দেয়, কেহ চীৎকার করে; স্থানটি যেন উৎসবে পূর্ণ হইল। হনুমান সমুদায় বিবরণ আনু-পূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া বানরদলের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিয়ৎক্ষণ উৎসবান্তে, তাহারা কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিল।

বানরগণ সুগ্রীবের স্কন্ধাবারে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। রামচন্দ্র সীতার বিষয় জানিতে ব্যগ্র। হনুমান বক্তা। তিনি অশোকবনে যাহা দেখিয়াছিলেন, যাহা শুনিয়াছিলেন সমুদায় আনু-পূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক, সীতার অভিজ্ঞান গল্প ও মণি রামচন্দ্র সমীপে নিবেদন করিলেন। রামের অন্তঃকরন দ্রবীভূত হইয়াছিল মণিকে আধারচ্যুত দর্শনে, তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তিনি হনুমানকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিলেন। ইহা ভিন্ন ভক্তের কার্য্যের আর কি পুরস্কার আছে।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

আমরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে পাই যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দুইটী স্বতন্ত্র ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে। ইহাদিগের সম্বন্ধ অতি জটিল। সচরাচর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ যে সকল ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাকে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। মুখ, হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত। মোট কথায় যাহারা বিষয়াদির রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং যাহারা কেবল মাত্র কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। জীবসৃষ্টির আদিস্তরে কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় বর্ত্তমাণ থাকে। আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি ইহার পূর্ব্বরূপ। বৃক্ষলতা গুল্মাদি হইতে কীট পতঙ্গের সৃষ্টি প্রণালী বিশেষরূপে আলোচনা করিযা দেখিলে ইহা বুঝা যায়। এই আকুঞ্চণ, প্রসারণ প্রভৃতির ক্রিয়াকে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া কহে। প্রাণ বায়ু শব্দের অর্থ ক্রিয়াশীল শক্তি। স্থির হইলে অর্থাৎ শক্তি ক্রিয়াশীল না হইলে আমরা প্রাণ কি তাহা বুঝিতে পারি না। বিশ্বের প্রত্যেক অনু ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ প্রাণশক্তি তন্মধ্যে চঞ্চলভাবে ক্রিয়া করিতেছে। নিস্বাস প্রশ্বাস, প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

এই ক্রিয়া কিংবা কর্ম্মের মুলে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর লীলা প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি কল্পনার বলে জীব অগ্রসর হইতে ব্যস্ত। ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন তাহার স্বভাব বৃক্ষ হইতে কীট হয়, কীট হইতে সরিস্থপ হয়, সরিস্থপ হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীব হয়। প্রাণবায়ুর ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত কিংবা পরিবর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুশক্তি সেই প্রাণবায়ু সূত্রগুলি মধ্যস্থলে ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টিরক্ষা করিয়া থাকে। বিশ্ব-কল্পনা হইতে প্রসারণ শক্তি এবং বিশ্বধারনা হইতে আকুঞ্চন শক্তি। এই উভয়ের সংঘর্ষনে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার নাম অনুভূতি। অনুভূতিই জড়জগতে প্রাণশক্তির অভিব্যঞ্জক। "আছি" এই অনুভূতির রূপ। ইহার শাস্ত্রীয় নাম জড় চৈতন্য।

কর্ম্ম হইতেই চৈতন্য হয়। আকুঞ্চণ এবং প্রসারণ উভয়ই কর্ম্ম। উহা হইতে জড়চৈতন্যের উৎপত্তি। অতএব কর্ম্ম না করিলে চৈতন্য

হয় না। শাস্ত্র বলেন চৈতন্য প্রাণ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত। যজ্ঞে কি দান করিয়াছিল যাহা হইতে জীবের চৈতন্য হইল? ইহার উত্তর "প্রাণ শক্তি"। প্রাণশক্তি ব্যয় না করিলে চৈতন্য হয় না। প্রাণশক্তি ব্যয় করাই কর্ম্ম।

কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিলেই প্রাণশক্তির বলি দেওয়া হয়। প্রাণশক্তি ব্যয় করা জীবের ধর্ম্ম। ইহা প্রকৃতিগত। প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রাণশক্তির ব্যয় হইয়া থাকে, যে শক্তি ব্যয় হয় তাহা হইতে অন্য জীবের আবর্ত্তন হইতে থাকে। স্থূল দেহের ক্ষেত্রে আমরা যাহা ব্যয় করিয়া থাকি তাহার ফল কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই পাইয়া থাকে। অন্যে যাহা ব্যয় করে তাহার ফল আমরা পাই।

ব্যয় করা কিংবা দান করা জীবের ধর্ম্ম এই যজ্ঞের মূলে যে প্রবৃত্তি প্রথমে আমরা দেখি তাহার নাম কামনা কামনা কিংবা প্রবৃত্তি আছে সেই জন্যই প্রাণশক্তি ব্যয় করিতে গেলে স্থূলদেহের সুখ হয়। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতে পারে না। মনে করুন প্রাণ একটা সেতারের তারের মত। সেটাকে না ছাড়িলে তাহার সুর ঠিক পাওয়া যায় না। তার আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হইলে যাহা হয় তাহার নাম সুর। এই সুরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে তারটীকে ক্রিয়া করিতে হয়। ক্রিয়া করিতে গেলে শক্তির ব্যয় হয়, তাহার ফল সুর কিংবা শব্দ। অতএব প্রাণযজ্ঞ হইতে যাহার উৎপত্তি হইল তাহার নাম শব্দ।

যদি একটা তার আবাহমান কাল একই প্রকারের শব্দ করিত তবে তাহার উৎকর্ষ কোন কালে হইত না। সজীব ক্ষেত্রে এই উৎকর্ষ সাধিত হয়। অর্থাৎ একজনের প্রাণরূপ সজীব তার যেমন আত্মটঙ্কার দিয়া নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে, সেইরূপ অন্যান্য তারের ঝঙ্কারও পাইয়া থাকে। মনে করুন একটী তার গম্ভীরভাবে শব্দ করে। উহাই তাহার সুর। আর একটী তার কিছু চড়া। এখন এই গম্ভীর তারকে জীবজগতে একসময় চড়াসুর ধরিতে হইবে। ইহা কিরূপে সাধিত হয়? কি করিয়া জীবের উৎকর্ষ হয়? যদি গম্ভীর তার চড়া সুরের অস্তিত্ব না জানিতে পারিত তবে তাহার উন্নতি হওয়া অসম্ভব হইত। এই জন্য যেমন নিজের

আকুঞ্চন প্রসারণে একটা অনুভূতি হয়, সেইরূপ অন্যান্য তারের আকুঞ্চন প্রসারণেও আর একটা অনুভূতি হয়। এই উভয় অনুভূতির তুলনায় ভেদাভেদ জ্ঞানের উৎপত্তি এবং যে ক্ষেত্রে এই তুলনা সংঘটিত হইয়া থাকে তাহার মূলে জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এইরূপে ব্রহ্মার প্রত্যেক গুণ কল্পনা অসংখ্য জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রচারিত হইয়া একটি অন্যটির দিকে ধাবিত হয়, এবং একটি অন্যটিকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহার ফল কি, জীব নিজের তার কি; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা; ক্রমাগত অন্য তারের গুণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া, কিংবা পর্দ্দায় পর্দ্দায় বাজাইয়া নিজের প্রাণশক্তিরূপ সুরের তার ক্ষয় করিয়া ফেলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ গ্রহণ করিয়া এবং প্রাণশক্তি ব্যয় করিয়া যাহা লাভ হয় তাহার নাম জ্ঞান। অতএব দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলে গুণ পার্থক্য অনুভূত হইত না। গুণ পার্থক্য অনুভূত না হইলে নূতন কর্ম্মে, নূতন প্রসারণে, নূতন আকুঞ্চনে প্রবৃত্ত হইত না। অদ্য যে প্রকার কর্ম্ম করিতেছি তাহার পরদিন অন্য প্রকার করিতে হইবে। এইরূপ জীবনের পর জীবন, মরণের পর মরণ। প্রাণ ব্যয় করিয়া যাহা পাইলাম তাহার নাম জ্ঞান। অর্থাৎ এতগুলি কর্ম্ম করিয়া যাহা লাভ করিয়াছি তাহার নাম জ্ঞান। যতদিন সম্পূর্ণ জ্ঞান না হয় ততদিন সকল প্রকার কর্ম্মই করিতে হইবে; এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পার্থক্য বিচার এবং বিষয় গ্রহণ সর্ব্বদা করিতে আমরা বাধ্য।

স্থূলদেহের কর্ম্মপ্রণালী সরল। জীব আত্মসংরক্ষণার্থ স্থূলদেহে কর্ম্ম করে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন তাহার নিকট বিশ্বের অনন্ত কল্পণার রূপ প্রকাশ করে, তখন সে কামনা-বিতাড়িত হইয়া নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। নূতন কথা বলে, নূতন দিকে চলে। অথচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা সেই। যে যত প্রকার কর্ম্ম করিয়া যতদূর জানে, সে সেই প্রকারের মানুষ। "আমি এই সকল করিয়াছি, এবং এই সকল জানি" ইহার রূপ জগতের মধ্যে দুইজনের এক নহে, অতএব "আমি" "তুমি" তফাৎ।

যে স্থানে এই বিভিন্ন চৈতন্যগুলি একত্রিত হয়। সেই দেহের নাম মন। মন উভয়েন্দ্রিয়। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের উৎপত্তি স্থল মন। জীবের আদিম স্তরে মন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ পাইলে মন নানা বিষয়ে ধাবিত হয়, এবং সেই বিষয় গুলির রূপ কল্পনা করিয়া থাকে। সেই কল্পনাগুলি সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম। এই কল্পনার সহিত প্রাণবায়ু জড়িত। ইহা প্রাণবায়ু তারের নানাবিধ খেলা, নানা কল্পনা-পর্দ্দার ঝঙ্কার।

এইরূপ খেলিতে খেলিতে, সুখ দুঃখের সংস্পর্শে, একটা ভাব মনে আসে। আমি কে? আমার কর্ম্মই বা কি? এবং ইহার ফল পায় কে? ইহা জড় চৈতন্যের রূপ নয়। ইহা আত্মচৈতন্যের প্রথম বিকাশ।

কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের জ্ঞান ইহা হইতে স্বতঃই উপস্থিত হয়। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হওয়াতে আমাদিগের মোহ উপস্থিত হয়। আমরা বলি কোনটা কর্ত্তব্য, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ধর্ম্মরাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মন্‌নে মুরতি হোবে মনবুধ,
মন্‌নে মগন ভবন কী সুধ,
মন্‌নে মুহি চোটা ন খাই,
মন্‌নে যম কে সাথ ন জাই।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
জে কো মন্‌ন জানে মন্ কোই ॥ ১৩ ॥

অর্থ—(এখানে আরও অন্তরঙ্গ মনন-সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন) তাঁহার মননেই চিত্তের শুদ্ধানুরাগ ও মনের বিমলবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তাঁহার মননেই

সকল ভবনের শুদ্ধি সম্পাদন হয়। তাঁহার মননেই সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক হইতে অব্যহতি পাওয়া যায়। তাঁহাব মননেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তাঁহার নিরঞ্জন নাম এতাদৃশ পবিত্র মাহাত্ম্যপূর্ণ যে কেহ ভক্তির সহিত মনন করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই তাহা জনিতে পারে। ১৩।

*　　*　　*　　*　　*　　*

কীতা পসাউ একো কবাহ
তিস্‌তে হোএ লখ দরিয়া॥
কুদরতি কৌন্‌ কহা বিচার,
বারিয়া না জাবাঁ একবার,
জো তুধ ভাবে সোই ভনিকার
তুঁ সদা সলামতি নিরঙ্কার॥ ১৬॥

অর্থ—(শ্রবণ মনন সাধনান্তর ভগবদিচ্ছায় আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন) একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাসম্ভূত এই (ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী) কর্ম্মক্ষেত্র কত সুবিশাল। তাঁহার সেই একমাত্র ইচ্ছা হইতে লক্ষ লক্ষ নদী স্রোতের ন্যায় অসংখ্য অসংখ্য কার্য্যশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত মহিমা বর্ণন করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে? তাঁহার সেই অনন্ত প্রভাবের নিকট আমি একবারও উৎসর্গীকৃত হইবার যোগ্য নহি (অর্থাৎ তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার ধারণার অতীত)। হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ভাবনা, তাহাই বিশ্বের পরম কল্যাণকর। তুমি চির মঙ্গলময় বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত পুরুষ। ১৬।

অসংখ জপ, অসংখ ভাউ,
অসংখ পূজা, অসংখ তপতাউ।
অসংখ গ্রন্থ মুখ বেদ পাঠ,
অসংখ জোগ মন রহে উদাস,
অসংখ ভগতি গুণ গিয়ান বিচার।
অসংখ সতী, অসংখ দাতার,
অসংখ সুর মুহ ভথসার,

অসংখ যোনি লিব লাই তার।
কুদরতি কৌন কহা বিচার,
বারিয়া না জাবাঁ একবার
জো তুধ ভাবে সোই ভলিকার
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার॥ ১৭॥

অর্থ—(তদনন্তর সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্য ঈশ্বরার্চ্চনানুভূতি) অসংখ্য প্রকারে তাঁহার জপ, অসংখ্য প্রকারে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদান, অসংখ্য প্রকারে তাঁহার অর্চ্চনা, অসংখ্য প্রকারে তাঁহার তপস্যা হইতেছে। অসংখ্য প্রকারে বেদাদি মুখ্য গ্রন্থসকল পাঠ হইতেছে, অসংখ্য প্রকারে যোগিগণ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অসংখ্য প্রকারে ভক্তগণ তাহাঁর গুণ ও জ্ঞানের বিচার করিতেছে। অসংখ্য প্রকারে সৎকার্য্য ও দানকার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে। অসংখ্য প্রকারে বীরত্বের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, অসংখ্য প্রকারে নিগূঢ়তত্ত্বের প্রচার হইতেছে। অসংখ্য প্রকারে মুনিগণ যোগে তাঁহাতে লীন হইয়া রহিয়াছে। হে পরমেশ্বর তোমার মহিমার বিষয় বলিবার কাহার সাধ্য আছে। আমি তোমার মাহাত্ম্যবর্ণন করিতে যাইয়া একবারে তোমাতে মগ্ন হইয়া যাই। তোমার যাহা সঙ্কল্পকর, তাহাই জীবের পরম মঙ্গলাষ্পদ। তুমি সদাশিব ও জ্যোতির্ম্ময়। ১৭।

অসংখ মূরখ অন্ধ ঘোর,
অসংখ চোর হরাম-খোর,
অসংখ অমর কর জাহ জোর,
অসংখ গলবড় স্থতিয়া কমাহ,
অসংখ পাপী পাপ করে জাই,
অসংখ কুড়িয়ার কুড়ে ফিরাহ,
অসংখ ম্লেছ মল্ ভখি খাহ্
অসংখ নিন্দক সির করে ভার,
নানক নীচ কহে বিচার।
কুদরতি কৌন কহা বিচার

বারিয়া ন জাবাঁ একবার,
জো তুধ ভাবে সোই ভনিকার,
তুঁ সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥ ১৮ ॥

অর্থ—(এস্থলে অসৎকার্য্যে ভগবানের করুণানুভূতির বিষয় বলিতেছেন) অসংখ্য মূর্খ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করিতেছে; অসংখ্য চোর মন্দ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে; অসংখ্য লোক বলপূর্ব্বক অত্যাচার করিতেছে; অসংখ্য প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করিতেছে; অসংখ্য পাপী পাপানুষ্ঠান করিতেছে, অসংখ্য অলস ব্যক্তি অসলভাবে জীবন যাপন করিতেছে; অসংখ্য অনাচারী লোক কুৎসিত খাদ্য আহার করিতেছে; অসংখ্য নিন্দুক পরনিন্দা দ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছে; নানক বলিতেছেন, এই প্রকারে নীচকার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে। হে পরমেশ্বর! তোমার মহিমা জ্ঞানের অতীত, তোমার যাহা কার্য্য তাহাই পরম শুভকর। হে ঈশ্বর! তুমি চিরকরুণার নিলয় এবং নির্ব্বিকার। ১৮।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আদিপর্ব্ব—নায়কগণের যৌবনাবস্থা।

অনন্তর শান্তনুর যৌবনোদ্গম দেখিয়া মহারাজ প্রতীপ তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস পূর্ব্বকালে এক দিব্য রমণী আমার নিকট আসিয়াছিল; এবং সম্প্রতি সেই রমণী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিতে আসিবেক। সেই কন্যা আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিও। সে রমণী যে কর্ম্ম করিবে

তাহার শুভাশুভ তুমি জিজ্ঞাসা করিও না। তিনি কে, কাহার কন্যা বা কোথা হইতে আসিলেন, এ সকল প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিও না; মাত্র আমার আদেশ মত তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিও।"

পরে মহারাজ প্রতীপ যুবরাজ শান্তনুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিলেন। রাজা শান্তনু পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি জাহ্নবীর তীরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একটী পরমাসুন্দরী কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন, এবং দর্শন মাত্র স্নেহ এবং সৌহার্দ্দে আক্রান্ত হইয়া কুমারীকে ভার্য্যারূপে যাচ্ঞা করিলেন।

আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিম্বা নাগ কন্যা তুমি কিবা নরনারী॥
অনুপম রূপ ধর বলিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মোর নারী।

এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী স্বয়ং গঙ্গাদেবী। কুমারীরূপধারিনী গঙ্গা দেবী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন, কিন্তু বলিলেন "হে পার্থিব! আমার কোন কার্য্যে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না। তজ্জন্য কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত আমার সহিত এইরূপ নিয়মে অবস্থান করিবেন, ততদিন আমি আপনার নিকট বাস করিব, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমার কোন কার্য্যে আপনি হস্তক্ষেপ করিবেন, বা তজ্জন্য কোন অপ্রিয় বাক্য নিয়োগ করিবেন তন্নিমিষেই আমি আপনার সহবাস ত্যাগ করিব।"

কন্যা বলে ভার্য্যা রাজা হইব তোমার।
এক নিবেদন রাজা আছয়ে আমার॥
আমার নিয়ম যদি করিবা পালন।
তবে নরপতি আমি করিব বরণ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।

আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ ॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিন তোমা সঙ্গে নাহি দরশন ॥

রূপ লালসায় উন্মত্ত শান্তনুর শিরায় শিরায় রূপতৃষা বিদ্যুতের ন্যায় প্রবাহিত হওয়ায় তাঁহাকে পূর্ব্বাপর চিন্তা করিবার অবকাশ দিল না। অনুকূল বায়ুতে পাইলভরে বাসনাজলযান তীব্রবেগে কর্ম্মফল লইয়া ছুটিতেছে; শান্তনুর সাধ্য কি প্রান্তবদ্ধ রজ্জু কাটিয়া দেন। শান্তনু গঙ্গাদেবীর প্রস্তাবে তথাস্তু হইলেন। শুভ পরিণয়কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল, এবং পরম সুখে নবদম্পতী কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অল্পসময় মধ্যে একটী পুত্র সন্তান হইল রাজ্ঞী সেই নবজাত শিশুকে লইয়া গঙ্গানীরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং স্রোত মধ্যে নিমগ্ন করিবার সময় বলিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য এ কার্য্য করিলাম।" দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ক্রমশঃ সপ্তম পুত্র পর্য্যন্ত রাণীর হস্তে এইরূপে স্রোত নিমজ্জিত হইল। রাজ্ঞীর এতাদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহারে রাজা শান্তনুর নিকট তিনি নিরতিশয় অসন্তোষজনক হইতেন। বৈশম্পায়ন বলেন তিনি এরূপ ব্যবহারে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না, তবে পাছে তাঁহার সহধর্ম্মিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে কিছুই বলিতেন না।

পূর্ব্ব সত্য ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে ॥

(২)

অনন্তর অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্ববৎ যেমন রাজ্ঞী নবজাত শিশুকে বারি নিমগ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে রাজা দুঃখার্ত্তচিত্তে স্বীয় পুত্র রক্ষার্থ তাঁহাকে কহিলেন "পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে, কাহার কন্যা, কি নিমিত্ত পুত্র বধ কর? পুত্রঘাতিনী তোমার ইহাতে গর্হিত মহৎ পাপ সঞ্চয় হইয়াছে।"

ভীষ্মের জন্ম।

কেমন মায়াবী তুমি আইলে কোথা হ'তে।
তোর সম নির্দ্দয় না দেখি পৃথিবীতে ॥

আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্রে করিলা সংহার॥
পাষাণ শরীর তোর বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥

হায় মহারাজ শান্তনু! এ পরীক্ষা অতি কঠোর পরীক্ষা। বিধাতার হাতের কষ্টি মানবকে সদাসর্ব্বদাই নিয়তিচক্রে পড়িতে হইতেছে। শান্তনু কে? তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় কি? শান্তনু তাঁহার পূজ্যপাদ জনকের আদেশ বিস্মিত হইলেন। রাণী বলিলেন "মহারাজ, তোমার এ পুত্র আমি বিনষ্ট করিব না। পরন্তু আমি যে নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জহ্নু তনয়া গঙ্গা।"

তামস জগতের অন্তরতম প্রদেশে কোন জাগতিক নিয়ম পরিনিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে। এক বিশ্ব নিয়ন্তা যে নিয়মে এই ত্রিভুবন চালাইতেছেন, সকলকেই তাহার বশবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং কর্ম্মফল অনুযায়ী ভোগ ভুগিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন পদার্থে সুখ অন্বেষণ করিতে যাইয়া মানব কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ, ইন্দ্রিয় চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনও চঞ্চল। সংসারে আশক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা মানব ইন্দ্রিয় তাড়নায় অস্থির হইয়া পথভ্রান্ত হইয়া কষ্ট পায়। শান্তনু এই নিয়মে অসুখী হইলেন, কষ্ট পাইলেন। আবার কর্ম্মফল অনুযায়ী মহাভিষের অভিশাপ ফলিল। গঙ্গা অভিশাপমুক্তা হইলেন। যাহা কর্ম্মফল তাহা ভোগ করিতেই হইবে।

পরে গঙ্গাদেবী রাজা শান্তনুর নিকট ত্রিদশালয়স্থ দেবাষ্টবসুর মধ্যে "দ্যু" কর্ত্তৃক মহর্ষি বশিষ্ঠের নন্দিনী নাম্নী কামদুঘা ধেনু হরণ বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। গঙ্গাদেবী বলিতে লাগিলেন, "মহর্ষি বশিষ্ঠ ধেনুহরণ কারণ নিতান্ত রোষ পরবশ হইয়া বসুদিগকে অভিশাপ দিলেন "তোমরা তোমাদের পাপ কর্ম্মের, ফল স্বরূপ মর্ত্তে জন্মগ্রহণ কর। বসুগণ সাতিশয় ব্যাকুল হইল এবং অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করায় মহর্ষি বলিল "দ্যু" ব্যতীত তোমরা

অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ।

আর সকলে বৎসরেক মধ্যে মর্ত্তে জন্ম হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু "দ্যু" কে তাঁহার পাপ কার্য্যের নিমিত্ত বহুদিন ধরায় বাস করিতে হইবেক।" অতঃপর বসুগণ আমার নিকট আসিল এবং ভূমণ্ডলে মানবী হইয়া তাহাদের পুত্ররূপে সৃজন করিবার জন্য অনুরোধ করিল, এবং যাহাতে অতি শীঘ্র মর্ত্তলোকে জন্ম হইতে মুক্ত হয় এজন্য তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জলমগ্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। এক্ষণে আমি তাহাদের মানব জন্ম হইতে মুক্ত করিয়াছি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পূর্ণ-অভিশাপগ্রস্ত এইটী "দ্যু"। ইঁহাকে কিছু কাল পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে"। এই কথা বলিয়া গঙ্গাদেবী অষ্টম পুত্র "দ্যু"কে লইয়া গেলেন। ইনিই মর্ত্তজন্মে দেবব্রত পরে "ভীষ্মদেব" নামে মহাভারতের সূচনা করিয়াছেন।

এতবলি পুত্র লৈয়া হইল অন্তর্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

"প্রশ্ন।"

"দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ উপাখ্যানভাগের অভ্যন্তরে কোন আধ্যাত্মিক রহস্য নিহীত আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা কি? এবং কোন্ সাধনার বলে সদাশিব আপন অনুরূপ শক্তিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন? বিষয়টী আপনাদের দ্বারা সম্যক্ আলোচিত হইতে দেখিলে বিশেষ বাধিত হইব।"

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পন্থার গ্রাহক এবং লেখকগণের মধ্যে যদি কেহ দিতে পারেন, এই আশায় প্রশ্নটী প্রকাশ করা গেল।"

সম্পাদকস্য—

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। *

—আজকাল সূক্ষ্ম বিষয় সকলে লোকের অনুসন্ধিৎসা দিন দিন বাড়িতেছে। ইহা অতি সুখের বিষয়, কিন্তু দুঃখের কথা, যে সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এই অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে নিজেদের প্রতারণাজাল বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। পঞ্চাশ টাকা, এক শত টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া Mesmerism ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য প্রধানতঃ আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যত্রে কতকগুলি লোক রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যতদিন লোকের সিদ্ধির পিপাসা না যাইবে, যতদিন ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের দৃষ্টি "তুকতাক্" ও বিশিষ্ট প্রণালী বা বাহ্যিক ব্যাপারে ন্যস্ত থাকিবে, ততদিন প্রতারণা নিবৃত্তির আশা নাই।

—ভারতবর্ষে চলিত ভাষার সংখ্যা ১৯০১ সালের সেন্সেস্ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা (১) Malayo-Polynesian, (২) Indo-Chinese, (৩) Dravido-Munda. (৪) Indo-European, (৫) Semitic (৬) Hamitic (৭) Unclassed Languages। এতগুলি বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে Theosophical Societyর দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

—British Medical Journalএ জাপানীসদিগের শারীরিক বীর্য্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ আছে। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে নিরামিষ ভোজনই মানবশরীরের পক্ষে প্রকৃত স্বাস্থ্যকর। আর একটি বিষয়ও প্রমাণিত হইয়াছে, যে জাপানীরা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে ও প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে, এবং দিবারাত্রি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে; এমন কি রাত্রিকালেও দরজা জানালা বন্ধ করে না। এ সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবহার অনুকরণশীল ভ্রাতৃগণ হিন্দু শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিবেন।

—Chicago Record Heraldএ প্রকাশ, যে তত্রস্থ Albertson's নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন; ও তৎসাহায্যে গ্রহ, নক্ষত্রগণের রশ্মি (Light-rays) অবরোধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সুর আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ঐ সকল রশ্মি একটি ইস্পাত খণ্ডের উপর পতিত হইলে বিভিন্ন সুর উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ঐ সকল সুর আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, কিন্তু Electricity এবং Microphone যন্ত্রের সাহায্যে উহা শুনা যায়। বিজ্ঞান সাহায্যে মানব পুরাতন তত্ত্ব সকলের যে কত নূতন আবিষ্কার

---

* এই নামে প্রতিমাসে পন্থায় বিবিধ ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও থিয়সফি সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশিত হইবে। পং সং—

করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সূর্য্য, চন্দ্রের উত্তাপ সংগ্রহ করিবার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন Albertsonsএর কথা সত্য হইলে গ্রীসদেশীয় Pythagoras আচার্য্যের মত প্রমাণিত হইবে।

সমালোচনা।

The Life Waves :—যাঁহার Stray Thoughts on Bhagabadgita সমগ্র জিজ্ঞাসু-জগৎকে যুগপৎ প্রীত ও পুলকিত করিয়াছে। সেই স্বপ্ন দর্শকের (The Dreamer) জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির সাম্যপ্রসূত "The Life Waves" এবং The Third Life Waves" নামক পুস্তিকা দুইখানি সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া পরাবিদ্যাসমিতির অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সাধকবৃন্দের পরম কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ইহাতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ পুরাণাদির সামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের যে গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা পাঠে অধ্যাত্মরাজ্যের সকল ব্যক্তিই সুখী হইবেন। "Life Waves"এর দ্বিতীয় তরঙ্গ শীঘ্রই ভূলোক আনন্দালোকপ্লাবনে প্লাবিত করিবে ইহাই আমাদের আশা ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটী।

১। The Daily Practice of the Hindus containing Morning Duties by Sris Chandra Bose B. A. To be had at the Bengal Theosophical Society 28|2 Jhamapukur Lane, Calcutta. Price 1 Rupee. "হিন্দুদিগের দৈনিক ধর্ম্মানুষ্ঠান" নামক এই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তকখানিতে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠেয় সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মই সুন্দররূপে বিবৃত করা হইয়াছে। মনুষ্য কেবল স্বকীয় উদরান্ন সংস্থানার্থই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার উপর পরিবার, সমাজ, জনসাধারণ, ইতরজীব, অধিকন্তু পিতৃগণ, দেবতাগণ প্রভৃতির প্রতি অবশ্য-প্রতিপাল্য অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সমূহও ন্যস্ত রহিয়াছে, এবং সেই সকল কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া নিজেকে সম্প্রসারিত করা মানবজীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে ভগবদিচ্ছাপ্রসূত যে সমস্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম (ঋত) সমূহ নানা গতিতে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সন্ধ্যাদি সমস্ত দৈনন্দিন অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশঃ সেই সমস্ত নিয়ম তৎগতিক্রমে আয়ত্ত করিয়া, তুরীয় গতিতে (Fourth Dimensional Motion অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, তাঁহার অশেষ কল্যাণপ্রদ ইচ্ছায় নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত করণান্তর, পিতৃ দেবতা প্রভৃতির সহিত একান্তঃ-

করণ হইয়া বিশ্বেশ্বরের সেবায় জীবন সার্থক করাই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ। নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, তিলকধারণ, তর্পণ, এবং সাধারণ আচমন, মার্জ্জন, প্রাণায়াম, মন্ত্রের সহিত আচমন, পুনর্ম্মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রীজপ, আত্মরক্ষা ও রুদ্রোপস্থান প্রভৃতি অঙ্গের সহিত সামবেদীয় কৌথুমী শাখোক্ত, যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখোক্ত সন্ধ্যা এবং তান্ত্রিকী সন্ধ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ নিদ্রান্তে কিরূপে স্বীয় উচ্চাদর্শকে অব্যাহতরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিষ্কামভাবে দৈনিক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় তাহার সমস্ত উপদেশই ইহাতে পাওয়া যাইবে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা ইহা পাঠে সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাঁহারা বৈষয়িক কার্য্যবাহুল্যবশতঃ সন্ধ্যাদি করিবার উপযুক্ত অবকাশ পান না, তাহারা কিরূপ প্রণালীতে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট অবকাশের সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহার সম্পাদন করিতে পারেন, তাহারও উপদেশ ইহাতে পাইবেন, আর যাহারা নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ইহা পাঠে এতৎসম্বন্ধে অনেক অভিনব উপদেশ ও নিগূঢ় ব্যাখ্যা অবগত হইয়া উপকৃত হইবেন। বিষয় বিন্যাস অতি সুন্দর হইয়াছে,—প্রথমে দেবনাগরী অক্ষরে বৈদিক মন্ত্রের মূল, তৎপরে ক্রমে ইংরাজী বর্ণানুবাদ দেবনাগরী অক্ষরে পদবিন্যাস, সংস্কৃতার্থ, ইংরাজী অর্থ, অনুবাদ ও ব্যাকরণগত টীকা আছে। আমাদের মতে ইহাতে উদাত্তাদি স্বরক্রমে চিহ্নিত করিয়া পদপাঠ প্রদান করিলে আরও মণিকাঞ্চনের যোগ হইত। যাহা হউক, ইহাতে যেমন প্রাচীনভাষ্যকারগণের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা আছে, আবার অনেকস্থলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদ্য (Theosophical) নিগূঢ় তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক মহাশয় স্থলে স্থলে ব্যক্তিগতভাবে আসল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদের কোন কোন স্থান ভট্ট মোক্ষমূলার ও অধ্যাপক গ্রিফিথ্ সাহেবের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিই এই গ্রন্থখানি অন্ততঃ একবার পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৮ম ভাগ।] শ্রাবণ।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী ২৮২ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, দ্বারা প্রকাশিত।

প্রবন্ধেরমতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷০ মফঃস্বলে
ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

"পন্থা"।

সম্পাদকীয়-বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বর প্রসাদে বৈশাখ মাস হইতে পন্থার অষ্টম ভাগ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। নিয়মিত প্রকাশের জন্য সু-বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং নিয়মিতরূপে কৃতবিদ্য লেখকগণ পন্থায় লিখিবেন। এই বিপুল আয়োজনে গ্রাহকগণের সহায়তা আহ্বনীয়। ধর্ম্ম বিচার প্রশ্ন ও উত্তর দিবার জন্য সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রশ্ন পাঠাইলে তাহা "পন্থার" সন্নিবেশিত হইবে, এবং "উত্তর" ও যথাকালে প্রকাশিত হইবে—

কলিকাতা।
২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন,
হ্যারিসন রোড পোষ্ট।

ম্যানেজার,
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
এম-এ বি-এল,

গ্রাহক মহোদয়গণের প্রতি

নিবেদন।

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার পন্থা একত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিমাসেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও চিন্তাশীল লেখকগণের প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া যথাসময়ে পন্থা প্রকাশিত হইতেছে। সকলেই জানেন পন্থার মূল্য অতি কম। এই সামান্য মূল্যও যদি অগ্রিম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যথা সময়ে পন্থা প্রকাশ করা অতীব দুরূহ হয়। ৺ পূজা আগতপ্রায়; এ সময়ে ছাপাখানা, কগজওয়ালা, কর্ম্মচারিগণ প্রভৃতি সকলকে যার যে পাওনা শোধ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ১৫ই ভাদ্র মধ্যে বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। নচেৎ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার পন্থা পাওনা আদায় জন্য ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যাইবে। ইহাতে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না; কারণ এখন ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মনি অর্ডার করিতেও এক আনা খরচ এবং ভিঃ পিঃ পাঠাইতেও এক আনা মাত্র খরচ।

অতএব ভরসা করি গ্রাহক মহোদয়গণ এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ মর্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

ম্যানেজার

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

অষ্টম ভাগ। { শ্রাবণ, ১৩১১ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্বশপরিণতিচেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং,
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্-
বরদ চরণয়োস্তে বাক্য-পুষ্পোপহারঃ॥ ৩১॥

ক্ষীণাদপি ক্ষীণ রিপুপরাধীন
হীন মতি যা'র প্রভু!

অগম্য অপার মহিমা তোমার
বুঝিতে কি পারে, কভু ?
অতি অশরণ মম মূঢ় মন
না সরে পূজিতে তোয়,
কিন্তু, নাথ! নিতি তোমার পিরীতি
পাগল করল মোয়।

তুঁহি শরণদ! পদ-কোকনদ
সাজাতে যতন করি'
এনেছি আমার এ কুসুম-হার
হৃদয় সাজিটি ভরি। ৩১ ॥

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং,
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং,
তদপি তবগুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ ৩২ ॥

অসিত অচল করিয়ে কজ্জল
মহাসিন্ধু মসীপাত্র,
সুর-তরু-ডাল লেখনী বিশাল
ধরি করে দিবারাত্র ;
মহী-পত্র'পরে বিহ্বল অন্তরে
লিখেন্ যদ্যপি, প্রভু!
আপনি সারদা, তব গুণকথা
ফুরা'য়ে না যায় কভু। ৩২ ॥

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ,
শিশু-শশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ,
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পদন্ত নামে গন্ধর্ব্বের পতি
শঙ্কর-কিঙ্কর সতত যিনি,
প্রভু রোষে নিজ হারা'য়ে মহিমা
এ মহিমাস্তব রচিলা তিনি। ৩৩॥

সুরবরমভিপূজ্য-স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং,
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ,
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতং॥ ৩৪॥

কৃতাঞ্জলি যদি পাঠ করে কেহ
মোক্ষফলদাতা এ পূত গান
কিন্নর-পূজিত যায় সে ত্বরিত
যথা শিব-লোক হরষ ধাম। ৩৪॥

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজ-নির্গতেন,
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েন।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন,
সংপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্ম্মহেশঃ॥ ৩৫॥

পুষ্পদন্ত মুখপদ্মে যার উচ্চারণ
পাপহর হরপ্রিয় মানস-রঞ্জন
কণ্ঠস্থ গৃহস্থ যেই করে এই স্তব
সদা তারে প্রীত তুমি, ওহে ভবধব! ৩৫॥

ধর রায়চৌধুরী কৃত পুষ্পদন্তবিরচিত মহিম্নস্তবের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১)

সেই তপ্ত অশ্রু তোমার হৃদয়ে
থাকুক পতিত হয়ে ;
যত দিন তার যাতনা না যায়
ফেলো না কভু মুছিয়ে।
পর অশ্রু বারি হৃদয়ে পশিলে
হৃদয় কোমল হয়,
অমরী দয়ার ক্ষেত্র সে হৃদয়
হয় উর্ব্বরতা ময়।
বোধি সত্বভাব নামে যে কুসুম
জনমে সে ক্ষেত্র মাঝে,
সেই ত কুসুম অতীব দুর্লভ
মোহিয়া ভুবন রাজে।
পারিজাত আদি দেব তরুবরে
কত বা দুর্লভ ফুল,
এ ফুলের কাছে সে সকল ফুল
কভু নহে সমতুল।
সেই ফুল হ'তে হয় যেই কায়
তাহে যেই বীজ হয়,
ভবে আসা যাওয়া ঘুচাবার বীজ
জেনো তাহা সুনিশ্চয়।

"আর্হতের" ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়
সে বীজ জনমে যদি,
নীরব প্রদেশে শান্তি সুখ মাঠে
ঘটে বাস নিরবধি।

(২)

বাসনারে কর অচিরে বিনাশ
কিন্তু রেখো ইহা মনে,
বিনাশিলে তারে সেই দেহ হ'তে
জন্মে পুন সেই ক্ষণে।
প্রাণের মমতা নাশহ সত্বরে
আপন মঙ্গল তরে,
কিন্তু যেন তায় অনন্ত প্রাণের
আশা না আসে অন্তরে।
তা হলে দারুণ বিপদ ঘটিবে
অস্থায়ী যন্ত্রণা গিয়ে,
স্থায়ী-যন্ত্রণার হইবে আকর
মরিতে হবে ভুগিয়ে।
কামনার ছায়া রেখো না মনেতে
কামনা বালাই বড়,
কর্ম্ম-ফাঁসে আর জড়িত হয়ো না
কহিনু তোমারে দড়।
প্রাকৃত বিধির একটানা স্রোতে
ভাসায়ে দিও না কায়,
অন্তরের শক্তি সঞ্চয় করিয়ে
কার্য্য কর মিশে তায়।

প্রকৃতির কাজে সহায় হইয়া
খাটহ নিষ্কাম ভাবে,
প্রকৃতিও তবে হয়ে অনুকুলা
হেরিবে ভকতি ভাবে।
প্রকৃতি তখন নিজ গুপ্ত গৃহ
দেখাবে আদর করি,
অনন্ত অশেষ লুকান রতন
দেখিবে নয়ন ভরি।
সে সব রতনে পার্থিব নয়ন
কভু না দেখিতে পায়।
যে নয়ন পেলে কখনো বুজে না
তাহে তাহা দেখা যায়।
অধ্যাত্ম নয়ন খুলেছে যাহার
অদৃশ্য তাহার নাই।
সে আঁখি আবরে হেন আবরণ
এ বিশ্বে খুঁজে না পাই।
এক দুই করি সপ্ত কক্ষ ক্রমে
দেখাইবে সযতনে,
সাতটি দেখিলে দেখা শেষ হবে
এ কথাটি রেখো মনে।
তার পরে ফিরে বলিব কি আর
আত্মার স্বরূপ জ্যোতি,
অন্তর নয়নে যে দেখেছে সেই
দেখেছে রূপের ভাতি।

(ক্রমশঃ।)

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেহ বিনা কস্যাপি পুরুষার্থো নবিদ্যতে।
তস্মাদ্দেহ ধনং রক্ষ্যং পুন্যকর্ম্মানি সাধয়েৎ॥

দেহ ব্যতিরেকে কাহারও কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, সেই হেতু দেহরূপ ধনকে নিয়ত রক্ষা করিবে, এবং সে দেহের দ্বারা [ভোগ বিলাস না করিয়া] পুর্ণ কর্ম্ম সকল সাধিত করিবে।

রক্ষেৎ সর্ব্বাত্মনাত্মানং আত্মা সর্ব্বস্য ভাজনং।
রক্ষণে যত্ন মাতিষ্ঠেৎ যাবত্তত্ত্বং ন পশ্যতি॥

সর্ব্বান্তকরণে আত্মাকে (দেহকে) সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। আত্মা [দেহই] সমস্ত পুণ্যফলের ভোগকর্ত্তা। অতএব তাহার রক্ষণে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, যতদিন পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ না হয়।

পুন র্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুনর্গৃহং।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ॥

জন্মান্তরে পুনর্ব্বার গ্রাম, পুনর্ব্বার ক্ষেত্র, পুনর্ব্বার বিত্ত, পুনর্ব্বার গৃহ, পুনর্ব্বার শুভাশুভ কর্ম্ম, এ সকলই পুনর্ব্বার হইতে পারে বা হইবে; কিন্তু যে শরীর একবার যাইবে, তাহা আর কখনও পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে না।

শরীর রক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্ব্বদা জনৈঃ।
নহীচ্ছন্তি তনুত্যাগ মপি কুষ্ঠাদি রোগিনঃ॥

শরীর রক্ষণের নিমিত্ত জনগণ সর্ব্বদা আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও দেহত্যাগের ইচ্ছা করে না।

তদ্ গোপিতংস্যাদ্ যত্নেন ধর্ম্মজ্ঞানার্থ মেব চ।
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগশ্চ সোঽচিরাৎ পরিমুচ্যতে॥

ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য সেই দেহকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, [কেবল দেহ রক্ষিত হইলেই হইবে না] সেই দেহদ্বারা জ্ঞান ও ধ্যান যোগ এই উভয় যাহার সিদ্ধ হয়, তিনিই অচিরাৎ মুক্তিলাভ করেন।

আত্মৈব যদি নাত্মান মহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যো হিতকর স্তস্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি ॥

আত্মাই যদি অহিত [অনিষ্ট] সমূহ হইতে আত্মাকে নিবারিত না করে, তবে কে এমন হিতকর সংসারে আছে, যে আত্মাকে উত্তীর্ণ করিবে ?

ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥

ইহলোকেই যে ব্যক্তি ভাবী নরকব্যাধির চিকিৎসা না করে, ঔষধ হীন দেশে (পরলোকে) গিয়া ব্যাধিস্থ হইয়া তখন আর সে কি প্রতীকার করিবে ? অতএব ইহলোকে থাকিয়াই জন্ম মৃত্যুরূপ নরক-ব্যাধির চূড়ান্ত চিকিৎসার মূল চিত্তশুদ্ধির পরে আত্মতত্ত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। যোগিনী তন্ত্রে—

যদি বসতি গুহায়াং পর্ব্বতাগ্রে চিরং বা
যদি বসতি ত্রিখণ্ডং পুষ্করং বা প্রয়াগং।
যদি পঠতি পুরাণং বেদ সিদ্ধান্ত তত্ত্বং
যদি হৃদয় মশুদ্ধং সর্ব্ব মেতাদ্বিরুদ্ধং ॥

যদি পর্ব্বতের গহ্বরে বা শিখরেও চিরকাল বাস করে, যদি ত্রিখণ্ড, পুষ্কর অথবা প্রয়াগেই বাস করে, অথবা যদি পুরাণ কিম্বা বেদসিদ্ধান্ত তত্ত্বই পাঠ করে, কিন্তু হৃদয় যদি অশুদ্ধ হয়, [কাম, ক্রোধ ও লোভে দূষিত থাকে] তবে ইহার সমস্তই বিরুদ্ধ, অর্থাৎ বিপরীত ফল প্রদান করে।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুষ্করং গয়া ॥

ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া মানব যে কোন স্থানেই বাস করিবেন, সেই স্থানেই তাঁহার কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া নিত্য সন্নিহিত হইবে।

ইন্দ্রিয় বশীকৃত করিয়া বাল্যকাল হইতেই স্বধর্ম্মে যত্ন রাখিতে হয়। যথা :—

পূর্ব্ব বয়সে য শান্ত স শান্ত ইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীর মানেষু সম কস্য ন জায়তে ॥ হিতোপদেশ।

পূর্ব্ব বয়স অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই যাঁহারা শান্ত, আমার বুদ্ধিতে তাঁহারাই প্রকৃত শান্ত অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুরাগী। যেহেতু ধাতু সকল ক্ষীণ হইয়া গেলে সাধারণেরই ইন্দ্রিয়গণ বৃদ্ধাবস্থায় শান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তখন উহা কাজে আসে না। এজন্য জীবনের প্রথমাবস্থাতেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নশীল হওয়া উচিত। তিনকাল সংসারের সেবা করিয়া শেষকালে যে কেবল চোক্ বুজিয়া ধ্যান ধারণা করিবে, সে আশা ছাড়িয়া দাও। যাহা যাহার চিরকালের অভ্যাস, সে চোক্ বুজলে কেবল তাহাই দেখে।

জীবনসত্বে চোক্ বুঁজিয়া তাহা এড়াইবে, সে কথা ত দূরে থাক্, অভ্যা-সের এম্‌নি গুণ যে, যেদিন একেবারে চোক বুজিবে, সে দিনও তখন তাহাই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। দেহের যাহা বল বিক্রম, তাহা যদি সংসারের সেবাতেই ক্ষয় হইল, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢদশা সংসারেই যদি কাটিয়া গেল, তখন আর বুড়ো বলদ হালে যুড়িয়া কোন্ শস্যের আশা কর?

মনকে যদি ধর্ম্মে সমর্পণ করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে দেহকে ধর্ম্মকার্য্যে [প্রণব, জপ অথবা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে] নিযুক্ত কর।

দেহ যাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনভ্যস্ত বা কাতর, জানিও তাহার মন কখনও ধর্ম্মের নাম গন্ধ সহিতে পারে না, তবও যদি সে মনে মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে জানিও তাহা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে; ধর্ম্মের নাটক।

এইজন্য যাহার এখনও যতটুকু সময় আছে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে দেহের ততটুকু নিয়োগই মানব জীবনের লাভ। যে যত সে সময় ছাড়িয়া দিল, জানিও সে তত লাভে মূলে বঞ্চিত হইল।

যদি ভাবিয়া থাক ভ্রাতা বা পুত্র শিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে, তখন সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিব, তাহা হইলে সে দিন সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, কি সংসার হইতেই অবসর গ্রহণ করিবে, তাহাও একবার ভাবিও! ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছা থাকিলে "আজ না হয় কাল্ করিব, কাল না হয় পরশ্বঃ করিব" এই রোগটী সর্ব্বাগ্রে ছাড়। আজ্‌কার দিন গেলে তবে কাল্‌কার দিন, কাল্‌কার দিন গেলে, তবে পরশ্বঃ দিন। কিন্তু আজকার এদিন শেষ হইতে না হইতেই হয়ত তোমার

দিন শেষ হইয়া যাইতে পারে। সুবিধা হইলে ধর্ম্ম করিব, ইহারই উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন— "সমুদ্রে শ্রান্ত কল্লোলে স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

সমুদ্রের তরঙ্গ শেষ হইলে তবে তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান করিব, এ বুদ্ধি কেবল বর্ব্বরদিগেরই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ সমুদ্রেরও তরঙ্গের শেষ হইবে না, তোমারও স্নানের সময় হইবে না। তদ্রূপ সংসারে স্বচ্ছলতা বা সুবিধা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম করিব, এ বুদ্ধি যদি করিয়া থাক, তবে জানিও— সংসারেও কখন স্বচ্ছলতা ও সুবিধা হইবে না, তোমারও ধর্ম্মকর্ম্মের সময় ঘটিয়া উঠিবে না।

সংসারের যতই উন্নতি হইবে, ততই তাহার অভাব বাড়িবে। স্নান যদি করিতে চাও, তবে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া ভয় করিও না, ঐ তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়াই ডুব দিয়া উঠ! সংসারে থাকিয়া যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চাও, তবে সুবিধা অসুবিধা ভাবিও না, শত সহস্র অভাব থাকিলেও তাহার মধ্য হইতেই যাহা করিতে চাও তাহা করিয়া লও।

শাস্ত্র বলেন—শীতান্তে বসন, দিনান্তে অশন, নিশান্তে বিহার, যৌবনান্তে বিবাহ, আর দেহান্তে ভগবচ্চরণ সেবার চেষ্টা এ সবই জানিও এক। আপন আপন সময় চলিয়া গেলে, ইহার সবই তখন জানিবে বিফল।

যৌবনে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত, তাহাদিগের যে বৃদ্ধকালে ধর্ম্মানুরাগ, জানিও উহা অনুরাগ নহে, অনুপায় বিশেষ। এই অনুপায়ের দশা দেখেই সাধক বলিয়াছেন—

"ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টা ঘন রবাৎ।
নিরালম্বো লম্বোদর জননী কং যামি শরণং॥

মা! চিরকাল সংসারের সেবা করিয়া এখন যে তোমায় মা বলিয়া ডাকিতেছি ইহা তোমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া নহে; দ্রুতবেগে মহিষে চড়িয়া আমার যম আসিতেছেন, সেই যম-বাহনের গলঘণ্টার ঘন রবে মা! আমার সংসারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই আজ ভয় পাইয়া তোমায় ডাকিতেছি; স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি যাহাদিগকে এ সংসারে আমার অব[illegible] বলিয়া জানিয়াছিলাম, মা! একে একে তাহারা সকলেই

ছাড়িয়া গেল, আজ আমি নিরালম্ব; কিন্তু মা! তুমিই জগতের মা, বিশেষতঃ লম্বোদর-জননী, গণেশ তোমার অনন্যশরণ অনুপায় শিশু সন্তান, তাই গণেশকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ; কিন্তু মা! অনুপায়ের দৃষ্টিতে গণেশ অপেক্ষাও শিশু আমি; তাই মা! তুমি মা থাকিতে আমি আর কাহার শরণাগত হইব?

সেই ডাকাই যদি ডাকিতে হইল, তবে ভাই! অভয়া মায়ের ছেলে হইয়া সভয়ে কেন মাকে ডাক? এতকাল ডাক নাই, তাই না আজ এ ভয় বিভীষিকা! ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিকেও লোকে তখন ডাকিতে পারে না; ডাকিতে যদি সাধ থাকে, ভয় ভাবনার আগে তবে অভয়া মাকে ডাকিয়া লও!

একেইত জানি না, কর্ম্মসূত্র কত দীর্ঘ, কতকালে মা এই সূত্র ছেদন করিবেন? দোহাই ভাই! দোহাই তোমার, তাহার উপরে আলস্য করিয়া এ সূত্র আর দীর্ঘ করিও না। এ সূত্র যে কত দীর্ঘ, চতুরশীতি লক্ষ জন্মে তাহার পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না ভাই! এ সূত্রের সূত্রধারিণী, সেই জগৎপ্রসবিণী; তাঁহার চরণ প্রান্তে না পৌঁছিলে এ সূত্রের শেষ, জগতে কখন কাহারও হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র শর্ম্মা।

লর্ড কেলভিন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লর্ড কেলভিন যাহা আমাদিগকে বুঝাইতেছেন, তাহা সাংখ্যবাদ কি না ইহাই এখন আমাদের বিবেচ্য। কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণ আর "It is an everpresent power" স্রষ্টার নিত্য সামীপ্য বা সাযুজ্য, বিভিন্নার্থক নহে কি? ঘটের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে কুম্ভকারের সহিত ঘটের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। ডুবুক আর ভাসুক (sink or swim) স্রষ্টার সে খবর রাখিবার আর প্রয়োজন হয় না। ন্যায় দর্শনের এই মতের সহিত, নিয়ামক শক্তির নিত্য সামীপ্য বা সাযুজ্য বিসম্বাদী। সাংখ্য-দর্শনে স্রষ্টার বিভিন্ন কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু কেল্‌ভিন স্রষ্টা, বস্তুসত্ত্বা এবং এতদুভয়ের নিত্য সামীপ্য বা সাযুজ্য স্বীকার করেন; সুতরাং কেল্‌ভিনের মত, পণ্ডিত ড্রেপারের মতে বিশুদ্ধ জড়বাদও নহে। ন্যায়-দর্শনের মতে অসৎকার্য্যবাদ নহে, এবং সাংখ্যবাদের মতে ইহাকে সৎকার্য্য-বাদও বলা যায় না।

লর্ড কেলভিন তবে কি বৈদান্তিক? মায়াবাদের সহিত ইহার মতের কি ঐক্যতা আছে? জগতে ভ্রম, রজ্জুতে সর্পবোধ, বস্তুসত্ত্বা এবং স্রষ্টা এক অভিন্ন কেলভিন্ তাঁহার বক্তৃতার কোন স্থানে এরূপ একটুও আভাস দেন নাই; বরং মনে হয় তিনি বস্তুসত্ত্বাকে (Reality of object) সত্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ মত।*

তবে Divinity of Science জিনিসটা কি? ইহা সৎকার্য্যবাদ

* যতক্ষণ বিজ্ঞানে আত্মানাত্ম ভেদ থাকে ততক্ষণ ইহা বেদান্তবিরুদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও বহুকারণবাদ (Plurality of causes) ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে বেদান্তের ন্যায় প্রকৃতিকে মায়া নামে উড়াইয়া না দিয়া Consciousness বা চিৎ পদার্থকে কার্য্যপদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া এক প্রকার অদ্বৈতবাদের দিকে চলিতেছে। আত্মার অদ্বয়ভাব না গ্রহণ করিয়া বস্তু বা Matterএর অদ্বয়ভাব স্বীকার করে। পং সং।

নহে, অসৎকার্য্যবাদ নহে, অদ্বৈতবাদ নহে, বিশুদ্ধ জড়বাদ নহে, শক্তি-সাতত্য অনুপ্রাণিত ক্রমবিকাশবাদও নহে—ক্রিষ্টিয়ানদিগের আরম্ভবাদও ইহাকে বলা যায় না ; ইহা নিশ্চয়ই সেই তত্ত্ব, যাহাতে বলে স্রষ্টা ও বস্তুসত্ত্বা বিভিন্ন হইয়া একাধারে মিলিত ; অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যাহা, যাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যে মতে সূর্য্য ও কিরণকণের কথা আছে, অথচ যাহা বলে সূর্য্য কিরণকণ নহে, কিরণকণও সূর্য্য নহে, সেই ক্রমবিকাশের শেষ বিকাশ—যাহার পর আর নূতন ধর্ম্মমত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা কেবল মাত্র চারিশত বৎসরের পুরাতন, শ্রীচৈতন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই একাত্মন্ হইয়াও দেহভেদগত যুগল ও মিলিত প্রেমমূর্ত্তি আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের দেবতা ও লর্ড কেলভিনের Divinity of Science. এই Divinity of Scienceকে ধরিতে গিয়া শক্তিসাতত্যই (Conservation of Energy) আমাদের দৃষ্টিপথ প্রথম অধিকার করিয়া ফেলে ; তখন আমরা পণ্ডিত হুবার্ট ব্যালফোর (Balfour) সহিত একবাক্যে বলি—"Now whether we regard the great universe or this small microcosm, the principle of the conservation of energy asserts that the sum of all the various energies, is a constant quantity, that is to say adopting the language of algebra :—$a+b+c+d+e+f+g+h=\mathrm{K}$ or *Constant* Quantity. This does not mean of course that a is constant in itself or any other of the left-hand members of this equation ; for in truth, they are always changing into each other—now some visible energy being changed into heat or electricity, and anon some heat or electricity being changed back again into visible energy.—but it only means that the sum of all the energies taken together is constant. We have in facts in the left-hand eight variable quantities and we only assert

that this sum is constant and not by any means that they are constant themselves. *

ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ষ্টুবার্ট ব্যালফোর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাবে, আমাদের ভাষায়, মনুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলিতে গেলে $a+b+c+d+e+f+g+h$কে অষ্ট প্রকৃতি অর্থাৎ a=অব্যক্ত, b=মহত্তত্ব, c=অহঙ্কার তত্ব, d=শব্দতন্মাত্র, e=স্পর্শতন্মাত্র f=রূপতন্মাত্র, g=রসতন্মাত্র, h=গন্ধতন্মাত্র, বলা যায়। আর এই অষ্ট প্রকৃতি=constant quantity =নিত্য। এই অষ্ট প্রকৃতির সমবায় নিত্য হইতে অব্যক্ততত্ব, মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ব কিম্বা তন্মাত্রতত্ব স্বয়ং নিত্য নহে। a bতে, b cতে, কিম্বা c bতে, b aতে পরিণত হইতে পারে; পরিণত হইতে পারে এ কথা বলিতেছি কেন?—অবিরত ইহাদিগের জাত্যন্তর পরিণাম হইতেছে;—"প্রবৃত্তি খল্বপি নিত্যা নহীহ কশ্চিদপি সমস্মিন্নাতমপি-মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে"।

এক অবস্থা ত্যাগ করিয়া আর এক অবস্থা গ্রহণ ইহাদিগের স্বভাব, —জগৎ ত্যাগ ও গ্রহণাত্মক হইলেও এই অনিত্যের ভিতর একটা নিত্য-প্রবাহ আছে—একটা অবিশেষ ভাব আছে। নিজে নিজে রূপান্তরিত হইলেও, ইহার সমষ্টি constant নিত্য; ইহার রূপ Homogeneous—অবিশেষ। এই অবিশেষ পর্ব্বের পর ষোড়শ বিকার, সুতরাং এখান হইতে বিশেষ পর্ব্বের আরম্ভ। অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব দুই পর্ব্বে বিভক্ত অবিশেষ ও বিশেষ। "অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভ !" অবিশেষ হইতে বিশেষের উদ্ভব, শক্তিসাতত্যের পর ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়:—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি—অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ। গ্যানোর ফিজিক্স্ (Ganot's Physics) খুলিয়া দেখ, দেখিবে প্রথম পৃষ্ঠায় এই তত্ত্বই পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

---

* The Correlation of Energy.

গ্যাণোর ফিজিক্‌স্‌এ যাহা দেখিবে আমাদের শাস্ত্রেও ঠিক তাহাই দেখিবে :—"মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ উৎপন্না আকাশ কাল দিশ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতা স্তদা তত আরম্ভ্যোত্তর কালীনা সৃষ্টির্গৌতমাদ্যুক্তপ্রকারেণ ব্যতিষ্ঠতাম্।" অর্থাৎ মূল কারণ পরব্রহ্ম হইতে আকাশ, কাল, দিক, পরমাণু-সকল উৎপন্ন হইয়া ব্যবস্থিত হইলে তাহার পর যে সৃষ্টি তাহাই গৌতমাদি ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াই পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলেও—atoms, molecules, intermolecular space, matter particles, attraction repulsion, heat, cold : solid, liquid এবং gasএর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই একই নিয়ম—একই গতি—একই লক্ষ! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিবাদ—পরিণামবাদ এ সকল অবিশেষ পর্ব্বের কথা! আর বিশেষ পর্ব্বকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ (দ্বৈতবাদ) ও সৃষ্টিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। একটি বৃক্ষের দুইটি পর্ব্ব—অবিশেষ এবং বিশেষ, একটিকে বাদ দিলে আর একটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সুতরাং দুইটি পর্ব্বকেই সত্য স্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মিলিত মূর্ত্তি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের (Occult Science এবং Physical Science both combined) আর তাহার মধ্যস্থ স্বরূপ পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ সমন্বিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মক্রম বিকশিত হইয়াছে। ইহা একপক্ষ অবলম্বন করে নাই, ইহাই পূর্ণ বিজ্ঞান।

বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়দর্শন, হার্ব্বট ও স্পেনসর, ড্রেপার, ডারুবিন্, টেট ষ্টুবার্ট, গ্রোভ, কুক্, কেলভিন মেণ্ডেলিক্, ইহার ভিতর সমস্তই আছে। সকলই আছে এই জন্য ইহা বেদস্বরূপ ; যে সূত্রই খুজ তাহা যেমন বেদে পাওয়া যায়, তেমনি যে তত্ত্বই জানিতে চাহিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহাই আছে। তাই বলিতেছি পাশ্চাত্য জগতে লর্ড কেলভিন্ যেমন সমস্ত প্রতীচ্য দর্শন বিজ্ঞান আলোড়িত করিয়া সর্ব্ববিষয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত একটা শেষ মীমাংসা আনিয়াছেন, সেইরূপ শচী-পুত্র নিমাই সমস্ত প্রাচ্যদর্শন বিজ্ঞান আলোড়িত করিয়া যুগল ও মিলিততত্ত্ব প্রচার করিয়া ধর্ম্মই বল, বিজ্ঞানই

বল, সকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সূত্রে সূত্রে মিলে; কেবল প্রতীচ্যে "Eureka, Eureka" বলিয়া যে উদ্দাম নৃত্য ও যে অন্তর্বাহ্য বিস্মৃতি দেখি, প্রাচ্যে কেবল তাহা দেখিতে পাই না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ,—এল, এম, এস্।

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভাল মন্দের তফাৎ কেবল কর্ম্মসংখ্যা লইয়া। কর্ম্ম করিয়া আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি, যে তাহার মধ্যে ভাল মন্দের তফাৎ নাই। আহার একটা কর্ম্ম। যাহা খাইয়াছি তাহা খাওয়া ও আহার এবং যাহা খাই নাই তাহাও খাওয়া ও আহার। আমরা পুরাতন আহার ছাড়িয়া নূতন আহার ধরিয়া সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করি। কিন্তু নানারূপ আহার না করিলে আহারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়-সঞ্জাত। যাহারা সকল বস্তুই আহার করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই নাই। তাঁহাদিগের নিকট কর্ম্মানুযায়ী আহার। যুদ্ধ করা একটা কর্ম্ম, এবং যুদ্ধের আহার একরূপ। শিবপূজা একটি কর্ম্ম তাহার উপযোগী আহার স্বতন্ত্র। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মের স্তর যত বাড়িতে থাকে, আনুসঙ্গিক কর্ম্মেরও তৎসঙ্গে পরিবর্ত্তন হয়। অতএব মূল কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে ভাল মন্দের বিচার করা যায় না।

মূলকর্ম্ম মন হইতে আসে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মন উভয়েন্দ্রিয়। এখন দেখা যাউক মনের সহিত উভয় ইন্দ্রিয়ের কি সম্বন্ধ।

যতদিন আত্মদৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ যতদিন মন নিজের তারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ততদিন অন্ধের ন্যায় দেহে সুখ দুঃখ পাইয়া থাকে।

অভাব প্রভৃতি সুখ দুঃখের আকর। কর্ম্মের গুণ এই, যে ইহা হইতে অভাব বিদূরিত হয়। "আমি করিয়াছি, আমি জানি"। যে কর্ম্ম করিয়া জানিয়াছি তাহার জন্য অভাব হয় না। স্থূলদেহের কর্ম্মে জড় চৈতন্য হয়, কিন্তু মনদেহের কর্ম্মে আত্মচৈতন্য হয়। একটা বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহার রূপকল্পনা করিলাম। তাহা পাইতে গিয়া স্থূল দেহে কর্ম্ম করিলাম। তাহার ফল আবার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনে সঞ্চারিত হইয়া কর্ম্মফলের যে রূপ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইতেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার। যখন তাহা হইতে যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন আমরা বলিয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হইল। ইহার অর্থ এই যে প্রাণযজ্ঞে যে ফললাভ হইল তাহা আমার পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ এবং অন্যান্য জীবেরও হিতকারী।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ গীতা—৪র্থ অধ্যায় ১৯।

যাঁহার কর্ম্ম কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত তিনিই জ্ঞানী, এবং তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি-বিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়। কামসঙ্কল্প বর্জ্জিত হইলে মনকর্ম্মের রূপ কেমন হয়?

যাঁহার কল্পনায় কামসঙ্কল্প নাই তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অতি সোজা। উভয়ই মানবের করতলস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতি-বিম্বিত বিষয় যদি স্বার্থকামনার সহিত জড়িত না হয়, তাহা হইলে কল্পনা কেবল জীবের হিতার্থেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। যতদিন আমাদিগের জ্ঞান না হয় ততদিন কামনাই আমাদিগের আত্মহিতের মূল, কেননা বহু প্রকার কর্ম্ম করিয়া আমরা আত্মহিতের আকর স্বরূপ জ্ঞান পাইয়া থাকি। যখন আমাদিগের এইরূপ অবস্থা হয় তখন আমাদিগের কর্ম্ম, কল্পনা এবং জ্ঞান সকলই জীবের হিতার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হয়। তাহা জানিতে পারিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করি।

কর্ম্মের উৎপত্তি মনে। কর্ম্মের ফলও মন দেখিয়া থাকে। জ্ঞানী ও তমসাচ্ছন্ন নির্ব্বোধের স্থূলদেহের কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিলে শীঘ্র কোন পার্থক্য অনুভব করা দুষ্কর। সেও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা করে, জ্ঞানীও তাহাই করে। কিন্তু জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠতা তাহার মনে, তাহার উদ্দেশ্যে ও

তাহার সংকল্পে। অতএব তাহার যথার্থ রূপ দেখিতে গেলে মনোজগতের কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

মনের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়মুখী। ইহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। যদি কর্ম্মপ্রবৃত্তি কামনাজাত হয়, কিংবা কামদেহ* বাহিয়া আসে তাহা হইলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ কর্ম্ম দ্বারা বিশ্বে দুঃখসঞ্চার হয়।

যদি কর্ম্মপ্রবৃত্তি জগতের হিতার্থে প্রধাবিত হয় তাহার মূল ঊর্দ্ধে। ইহা কামদেহ দিয়া আসে না। যোগীগণের ভাষায় ইহার পথ সুষুম্না। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের পথ অন্যবিধ। একটি কর্ম্মের মূল Free Will অন্যটির মূলে Fettered Will। একটি নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় এবং স্বার্থশূন্য, অন্যটী কর্ত্তৃত্বাভিমানী, স্বার্থজড়িত এবং কষ্টের আকর। একটির নিকট প্রাণবায়ু নিশ্চল, নিরবলম্ব, স্বাধীন, অন্যটীর নিকট প্রাণবায়ু বিষয়জড়িত, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার অবলম্বন।

এখন আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিব, যে আমাদিগের সঙ্কল্প সাধু হইলেও আমরা যখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি না কেন? তাহার কারণ এই যে আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি কিংবা প্রাণশক্তি এখনও জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত মন অবলম্বন না করিয়া ক্রিয়া করিতে শিখে নাই। জ্ঞানেন্দ্রিয় করতলস্থ হইলেই প্রাণবায়ুর গতি আমরা স্বীয় ইচ্ছানুসারে চালিত করিতে পারিব। এইরূপ জ্ঞানীর লক্ষণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। †

বাস্তবিক সৃষ্টিপ্রণালী এবং ইহার শাস্ত্রোক্ত উদ্দেশ্য লক্ষ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে প্রাণযজ্ঞে ব্রহ্মই অর্পণ (কর্ম্ম), ঘৃত ও ব্রহ্ম (বিষয়), অগ্নি ও ব্রহ্ম (জ্ঞান), হোতা ও ব্রহ্ম (কর্ম্মকর্ত্তা), স্বর্গাদি কামনাও ব্রহ্ম। এতগুলি রূপে প্রকাশ পাইয়া যে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহার ফলে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান হয় মাত্র। বাঁকিটুকু সাজগোজ, আড়ম্বর, অভিনয়, কিন্তু এই জ্ঞানাগ্নির কাষ্ঠ খড়। তাহা না পুড়িলে অগ্নির অস্তিত্ব কখনই প্রকাশ হয় না চিরকালই নিহিত থাকে।

---

* Desire body. † গীতা ২০,২১,২২,২৩ শ্লোক।

যেমন স্থূলদেহে প্রাণযজ্ঞ করিয়া আমরা বাহ্যিক ফল পাই সেইরূপ মনদেহে* যজ্ঞ করিয়া আবার পরমাত্মা-রূপ সচ্চিদানন্দকে দেখিতে পাই। মনদেহে যে যজ্ঞ সাধিত হয় তাহার সমিধ্ কামনা। জ্ঞানই বাসনাকে দগ্ধ করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সেই জ্বলন্ত অনলের কষ্টকে মধুর করিয়া তুলে। জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত বাসনা† পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু একদিন তাহা ছাড়িতে হইবেই। এই যজ্ঞ নানা প্রকারে সাধিত হয়।‡ ইহাতে যোগীর যে নিজেরই মুক্তিলাভ হয় তাহা নহে, জগতেরও হিত সাধিত হয়। যোগী যেখানে থাকেন, সেখানে সকলে শান্তিলাভ করে; এবং তাঁহার কর্ম্ম আবার অন্য লোকের মনোময় তারে বাজে পূর্ব্বে স্থূলদেহের তারে বাজিয়া যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল॥ এখন মনদেহের তারে বাজিয়া আর একটা আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয় এবং চক্ষুর সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহাই প্রজ্ঞা-চক্ষু।

মনে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের যে আঘাত আসে তাহা কামনাজড়িত হইয়া নিয়ে যায়। তাহা হইতে যে ফলভোগ হয় তাহাতে জ্ঞানের সূত্রপাত। এই জ্ঞান আবার কর্ম্মরূপে স্পন্দিত হইয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে যায়। আর সে নিয়ে আসে না। ইহা ঈশ্বর দেখিতে বড় ভাল বাসেন। ইহার নামই ভক্তি। কর্ম্মই জ্ঞান, জ্ঞানই ভক্তি, কর্ম্মই ভক্তি।

যখন মনের এই উচ্চস্তরের কর্ম্ম নির্জ্জন মন্দিরে বিষয়সংস্পর্শ হইতে দূরে এবং স্বাধীনভাবে সাধিত হয়, তখন Free Willএর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই Free Will স্বাধীনভাবে জগতের হিতার্থে নিয়োজিত হয়। তখন স্থূলদেহের কর্ম্ম কেবল মূল উদ্দেশ্যের অনুসরণ করে, এবং কামনা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া মনের অধীন হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

* Mind-body. পং সং।

† লেখকের ভাবটী ভাল বুঝা গেল না। জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহার কামনা থাকা অসম্ভব। তাহারা সসীম কিন্তু ক্রিয়াশূন্য। পং সং।

‡ গীতা চতুর্থ অধ্যায়— ৫—৩০।

॥ এ ভাবটা কি ঠিক ? পং সং।

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কিয়ৎক্ষণ আনন্দ উৎসবের পর, কিরূপে তথায় উপনীত হওয়া যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। কিরূপে সমুদ্র পার হওয়া যাইবেক ? লঙ্কাই বা কত দূরে ? কিন্তু রামচন্দ্রের উৎসাহের আর সীমা নাই, যখন সীতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তখন তাঁহাকে উদ্ধার করা আর কোন কঠিন ব্যাপার নহে, ইহাই তাঁহার মনে হইল। তিনি সুগ্রীবকে সসৈন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন। দ্রুতবেগে বানরবাহিনী বহির্গত হইল, এবং অল্প দিনেই দক্ষিণ সাগর কূলে উপনীত হইল। সকলেই দেখিল সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসমুদ্র।

এদিকে লঙ্কায় মহাসমরের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। রাক্ষসগণ লঙ্কেশ্বরের বলবীর্য্যের অটলতায় সুবিশ্বাসী। রামের ক্ষমতার কথা তাহারা মনেও ভাবে না। কেবল বিভীষণ রাক্ষসবংশ যাহাতে রক্ষিত হয়—যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সেই জন্য ব্যগ্র। তিনি রাক্ষস হইলেও সাধু। তিনি রাবণের নিকট অনেক অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক সীতা প্রত্যর্পণ প্রস্তাব করিলেন। রাবণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না, প্রত্যুত, তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া পদাঘাতপূর্ব্বক স্বীয় সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্ত মধ্যে রাখিযা রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন।

সুগ্রীবের স্কন্ধাবারে উপনীত হইয়া বিভীষণ প্রথমেই বন্ধুভাবে গৃহীত হইতে পারেন নাই। সুগ্রীব প্রথমে তাঁহাকে গুপ্তচর মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু হনুমান বিভীষণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্রের সমক্ষে তাঁহার গুণবর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন রামচন্দ্রের বিভীষণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন, বিভীষণকে আশ্রয় দেওয়া দোষাবহ নহে। যদি তিনি বন্ধুভাবে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রুই হন তথাপি আশ্রয় দিলে কিছু ক্ষতি হইতে পারে না। সুগ্রীব বলিলেন, যে ভ্রাতাকে বিপদের

সময় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু রামচন্দ্র প্রশান্তভাবে বলিলেন, "এই রাক্ষসের আমার অনিষ্ট করিবার শক্তি নাই। আমার মত এই যে মিত্রই হউক, আর শত্রুই হউক, যে আমার শরণাগত হয় আমি তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি। আজ যদি রাবণ আসিয়াও আমার শরণাগত হয়, তবে এই দণ্ডেই আমি তাহাকে "ভয় নাই" বলিয়া আশ্রয় দান করিব"। সুতরাং বিভীষণ আশ্রয় পাইলেন। রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তিনি বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করিলেন, এবং সেই দণ্ডেই তাহাকে রাক্ষসের রাজা করিয়া অভিশিক্ত করিলেন। তৎপরে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ পরামর্শ হইল। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সমুদ্রের উপাসনা করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র তিন রাত্রি সমুদ্রকূলে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্তু সমুদ্র সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন রামচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা সমুদ্র শোষণ করিতে উদ্যত হইলেন। এইবার সমুদ্র সশরীরে আবির্ভূত হইয়া রামচন্দ্রকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, এবং বলিলেন, যে তাহার বাহিনী মধ্যে বিশ্বকর্ম্মাত্মজ নল নামে এক বানর আছেন, তিনি অনায়াসে সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন। বানর-সৈন্য অনায়াসেই সমুদ্র পার হইতে পারিবেক।

বানরগণ বৃক্ষপ্রস্তরাদি সংগ্রহপূর্ব্বক, পাঁচ দিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া সেতুপ্রস্তুত করিল। হনুমান রামচন্দ্রকে ও অঙ্গদ লক্ষ্মণকে স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, কোনও বানর আনন্দে সন্তরণ করিয়া, কেহবা সেতুর পাশে পাশে লাফাইতে লাফাইতে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে মহা সমারোহে রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইলেন। যথায় জানকী দশ মাসেরও অধিক কাল তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, রামচন্দ্র আজ সেই লঙ্কায় পদার্পণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

যুদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়া, রামচন্দ্র সৈন্য স্থাপন করিলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে রাবণের গুপ্তচর শুক নামক একজন রাক্ষস বন্দী হইয়াছিল তাহাকে মুক্ত

করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। শুক মুক্ত হইয়া রাবণ সমীপে উপনীত হইলেন, এবং রাবণকে রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমন সম্বাদ প্রদান করিলেন। শুক বলিলেন, রামচন্দ্র অগণিত ঋক্ষ ও কপিসৈন্য সঙ্গে আনিয়াছেন। এখন হয় সীতা প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক, নহিলে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক। রাবণ রোষভরে বলিলেন, দেবদানব কাহারও কথায় তিনি সীতা প্রত্যর্পণ করিবেন না, কারণ তিনি ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবগণকে জয় করিয়া শেষে সামান্য মনুষ্য রামকে ভয় করিতে পারেন না। রাম কে? কে তাহার সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবেক? রাবণ পুনরায় শুককে সারণের সহিত ছদ্মবেশে শত্রুসৈন্য পরিদর্শনে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা বানরবেশে গমনপূর্ব্বক দেখিল যে বানরকটক অসংখ্য। বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া, রামচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত করিলে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা রাবণ সমীপে আসিয়া সন্ধি করা শ্রেয় বলিল। তাহারা বলিল "যুদ্ধ করায় কোনও আশা নাই। দাশরথীকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সন্ধিই শ্রেয়" কিন্তু রাবণ বলিলেন "আমি ভয়ে সীতা প্রত্যর্পণ করিব না।" রাবণ শুক ও সারণকে সঙ্গে করিয়া সৌধ-চুড়ে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য সচক্ষে দর্শন করিলেন। দেখিলেন শত্রুসৈন্য অপার, অনন্ত; অজেয়। শুক সারণ সৈন্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

ওই যে বীরেশ ফিরে করি আস্ফালন
নীল নামে খ্যাত উনি শুনহ রাজন।
ওই যে গিরীন্দ্র সম পিঙ্গল বরণ
অঙ্গদ উহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
ঐ বীরবর রাজা বালীর তনয়,
সুগ্রীবের ভ্রাতুষ্পুত্র মহা তেজোময়।
ওরি পরামর্শ বলে বীর হনুমান
এসেছিল লঙ্কা মাঝে মহা বেগবান।

উহার পশ্চাতে ঐ দেখ নলবীর
সেতুর নিম্মাতা উনি জানিহ সুধীর।

এইরূপে একে একে সমগ্র প্রধান প্রধান সেনাপতিকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন—

মত্ত মাতঙ্গের মত মহাবীর, চিনিতে কি পার ওবে, মহাবীর!
বায়ুসুত হনুমান সমরে দুর্ব্বার
এসে একবার এই লঙ্কাপুরে, বহু রক্ষবীরে খেদাইয়া দূরে
এ হেন সোনার লঙ্কা কৈল ছারখার?

অনন্তর হনুমানের বাল্যজীবন হইতে আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণন করিলেন। ইচ্ছা রাবণ সন্ধি করেন। শেষে রামচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন—

যাঁহার নিকটে আছে হনুমান, তিনি মহাবীর শান্ত সুধীমান্,
পঙ্কজলোচন বলী রাম রঘুবীর।
চূড়ামণি উনি ইক্ষ্বাকু কুলের, কিবা দিব সীমা ওঁর পৌরুষের,
অতীব ধার্ম্মিক উনি দয়াবন্ত ধীর।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আদিপর্ব্ব—নায়কগণের যৌবনাবস্থা।

জন্ম ও মৃত্যু।

মানব সদাই মৃত্যু ভয়ে সশঙ্কিত। সমনের করালচ্ছায়া হইতে সকলেই সাবধান আপনাকে দূরে রাখিতে চায়। কিন্তু কোন দেবতা যখন মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন, এই ধরাধাম তাঁহার নিকট কারা-

বাস বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র "মৃত্যু"কে এই কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটনকারী পরম সুন্দর বলিয়া মনে করেন। একটি সন্তান জন্মিলে আমরা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ি, এবং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে আমরা রোদন করিয়া থাকি। দেবতাগনের কার্য্য দেখিয়া আমাদের বোধ হয়, যে কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইলে আমরা উৎসবে মাতুয়ারা হইয়া, এবং সে কারামুক্ত হইলে আমরা রোদনের রোল তুলিয়া থাকি; এমন কি সে সময় যদি কেহ প্রকৃত কথা জ্ঞাপনের চেষ্টা করে তাহার উপর ক্রোধের অবধি থাকে না। রাজগিরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে এক অতিবৃদ্ধ গ্রাম্য কৃষকের মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু সেই বৃদ্ধ গ্রামের সকলের পূজ্য এবং সম্মানীয় থাকায় বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া রোদন করিতেছিল। জনৈক সন্ন্যাসী সেই পথে আসিয়া এই গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, একজন বলিল "আমাদের মাথার চূড়া খসিয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমাদের অভিভাবকের মৃত্যু হইয়াছে।" সন্ন্যাসী "মৃত্যু হইয়াছে।" শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না; বলিলেন "মরগিয়া, তব্ আনন্দ হ্যায়"। এই কথা শুনিবা মাত্র গ্রামস্থ সকল লোকে সন্ন্যাসীকে প্রহারোদ্যত হইয়া উঠিল, অবশেষে বহুকষ্টে সন্নাসী গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এইরূপ ভুলে মানব উন্মত্ত। মায়ার জালে মানব জড়ীভূত। সেইরূপ প্রতি জীবের মৃত্যুর" সময় কোন না কোন দেবতা জীবের "আত্মাকে" মুক্তি দিয়া থাকেন। যেরূপ গঙ্গাদেবী বসুগণকে মুক্তি দিলেন। তবে আমাদের দিব্যজ্ঞান-নাই, সেই হেতু আমরা বঝিতে পারি না; যে সকল বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ দুঃখ উৎপাদিত হয় তাহাতেও যে পরোক্ষে দেবতাগণের অশেষ দয়া প্রকটিত আছে তাহা বুঝিতে পারি কৈ?

অতঃপর গঙ্গাদেবীর নিজ পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া এবং সমুদায় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তাঁহার জনক সমীপে নীত করিলেন। ধর্ম্মার্থকোবিদ এই ধনুর্দ্ধারী পুত্র অতিশয় বীর্য্যবান ও বলিষ্ঠ হইয়াছিল। দেবব্রতের শাস্ত্রজ্ঞানরূপ পিতৃভক্তি ও অতিশয় প্রবল ছিল।

একদা সেই মহীপাল শান্তনু যমুনাতীর ভ্রমণকালে একটী রূপমাধুর্য্যে শোভমানা দেবরূপিণী কন্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে মনন করিলেন। কিন্তু এই বরবর্ণিনী কুমারী দাসকুলাত্মজা ছিলেন। এই কন্যার পিতার নিকট শান্তনু স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, দাসরাজ কহিল "এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার পরে, সেই পুত্রকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিবেন অঙ্গীকার করুন, নচেৎ আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।" মহারাজ শান্তনু এরূপ অঙ্গীকার করিলেন না, কারণ তিনি দেবব্রতের সিংহাসন প্রাপ্তি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবব্রত স্নেহভরে পিতাকে তাঁহার মনোবেদনার কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন সদুত্তর পাইলেন না। অতঃপর পিতৃভক্ত কুমার পিতার এরূপ বিষণ্ণতায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরম-হিতৈষী রাজভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট এ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ মানসে গমন করিলেন। বৃদ্ধ সচীব দাসকন্যা বিষয়ক সকল ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

দেবব্রতের পিতৃভক্তি।

অনন্তর দেবব্রত সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হইয়া স্বয়ং দাসরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ এ বিবাহে সাপত্ন্য দোষ বলবান্ বলিয়া এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে দেবব্রত পিতার প্রীতিসম্পাদনার্থ সমবেত সকল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় সামন্তের সম্মুখে দাস-রাজকে কহিলেন "হে সত্যবাদিন্! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন আমি তাহাই করিব। আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই সন্তানই ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যাধিকারী হইবে।"

এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন॥
যতেক কহিলা তুমি নহে অপ্রমাণ
নাহিক কন্যার সুখ আমা বিদ্যমান॥

তেকারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয় সমাজ॥
পিতার বিবাহ হেতু কৈনু অঙ্গীকার।
আজি হইতে রাজ্যে মোর নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে যে হ'বে কোঙর।
হস্তিনা রাজ্যেতে সেই হ'বে দণ্ডধর॥

এইরূপে সত্যধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় পিতার প্রীতি সম্পাদনার্থ রাজমুকুট ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দাসবাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। পরন্তু কহিল "হে মহাবাহো! আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহার অন্যথা হইবে না, সে বিষয় আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; তবে আপনার যে পুত্র হইবে তাঁহা হইতে ভয়ের কারণ আছে। সেই জন্য আমার মনে দারুণ সংশয় হইতেছে।" অনন্তর দেবব্রত কহিলেন "হে দাসরাজ! আমি পূর্ব্বেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে মৎপুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যে সংশয় উত্থাপিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অদ্য হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম; ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে।" পিতার প্রীতিসম্পাদনার্থ পুত্রের এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ!! আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর চমৎকৃত হইল। চারিদিকে ধন্য ধন্য শব্দ পড়িয়া গেল!! ধন্য দেবব্রতের পিতৃভক্তি! ধন্য তাঁহার স্বার্থত্যাগ। আকাশ হইতে দৈববাণী হইল "ইনি ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়ানক ভীষণ!! বাস্তবিকই "ভীষ্ম"! যাহা মানব নিতান্ত প্রিয় বলিয়া মনে করে, যাহার বিহনে মানবের জীবন সম্পূর্ণ হয় না দেবব্রত তাহাই অকাতরে ত্যাগ করিলেন।

ভীষ্ম।

এতেক বচন যদি দেবব্রত বৈল।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর চমৎকার হইল॥
ধন্য ধন্য শব্দে সভে চারি ভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ না করিল ইহলোকে॥

স্বর্গ-বিদ্যাধরী যত অপ্সরী অপ্সর।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ ডাক দিয়া বৈল।
অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য গঙ্গাপুত্র কৈল॥
দেবতা, অসুর, নরে কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা "ভীষ্ম" তব নাম॥

ত্যাগ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার মূল। অগ্রে বিসর্জ্জন পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা। আত্মত্যাগ না হইলে প্রতিষ্ঠা হয় না। দেবব্রতের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ! তাহাই তিনি অদ্য পর্য্যন্ত, কেন চিরকাল জন্য লোকহৃদয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্মের আত্মবিসর্জ্জনের জ্যোতি সকল মানসে দেদীপ্যমান।

সত্যবতী। পরে দাসকন্যা সত্যবতীর প্রতি অতি নম্রস্বরে ভীষ্মদেব কহিলেন "হে মাতঃ রথে আরোহণ করুন, স্বগৃহে গমন করিতে হইবে।" অনন্তর হস্তিনাপুরে তাঁহার পিতার নিকট এই কন্যাকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার পিতা পরম পরিতুষ্ট হইয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদ দিলেন "বৎস! যতদিন তুমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে ততদিন তোমার নিকট 'মৃত্যু' আসিবে না। হে নিষ্পাপ! তোমার অনুমতি না লইয়া শমন তোমারে স্পর্শ করিবে না।"

তুষ্ট হৈয়া বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছা-মৃত্যু হও তুমি মোর বরদানে॥
ভীষ্ম-জন্ম-কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব-ভারত-কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণো নত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"—গীতা।

বার্ত্তা ও পন্থা।

"কা চ বার্ত্তা কঃ পন্থাঃ"—(মহাভারত)।

এই সুবিশাল সংসারক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষার স্থল। ফুল্লকুসুমাদপিকোমল শয্যায় সুখ-শায়িত রাজকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া, বজ্রাদপি কঠোর উপল খণ্ডে দুঃখ-শায়িত বর্ত্ম-ভিক্ষুক পর্য্যন্ত কেহই সাংসারিক পরীক্ষা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। এই কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া, ইহা আমাদের প্রধান শিক্ষক বলিয়া গণ্য; সংসারে আমরা পদে পদে পরীক্ষিত না হইলে আমাদের দুর্ব্বলতা, অসম্পূর্ণতা অপবিত্রতা, হীণতা এবং অজ্ঞান মোহ বিজৃম্ভিত মায়া মত্ততা সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। পরীক্ষা আছে বলিয়া আমরা উন্নতির পবিত্র ও প্রশান্ত মার্গাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সম্মত ও সমর্থ। এই প্রমাথী পরীক্ষা, প্রথমাবস্থায় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন অথবা প্রভঞ্জনের ন্যায় কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইলেও, পরিণামে ইহা সুধার ন্যায় মধুর, অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় পরমানন্দদায়ক এবং কমল-কোরকজ মধুর ন্যায় কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই জন্য পরীক্ষা সকলের পক্ষেই শুভফল-প্রসবিনী; এই জন্য সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, কোমলতা ও কঠোরতা—সকল জীবে, সকল পদার্থে, বিমিশ্রিত ও অঙ্গীভূত। কমলে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক, ফণিতে মণি, বৃহস্পতিতে শনি, অমৃতে গরল, হরিষে বিষাদ, দুঃখে সুখ, ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে।
দুঃখ বিনা সুখ কভু হয় কি মহিতে ?"

এই সুবিশাল সংসারক্ষেত্রের ঘোরতর পরীক্ষায় আমরা যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করি, তাহার মধ্যে দুইটি শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রকৃষ্ট। ইহার একটি শিক্ষার নাম "বার্ত্তা," এবং আর একটি শিক্ষার নাম "পন্থা"।

মানবের মনোমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের চিন্তা যে দিন হইতে উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতেই মনুষ্যসমাজ উৎসুকান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "কা চ বার্ত্তা" এবং "কঃ পন্থাঃ"? ফলতঃ প্রকৃত বার্ত্তা কি এবং প্রকৃত পন্থা কি, তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে হতভাগ্য পুরুষ তাহা জানে না বা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না তাহার আত্মিক জীবন লাভ করা সুদূরপরাহত। আইস, আজি আমরা পন্থাকে দেখিয়া, জানিয়া ও চিনিয়া লই; আইস, আজি বার্ত্তা কাহাকে বলে, তাহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।

প্রশস্ত ও পবিত্র পম্পাসরোবরের শ্যামসলিলে ভ্রাতৃবিয়োগবিধুর ধর্ম্মকল্পদ্রুম মহারাজা যুধিষ্ঠিরের একবার পরীক্ষা হইয়াছিল। স্বয়ং ধর্ম্মদেব পরীক্ষক এবং স্বয়ং ধর্ম্মকল্পদ্রুম যুধিষ্ঠির পরীক্ষিত!! বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন "কা চ বার্ত্তা" অর্থাৎ "হে যুধিষ্ঠির! বার্ত্তা শব্দের ব্যাখ্যা কি?" তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নস্থলে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "কঃ পন্থাঃ"? অর্থাৎ "পন্থা কোথায় অথবা প্রকৃত পন্থা কোন্‌টি"?

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত।
মা মৈতাং শ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলপিব॥" (মূল মহাভারত)

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥" (৺কাশীরামদাস)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহোদয়ের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে যে অতুল জ্ঞানগর্ভ সদুত্তর বিনিস্থত হইয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে অনবিদিত নহে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং॥"

প্রতিদিন শত শত, সহস্র সহস্র মানবকে মৃত্যুমুখে পতিত, "বার্ত্তা কি?" এই প্রশ্নের সদুত্তরলাভ করিতে কি আর বাকি থাকে? মনুষ্যের মরত্ব, এই সংসারের অসারত্ব জ্ঞানের শিক্ষক; সংসারের অনিত্যতা, "বার্ত্তা" শব্দের ব্যাখ্যা-গুরু।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে।
আপনারা চিরজীবি হউক অক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

এই অত্যাশ্চর্য্য মায়-মোহ-সঞ্জাতা বুদ্ধির বিলোপ হইলেই মনুষ্য "বার্ত্তা" কি তাহা সহজে বুঝিতে পারে। মানবজীবন যে "নলিনীদলগতজলবৎতরলং" তাহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেই আমরা বার্ত্তাকে বুঝিতে পারি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পন্থাকে (পথকে) চিনিয়া লইতে সক্ষম হই।

সংসার অসার হইলেও অনিত্য নহে : তুমি আমি দৈহিকভাবে অনিত্য হইতে পারি কিন্তু সংসার অনাদি ; ইহা তোমার বা আমার বিহনেও বর্ত্তমান। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, ধরিত্রীর তরুলতা, সাগরের সলিল ও উর্ম্মিমালা এবং বনের ব্যাঘ্র অথবা ভূগর্ত্তের ভ্রমণকারী কীটকুল, তোমার আমার মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং সংসার অনিত্য নহে।* নিষ্কামকর্ম্মী ও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে সংসারধাম বৈরাগ্যের প্রধান শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠদীক্ষক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং কর্ম্মের শেষ এবং জ্ঞানের পূর্ণাহুতি না হইলে সংসারকে "অসার" বোধ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় ইহাকে পরিত্যাগ করা ভয়ানক ধৃষ্টতা ; পদ্মপত্রস্থিত বারি অথবা তৈলমিশ্রিত জলবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে নিষ্কামী হইয়া সংসারে অবস্থানপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ কর, তাহা হইলেই মহামনা পুরুষদিগের প্রদর্শিত প্রকৃত পন্থা স্থির করিয়া লইতে পারিবে ; তাহা হইলেই মহানুভব মহাজনদিগের পদরেণুকর্ত্তৃক পূতঃ পন্থায় তুমি গমনাগমন করিতে অধিকারী হইবে। কেবল শুষ্কবৈরাগ্য, কেবল জটিল তর্কবিজৃম্ভিত শুষ্ক জ্ঞান, অর্থাৎ কেবল "কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত" ঘুরিয়া বেড়াইলেই বার্ত্তা বা পন্থা স্থির করা যায় না।

(ক্রমশঃ)—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* এ ভাবটি কি সর্ব্বভাবে সত্য ? পং সং।

স্তুতিপুষ্পাঞ্জলি।

দিবস-নিশি তোমারি পূজা, পরমেশ দয়াময় !
জয় অনাদি জয় !
সকল স্থানে তোমার পূজা নিখিল-প্রকৃতিময়,
তোমাতে উদয় ভুবন-গগন, তোমারি পূজায় লয় !
কুঞ্জে-কুঞ্জে অঞ্জলি-ভরা প্রস্ফুট তব অর্ঘ্য,
গুঞ্জরি' সদা বেদগানে রত পুণ্য ভ্রমরবর্গ ;
কোটী বিটপী পল্লবদলে
কর-বাদন ছল—ছলে,
পবন-নিস্বনে বীণা ঝঙ্কারি, চন্দননিহারচয় !
নিশি* চন্দ্রমা-তারকা-আলা
তব পূজার পুষ্প ডালা
থরে-থরে-থরে মেঘ-চন্দনে গগন হাসিতে রয়।
সিন্ধুমন্ত্র নিনাদে কম্বু ঘন-গর্জ্জন ভেরী ;
আরতি তরে শুভ-প্রভাতি তপন উদয় হেরি।
সদ্য সুফল বহি' তরুদল
নিবেদিছে তব চরণ-তল,
সু-কল-কল সরিৎ-ঊর্ম্মি স্তুতি গাইয়া বয়।
ধূপধূম পুষ্প-সৌরভে
জ্যোৎস্নাপুলক-ভাব গৌরবে
ভুবনে-গগনে হেথা তপোবনে—বিশ্বনিখিলময়।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

---

* নিশি=নিশায়, রজনীতে।

যমুনা তীরে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এরূপ অনুরোধ Etiquette আইনানুসারে নিতান্ত অসঙ্গত। অন্যের নিকট নিতান্ত উপেক্ষনীয় বোধ হইলেও আমার নিকট হয় নাই; সেই জন্যই শচীন্দ্রবাবুর একটি কথায় বিনা ওজরআপত্তিতে আমি গাহিতে লাগিলাম।

"দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি॥"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকছত্র গীতে আমার শ্রোতা যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শচীন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন, "উঃ, থামুন থামুন! ও গানে সেই সব মনে পড়ে; সেই সব! সেই যে সে! উঃ অনেক দিনের ঘটনা তবু আমি ভুলিতে পারি না! আজও যেন তাকে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি! সে যেন একটা স্বপ্নের মত আমার জীবনপথে আসিয়া পড়িয়াছিল, তার পর! তার পর সে চলিয়া গেল। নির্ম্মল হৃদয়ে আমার প্রাণে দারুণশেল আঘাত করিয়া, সে কোথায় চলিয়া গেল! উঃ কি কষ্ট!"

আমি চমকিতভাবে কহিলাম, "শচীন্দ্রবাবু আপনার কোনও পীড়া আছে না কি?" মৃদু হাসিয়া শচীন্দ্রবাবু কহিলেন, "পীড়া? কিসের পীড়া? না না পীড়া নয়। সে চলে গেছে! আর আমি হেথায় পড়ে আছি; আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, মরে লোকে সত্য সত্য কি হয়?"

আমি ভীত হইলাম—একি উন্মাদরোগ!

শচীন্দ্রবাবু কহিলেন, "আপনি ভারী অবাক হয়ে পড়েছেন, না? শুনুন, আপনাকে সব বল্‌ছি। না বলতে পার্লে আমার এ জ্বালা যেন কম্‌বে না! আর এই অল্প সময়েই আমি আপনার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আপনার প্রতি আমার প্রাণ আকৃষ্ঠ ও আপনাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলাম।"

শচীন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন :—

(২)

"অতি শৈশবেই আমার পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় কাকাবাবু ও কাকিমাই আমার পিতামাতার স্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং আমার প্রাপ্য স্নেহ হইতে আমি একদিবসের জন্যও বঞ্চিত হই নাই। আমার কাকিমা সেকালের আদর্শ গৃহিণী স্বরূপা ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের যেন কোন সীমা ছিল না। তিনি আমাকে ছাড়িয়া কখনও একদণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং কাকাবাবুর একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার বাল্যকাল কলিকাতার হেয়ার-স্কুলে যাপিত না হইয়া গ্রাম্য এণ্ট্রান্স স্কুলটিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

আমার বেশ মনে পড়ে তখন আমার বয়স পনের বৎসর হইবে, আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি। সেই সময় একবার কাকিমার দূরসম্পর্কীয়া জ্ঞাতিবান্ধবহীন বিধবা ভগ্নীর মৃত্যু হইলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া তাঁহাদের দেশে গমন করেন। তথা তিনদিনমাত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার ভগ্নীর অষ্টমবর্ষীয় কন্যাটিকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন। মেয়েটি দেখিতে খুবই সুশ্রী, কিন্তু তাহার হৃদয় বুঝি তদপেক্ষাও সুশ্রী ছিল। সে আসিয়া তিন চারি দিবসের মধ্যেই তাহার শচি দাদাকে এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যে শচি দাদার সহিত সন্ধ্যাবেলা বাগানে না বেড়াইলে ও শচি দাদার নিকট হইতে "সোনার কাঠি, রূপার কাঠির" ও "সাত ভাই চম্পার" গল্প রাত্রে না শুনিলে সে অভিমানের ঘটায় হুলস্থূল বাধাইয়া দিত। অনাথা বালিকার ক্ষুদ্রহৃদয় বুঝি তাহার গভীর ও মর্ম্মভেদী দুঃখের বিষয় কিছুই অনুভব করিতে পারে নাই। একবার কথাপ্রসঙ্গে সুধা আমাকে বলিয়াছিল, "শচি দাদা, তোমার মা কোথায় ভাই?" আমি ঐ অনন্ত নীলাকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, "স্বর্গে"। তখন সুধা গম্ভীরবদনে ও ছলছল নয়নে কহিয়াছিল, "আমারও মা স্বর্গে আছেন, না শচিদা'? তোমার মা আমার মা একসঙ্গে আছেন না?" আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাহাকে প্রবোধ দিয়াছিলাম," হাঁ সুধা।"

তাহার পর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ, পড়িবার জন্য আসিলাম। কাকিমা প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি

করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে 'আমার উন্নতি হইবে না, আমি মূর্খ হইব,' এই কথা শুনিয়া তিনি আর আমার কলিকাতাগমনে বাধা দিলেন না। আসিবার সময় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "পনের দিন ছুটি পাইলেই বাড়ী আসিস্ কিন্তু"। সুধার সহিত দেখা করিলাম—সে শুধু অশ্রুজলে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ করিল। গাড়ীতে উঠিয়া যতক্ষণ বাড়ীর দিকে চাহিয়াছিলাম, ততক্ষণ বৃহৎ দ্বারদেশে সম্মুখস্থ চম্পক বৃক্ষের পশ্চাতে ব্যাকুল বালিকাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া সহরের মত্ত কোলাহলে কিছুতেই হৃদয়ের অবসাদ দূর করিতে পারিলাম না। এ যেন এক স্বার্থের রাজ্য! কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া দেখে না! কেহ কাহারও বিষাদের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হয় না; এখানে শুধু সরলের প্রতি ক্রূর উপহাসবৃষ্টি। এ সকল দেখিয়া আমার মন গ্রামের নির্জ্জনতা ও সহৃদয়তার জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

হোষ্টেলের ত্রিতল কক্ষে যখনই জানালার পার্শ্বে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিতাম তখনই সেই আড়ম্বরহীন গ্রাম্যজীবনের প্রতি কথাটি আমার হৃদয়ের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিত। তখন আমার মনে হইত আহা! সুধা হয় ত এমন সময়ে একলা ঘরটিতে বসিয়া আমারই কথা ভাবিতেছে। যে আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া উঠিত, স্কুলের ছুটি হইলে যখন রাস্তার মোড় বাঁকিয়া আমি আমাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতাম তখনই উপরের বারাণ্ডা হইতে "শচি দাদা" শব্দে যে আমাকে ক্লান্তিহীন করিয়া প্রাণও সুপ্তোত্থিতবৎ করিত, সেই সুধা এখন কি করিতেছে; আর কাকিমা ও কাকাবাবু? তাঁহারা হয় ত তাঁহাদের প্রবাসী সন্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া হৃদয় ভরিয়া ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

যখন সেকণ্ড ইয়ার ক্লাশে পড়ি—পূজার ছুটি হইতে কিছু বিলম্ব আছে তখন একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম, "কাকিমার বড় অসুখ"! আশঙ্কায় ও ভাবনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আমি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বসন্তপুর যাত্রা করিলাম। যেদিন বাটি পৌছিলাম সেই দিনই দুপুরবেলায় কাকিমা

আমাদিগকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন কোনওমতে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

পূজার ছুটি শেষ হইলে আমি আর কলিকাতায় যাইলাম না। সুধা আমার যত্নে এবং আমি সুধার যত্নে শোকেরও কিছু প্রশমন করিলাম। কাকিমার মৃত্যুর পরে কাকাবাবু তাঁহার গ্রন্থাদি লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদিগেরও সম্বাদ বড় একটা লইতেন না। ইহার ফলে দাঁড়াইল যে, সে বৎসর আর আমার এফ, এটা দেওয়া হইল না।

বৈশাখ মাসে সুধা আমাকে কহিল "শচি দা' কলিকাতায় গেলে না?" আমি কহিলাম, "কেন সুধা?" সুধা—"একজামিন" দিবে না?" আমি কহিলাম "একজামিন ত হয়ে গেছে! এবার আর দেওয়া হল না।" সুধা—"কেন?" আমি—"পড়তে সময় হল কৈ?" সুধা সজলনয়নে কহিল, "আজ যদি মাসিমা থাকতেন শুচি দা'?" আমি কোনরূপে অশ্রু রুদ্ধ করিয়া কহিলাম, "আর বৎসর একজামিন দোব, সুধা।"

সে বৎসর পূজার ছুটির পরেই কলিকাতায় যাইলাম। চৈত্রমাসে পরীক্ষা দিয়া যখন বাটী ফিরিয়া সুধাকে দেখিলাম তখন আমার প্রাণে যেন একটা নূতন স্রোত বহিয়া গেল। এই কয়মাসে সুধার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ স্বচ্ছন্দ ভাবে ভ্রমণ করিতে গল্প করিতে যেন কেমন একটা সঙ্কোচের উদয় হইল। সুধার মুখের দিকে চাহিতে কেমন একটা লজ্জা বোধ করিতাম।

এইবার আপনাকে একটি কথা বলিব। আমাদিগের গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। তন্মধ্যে চামুণ্ডা দেবী নামে যে ভগ্নাবশেষ প্রতিমা-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কথিত আছে তাহা পূর্ব্বে এক সন্নাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরটার উচ্চতা বড় অল্প নহে। এই মন্দিরগাত্র হইতে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে। বটবৃক্ষের শাখায় একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধা ছিল। সকলে বলিত এই ঘণ্টা চামুণ্ডাদেবীর দ্বারা পরিচালিত হইত। গ্রামে মড়ক বা অন্যবিধ দুর্ঘটনার প্রারম্ভে সকলকে সতর্ক

করিয়া দিবার নিমিত্ত এই ঘণ্ট আপনা আপনিই বাজিয়া উঠিত। যদিও কেহ কখনও সে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্ত প্রমাণ দিতে পারে নাই, তথাপি দেবীনামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় এই ঘণ্টারহস্য কোনও গ্রাম্য-ব্যক্তিকর্তৃক এতাবৎকাল মীমাংসিত হয় নাই।

সেদিনকার রাত্রের প্রতিকথা আমার স্পষ্ট মনে রহিয়াছে—তাহা ভুলিবার নহে। পূর্ণিমার চন্দ্র যখন নির্ম্মল ধরণীর শ্যাম অঙ্গে আপনার জ্যোৎস্নাবসনখানি ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া দিতেছিল, সমস্ত জগৎ যখন শুভ্রবসনা সুন্দরীর ন্যায় পরিদৃশ্যমানা হইতেছিল, যখন সেই মুক্ত স্বচ্ছ আলোকে ক্ষেত্রের প্রান্তভাগস্থিত বৃক্ষাদির মস্তকগুলি ঘনরেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল তখন সুধা ও আমি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী তালপুকুরের তীরে বসিয়াছিলাম। চন্দ্রকিরণে সরোবরের অচঞ্চল বারিরাশি রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। চারি ধার বেশ নিস্তব্ধ ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে কুটীরবাসী কৃষকের অনভ্যস্তকণ্ঠের সরলসঙ্গীত ও বৃক্ষপত্রাদির মধ্যে শীতল বায়ুর "সোঁ সোঁ" শব্দমাত্র সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রকৃতির সজীবতার সাক্ষ্য দিতেছিল। আমি ডাকিলাম "সুধা"। সুধা কম্পিতস্বরে কহিল, "কেন শচি'? আমি কহিলাম "আজ বেশ রাত্রিটি, না সুধা?" সুধা কহিল, "হাঁ! গাছের পাতার আড়ালের মধ্য দিয়া চাঁদখানিকে কেমন সুন্দর দেখা যাচ্ছে!" আমি কহিলাম "সুধা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব উত্তর দিবে?" সুধা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি কথা শচিদা?"

আমি—"আমাকে তুমি ভালবাস সুধা? বল, আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালবাস। তবু তোমার মুখে ঐ কথাটি শুন্‌তে আমার বড় সাধ হয়েছে। বল, আমাকে তুমি ভালবাস?"

লজ্জায় মুখ নত করিয়া সুধা ধীরে ধীরে কহিল, "বা-সি"।

আমি সানন্দে সুধাকে কহিলাম, "সুধা আজ বাড়ী গিয়া কাকাবাবুকে একটা কথা বলিব।"

সুধা কহিল—"কি কথা?" আমি "তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা।" আমার এই কথায় সুধা মুখ ফিরাইল—কিছু বলিল না। আমি

তখন সুধার হাতখানি ধরিয়া ডাকিলাম "সুধা"। সুধা মুখ তুলিল না। তখন আমি তাহার চিবুক খানি ধরিয়া মুখ তুলিয়া ধরিলাম। সেই সময় সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সুধার সুন্দর মুখখানিতে যে একটি অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিয়াছিলাম তাহা বুঝি জীবনে ভুলিব না।

(ক্রমশঃ) শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—Mon' Blondolt নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক X-raysএর মত এক প্রকার নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম N-ray এবং ইহার সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এই রশ্মি ক্রমাগত প্রয়োগ করিলে ঘ্রাণশক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই রশ্মির সাহায্যে স্বর্ণের জ্যোতিও বর্দ্ধিত হয়। Mon Gutton এই রশ্মি লইয়া এখনও পরীক্ষা করিতেছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন, যে একখণ্ড চুম্বক হইতেও এই প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। অথচ Mesmer ইউরোপে এই কথা প্রথম প্রচার করাতে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে উপহাসভাজন হইতে হয়।

—Bhagirathi Theosophical Federationএর সাহায্যে থিয়সফির সকল প্রকার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। এই কার্য্যের জন্য শ্রীমান ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ. বি, এল, ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি. এ. বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। গত ১০ই জুলাই তারিখে শ্রীরামপুরে গিরীশ বাবু "Spirit" and "Spiritualism" সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। এই ব্যাপারে শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাবুরা বিশেষ সাহায্য করেন। বক্তৃতাটী অতি সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

—জড়বাদী ইউরোপ আজকাল কিরূপ আধ্যাত্মিকলাভের জন্য পিপাসিত, তাহা বিলাতী সংবাদপত্র পাঠেই বুঝিতে পারা যায়। আজকাল আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোনরূপ বিদ্রূপের ঘটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু উক্ত ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রকাশিত ও পঠিত হয়। বিলাতী Daily Mirror পত্রে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে একটি ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল। "দালালী আফিসে নিযুক্ত একটি যুবক সম্প্রতি তাহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়া তত্রস্থ বিদ্যামণ্ডলীকে বিস্ময়াবিষ্ট

করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ মানসিক শক্তির প্রয়োগে বিনা স্পর্শে টেবিলের উপর হইতে কয়েক ইঞ্চি উচ্চ পর্য্যন্ত মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য অনায়াসে উঠাইতে পারেন। ইঁহার নাম Frank Von Braulik, এবং তিনি নিজে তাঁহার এই শক্তির অর্জ্জন সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রথম দিন তিনি একটি (Dollar) মুদ্রা ঐ প্রকারে উত্তোলন করেন। টেবিলের নিকট বসিয়া, দুইটি দর্শকের হস্ত ধারণ করিয়া তিনি মানসিক বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের হস্ত ছাড়িয়া দেন। তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃই কমিয়া আসিল এবং সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় দর্শকগণ দেখিতে পাইলেন, যে মুদ্রাটি টেবিলের উপর অল্প অল্প চলিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে টেবিলের উপর হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি শূন্যে উঠিতেছে, এবং এইরূপে তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় দিন মুদ্রাটিকে চারি ইঞ্চি জলপূর্ণ পাথরের জলপাত্রের জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়, এবং Braulik সাহেব পূর্ব্ব প্রকারে বিনা স্পর্শে উত্তোলন করিয়া ল'ন। আর একবার কতকগুলি খেলিবার তাস লইয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দেওয়া হয়। সব তাসগুলির মুখ টেবিলের দিকে থাকাতে কোনটি কি তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। Braulik সাহেব দর্শকগণের মধ্যে একজনকে চিড়াতনের টেক্কা মনে করিতে বলেন, তৎপরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মানসিক বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাসগুলি আপনা আপনি টেবিলের ধারের দিকে চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে উপরের খানি সরিয়া গিয়া তলার খানি Braulik সাহেবের হাতে গিয়া পড়িল। তখন ঐ খানি সোজা করিয়া দেখা গেল, যে উহা চিড়াতনের টেক্কা।" এই ঘটনা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পুরাণবর্ণিত বস্তু সকলের হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোহিত অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নহে। কলিকালে ভারতবর্ষে অনেক শাস্ত্র, গ্রন্থ দেশকালের অনুপযোগী বলিয়া যে অপসারিত হইয়াছে, তাহা কি অসম্ভব?

—আজকাল চারিদিকে জড়বাদের বিরুদ্ধে যেন একটা স্রোত চলিতেছে। সেদিন Niagra জলপ্রপাতের নিকটস্থ একটি রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনাবলী দর্শন করেন। তাঁহারা প্রায়ই দেখেন, যে মৃত এঞ্জিনচালকগণ এঞ্জিন সকল চালাইয়া যাইতেছে। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই তাঁহারা কেবলমাত্র শূন্য এঞ্জিনখানি সবেগে চলিয়া যাইতে দেখেন, অথচ গাড়ীতে জনমাত্রও নাই। এ কথা দশ বৎসর আগে বলিলে লোকে বাতুল মনে করিত।

সমালোচনা।

১। The Three Truths of Theosophy. Vedanta Series No. 4. By Sris Chandra Bose B. A., Fellow of the Theosophical Society. To be had at the Bengal Theosophical Society, 28-2 Jhamapuker Lane, Calcutta. Price 1 Anna. ইহা "ব্রহ্মবিদ্যার ত্রিসত্য" নামক বেদান্ত-গ্রন্থাবলীর চতুর্থ সংখ্যক একটী সন্দর্ভ। আমাদের থিয়োসফিকেল সোসাইটীর অনুষ্ঠেয় উদ্দেশ্যত্রয় সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বপাত্রের উপযোগী করিয়া এরূপ নির্দ্ধারণে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, সাধনমার্গে যতই আমরা অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের নিকট অপূর্ব্বরূপে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীশবাবু রামানুজাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ প্রতিপাদ্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত যে উক্ত উদ্দেশ্যত্রয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে, তাহা উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণাদি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থিওসফিকেল সোসাইটীর সর্ব্বপ্রকার জাতিধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে উদার ভিত্তিভূমি প্রদর্শন করিয়াছেন; অধিকন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধাশ্রম, সিদ্ধগণ এবং মহাত্মাদের অস্তিত্ব ও কার্য্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। আর একটী বিষয়ে এই প্রবন্ধটী আমাদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে;—এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্রেও থিওসফিকেল সোসাইটীর দৃঢ়ভিত্তি সংস্থাপন করিতে হইলে, আমাদিগকে মুসলমানপ্রমুখ বিভিন্ন বিশিষ্ট ধর্ম্মসমাজের জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া ইহার প্রতিপাদন ও প্রচার করিতে হইবে; দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এরূপ চেষ্টা অতি সামান্যই হইয়াছে; কিন্তু আজ গভীর আনন্দের সহিত আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, শ্রীশবাবু হদিস্ এবং হাফেজ, নিয়াজ, মৌলানারুম, সাহরস্তানী, সাদী প্রভৃতি সুফী সাধকবর্গের গ্রন্থাবলী হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাসকলের পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যত্রয়, জন্মান্তরবাদ, সিদ্ধপুরুষ ও মহাত্মাগণের আশ্রম এবং কার্য্যবিবরণ মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। ধর্ম্মপদ। অর্থাৎ ধর্ম্মপদ নামক পালি গ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত: বেঙ্গল থিওসফিকেল সোসাইটী, ২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশনিচয় দুর্ব্বোধ্য পালি ভাষায় নিবদ্ধ থাকিয়া এতদিন জলধিগর্ভস্থ রত্নরাজির ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অনধিগম্য ছিল; কিন্তু বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে সম্প্রতি আমাদের দেশীয় কয়েকজন পালিভাষাবিৎ পণ্ডিত পালিব্যাকরণ ও কয়েকখানি মূল পালিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উক্ত ভাষা শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের অনেক চেষ্টায় অনেকগুলি পালিগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ সম্যক সম্বুদ্ধের মুখ-নিসৃত মূল পালিশব্দ, তদীয় নিগূঢ় সূক্ষ্ম শক্তিসঞ্চার দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত রহিয়াছে, সেই শক্তি-গর্ভ-শব্দ ভাষান্তরিত করিলে সেই শক্তি অতি সামান্য পরিমাণেই রক্ষিত হইতে পারে; সেই শব্দের মুখ্যার্থই সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, লক্ষ্যার্থ কখন কখন ব্যক্ত হইয়া থাকে,

বঙ্গার্থ প্রায়ই অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়। চারুবাবু এই পুস্তকে ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদের সহিত মূল এবং তাহার অন্বয় প্রদান করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ধর্ম্মপদ, বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্যতম সূত্রপিটকের অন্তর্গত অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুদিগের নিকট গীতা যেরূপ সমাদৃত, খ্রীষ্টিয়ানদিগের নিকট বাইবেল যেরূপ সমাদৃত, বৌদ্ধদিগের নিকট এই ধর্ম্মপদও সেইরূপ সমাদৃত। তথাগত বুদ্ধদেবের আস্য-মুখ-নিঃসৃত তদীয় ধর্ম্মের সারাংশ ইহাতে সংক্ষেপে অথচ অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণিত আছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান ও তিব্বত দেশে ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহার উচ্চ নৈতিক উপদেশ ও বিশ্বজনীন আদর্শে ইহা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়েরই উপযোগী হইয়াছে। লাটান, জর্ম্মণ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায়ও ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থ ষড়বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়েরই এক একটী পৃথক নাম আছে এবং তাহাতে এক এক প্রকার বিষয় সাধনের উপদেশ রহিয়াছে। যথা—(১) যমকবর্গে সৎ ও অসৎ কার্য্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়সংযম এবং নিত্যানিত্য বিবেকসাধন; (২) প্রমাদবর্গে চিত্তের অপ্রমত্ত ভাব সাধন; (৩) চিত্তবর্গে আত্মসংযম; (৪) পুষ্পবর্গে ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়া সংযম, বৈরাগ্য, বাক্য ও কর্ম্মনিষ্ঠা এবং চরিত্রগঠন; (৫) বালবর্গে অজ্ঞানীদিগের স্বরূপ; (৬) পণ্ডিতবর্গে জ্ঞানীদিগের স্বরূপ; (৭) অর্হংবর্গে অর্হংগণের স্বরূপ; (৮) সহস্রবর্গে অপকৃষ্ট বহু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটিই শ্রেয়স্কর; (৯) পাপবর্গে পাপ ও পুণ্যকর্ম্মের ফলাফল; (১০) দণ্ডবর্গে অহিংসা ও পাপকর্ম্মের ভোগ। এতদ্ব্যতীত আরও গভীর বিষয় সমূহের উপদেশ ইহাতে বিবৃত রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহার যে কোন অধ্যায়ের যে কোন শ্লোকই হউক না তাহাই অমূল্য, তাহাই অমৃতময়।

এই গ্রন্থের প্রথমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ একটি ভূমিকা আছে। ইহাতে ধর্ম্মপদ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। উক্ত ভূমিকায় তিনি "ধর্ম্ম" শব্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছে। আমাদের মতে বৈদিক "ঋত" শব্দের যাহা দ্যোতক, "ধর্ম্ম" শব্দের তাহাই ব্যঞ্জক। "ঋত" শব্দ দ্বারা সমস্ত বিরোধের ভঞ্জন হইয়া সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে। অনেক স্থলেই শ্লোকস্থ দার্শনিক, পারিভাষিক শব্দ সকলের পৃথক টীকা দেওয়া আছে। আমাদের মতে, অনুবাদে দার্শনিক পারিভাষিক শব্দসমূহ আবশ্যকমত যথাসম্ভব বন্ধনীগর্ভস্থ সরল ব্যাখ্যার সহিত অবিকৃত ভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন। নামরূপবিহীন দুরধিগম্য সম্বিৎসাগরে নিমজ্জিত হইয়া শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বদর্শী পারিভাষিক শব্দদ্বারা সোপান পরম্পরায় যে চিৎস্পন্দন ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের সহজবুদ্ধিগম্য না হইলেও, ধ্যানপরায়ণ যথার্থ জিজ্ঞাসুর নির্ম্মল হৃদয়ে তাহার বিমল ভাতি সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি, এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রত্যেক ধর্ম্মসাধকের নিত্যসহচর হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।

মাসিক

পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত,
এম এ, বি এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী ২৮।১ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, দ্বারা প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০।

ভগবান ঈশ্বর কৃষ্ণের

সাংখ্য কারিকা।

বঙ্গাক্ষরে মূল ও গৌড়পাদাচার্য্যের অমূল্য ভাষ্য

এবং মূল ও ভাষ্য

উভয়ের সরল বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ৷৶৹ আনা মাত্র।

ISWARA KRISHNA'S

"SANKHYA KARIKA"

The oldest and most authentic treatise on the Sankhya Philosophy, and GOURPADA'S Commentary on the same in bold Devnagri type together with English Translation and Annotation.

by

H. T. COLEBROOKE.

Introduction by H. H. WILSON

and an Easy Bengali Translation of the Text and Bhasya published by the Bengal Theosophical Society, 28/2, Jhamapokur Lane, Calcutta. Reduced price of Rs. 1/4 only

"পন্থা"।

সম্পাদকীয়-বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বর প্রসাদে বৈশাখ মাস হইতে পন্থার অষ্টম ভাগ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। নিয়মিত প্রকাশের জন্য সু-বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং নিয়মিতরূপে কৃতবিদ্য লেখকগণ পন্থায় লিখিবেন। এই বিপুল আয়োজনে গ্রাহকগণের সহায়তা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্ম বিচার প্রশ্ন ও উত্তর দিবার জন্য সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রশ্ন পাঠাইলে তাহা "পন্থায়" সন্নিবেশিত হইবে, এবং "উত্তর" ও যথাকালে প্রকাশিত হইবে—

কলিকাতা।
২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন,
হ্যারিসন রোড পোষ্ট।

ম্যানেজার,
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
এম-এ বি-এল,

অষ্টম ভাগ। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১১ সাল } ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থণা।

কৃতঘ্ন সন্তান তব, দুর্ব্বলতা লাগি,
স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষমতার গরবেতে জাগি,
তোমার করুণা প্রভু! হৃদয়ের মাঝে
বারেক'র তরে হায়, কর্ত্তব্যেরো সাজে
স্বীকার করেনা কভু তবু তব আঁখি
তার সর্ব্বকার্য্য'পরে নিশিদিন রাখি,'
সকল বিপদে তারে রাখ আগুলিয়া,
শিশুটিরে যথা সব স্নেহ মায়া দিয়া
রক্ষা করে মাতা তার। হে দেব মহান্!

দূরে ফেলি দিয়া সব গর্ব্ব অভিমান,
সে সন্তান ছুটে যদি আসে তব পাশে,
কলঙ্কের ছায়া তার মুছি দীপ্তহাসে
লবে না কি কোলে তুলি'? হায়! প্রভু, জানি,
দীন সন্তানের তব সকাতর বাণী
শুনিলে থাকিতে নাহি পার দয়াহীন;—
তাই আজ নিরভয়ে সেবক অধীন
এসেছে চরণপ্রান্তে বিপন্ন কাতর—
দেহ আলো, দেহ শান্তি, সর্ব্বদুখহর!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

আচমন।

পাইয়াছি আমি
জননী জঠর হতে
জন্মি এই পৃথিবীতে
চক্ষু মুখ নাসা কর্ণ-যুক্ত তনু খানি
অস্থির "কাঠাম" পরে মাংসের "ছাউনি"॥ ১

মনে নাই কেন
সদ্যজাত শিশু মত
কেঁদেছিনু আমি অত?
খুঁজিয়াছি খুঁজিতেছি পাইনা সন্ধান।
নিরুত্তর অন্ধ বিশ্ব আমারি সমান॥ ২

অতীতের কথা
ধীরে ধীরে পড়ে মনে
ফাঁকা ফাঁকা লাগে প্রাণে ;
তাই ছুটি, তাই পুছি যারে হেরি তায
কে জান গো বলে দাও—কে আমি ?—কোথায় ? ৩

কেমনে প্রথমে
রেত রূপে পিতা হতে
জননীর জঠরেতে
দশমাস অন্তে বৃদ্ধি পাইল এ দেহ ;
কে দিল এ অপরূপ জ্ঞানের সন্দেহ ? ৪

নয়নে নেহারি
বার মাস ঋতু ছয
শশি সূর্য্য আসে যায়
শিশু ছিনু বড় হনু এবে এক যুবা।
বাঁচি যদি বুড়া হব তাহে ফল কিবা ॥ ৫

অজ্ঞাত যা ছিল
পিতা মাতা ভ্রাতা করে
ক্রমে শিখাইল মোরে ;
জনম মরণ ফেরে ফেলেছে এবার
অতৃপ্ত পরাণে ঘুরি নাহি পাই পার ॥ ৬

চিনিতে যে সব
কাহাকেও সাধি নাই,
মনাবেগ পাই নাই
অযাচিত ভুলাইযে দিয়াছে শিখায়ে ;
আজি তারা জিজ্ঞাসিলে দেখে না ত চেয়ে ॥ ৭

হায়রে বিষাদ
খাইতে চাহিনি যাহা

গিলায়ে দিয়াছে তাহা
অদ্য মোর নিজ ক্ষুধা, খেতে কিছু চাই
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি তব নাহি পাই॥ ৮
কোথায় বা যাই
সম্যক জ্ঞান বিশিষ্ট
মানব সবার শ্রেষ্ট
তাদের বলেছি; তারা চুপ্ করে থাকে।
দুই এক জনে বলে সাধিতে আমাকে॥ ৯
বলে এই তারা
দেখেছ দেখেছ এবে
আর যা দেখিতে হবে
এসকল কোন এক সর্ব্বশক্তিমান,
দেখাইছে শিখাইতে জীবে পূর্ণ-জ্ঞান॥ ১০
জ্ঞান লাভ হলে
সেই জন কাছে আসে
কথা কয় হেঁসে হেঁসে
দেখা দেয় উচ্চ দিকে আকাশ যেমন।
অদ্যাপি দেখিছে তারে কত সুরগণ॥ ১১

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥ গীতা-৮-১৬।

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেখানে যাবার, আছে এক পথ,
অন্য পথ আর নাই;
সে পথের শেষে অনাহত ধ্বনি
হতেছে শুনিতে পাই।
আরোহণ তরে আছে যে সোপান
তাও কষ্ট দুঃখে ভরা;
ধর্ম্মের মধুর বাণী শুধু শুনি
সকল যাতনা-হরা।
তাই বলি তোমা ওহে অন্তবাসী
তোমার মঙ্গল তরে,
কিছুমাত্র পাপ সঙ্গেতে লয়োনা
সোপান ভাঙ্গিবে ভরে।
একেত তোমার পাপের পঙ্কেতে
স্থাপিত সেই সোপান,
উঠিবার আগে "ত্যাগ" জল দিয়ে
ধোও পদ মতিমান।
পাপমাখা পায় সোপানে উঠিলে
মলযুক্ত পদ তব,
বদ্ধ হয়ে রবে আর চলিবে না
ঘুচিবে সাধনা সব!
ব্যাধের আঠায় পাখীর যে দশা
তেমোরো সে দশা হবে
উড়িতে পাবে না; লাভে হতে ফল
ব্যাধ হাতে প্রাণ যাবে।

পাপ সৃষ্টি তব প্রবল হইয়া
আনিবে ফিরায়ে পুন,
কুচিন্তার দল হইয়া সবল
বাঁধিবেক্ চতুর্গুণ।
বন্দী হলে পনঃ নাহিক নিস্তার
কহিলাম সার কথা,
উপায় না হবে কেহ না আসিবে
ঘুচাইতে তব ব্যথা।
বলি তাই, আগে, ওহে অন্তবাসী
বাসনা বিনাশ কর,
পাপ রাশি তবে হবে হতবল
সবল হবে অন্তর।
সে মহাপ্রস্থান আরম্ভের আগে
পাপ শূন্য হ'য়া চাই,
নাশ ত্বরা পাপ ঘুচাও সন্তাপ
নহিলে উপায় নাই।
পাপ সৃষ্টি তব নিরব হইলে
পদ বাড়াইতে হবে,
সোপান মঞ্চেতে পা'দিলে তখন
সোপান বিমল রবে।

(৮)

ওহে অন্তবাসী, সম্মুখে তোমার
দীর্ঘ পথ কষ্টে ভরা,
পশ্চাতে রহেছে সাধের সংসার
সুখ দুঃখে ভরা ধরা।

যেতে যেতে যদি ভাব একবার
পশ্চাতের কথা তব
পিছায়ে পড়িবে কি জানি কেমনে
পণ্ড হবে শ্রম সব
তাই বলি আগে ফেলহ মুছিয়া
অতীতের স্মৃতি যত,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে হবে না
পাবে ফল মনোমত।
উপভোগ করি কামনার নাশ
কখনো নাহিক হয়,
"মারের" যতনে কামনা নিচয়
উপভোগে বৃদ্ধি হয়
সাধনা কারয় শিশু সম হও
শুনিবে আবার কানে,
শুনিলে সে ধ্বনি, কতহ মধুর
আনন্দ খেলবে প্রাণে
শ্রীগুরুর রূপ, রশ্মিরূপে আসি
জ্যোতিতে ডুবায়ে প্রাণ,
শিষ্যের হৃদয়ে ঢালে শান্তিসুধা
নাহি তার পরিমাণ।
সেই রশ্মি পশি অন্তর বাহির
আলোকিয়া চারি ধার,
হৃদয়ের তব অন্তর বাহিরে
ঘুচে যাবে অন্ধকার।
চিন্তা পরিহরি শ্রীগুরুচরণে
দেহ তব প্রাণ মন,

দেখনি যদিও তবু প্রাণে প্রাণে
ভাব তার শ্রীচরণ
ইন্দ্রিয়ের শক্তি সব এক কর
নির্ভয় হইবে তবে,
একটি ইন্দ্রিয় থাকুক জাগিয়া
যে শুধু তোমার রবে।
সেইত ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কের মাঝে
আছয়ে গোপনে অতি,
সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তি তাহাতে মিশিলে
স্ফুরিবে তার শকতি।
সে ইন্দ্রিয় বলে করিবে দর্শন
শ্রীগুরু আছেন যথা;
হেরিলে তাঁহার রাতুল চরণ
ঘুচিবে সকল ব্যথা।
কিন্তু অন্তর্বাসী, দেহের জড়তা
আগে দূর হওয়া চাই;
মস্তিষ্ক তোমার রাখহ শীতল
তা বিনা উপায় নাই।
জাড্যহীন দেহ মস্তিষ্ক শীতল
আত্মার দৃঢ়তা আর;
দীপ্তিমান যেন হীরকের মত
প্রকাশয়ে চারিধার।
হৃদয় মন্দিরে এ আলো না গেলে
দীপ্তিহীন হয়ে রবে,
হৃদয়ের তেজ বাড়িবে না কভু
ক্রমে জড় সম হবে। (ক্রমশঃ)

অনাহত ধ্বনি শুনিবার তরে
সেই শক্তি প্রয়োজন;
অন্তর শ্রবণে নহে সেই ধ্বনি
না শুনিবে কদাচন।
না শুনিলে কিছু দেখিতে পাবে না
কহিলাম কথা সার;
দেখা শোনা দুটি দ্বিতীয় অবস্থা
সাধারণের চমৎকার।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মরাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভরি এ মতি পাপা কে সঙ্গ,
উহ ধোপে নাঁব কে রঙ্গ।
পুন্নী পাপী আথন নাহ্,
কর কর করনা লিখনে জাহ,
আপে বীজি আপেহি খাহ,
নানক, হুকমী আবে জাহ॥ ২০॥

অথ—(এখন কর্ম্মফলের কথা বলিতেছেন) পাপসঙ্গে মন মলিন হইলে তাঁহার নাম জপরূপ রঙ্গের দ্বারা বিধৌত করিতে হয়। পুণ্যাত্মা ও পাপী কেবল কথার বিষয় নয়; সকলেরই স্বীয় স্বীয় কৃতকর্ম্মের হিসাব সঙ্গে লইয়া থাকে, এবং নিজের উপ্ত বীজ নিজেই ভক্ষণ করে (অর্থাৎ স্বকৃতকর্ম্মের ফল স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকে)। নানক বলিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞায়ই সংসারে গমনাগমন ঘটিয়া থকে। ২০।

অমুল গুণ অমুল বাপার, অমুল বাপারী এ অমল ভাণ্ডার,
অমুল আঁবে অমুল লেজাহি, অমুল ভাই অমুল সমাই,
অমুল ধরম, অমুল দিবস, অমুল তুল অমুল পরবান,
অমুল বখ্ সীস, অমুল নিসান, অমুল করম অমুল ফরমান।
অমুলো অমুল আখিয়া না পাই আখি আখি রহে লিব লাই।
আখে বেদ পাঠ পুরাণ, আখে পড়ে করে বাখিয়ান,
আখে বরমে আখে ইন্দ, আখে গোপী তৈ গোবিন্দ,
আখে ছারে আখে সিধ, আখে কেতে কীতে বুধ,
আখে দানব আখে দেব, আখে সুরনর মুনিজন সেব!
কেতে আখে আখন পাহ, কেতে কহ্ কহ্ উঠ উঠ জাহ,
এতে কীতে হোর্ করেহ্, তাঁ আখ ন সকে কেই কেই।
যে বড় ভাবে তে বড় হোই, নানক জানে সাচা সোই,
জে কো আখে বোন বিগাড়, তাঁ লিখিএ সির গাবাঁরা গাবার॥ ২৬॥

অর্থ— (জগদ্ব্যাপারের বৈচিত্র্যময় কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিতেছেন) তাঁহার গুণ ও বানিজ্য, (জগদ্ব্যাপার কার্য্য) অমূল্য (অর্থাৎ পার্থিব দ্রব্যের সঙ্গে অতুলনীয়) তাঁহার দোকানদার (সিদ্ধপুরুষগণ) ও ভাণ্ডার (বিশ্বসেবার প্রেম) অমূল্য। ভাণ্ডারস্থ অমূল্য দ্রব্য সমূহের যাতায়াত অমূল্য এবং তাহাদের বিক্রয় দর ও অমূল্য। ধর্ম্মবিচার, ধর্ম্মালয়, লেখনী ও বিচারাজ্ঞা সকলই অমূল্য। পুরস্কার, সম্মান, দয়া এবং আদেশ সমস্তই অমূল্য। তাঁহার অমূল্য বৈভব বর্ণনাতীত, বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাতে ধ্যানযোগে, লীন হইয়া যাইতে হয়। লোকে বেদ পুরাণ পাঠে তাঁহারই মহিমা বর্ণণা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গোপী, গোবিন্দ, শিব সিদ্ধ, বুদ্ধ, দানব, দেব, সুরলোক, নরলোক, মুনিগণ এবং ভক্তগণ তাঁহারই মহিমা বর্ণণা করিয়া থাকেন। কতলোক জীবন দ্বারা তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতেছে, কত কত ব্যক্তি বর্ণণা করিতে করিতে অন্ত পাইতেছে না। কত কত লোক আরও কতই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার মহিমা বর্ণণে সমর্থ হইতেছে না। নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে

যাহাই কল্পনা করা যায়, তাহাই সম্ভবপর। যে কেহ বলে যে, তাঁহার বর্ণণার অন্ত পাইয়াছি, সে অতি মূর্খ এবং তাহার বাক্য মিথ্যা। ২৬।

সে দর কেহা, জো ঘর কেহা, জিৎ বহি সরব সমালে?
বাজে নাদ অনেক অসংখা, কেতে গান হারে,?
কেতে রাগ পরি সিঁউ কহি অস্ কেতে গাবন হারে?
গাবে ভূহ নো পরশ পানি বৈসন্তর, সাবে রাঙ্গা ধরম দুয়ারে
গাবে চিতগুপ্ত লিখজানে, লিখ লিখ ধরম বিচারে।

* * * * * * * *

অর্থ—(সর্ব্ব বিষয়ে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে বলিতেছেন) যে স্থানে অধিষ্ঠিত তিনি বিশ্ব রক্ষা করিতেছেন, সেই ঘর ও দ্বার কোথায়? (অর্থাৎ সর্ব্বত্রই)। অসংখ্য নাদ বাজিতেছে, তাঁহাদের পরিমাণ কত? (অর্থাৎ বস্তু মাত্র হইতেই তাঁহার "অনাহত নাদ" উত্থিত হইতেছে, কেহই তাহাদের সংখ্যা করিতে পারে না। কত রাগ রাগিনীর সহিত তাঁহার মহিমা গীত হইতেছে, যে তাঁহাদের সংখ্যা নিরুপনে সমর্থ? জল, বায়ু ও অগ্নি তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। ধর্ম্মরাজ তাঁহার দ্বারে তাহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মবিচারে জীবের ধর্ম্মের হিসাব রাখিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ২৭।

মুন্দা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধীয়ানকী করে বিভূতি,
খিন্থা কাল কুয়াঁরি কায়া, জুগতি ভণ্ডা পরতীত।
আয়ী পন্থা সগল জমাতী, মনজীতে জগজীত॥
আদেস তিসৈ আদেস, আদি অনীল অনাদি অনাহতি,
জুগ জুগ এক বেস॥ ২৮॥

অর্থ—(প্রকৃত যোগীর লক্ষণ নিরুপন করিতেছেন) সন্তোষ তাঁহার মুদ্রা, লজ্জা ও প্রতিষ্ঠা তাহার ঝুলি, ধ্যান তাঁহার বিভূতি, কালের সহিত সম্বন্ধ শূন্য, দেহ তাঁহার আচ্ছাদনের কাঁথা, যুক্তি ও ঈশ্বর প্রতীতি তাঁহার অবলম্বন। মনের জয়ে জগৎ জয় করা হয়, এই নিয়মই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের

শ্রেষ্ঠ পন্থা। নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, যিনি আদি, নির্ম্মল, অনাদি, অক্ষয়, নির্ব্বিকার। ২৮।

ভুগতি গিয়ান, দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ,
আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিধি সিধি ঔরা সাদ।
সংযোগ বিয়োগ দুইকারে চলাবে লেখে আবে ভাগ॥
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একবেস॥ ২৯॥

অর্থ—(প্রকৃত যোগীর কার্য্যসম্বন্ধে বলিতেছেন) প্রকৃত যোগী ভগবানের দয়া ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন; প্রতি ঘটে (প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে) যে নাদ বাজিতেছে, তাহাই তাঁহার শঙ্খনাদের কার্য্য করিতেছে; যিনি অখিলের স্বামী তিনিই তাঁহার প্রভু (অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ তাঁহার প্রেমাস্পদ); ঋদ্ধি ও সিদ্ধি অন্যের জন্য (অর্থাৎ তিনি নিজে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি লাভে উদাসীন); তিনি সংযোগ ও বিয়োগরূপ (পরকীয়ে সংযোগ এবং স্বকীয়ে বিয়োগ) শিষ্যদ্বারা আপন কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া থাকেন। যিনি যুগে যুগে একবেশধারী, আদি, অনাদি, অনীল ও অনাহতি, তাঁহাকে নমস্কার। ২৯।

(ক্রমশঃ)

বার্ত্তা ও পন্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে পথ দিয়া গেলে কায়ার শুদ্ধতা, চিত্তের বিকারশূণ্যতা, এবং হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় সদানন্দভাব উপলব্ধি করা যায়, তাহাই প্রকৃত পথ। সেই পথ দিয়াই মহাজনগণ গিয়াছেন এবং সেই পথ দিয়াই মহাপুরুষেরা যাইতেছেন। আইস, আমরা তাঁহাদের পবিত্র পদ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া, সেই পরম

পাবনীয় পথ দিয়া চলিতে শিক্ষা করি। কিন্তু প্রথমে বার্ত্তা স্থির কর, তাহার পরে পন্থা চিনিয়া লও। বার্ত্তার স্থিরতা না হইলে পথের স্থিরতা হয় না। যে ব্যক্তি বার্ত্তা ও স্থির করিয়া লইয়া প্রকৃত পন্থার দিকে অগ্রসর হয়, তাহার আর পদস্খলনের আশঙ্কা কোথায়?

ঘটন কারণ কৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কঠাহে কামকর্ত্তা।
ভূত গণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥ (বনপর্ব্ব)

পাঠক মহাশয়। কায়স্থ কুলতিলক কবিবর কাশীরাম দাসের কবিতাটী পড়িলেন কি? নাস্তিকের, কাপুরুষের, অভক্তের এবং মহাপাপীর চক্ষে এই বর্ণনা এবং এই দৃশ্য কি ভয়ানক! কিন্তু ভক্তের চক্ষে—ব্রহ্মজ্ঞানীর চক্ষে—এই দৃশ্য কৌতুককর নিত্য ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রতি পল্লীতে পল্লীতে, প্রতি গৃহে গৃহে, ইহাই সাধারণ বার্ত্তা। এই বার্ত্তা শুনিয়া অভক্তের মনে ভক্তি, মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানীর মনে জ্ঞান ও বৈরাগ্য, মোহরোগাক্রান্ত বধিরের কর্ণে দেববাণীর প্রবেশ এবং ভোগপিপাসুর ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে নিবৃত্তিমার্গস্থিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিবার অভিলাষের উদয় হয়। শুন, শুন, এই সংসার আমাদিগকে নিত্য নিত্য কি অপূর্ব্ব বার্ত্তা শুনাইতেছে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া দিতেছে। এই বার্ত্তা শুনিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া যিনি সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী এবং তাঁহারই মানব জীবন সার্থক।

অমর হইয়া আমরা কেহই আসিনাই; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী * প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও একদিন অদৃশ্য হইতে হইবে। মৃত্যুর অর্থ যাহাই হউক, একদিন আমাদিগকে পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইতে হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। তবে কিসের এত অহঙ্কার, কি জন্য এত মদমত্ততা? "বার্ত্তা" বুঝিতে চেষ্টা কর, বার্ত্তা বুঝিয়া "পন্থা" চিনিয়া লও, পন্থা চিনিয়া লইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক অনন্তের

---

* ভারতী মহাশয় একটী কি ভাল বলিলেন? আমরা ইহা অনুমোদন করিনা—পং সং।

অভিমুখে অগ্রসর হও। কর্ত্তব্যের নাম কর্ম্ম, কর্ম্মের নিষ্কামভাবের নাম জ্ঞান, জ্ঞানের পূর্ণাহুতির নাম ভক্তি, ভক্তির সম্পূর্ণতায় প্রেম এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডকে "প্রেমময়" ভাবে দর্শন করার নাম প্রকৃত দৃষ্টি; মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা বার্ত্তাশব্দের অন্যতম ব্যাখ্যা, আমাদের মরণশীলতা বার্ত্তার অভিধান; সুতরাং "বার্ত্তা"ই আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। ধর্ম্মকল্পদ্রুম মহারাজা যুধিষ্ঠির কহিয়াছেন "আমরা অমর নহি, আমরা মৃত্যুর অধীন, ইহাই বার্ত্তা"। যাহারা একথা বুঝে, যাহারা এই উপদেশানুসারে চলিতে পারে, যাহারা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মে রত থাকে, তাহারাই প্রকৃত বার্ত্তা বুঝিতে পারে। সংসারী মানব—মায়ামুগ্ধ জীব—সততই ইহা ভুলিয়া যায়, সুতরাং পদে পদে পদস্খলিত হয়। এই জন্যই সম্রাট বাবর সাহার সিংহাসনের সম্মুখস্থ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভোপরে পারস্যাক্ষরে খোদিত ছিল—"কজা" অর্থাৎ মৃত্যু। ধর্ম্মাত্মা অগস্তাইন্ (Augustine) যে স্থলে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, সেখানে লেখা থাকিত "Memento Mori" অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর। মৃত্যুর নিত্য স্মরণে পন্থার প্রকৃত পরিচয় হয়; ইহা ধ্রুব সত্য। আমরা অমর হইয়া আসি নাই; আমরা রোগীর হাস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; আমরা জল-বিম্বের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং ক্ষণিক জীবমাত্র, ইহাই যেদিন বুঝিতে সমর্থ হই, সেইদিন আমরা বার্ত্তার ব্যাখ্যার পরিতৃপ্ত লাভ করিয়া প্রকৃত পন্থার দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই। *

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* এই প্রকার দুঃখবাদ (Pessimism) ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইলেও ইহাই কি সব? জগতে কি প্রেমদৃষ্টিপুটিত মধুর ভাব নাই? ইহা আমরা স্বীকার করি না!—পং সং।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

তখন ও এখন।

আমরা রাসলীলায় "তখন" দেখি, "এখন" দেখি না। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বর্ণনা আছে, আমাদের পক্ষে রাসলীলার সেই প্রথম অধ্যায় ও শেষ অধ্যায়। যেন রাসলীলা অতীতের ঘটনা মাত্র। যেন একরাত্রির হাস পরিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রজলীলা নিত্যলীলা। যে সকল ভক্ত, গোপ ও গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে, তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই ব্রজলীলা করিবেন। যে সকল গোপীদিগের সহিত তিনি রাস-লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই লীলার পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হইয়া একবারে সংসার অভিমান শূন্য হইয়াছিলেন সেই প্রেমময়ীগণ প্রেম-পূর্ণ হইয়া ভগবানের প্রেমরূপী শক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন বিষ্ণুর পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি, হ্লাদিনীশক্তি। তাঁহারা ভগবানকে নিত্য আনন্দ দান করিতেছেন ও ভক্তের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

রাধা ঠাকুরাণী এই শক্তির পরাকাষ্ঠা। এই প্রধানা গোপী একবারে ভগবানের সহিত অভেদাত্মিকা হইয়াছেন। অপর গোপীগণের মধ্যে আটজন তাঁহার প্রধান সখী।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদনাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যেছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যেছে নাহি কভুভেদ॥

রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন জগতের এক নূতন শক্তি। সে এক অভিনব ধর্ম্মের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অতিগোপনে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে এবং যথাকালে বৃন্দাবন কল্পদ্রুম হইয়া ভক্তের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। রাধাকৃষ্ণের মিলন এক অপূর্ব্ব অভিনয়। ভগবান শক্তি দ্বারা জগতে প্রকাশিত হন। যতদিন পর্য্যন্ত শক্তি পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি বলা যায়। যখন ক্ষেত্র বিশেষের পরিচ্ছেদ ঘুচিয়া যায়, যখন শক্তি জগৎময় হয়, তখন সেই শক্তি ভগবানের নিজশক্তি হয়। ভগবান তখন জগতের মঙ্গল জন্য সেই শক্তি আপন বলিয়া আশ্রয় করেন। একজাতীয় শক্তি সকল এক প্রধানা শক্তির বশবর্ত্তিনী হয়। সহচরী শক্তি অসংখ্য হইলেও তাহারা আট প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়। অষ্ট নায়িকা, অষ্ট প্রধানা মহিষী, শ্রীরাধিকার অষ্ট-সখী।

ভগবান্ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় করেন। সেই সকল শক্তি বিভিন্নভাব লইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করে এবং আপন আপন অধিকারে সকল শক্তিই কার্য্য করে।

ভগবানও প্রতিশক্তির উপযোগী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই শক্তির সহিত মিলিত হন। তখন আর সেই শক্তিতে ও তাঁহাতে কোন ভেদ থাকে না। মহামায়া, কাঞ্চনী, সরস্বতী, সাবিত্রী, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি শক্তির কথা জগতে অবগত ছিল। কিন্তু যে শক্তির সাহায্যে ভগবান্ নিজজনের ন্যায় অকপট মধুরভাবে ভক্তের সহিত মিলিত হইতে পারেন, সে শক্তির কথা জগৎ জানিত না।

বৃন্দাবন লীলায় এই মধুর শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। এখন এই শক্তির প্রধানা শক্তির নাম শ্রীরাধিকা।

এই শক্তির প্রভাবে, ঈশ্বরের নাম শুনে ভয়ে কাঁপিতে হবে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম মনে করে বিস্ময়ান্বিত হতে হবেনা। আমার কৃষ্ণবলে

কৃষ্ণকে কোলে নিতে পারব, কৃষ্ণের কাঁধে চাপ্‌তে পারব, আবার চর্ব্বিত তাম্বুল কৃষ্ণকে খাওয়াব, আবার তাঁর চর্ব্বিত তাম্বুল আমি খাব। "দেহি পদ পল্লব মুদারং" লিখ্‌তে যদি আমি শঙ্কা করি, ত নিজে শ্রীকৃষ্ণ এসে এই কথা লিখে যাবেন। ভগবান্ ত তখন ঘরের কথা হে।

কিন্তু ভগবান্ ত বৃন্দাবনেই এমনি মধুর। বাহিরের জগতেত নয়। সেখানে যে আমি, তুমি। সেখানে যে ভেদের ঝঞ্ঝা। সেখানে যে শাসনের আবশ্যক। সেখানে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন না করিলে চল্‌বে কেন? সেখানে যদি শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ছেড়ে দেন্, সেখানে যদি পাণ্ডব সারথি হয়ে তিনি কুরুকুল নাশ না করেন, তাহলে যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব হবে। তাহলে যে ভাল লোকের বাস উঠে যাবে।

গোপনে, অতি গোপনে; তুমি ভক্ত। তুমি কপটতা শূন্য। তুমি প্রেম ভক্তের অধিকারী। আচ্ছা, একে একে, খুব সাবধানে, এই লও বিষ্ণুপুরাণ। এই লও হরিবংশ। এইবার কতকটা হয়েছে। এই লও ভাগবত। এই লও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। এই লও পদ্মপুরাণ। এই লও নারদপঞ্চরাত্র।

কতকটা ত শিক্ষা হল। এইবার দেখি, তোমরা কতদূর আগাইলে। শিক্ষার ফল কোথায় দাঁড়াইল?

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর "মধুরং মধুরং" বলিয়া প্রবল উচ্ছাসে, হৃদয়ের আবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে, দেখিতে, বঙ্গের গগণে জয়দেবের আবির্ভাব হইল। বঙ্গদেশ জয়যুক্ত হইল। "ধীর সমীরে," কুঞ্জকুটীরে বনমালী যাহা করিয়াছিলেন, জয়দেব তাহা দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন পর্য্যন্ত বঙ্গ কবির কাছে লুক্কায়িত থাকিল না। ঐ বিদ্যাপতি। ঐ চণ্ডিদাস। "এইবার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" বঙ্গদেশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পাগল হল। আর কতদিন গোপন থাকিবে।

'অয়ি দীন দয়ার্দ্র, নাথ হে' মাধবপুরী বৃন্দাবনের বনে বনে রোদন

করিতে লাগিছেন। অদ্বৈত শান্তিপুরে গভীর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ও মাধবপুরী শান্তিপুরে মিলিত হইলেন।

বলি আর কতদিন। আর কতদিন কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি জগতে লুক্কায়িত থাকিবে। কতদিন প্রেমধর্ম্ম হইতে জগৎ বঞ্চিত থাকিবে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈক
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ;
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তিলোভা
ওস্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

কিন্তু তথাপি গোপনে। অতি গোপনে।

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥
অতিশয় গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥
রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ ॥
রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে ॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥

বাহিরের লোকে কেবলমাত্র জানিল—

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব যাহা মহাপ্রভু গোপনে অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার বৈষ্ণব শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে গোপনে প্রকাশ হইয়াছিল, আজ আবার তাহা লুপ্তপ্রায় কেন? প্রেমরসে প্লাবিত বঙ্গদেশে, কেন প্রেমের লহরী উথলিয়া উঠিতেছে না? কেন সেই প্রেমে এখনও জগৎ ভাসিয়া যাইতেছেনা?

গরুড় স্তম্ভ এখনও রহিয়াছে, যেখানে তোমার নয়ন জলে প্রস্তরও গলিয়া গিয়াছে। কাশী মিশ্রের ভবন এখনও রহিয়াছে, যেখানে তোমার ছিন্ন কান্থাও জীর্ণ কাষ্ঠপাদুকা ভক্তের মনে বিদ্যুত সঞ্চার করিতেছে। আজও যেন তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আত্মারাম শ্লোকের অর্থ কবিতেছ। তোমার স্মৃতি চিহ্ন এখনও দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। গৌরচাঁদ! সকলি ত দেখি! কিন্তু কোথায় তোমাব সেই প্রেমভক্তি।

দেখিতে পাই বঙ্গের ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের মুর্ত্তি। দেখিতে পাই বৃন্দাবনে রূপসনাতনের কীর্ত্তি।

কালেন বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং স্থাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥
প্রিয় স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেম স্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

সেইরূপ সনাতনের গ্রন্থে প্রেমের তত্ত্ব জানিতে পাই, প্রেমের উজ্জল ছবি দেখিতে পাই।

চৈতন্যের লীলা রত্নসার,　　স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল　　তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্ত গণে দিল এই ভেটে॥

এই অমূল্য ভেটে, চৈতন্য চরিতে,. অমৃত পান করিতে পাই।

আছে স্মৃতি। আছে চিহ্ন। আছে বীজ। তবে সে জলন্ত, জীবন্ত প্রেমধর্ম্ম কোথায়। জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম, মনুষ্যের চরমধর্ম্ম, মধুর

হইতে মধুরধর্ম্ম বঙ্গবাসীর হৃদয় মধ্যে কোথায়! যে ধর্ম্ম জগতের অগ্রণী হইবে, যে ধর্ম্ম জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, যে ধর্ম্ম তিনি হাতে হাতে ভক্তমণ্ডলীকে সঁপে দিয়ে গিয়াছেন, সে ধর্ম্মের অধিকারীগণ কোথায়? নিত্যানন্দ প্রভুর, আচার্য্যপ্রভুর বংশধরগণ কোথায়? কোথায় গোস্বামীগণ, কোথায় মহান্তগণ? কে কোথায় চৈতন্যেরদাস, কে কোথায় প্রেমদাস আছ, অমিয় নিমাইচরিত কে লিখিতেছ। ভক্তিবিনোদে কে ভক্ত আছ। সকলে একত্র হইয়া দেখ! যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমরা সকলে দায়ী, যে ধর্ম্মের জন্য জীবন সমার্পন না করিলে তোমাদের জীবন কলুষিত মনেকর, দেখ সে ধর্ম্মের জীবনী শক্তি আজি কোথায়। আজি যদি তোমাদের মধ্যে সেই জীবনী শক্তি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম এখনও বীজ ভাবে থাকিবে। সে ধর্ম্ম নষ্ট হইবার নহে। যদি আজ অধিকারী না থাকে ত কাল হবে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেই বীজের অঙ্কুর অনেকদিন হইয়াছে। তবে কেন এই নূতন ধর্ম্মবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করেনা। বঙ্গদেশে যে যেখানে বৈষ্ণব আছে, একবার সকলে একত্র হইয়া একমনে ভাব দেখি, কেন এখনও প্রেমের বন্যা জগতে প্রবাহিত হয় না। যদি আমাদের নিজদোষে কোন বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে আমরা মহা পাতকী। তাই বলি একবার সকলে মিলিয়া কাঁদি। একবার সকলে মিলিয়া জগতের জন্য প্রেমভিক্ষা করি। কাঁদিবার এই সময়। ধর্ম্মের এক নবীন স্রোত এখন বহিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিপ্লব দেখা যাইতেছে। যেন অধর্ম্মের অশান্তি হইতে সকলে পলায়ন করিতে চাহে, এবং আকুলিত চিত্তে যেখানে যেখানে ধর্ম্মের নাম আছে, সেখানে সেখানে আশ্রয় লাভ করিতে চাহে। এইত ধর্ম্ম প্রচারের সময়।

তাই বলি সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া, আপন কর্ত্তব্য পালন কর। সময় কাহারও নয়। সময় গেলে পাইব না। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীপুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল।

আত্মার তিন শক্তি; জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, ও ক্রিয়া শক্তি।

পরাস্য শক্তি বিবিধা চ মায়া, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ। [শ্বেতাশ্বতর]

ইঁহার (আত্মার) পরা শক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞান শক্তি, বল (ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটি স্বভাব সিদ্ধ।"

শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। আত্মার এই যে তিন শক্তি, ইহাদিগের প্রকাশ কিসে?

জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া ভাবনা (thought)। ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া বাসনা (desire); ক্রিয়া শক্তির ক্রিয়া চেষ্টনা (action)। অতএব, আত্মা হইতে যে শক্তিত্রয় উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রকাশ—ভাবনাতে বাসনাতে এবং চেষ্টনাতে।

ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। Action মাত্রেরই reaction আছে। এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধে ও সেইরূপ। কারণ, জগত সর্ব্বত্রই নিয়মের অধীন। কি আধ্যাত্মিক কি প্রাকৃতিক, কি চিৎ কি জড়, জগতের কুত্রাপি ও নিয়মের ব্যত্যয় নাই। এই যে ত্রিবিধ ক্রিয়া,—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা,—ইহাদিগের সাধারণ নাম কর্ম্মফল। কর্ম্মফল কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কর্ম্মফল কর্ম্মের উত্তররূপ, এবং কর্ম্ম কর্ম্মফলের পূর্ব্ব রূপ। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব ভাবনা, বাসনা এবং চেষ্টনার কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম্ম করিলে কেবল যে কর্ত্তারই স্বগত (subjective) ফল হয়, তাহা নহে; তাহার পরগত (objective) ফল ও অপরিহার্য্য। কর্ম্মের স্বগত ফল দ্বিবিধ; সংস্কার ও অদৃষ্ট। আত্মার যে শক্তি যখন সক্রিয় Kinetic হয়, তখন তাহার উপযোগী উপাধিতে স্পন্দন উৎপন্ন করে। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—অন্নময় কোষ (Physical body); ইচ্ছা

শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র প্রাণময় কোষ (Astral body); এবং জ্ঞানশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র মনোময় কোষ (Mental body)। অতএব ভাবনাতে মনোময় কোষের, বাসনাতে প্রাণময় কোষের এবং চেষ্টনাতে অন্নময় কোষের স্পন্দন উৎপন্ন হয়। যদি সেই স্পন্দন প্রবল হয়, তবে তাহার ফলে স্পন্দিত কোষের উপাদান সমূহ স্পন্দিত হইয়া স্থানচ্যুত হইতে পারে। তখন নূতন উপদান কোষভ্রষ্ট উপাদানের স্থান গ্রহণ করে। এইরূপে কোষের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এবং সেই স্পন্দনের সংস্কার, সেই সেই কোষে, সংস্কার রূপে রহিয়া যায়। ইহাই কর্ম্মের স্বগত ফল।

স্পন্দন কিরূপে সংস্কার-আকারে স্থায়ী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের অপরিচিত নহে। আমরা যাহাকে স্মৃতি বলি, যাহার ফলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) হয়, সেই স্মৃতি সংস্কার ভিন্ন আর কি? এই স্মৃতির ব্যাপার আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাকৃতিক জগতেও সংস্কারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। Phonograph যন্ত্রের নিকটে যদি কোন সঙ্গীত করা যায়, তবে সেই শব্দ সংস্কার-রূপে ঐ যন্ত্রে রক্ষিত হয়; পরে কৌশলে তাহার উদ্বোধন করিলে সেই সঙ্গীত আবার শ্রুতিগোচর হয়। আমাদের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষে, ভাবনা বাসনা ও চেষ্টনার যে সংস্কার রহিয়া যায়, তাহারও প্রকৃতি এইরূপ।

এই তিন কোষের উপর উন্নত জীবের আর তিনটী সূক্ষ্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষ। এই কোষত্রয় আত্মার উচ্চতর, অন্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র। সেই শক্তিত্রয়ের নাম সন্ধিনী, হ্লাদিনী, ও সংবিৎ। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সৎ—ভাবের বিকাশ, সন্ধিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ হিরণ্ময় কোষে। আত্মার আনন্দভাবের বিকাশ হ্লাদিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ আনন্দময় কোষে। আত্মার চিৎ—ভাবের বিকাশ সংবিৎ শক্তিতে। ঐ শক্তির প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোষে। এই তিন সূক্ষ্মতর কোষেও শক্তির ক্রিয়ার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ঐ ক্রিয়ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবে আত্মার সচ্চিদানন্দ ভাব সম্পূর্ণ অব্যক্ত। সুতরাং

ঐ সূক্ষ্মতর কোষত্রয়ও অস্পষ্ট। অতএব কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সাধারণ আলোচনায় ইহাদিগের প্রসঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

যে কোষে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেই কোষ স্পন্দিত করিয়াই স্পন্দনের নিবৃত্তি হয় না। স্পন্দন উপযুক্ত উপাধির (Medium) সাহায্যে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া সম-জাতীয় বস্তুতে প্রতিস্পন্দন উৎপন্ন করে। ইহাই কর্ম্মের পরগত ফল। যেমন শব্দ; একটী বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করিলে কেবল যে সেই তন্ত্রীই স্পন্দিত হয় তাহা নহে; সেই আঘাত-জনিত স্পন্দন দিগন্তে প্রসারিত হইয়া অন্যান্য তন্ত্রীকেও স্পন্দিত করিয়া তুলে। এইরূপ আমাদের ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া অপরের সম্বন্ধেও কার্য্যকারী হয়। ইহাই কর্ম্মের পরগত (objective) ফল।

আমাদের চেষ্টনা (action) যে অপরের ইষ্টকারী বা অনিষ্টকারী হয়, অপরকে সুভাবে বা কুভাবে স্পন্দিত করে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ চিরদিন ধর্ম্ম-শিক্ষকেরা সৎদৃষ্টান্তের সুফল এবং অসৎ দৃষ্টান্তের কুফল কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে কাহারও মত-ভেদ নাই। কিন্তু আমাদের ভাবনা ও বাসনাও কি অপরের সম্বন্ধে ফলপ্রদ হয়? অনেকে বিবেচনা করেন যে আমাদের চেষ্টা যদি সৎ হয়, তবে ভাবনা ও বাসনা যতই অসৎ হউক না কেন, তদ্দ্বারা আমাদেরই অনিষ্ট হয়, অপরের কোন অনিষ্ট নাই। এইরূপ সৎচিন্তা ও সুবাসনার দ্বারা ও আমাদের নিজেদেরই ইষ্ট হইতে পারে, অপরের তাহাতে কোন ইষ্টাপত্তি নাই। মহাকবি মিল্টন (Milton) বলিয়াছেন যে দেবতার ও মনুষ্যের চিত্ত কুবাসনা ও কুভাবনার হিল্লোলে আন্দোলিত হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা স্থায়ী কোনও অনিষ্ট হয় না। এ মত সমীচীন নহে। যেমন শব্দের স্পন্দন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হইয়া প্রতিস্পন্দন উৎপন্ন করে, সেই রূপ ভাবনা ও বাসনার স্পন্দনও একের মস্তিষ্ক হইতে অপরের মস্তিষ্কে, এক জনের মন হইতে অন্য জনের মনে সঞ্চারিত হয়। ইহাকে Telepathy বা thought transference বলে। Thought transference যে কাল্পনিক পদার্থ নহে, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকপ্রবর Sir Oliver Lodge, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া Reviews of Review পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে thought transference সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার দ্বারা ইহার সত্যতা এরূপ ভাবে প্রমানিত হইয়াছে, যে এখন ইহাকে বৈজ্ঞানিক তথ্য রূপে ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞানসভায় উপস্থিত করা যাইতে পারে। এক মস্তিষ্ক হইতে যে অপর মস্তিষ্কে চিন্তা সঞ্চারিত হয়, ইহাতে অ-বৈজ্ঞানিক কিছুই নাই। বিজ্ঞান এখন wireless telegraphy প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কেবল বিজ্ঞানশালায় পরীক্ষার জন্য নহে; সভ্য জগতের কার্য্যক্ষেত্রে এখন wireless telegraphy ব্যবহার চলিতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজা যুক্তরাজ্যের অধ্যক্ষকে wireless telegraphyর সাহায্যে বিনা তারযোগে সমুদ্র পারে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি রুষ জাপান যুদ্ধে wireless telegraphyর ভূয়ঃ প্রয়োগ হইতেছে। Telepathy আধ্যাত্মিক wireless telegraphy ভিন্ন আর কিছুই নহে। Wireless telegraphyতে যেরূপ একস্থলে conductor বা চালক ও অন্যস্থলে receiver (ধারক) যন্ত্র থাকে, এবং উভয়ের মধ্যে আকাশ সংযোগতন্তুর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেই রূপ thought transferenceএ ও এক মস্তিষ্ক হয় চালক, অপর মস্তিষ্ক হয় ধারক, এবং উভয়ের মধ্যে ভাবনার বিনিময় চলিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে আমাদের চিন্তা এক মন হইতে অন্য মনে সঞ্চারিত হইতে পারে। সুতরাং, চেষ্টনার বিষয়ে যেমন আমাদিগের দায়ীত্ব, বাসনা ও ভাবনার বিষয়ে ও সেইরূপই দায়ীত্ব। কারণ, সুচিন্তা ও সুবাসনার দ্বারা যেমন আমরা অপরের ইষ্ট সাধন করিতে পারি, দুশ্চিন্তা ও দুর্ব্বাসনার দ্বারা সেইরূপ অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা যায়, কিরূপে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ কার্য্যকারী হয় এবং কেনই বা ধর্ম্মজ্ঞেরা শত্রুর সম্বন্ধেও দ্বেষ-হিংসার ভাব বর্জ্জন করিয়া মৈত্রী ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন। * এইজন্যই যীশুখৃষ্ট শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন যে যদি কেহ কোন রমণীর সম্বন্ধে কামভাব পোষণ করে,

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী Annie Besant কৃত "Path of Discipleship"

তবে সে ব্যভিচার দোষে দোষী হয়। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ মনঃসংযমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন; এবং যাহারা বাহিরে ক্রিয়াসংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, তাহাদিগকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা।

যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করে, অথচ মনে মনে কামনার বস্তুকে ধ্যান করে, সেই মূঢ়ব্যক্তিকে কপটাচারী বলা যায়।' অতএব, দেখা যাইতেছে যে ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার কেবল যে স্বগত (সংস্কার-রূপ) ফল হয়, তাহা নহে ইহাদিগের পরগত ফলও আছে।

ইহা কর্ম্মের সাক্ষাৎ (Immediate) ফল। কর্ম্মের পরোক্ষ (mediate) ফলও আছে। তাহাকে অদৃষ্ট বলে। আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমরা অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। একজন অপরকে হত্যা করিল, অথবা তাহার প্রাণ রক্ষা করিল। ইহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাহার একটি অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। প্রথম স্থলে হত ব্যক্তির নিকট সে ঋণী হইল; দ্বিতীয় স্থলে রক্ষিত ব্যক্তি তাহার নিকট ঋণী হইল। এই দেনা পাওনার চিত্রগুপ্তের চিরন্তন খাতায় জমা খরচ রহিল। যতদিন না এই ঋণ উসুল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। হন্তাকে হত হইতে হইবেই; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইবেই। এইরূপেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। যতদিন না ভোগশেষ হয়, ততদিন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়,—তা সে কর্ম্ম-সুকৃতই হউক, অথবা দুষ্কৃতই হউক। ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় নাই।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
শুভাশুভঞ্চ যৎকর্ম্ম বিনা ভোগান্ ন তৎক্ষয়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—কৃষ্ণজন্ম উত্তর চরিত ৮৪।

চতুর্থ অধ্যায়ে এবং Leadbeater কৃত "Introduction to Theosophy গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সেইজন্য মহাভারতকার বলিয়াছেন "যথা ধেণুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং। তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি। শান্তিপর্ব্ব—১৮১।১৬।

'যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস আপন মাতাকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে অনুসরণ করে'। অতএব কর্ম্মের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবেই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফলভোগ করিতে হইবেই। As you sow, so you reap ; যেমন বীজ, তেমনি বৃক্ষ। আমড়া বীজ পুঁতিয়া আম্রফলের আশা অতিশয় দুরাশা। পুণ্য কর্ম্ম (সুকৃতের) ফল সুখ ; পাপ কর্ম্ম (দুষ্কৃতের) ফল দুঃখ ; এ নীতির কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন তেহ্লাদপরিতাপফল পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ—যোগদর্শন—সাধনপাদ ; অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ *। ইহাই কর্ম্মফলের সাধারণ নিয়ম।

কিরূপে কর্ম্মের দ্বারা ভোগ নিয়মিত হয় এবং কর্ম্মফলের অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* জর্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) এই নিয়ম স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন—a postulate of Practical Reason.

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জીવ * કહેતાં જે અવિદ્યોપાધિક † પ્રત્યકઆત્મા તેને ઘના દહાડાનો ભ્રમથયો નામ અનાદિ કાલની ભૂલ હઇછે, એટલે તેને કબીણે પોતે [জીবাত্মা এ] আপনে [পোতানে] দেহ હું এম্ মানী লীধুঁছে। এন বস্তুতাথী পোতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপছে, দেহরূপ নথী। ভূলথী জ હું দেহ, હું মনুষ্য,, હું ব্রহ্মণ, હું ক্ষত্রিয, ইত্যাদি মানেছে।

অবিদ্যা কি? বেদান্তমতে অবিদ্যা কাহাকে বলে? যে অবিদ্যা বা মায়ার শক্তিতে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বয়ং বুঝিয়া উঠা, বা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কি কাহারও সাধ্য? না,—অবিদ্যা বুঝাইতে চেষ্টা করাই আমাদের অবিদ্যা! তবে যে অবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে, ইহা কেবল পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তিব বিবরণ মাত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞান, ইন্দ্রজালের ন্যায, স্বপ্নের ন্যায় বা মরুভূমিস্থ

---

* জীব অর্থাৎ অবিদ্যা উপাধিযুক্ত প্রত্যক আত্মা, তাহার বহুদিনের ভ্রম হইয়াছে, অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে ভ্রম হইয়াছে। সেইজন্য নিজে [জীবাত্মা] আপনি [স্বয়ং] "দেহই আমি"—এইরূপ বুঝিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, দেহরূপ নহে। প্রমাদ বশতঃ—"আমি দেহ,"—"আমি মনুষ্য,"—"আমি ব্রাহ্মণ,"—"আমি ক্ষত্রিয়," —ইত্যাদি অঙ্গীকার করেন।

† উপাধি—"উপ, সমীপে অধীযতে অনেনেতি উপাধিঃ" অর্থাৎ যে বস্তু যাহার নিকটে থাকিয়া নিজের ধর্ম্ম নিকটস্থের উপর আরোপ করে, সেই বস্তু তাহার উপাধি; যেমন জবাপুষ্প সন্নিহিত স্ফটিকের উপাধি। যদি স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প রাখা যায়, তাহা হইলে সেই জবাপুষ্প নিজের লোহিতবর্ণ স্ফটিকেব উপর আরোপ করে, সুতরাং শ্বেতবর্ণ স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, প্রভৃতি আত্মার উপাধি; কারণ, ইহারা আত্মার সন্নিহিত থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম আত্মার উপর আরোপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত।

মরীচিকার ন্যায়, অথবা রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মায় কল্পিত হয়; তাহা বাস্তবিক নাই। যাহা আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই নহে, তাহা নিজে অসৎ, অবস্তু। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত হইলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়, আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাহা কোন বস্তু, তাহা একবারে নষ্ট হয় না, তাহার কিছু না কিছু প্রকারান্তরে অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং এই অবিদ্যা বাস্তবিক কোন বস্তু নহে; কেবল অন্তঃকরণের ভ্রান্তি-মূলক দীর্ঘ সংস্কারপ্রবাহ মাত্র।

দৃষ্টান্ত। যেমন, এক ব্রাহ্মণ অনেক সিদ্ধি খাইয়াছিল, তাহার নেশাতে সে নিজের ব্রাহ্মণত্ব ভুলিয়া, "আমি শূদ্র"—"আমি বৈশ্য"—"আমি ক্ষত্রিয়—ইত্যাদি বিপরীত বাক্য বলিতে লাগিল। পরন্তু এরূপ বিপরীত বলিবার সময় ব্রাহ্মণত্ব ছাড়িয়া [নাশ করিয়া] সে শূদ্রাদি হয় নাই, ব্রাহ্মণই আছে; কিন্তু নেশার বশে, বিপরীত বলিতেছে। ইহার কিছুক্ষণ পরে তাহার কোন হিতৈষী পুরুষের সমাগম হইল, তিনি উহার নেশা কাটাইবার জন্য, তাহাকে ঘৃত ও দধি পান করাইলেন। উহাতে সেই ব্রাহ্মণের নেশা কাটিয়া গেল, তাহার পরে সেই ব্রাহ্মণ,—"আমি ব্রাহ্মণ"—এইরূপ নিজের স্বাভাবিক স্বরূপ জানিতে পারিল। আর, "আমি শূদ্র"—এরূপ কদাপি সে অঙ্গীকার করিবে না। যদবধি নেশা ছিল, তদবধিই বিপরীত বুদ্ধি ছিল, কারণ নেশার নিবৃত্তি হইলে বিপরীত বুদ্ধি থাকে না।

সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ প্রত্যক্‌আত্মা নিজের অজ্ঞানরূপী নেশাতে অবিদ্যাকল্পিত মায়িক স্থূলসূক্ষ্মশরীরেরকল্পিত সম্বন্ধ দ্বারা নিজের বাস্তব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভুলিয়া, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি গৃহস্থ, আমি ত্যাগী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি জন্মাই, আমি মরি, ইত্যাদিরূপ বিপরীত অধ্যাস করে। বাস্তবিক স্বয়ং দেহাদির দ্রষ্টা, সাক্ষী, ও ব্রহ্মস্বরূপ, পরন্তু তাহা অজ্ঞান বশতঃ জানিতে পারে না। আর যখন সেই অজ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরুরসমাগম হয় এবং সেই গুরুদেব উহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশরূপী ঘৃত পান করান, তখন

তাহার অজ্ঞানরূপী নেশা নষ্ট হয়। তাহার পরে সেই পুরুষ, "আমি দেহ,"—"আমি মনুষ্য,"—"আমি কর্ত্তা,"—"আমি ভোক্তা,"—ইত্যাদি, এইরূপ অধ্যাস কদাপি স্বীকার করিবে না; তখন "আমি সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম"—তাহার দ্বারা এইরূপই স্বীকৃত হয়। পরন্তু এইরূপ যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বহুদিনের বা অনাদি কালের ভুল হেতু "আমি দেহী"—এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। কোন এক ছাগপালক একটি অরণ্যে পর্ব্বতগুহায় নবজাত দুইটি সিংহশাবক দেখিয়া, তন্মধ্যে একটিকে নিজের ঘরে আনিয়াছিল। আর তাহাকে নিত্য দুগ্ধপান করাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্টও করিয়াছিল। সেই সিংহশাবক নিত্যই অজাদল সহ অরণ্যে বিচরণ করিতে যায়, আর সমস্তদিন অজাসঙ্গে ভ্রমণ করে, ঘাস খায়,—"ব্যা—য়্যা"—"ব্যা—য়্যা"—করিয়া চিৎকার করে। দৌড়ায়, বসে, জলপান করে, আর সায়ংকালে অজাদলসঙ্গেই রাখালের গৃহে পুনরাগমন করে। ঐ সময় রাখাল তাহাকে খোয়াঁড়ে অজাসঙ্গে পুরিয়া রাখে। এইরূপে সিংহশাবকটী ছাগলের সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রত্যহ এই রীতিতে সেই সিংহের শাবককে রাত্রিদিবস অজাসঙ্গে রাখায়, সে নিজের সিংহস্বরূপ ভুলিয়া, "আমি অজা"—এইরূপ অজ্ঞান তাহার দৃঢ় হইল। আর তাহাকে রাখালও সর্ব্বদা "অজা" বলিয়া ডাকিত; অর্থাৎ রাখাল তাহার "অজা"—এই নাম ব্যবহার করিত। কোন দিনই—"তুমি সিংহ"—এইরূপ ভুলেও বলিত না। এই প্রকারে নিত্য অজার সহিত গমনাগমন এবং বিচরণ করিতে করিতে বহু দিবস গত হইল, তাহাতে সেই সিংহ শাবকের নিজের অজার অধ্যাস ["আমি অজা হই"—এই ভ্রম] দৃঢ় হইল। তাহার পরে সেই বনে এক দিবস অজাযুথসঙ্গে ঐ সিংহশাবককে অন্য একটি পার্ব্বতীয় সিংহশাবক, [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিংহশাবকের সহোদর] দেখিতে পাইল যে "একটি সিংহশাবক অজাদলসঙ্গে চরিতেছে,—ঘাস খাইতেছে, আর "ব্যা—য়্যা"—"ব্যা—য়্যা"—করিতেছে। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অজাসকল পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ও

ইহা দেখিয়া, সহচর * সিংহশাবকও পলাইতে লাগিল। সিংহও অজার মত পলাইতেছে দেখিয়া, পর্ব্বতবাসী সিংহশাবক আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, এবং তাহাকে চিৎকার করিয়া বলিল, "হে ভাই! হে বন্ধু! হে মিত্র! পালিও না! তুমি থামো। একটু অপেক্ষা কর- দাঁড়াও তোমায় বলিবার কিছু আছে।" ইহা শুনিয়া অজার সহচর সিংহশাবক † তখন থামিল।

---

* পার্ব্বতীয় সিংহশাবকের গর্জ্জন শুনিয়া অজাদলসঙ্গী সিংহশাবকের পলাইবার হেতু কি? উত্তর,—ছাগলেরা খাদ্যখাদকসম্বন্ধহেতু স্বভাবতঃ প্রাণভয়েই পলাইতে লাগিল; সিংহশাবকও অসতেরসঙ্গ-প্রবাহে পলাইতে লাগিল। যদিও অসৎসঙ্গে দেহাধ্যাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছাগলের মত প্রাণভয়ে পলায় নাই; কেননা সিংহ যে ছাগলের মত উহাকে খাইবে, সে সংস্কার উহার মনে নাই; তবে সঙ্গীরা প্রাণভয়ে পলাইতেছে, ইহা দেখিয়া সেও পলাইতে আরম্ভ করিল। সিংহকে দেখিয়া সিংহের স্বরূপতঃ প্রাণভয় হয় না। কেননা সিংহ, সিংহকে মারিয়া ভক্ষণ করে না, ছাগলকে মারিয়াই ভক্ষণ করে। কেবল অসৎসঙ্গে থাকিয়া,—"আমি অসৎ"—এইরূপ ভ্রম উহার হইয়াছিল মাত্র। পরন্তু সে অধ্যাসবশাৎ [তৈল পায়িকা যেমন ধ্যানবশাৎ কাঁচপোকার মূর্ত্তি ধারণ করে তদ্রূপ] অজামূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই, সুতরাং অজার সম্পূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই; তবে সঙ্গবশাৎ কেবল বুদ্ধির মোহ হইয়াছিল মাত্র। নতুবা সিংহশাবক ছাগলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অনেক লোক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। অনেক উন্মাদ রোগগ্রস্থব্যক্তি আপনাদিগকে কাচ নির্ম্মিত, অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশু বিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন সেই অহংসারূপ্য স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না, কেননা উহা ক্ষণভঙ্গুর; সামান্য আঘাতে,—সামান্য সন্দেহে,—উহার বিপর্য্যায় হইবার সম্ভাবনা। এখানে সিংহশাবক সন্দেহাকুল হইয়া যেমন সঙ্গবশাৎ পলায়ন করিতেছে, তেমনি আবার অপর সন্দেহে থামিতেও পারে। এ বিষয়ে শঙ্কা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

† পার্ব্বতীয় সিংহশাবকের কথায় অজাদলসঙ্গী সিংহশাবক থামিল কেন? মনে কর, কেহ যদি ভ্রম বশতঃ কোন একটী কুকাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়,

তাহার পর পার্ব্বতীয় সিংহশাবক, তাহার নিকট আসিয়া কহিল যে, "হে ভাই! তুমি সিংহ হইয়া অজাদল মধ্যে কেন বিচরণ করিতেছ?" তৎপরে সেই অজাসহচর সিংহশাবক রোষযুক্ত হইয়া বলিল যে, "আমিত সিংহ নহি, যদি তুমি সিংহ হও তো ভালই! আমি ত অজা; আমাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না"। এই প্রকার উহার বিপরীত কথা শুনিয়া সেই পার্ব্বত্য সিংহের মনে হইল যে, এ যদবধি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদবধি উহার অজার সঙ্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, আর উহাকে যে রাখাল বনেতে চরায়, সেও উহার অজা নাম দিয়াছে; তাহাতে উহার—"আমি অজা"—এইরূপ মিথ্যা অধ্যাস দৃঢ় হইয়াছে। সেই মিথ্যা অধ্যাসকে আমি উপদেশ দ্বারা বিনাশ করিব। এইরূপ বিচার করিয়া পার্ব্বতীয় সিংহশাবক সেই অজাধ্যাসী সিংহশাবককে বলিতে লাগিল যে, "হে ভাই! তুমি বিচার করিয়া দেখ, সেই অজা সকল ক্ষুদ্রকায়, আর তুমি তো স্থূলকায়, তোমার আকার ও অজা হইতে ভিন্ন, তবে তুমি অজা কিরূপে হইতে পার?"

উহা দেখিয়া অন্য কেহ তাহাকে তৎকার্য্য হইতে আপাততঃ নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত, যদি কোন প্রকার প্রবোধ দেয়, তবে কদাচিৎ সে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেও পারে, অর্থাৎ কেহ যদি তাহাকে বলে যে, তুমি কেন এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত বা প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ভাল করিয়া অগ্রে বুঝিয়া দেখ, তাহার পর যদি তৎকার্য্য করিতে রুচি হয়—করিও, তাহাতে আপত্তি কি? আপাততঃ নিবৃত্ত হও, বুঝিয়া দেখ, ভাল করিয়া বিবেচনা কর।" এইরূপ বাক্য দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তাকে অনেকস্থলে প্রবৃত্ত কর্ম্মে আপাততঃ নিবৃত্ত হইতে দেখাও যায়। এস্থলে অজাদলসঙ্গী সিংহশাবক ও তজ্জন্য আপাততঃ থামিল। এইরূপ কার্য্যক্ষেত্রে [মোহাবেশ সত্বেও] অনেকেই [মহাত্মা অর্জ্জুনের মত] স্বধর্ম্মত্যাগে প্রস্তুত হইয়া উপদেষ্টা কর্ত্তৃক সন্দেহ ভৎসনা, আদি ত্রিবিধরূপ বাধাপ্রাপ্তে প্রবৃত্তকর্ম্মে বা অভিলষিত অনুষ্ঠানে নিরস্ত বা নিবৃত্ত হইয়াছেন; [তাৎপর্যার্থ এই যে পরধর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়াছেন।] পরিশেষে আত্মপ্রবোধ পাইয়া যখন বুঝিয়াছেন যে "অকরণাৎ মন্দকরণ শ্রেয়ঃ"—"স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ"—"স্বধর্ম্ম এব সকলং ধত্তে,"—তখনই মহাত্মা অর্জ্জুনের মত বলিয়াছেন যে,—

"নষ্টোমোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ ১৮ অঃ গীতায়াং।

যখন এইপ্রকারে উহাকে অনুভব করাইয়া দিল, তখন সেই অজ সিংহ শাবকের কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল।

তৎপরে সেই পার্ব্বতীয় সিংহশিশু উক্ত অজ সিংশাবককে সন্নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীর কিনারায় লইয়া গিয়া জলেতে মুখ প্রতিবিম্ব দেখিতে বলিল। আর বলিল যে, "দেখ, তোমার মুখ, আর আমার মুখ সমান, অর্থাৎ একই প্রকার, আর অজার মুখ লম্বা; তোমার আমার মত গোল নহে।

এই বাক্য শুনিয়া ও বিশেষ রূপে বিচার করিয়া এবং নিজের লক্ষণ তুলনা করিয়া যখন সে নিশ্চয় করিল যে, আমি সিংহ—তখন সে মেঘ গর্জ্জনবৎ নাদ করিতে লাগিল; তখন তাহার মেষবৎ-চিৎকার কোথায় চলিয়া গেল! আর মনে মনে পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিল যে, এতদিন পর্য্যন্ত অজা সঙ্গে থাকিয়া—"আমি অজা"—এইরূপ ব্যর্থ স্বীকার করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলাম। এখন হইতে আর কোন দিনই অজার সঙ্গ করিব না, বরং উহাদিগকে বিনাশ করিব। এইরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক চিত্তের ব্যাকুলতা দূর করিয়া, আমি অজা নই স্থির করিল—তখন তাহার মোহ * নষ্ট হইল। তদবধি সে অজাদল সঙ্গ এককালে ত্যাগ করিয়া এবং ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া গভীর গর্জ্জন সহকারে ছাগমেষাদি সংহারপূর্ব্বক সুখে ও অকুতোভয়ে সিংহসহ বিচরণ করিতে লাগিল;

সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ দ্রষ্টা যে আত্মা, তাঁহার অনাদি কালের স্ব স্ব রূপের যে অজ্ঞান আছে, তাহার দ্বারা এবং কামকর্ম্মাদির সম্বন্ধ হইতে অবিদ্যা-কল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদির সমুদায়রূপ অজাযুথে আসিয়া, উহাতে অধ্যাস করিয়া, —"আমি মনুষ্য, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি ব্রাহ্মণাদি, আর আমি ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী—এইরূপ স্বীকার করিয়াছে, এবং নিজের যে সাক্ষী, দ্রষ্টা, আর সচ্চিদানন্দরূপ স্বাভাবিক স্বরূপ,—তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকুমার শর্ম্মা।

---

* স্বভাব জ্ঞানের বিলোপ অবস্থার নাম মোহ।

লর্ড কেলভিন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্ম ও যাহা বিজ্ঞান তাহা, ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না সহস্রার, ষট্‌চক্র, যদি anatomy হয়, তাহা হইলে বল, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এক হইয়া যায় কি না? শরীর সংখ্যা জানিলে যদি অপবর্গ হয়, মোক্ষ হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকে, উপেক্ষা করি কি কারণ? চরকাচার্য্যও স্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

শরীর সংখ্যাং যোবেদ সর্ব্বামেবযশের ভিষক
তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতি
একস্মিন সদঃ সংখ্যাতম পৃথকত্বেনাপকাঃ ॥

একজন শবচ্ছেদ প্রভৃতি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে তত্ত্ব বহুকষ্টে আয়ত্বাধীন করে, আর একজন একদণ্ডে সে তত্ত্ব জানিতে পায়। যিনি অম্লজান ও জলযানের সংযোগ দ্বারা জল উৎপন্ন হয় এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে ইহার জন্য কত বৎসর ব্যয় করিতে হইয়াছে, কিন্তু তুমি আমি বলিব "জল, ইহা নখদর্পণে দেখিতে পাই"।

আঁক কষিয়া যে আনন্দ উত্তর দেখিয়া সে আনন্দ হয় কি? ধর্ম্মের সাধনায় তাই ভূমা আনন্দ আজ বিজ্ঞানের ভিতর আনন্দ থাকিলেও তাহা উদ্দাম নহে, তাহা ভূমা নহে; তাহা সংযত। শ্রীচৈতন্যদেব যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ভূমিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে কাঃকাঃ কাঃকাঃ শব্দ করিয়াছেন সেই তত্ত্ব কেলভিন ধরিয়াও অপ্রমত্ত। Eurekaয়, লোক প্রমত্ত হয়, কিন্তু আমাদের মত নখদর্পন করিয়া কেহ প্রমত্ত হয় কি? না হইলেও ফলে একই কথা,—স্বকীয় সুখ ছাড়িয়া দিলে, জগতের সম্বন্ধে Eureka ও যাহা আর উত্তর দেখাও তাহা' সেইজন্য মনে হয়, পণ্ডিত হ্যুবার্ট ব্যালফোরের শক্তি সাতত্য আর কপিলের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অষ্টামূল প্রকৃতি,—এক হইযাও, মত্ততা বিহীন। বিজ্ঞানের মূলে মত্ততা থাকিলেও তত্ত্ব আবিষ্কারে উদ্দাম নৃত্য থাকিলেও আমরা বিজ্ঞান পড়িতে গিয়া আর খোল করতাল যোগাড় করি না, কিন্তু ধর্ম্মের আচরণের ইঙ্গিতে

রাখেনকে" পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ দিয়া রাখি ; জানি কি, যদি কিছু ঘটিয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীসনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ পড়, Phyics পড়িতেছ তাহা বোধ হইবে না। তন্ত্র গ্রন্থে, পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উপদেশ পড়, Anatomy Embryology, Biology, Physiology পড়িতেছ, তাহা মনেও আসিবে না ; মার্কণ্ডেয় পুরাণে মার্কণ্ডের উপদেশ পড়, Cosmology, Geology পড়িতেছ, তাহা আর বোধ হইবে না। ওঁকারতত্ত্ব পড় তাহা যে Electricity তাহার আভাসও পাইবে না। মহাভারতে কাশ্যপের উপাখ্যান পড়, তাহা যে Zoology তাহা জানিতেও পারিবে না। হরিবংশে সমুদ্রমন্থন পড়, তাহা যে History of the Science of Medicine তাহা অনুমানও করিতে পারিবে না। বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সূর্য্যের কর্ত্তন পড়, তাহা যে Nebular theory সে ধারণা কিছুতেই হইবে না! তাল ছন্দ যে মেন্দেলীফের নূতন আবিষ্কার নয়, বেদ পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে না। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এক হইলেও, ভাবও ভাষায় কখনও যেন এক নহে, বরং বিপরীত বলিয়াই মনে লাগে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দেখাইব যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সত্যগুলি আমাদের শাস্ত্রে কেমন ধর্ম্মকথা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিএ, এল, এম্, এস।

পঞ্চপ্রাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই প্রাণের কার্য্য ও স্থানের বিষয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রাণ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই বিশদজ্ঞান নাই। অধ্যাপক Maxmuller ও এইনিমিত্ত তাঁহার The Six Systems of

Indian Philosophy নামগ্রন্থের কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, আদিম উপদেশষ্টৃগনের প্রাণ সম্বন্ধে ঠিক অভিমত কি তাহা বুঝিবার যো নাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শরীরবিদ্যা এবং প্রাণবিদ্যা (Biology) আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর শ্রুতিই অবশ্য মুখ্য উপজীব্য শাস্ত্র প্রমাণ।

প্রাণের সাধারণ লক্ষণ কি দেখা যাউক। প্রশ্নোপনিষদে আছে অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যেত, দ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি—অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া অবষ্টম্ভণ পূর্ব্বক এই শরীর ধারণ করিয়া আছি। অন্যত্র প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ অর্থাৎ প্রাণ এবং বিধারয়িতব্য রূপ তাহার কার্য্য বিষয় এই দুই শ্রুতি দ্বারা জানা যায় যে দেহধারণ শক্তির নাম প্রাণ। যে শক্তিদ্বারা বাহ্য দ্রব্য, কি না আহার্য্যবস্তু* শরীর রূপে পরিণত হয় তাহারই নাম প্রাণ। অনেকে মনে করেন, প্রাণ এক রকম বাতাস, কিন্তু তাহা নহে। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ—এই বেদান্ত সূত্র দ্বারা প্রাণ বায়ু নহে বলিয়া জানা যায়। বায়ু শক্তি বাচক। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে (২.৩১) আছে প্রাণাদিপঞ্চবায়ুবৎসঞ্চারাৎ বায়বো যে প্রসিদ্ধাঃ"—অর্থাৎ প্রাণাদি পাঁচটী, বায়ুর মত সঞ্চরণ করে বলিয়া বায়ুনামে খ্যাত।

স্রোতোভি র্যৈবিজানাতি ইন্দ্রিয়ার্থান শরীরভৃৎ।
তৈরেব চ বিজানাতি প্রাণান আহারসম্ভবান॥ (অশ্বমেধ ১৭)

ইহাদ্বারাও আহার্য্য হইতে সমগ্র জ্ঞানবাহী স্রোতঃ নির্ম্মাণ করা প্রাণ সকলের কার্য্য জানা যায়।

বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যোদস প্রাণ প্রচোদিতাঃ　　(শান্তি। ১৮৫)

প্রানাদি দশ প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নাড়ী সকল অন্নরস সকল বহন করে। মহাভারতে প্রাণ সকলের কার্য্য আরও স্পষ্ট আছে। যথা :—

"ভুক্তং ভুক্ত মিদং কোষ্টে কথমন্নং বিপচ্যতে।
কথং রসত্বং ব্রজতি শোনিতত্বং কথং পুনঃ॥

---

* সর্ব্বশরীরের, স্থূল হইতে কারণ পর্য্যন্ত, আহার্য্য বস্তু। পং সং

তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়ুস্থীনি চ পোষতি।
কথমেতানি সর্ব্বাণি শরীরানি শরীরিণাঃ॥
বর্দ্ধন্তে বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধতে চ তথা বলম্।
নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
কুতোবায়ং নিশ্বসিতি উচ্ছাসিত্যপি বা পুনঃ॥ অশ্বমেধ ১৯

অর্থাৎ অন্নভুক্ত হইয়া কিরূপে রসত্ব (Lymph) ও শোনিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপে মাংস, অস্থি, মেদ, ও স্নায়ুকে পোষন করে? আর এই শরীর কি রূপে নির্ম্মিত হয়? বলবৃদ্ধি বর্দ্ধমান প্রানীর বৃদ্ধি এবং নির্জীব মল সকলের পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নির্গম, আর শ্বাস প্রশ্বাস, কি রূপে হয়? অর্থাৎ ইহা সমস্তই প্রাণ দ্বারা হইয়া থাকে অতএব প্রাণ যে বাতাস নহে; কিন্তু প্রেরণাদিকারিকা শক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

সেই প্রাণ কোন্ জাতীয় শক্তি? প্রাণ-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত এক প্রকার করণ শক্তি। যাহার সাহায্যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার নাম করণ। যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠার। তদ্বৎ যে শক্তি দ্বারা জীবের দেহধারণ সিদ্ধ হয় তাহাই "প্রাণ" নামক করণ শক্তি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে করণত্বং প্রাণানমুক্তং"—

জীবস্য করণান্যাহুঃ প্রাণান্ হিতাংস্তু সর্ব্বশঃ।
যস্মাত্তু বশগা এতে দৃস্যন্তে সর্ব্বদেহিষু॥ সৌত্রায়ণ শ্রুতি।

সেই প্রাণ সকলকে জীবের করণ বলিতেছেন যেহেতু সর্ব্বদেহীতে প্রাণ সকল, জীবের বশগ দেখা যায়। সাংখ্যসূত্রে আছে "সামান্য করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণ ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাম। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২।৪।১৬) লিখিয়াছেন—"স (মহান্) চ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ নিশ্চয়শক্ত্যাচ, বুদ্ধিস্তয়োর্মধ্যে প্রথমং প্রাণবৃত্তিরুৎপদ্যতে, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের ক্রিয়াবৃত্তি (দেহধারণ রূপ) প্রাণ ও নিশ্চয় বৃত্তি বুদ্ধি; তন্মধ্যে প্রাণবৃত্তি প্রথমে উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রমাণে প্রাণকে অন্তঃকরণের পরিণাম বৃত্তি বলা যায়।

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মত প্রাণও যে এক প্রকার

করণ তাহার আরও একটি যুক্তি আছে। সমস্ত, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এক এক প্রকার যন্ত্র আছে, যদ্দ্বারা তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রকোষ প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে, যাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কিছুই নহে। ইহারা যে করণ শক্তির যন্ত্র, তাহাই প্রাণ; আর তাহাদের ক্রিয়া যে কেবল দেহধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এক্ষণে দেখা যাক প্রাণ কোন্ প্রকার করণশক্তি?

আমরা দেখিলাম যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণ ও করণশক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বাহ্য করণ বলা যায়, যেহেতু তাহারা বাহ্য দ্রব্যকে বিষয়রূপে ব্যবহার করে। সেই লক্ষণে প্রাণ ও বাহ্যকরণ; কারণ প্রাণ ও আহার্য্যকে দেহরূপ ধার্য্যবিষয়ে ব্যবহার করে। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা সকলেই বাহ্যকরণ শক্তি অন্তঃকরণ এই "বাহ্য করণত্রয় ও দ্রষ্টার মধ্যবর্ত্তী। তাহা বাহ্যকরণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে এবং ওদিকে আত্মচৈতন্যেরও অবভাসক। স্পষ্টই বুঝা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রকাশগুণ অধিক, অতএব উহা সাত্বিক। যে সমস্ত ক্রিয়া স্বেচ্ছার অধীন তাহার জননীশক্তিই কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলে ক্রিয়ার আধিক্য, প্রকাশ ও ধৃতির অল্পতা, অতএব কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজসিক। প্রাণের ক্রিয়া স্বরসবাহী, স্বেচ্ছার অনধীন, আর তাহার কার্য্য ধারণ বা স্থিতি, সে হেতু প্রাণকে অপরিদৃষ্ট (তামসিক) করণশক্তি (৩।১৮) বলা হইয়াছে। অতএব জানা গেল তামসিক বাহ্যকরণশক্তি। ভ্রাতৃগণ স্মরণ রাখিবেন যে, শাস্ত্রের আদিম উপদেশ সকল ধ্যানীদের অলৌকিকপ্রত্যক্ষের ফল। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন; সেই সকল বাক্য অবলম্বন করিয়া প্রচলিত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে "ইতি শুশ্রুমে ধীরানাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" অর্থাৎ ইহা ধীরদের নিকট শুনিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগকে বলিয়াছেন।

ধীরগণ হয়ত একটি জ্ঞান নাড়ীকে "বিদ্যুৎপাক সমপ্রভং" বা "মৃতাতন্তু পমেয়া বা বিদ্যুম্মালাবিলাসামুনি মনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা" দেখিবেন আর অনুবীক্ষণ যোগে আমরা হয়ত তাহা শ্বেততন্তুরূপ দেখিব। অতএব প্রাণের

যথার্থ তত্ত্ব নিষ্কাসন করিতে হইলে আমাদিগকে ধ্যানপরায়ণ হইতে হইবে। এক্ষণে—প্রাণের অবান্তর ভেদ বিচার্য্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায়, প্রাণ ও পঞ্চধা বিভক্ত যথা :—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। এই সকল প্রানের দ্বারা সমস্ত শরীর বিধৃত হইয়া সর্ব্বদেহেই সকল প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তির বসে প্রাণসকল তাহাদের উপযোগী অধিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তদ্ব্যতীত প্রানাদির নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান আছে। যদিও একের অধিষ্ঠানে অন্যের সহায়তা দেখা যায়, তথাপি যাহাতে যাহার কার্য্যের উৎকর্ষ তাহাই তাহার মুখ্য অধিষ্ঠান বলিয়া জানিতে হইবে। তন্মধ্যে দেখা যাউক প্রাণ কি? প্রশ্নোপনিষদে আছে "চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে"। অর্থাৎ চক্ষুঃ শ্রোত্রমুখ ও নাসিকায় প্রাণ স্বয়ং আছেন. "মনোকৃতেনাযাত্যস্মিঞ্চরীরে" মনের কার্য্যের দ্বারা এই শরীরে আইসে।

"মনোবুদ্ধিরহংকারো ভূতানিবিষয়াশ্চেসং।
এবংত্বিহস সর্ব্বত্র প্রানেন পরিচাল্যতে॥ (শান্তি ১৮৫)

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্ব্বদেহে পরিচালিত হয়।" "এনং চাক্ষুষংপ্রাণমনুগৃহ্নানঃ" অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইয়া চাক্ষুষপ্রাণকে (রূপজ্ঞানরূপ) অনুগৃহীত করেন। "প্রাণোমূর্দ্ধি, চাগ্নৌচ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে" অর্থাৎ প্রাণ মস্তকেও তত্রত্য অগ্নিতে বর্ত্তমান থাকিয়া চেষ্টা করে। "প্রানোহৃদয়ম্" (শ্রুতি), "হৃদিপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" প্রাণঃ প্রাগ্‌বৃত্তিরুচ্ছ্বাসাদি কর্ম্মা" (শঙ্করভাষ্য ২।৪।১২) অর্থাৎ প্রাণ প্রাক্‌বৃত্তি তাহা শ্বাসাদিকর্ম্মা। এই সকল বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :—

(১) প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান আছে ও তাহা বিষয়-জ্ঞান-বহা-যন্ত্রে অধিষ্ঠিত এবং তাহা মস্তিষ্কেও আছে।

(২) প্রাণ হৃদয়ে থাকে, ও তাহা শ্বাসাদিকর্ম্মা।

এই দুই সিদ্ধান্ত সহসা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মানুসন্ধানে সুন্দর সাম্য দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়া নিম্ন প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুস্-ফুস্-কুক্ষিস্থ বায়ুকোষ সকল সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধ নাড়ী (Sensory nerves) মস্তিষ্কের অংশ বিশেষকে জানাইয়া-দেয়। A Sensation, the need of breathiug is normally connected with the performance of respiration—The Cornhill Magazine 164.। তাহাতে নিশ্বাস লইবার প্রযত্ন হয়। সেইরূপ নিশ্বাসান্তে বায়ুকোষ সকলের স্ফীতিতে সেই বোধনাড়ী সকল মস্তিষ্কে উদ্রেক বিশেষ বহন করিয়া, শ্বাস ফেলিবার প্রযত্ন আনয়ন করে। অতএব শ্বাস ক্রিয়ার মূল ফুস ফুস্ ত্বগ্গত সেই বোধ নাড়ী, সুতরাং চক্ষুরাদিস্থ যে প্রকার নাড়ীতে (বোধবহা) প্রাণস্থান, শ্বাসযন্ত্রে ও সেই প্রকার নাড়ীতে প্রাণবৃত্তি হইল। এই রূপ অন্যস্থানের বোধনাড়ীতে ও প্রাণ স্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্ননাড়ীর যে ত্বক্ (Epithelium) তত্রস্থ ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ-কারী নাড়ীতে এবং করতলাদিগত আশ্লেষবোধক নাড়ীতে ও প্রাণস্থান বুঝিতে হইবে যোগার্ণবে দেখা যায়ঃ—

"আস্যনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যে নাভিমধ্যগে।

প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেপিকেচন॥"

এই Sensory nerves অর্থাৎ বোধ নাড়ী সকল বাহ্যকরণে প্রবুদ্ধ হয়। কারণ রূপাদি বিষয়, শ্বাসবায়ু, পেয় ও অন্ন সমস্তই বাহ্য বস্তু। আমাদের আহার্য্য ত্রিবিধ বায়ু, পেয় ও অন্ন। ঐ তিনের অভাবে শ্বাসেচ্ছা, পিপাসা ও ক্ষুধা বোধ হয়। সুতরাং ক্ষুৎপিপাসাদি সমস্তই ত্বাচবোধ ও বাহ্যোদ্ভব বোধ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে "তত্রবাহ্যোদ্ভব বোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণকার্য্যং" অর্থাৎ বাহ্যোদ্ভব বোধ সমূহের যে সকল অধিষ্ঠান (Seats) আছে তাহাদের ধারণ, কি না নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ করাই প্রাণের কার্য্য।

অতঃ পর উদান, কি ? তাহা বিচার করা যাক। "অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং পাপেন পাপং উভাভ্যাং মনুষ্যলোকং (প্রঃ উপনিষৎ

৩।৭) অর্থাৎ হৃদয় হইতে উর্দ্ধগামী সুষুম্না নাড়ী উদানের স্থান ; উদান মরণকালে পাপ দ্বারা পাপলোকে, পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোকে গমন করে। উদান কি ? "তেজোহবৈ উদানস্তস্মাদুপশান্ত তেজাঃ অর্থাৎ উদানই তেজ বা উষ্মা, যেহেতু মৃত্যুকালে (অর্থাৎ উদান ত্যাগে) পুরুষ উপশান্ততেজা হয়। "উর্দ্ধক্ষয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুত (যোগার্ণব) অর্থাৎ উদান নামে প্রাণ মর্ম্ম সকলকে উদ্বেলিত করে। "উদান জয়াজ্জলপঙ্ক-কণ্টকাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ। "(পাতঞ্জলসূত্র) উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয়, সুতরাং জলপঙ্ককণ্টক ইত্যাদিতে কোন বাধা হয় না ও ইচ্ছামৃত্যু হয়। উর্দ্ধারোহণ হেতু উদান। "উদান উৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্য বৃত্তি "(সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী) এই সকল বচন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে—

(১) উদান সুষুম্নানাড়ীস্থ শক্তি।

(২) „ উর্দ্ধবাহিনী শক্তি।

(৩) „ শরীরোষ্মার (Animal Heat) নিয়ন্তা।

(৪) উদান মৃত্যু সাধক, অর্থাৎ অপনীয়মান উদানের দ্বারা মরণ ব্যাপার সাধিত হয়।

প্রথমত দেখা যাক সুষুম্না নাড়ী কোনটা ? "মেরোঃ মধ্যে নাড়ী সুষুম্না" (ষট্‌চক্রং) অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না। মেরুদণ্ডের মধ্যে Spinal Cord নামক নাড়ী সমূহের এক গুচ্ছ দেখা যায়। শাস্ত্রে মেরুগত নাড়ী সকলের মধ্যে নাড়ী বিশেষকে সুষুম্না বলা হইয়াছে,যদ্দ্বারা প্রাণায়ামিগণ শরীর হইতে প্রাণকে সংহৃত করিয়া মস্তিষ্ক নিম্নে অবরুদ্ধ রাখেন। সুষুম্নারঅপর একটী নাম ব্রহ্মদণ্ড,—"দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধাপর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে। তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভি। ১৪ উক্তি অতএব বুঝা গেল মেরুগত বোধবহানাড়ীই সুষুম্না—যদ্দ্বারা শরীরধাতু গত (Tissues) বোধ বাহিত হইয়া সহস্রারস্থ (Brain) বোধস্থানে নীত হয়। মেরুরজ্জু (Spinal Cord) মধ্যস্থ যে ধূসর স্রোতঃ (Grey matter) মস্তকস্থ ধূসর স্নায়ুকোষ সঙ্ঘাতের সহিত মিলিত তাহা দিয়া প্রধানত বোধ বাহিত হইয়া যায়। The grey

matter which is continuous from the spinal cord to the optic thalamus, and through this certain afferent impulses such as those of pain, travel upwards. These nerves of pain do not appear to be anatomically distant from the others, but any excessive stimulation of a sensory, whether of the spinal or general kind, will cause pain (Kirke's Physiology p.161 p.636)

সুতরাং যে সব বোধবহানাড়ী শারীরধাতু (Tissues) গত, তাহাই উদানের স্থান, এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থ যে অংশে তাহাদের প্রধান স্রোতঃ ও উপকেন্দ্র, তাহাই সুষুম্না। দ্বিতীয়তঃ, উদান ঊর্দ্ধবাহিনী শক্তি। দেখা গেল বোধবহানাড়ী সকল অন্তঃস্রোতঃ (Afferent)। শাস্ত্রেও আছে ;—

"ঊর্দ্ধ মূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং (জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র ৬৮)

"ঊর্দ্ধ মূলমধঃ শাখং বায়ুমার্গেন সর্ব্বগম্ (উত্তরগীতা ২।১৮)।

তাহার ঊর্দ্ধস্থ মস্তিষ্করূপ মূলে বোধবহানাড়ী দ্বারা বোধ সকল বাহিত হয়। আর ধ্যানকালে সর্ব্বশরীর হইতে ঊর্দ্ধে মস্তকাভিমুখে উদানের এক ধারা চলিতেছে এইরূপ অনুভব হয়। অতএব মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বোধবাহী স্রোতঃ, সুষুম্নানাড়ী; আর উদানও তত্রত্য শক্তি হইল।

তৃতীয়তঃ, উদান শরীরোষ্মার সহিত সম্বদ্ধ।

"ত্রিতো মূর্দ্ধানমগ্নিস্তুশরীরং পরিপালয়ন্। প্রাণোমূর্দ্ধনি চাগ্নৌচ বর্ত্তমানৌ বিচেষ্টতে।" (মোক্ষ ধর্ম্ম ১৮৫অঃ) অর্থাৎ, অগ্নি মস্তক আশ্রয় করিয়া শরীর পরিপালন করিতেছে। ইহাতে শরীরোষ্মার (Animal Heat) মূলস্থান মস্তিষ্ক বলিয়া জানা গেল। Physiologyতেও Thermotaxic centre, Optic Thalamusএর নিকট বর্ত্তমান বলা হয়। আবার Physiologistরা আরও বলেন, শরীরগত অনুভবের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া সেই মস্তিষ্কাংশ যথোপযোগ্য ভাবে শারীরোষ্মা নিয়মিত করে। ইহাতে দেখা গেল, অনুভব নাড়ীও তাহাদের কেন্দ্ররূপ মর্ম্মস্থানে উদান।

চতুর্থতঃ, উদানের সহিত উৎক্রান্তি বা মরণ ব্যাপারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। অবশ্য শরীরাঙ্গ সকল ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়াই উদান মরণ সাধক। মরণকালে

কিরূপ ঘটে তাহা জানিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয় বৃত্তিঃ সন্মুখ্যায়াং প্রাণবৃত্ত্যাবতিষ্ঠতে" (শঙ্করভাষ্য), অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয় বৃত্তি ক্ষীণ হইলে বা বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টাবৃত্তি রহিত হইলে মুখ্যপ্রাণ বৃত্তিতে (উদানে) অবস্থান হয় সেই প্রাণবৃত্তি কিরূপ দেখা যাক। কোন কোন ব্যক্তি রোগাদিতে মৃতবৎ হইয়া পুনর্জীবিত হইয়াছে, ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। Society for Psychical Research সমিতির পত্রে Dr. Wiltse নামক জনৈক বিখ্যাত ডাক্তারের ঐরূপ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তিনি জ্বর রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল একবারে মৃতের মত হইয়াছিলেন, পরে সজীব হইয়া লিখিয়াছিলেন "After a little time the lateral motion ceased, and along the soles of the feet beginning at the toes, passing rapidly to the heels, I felt and heard as it seemed the breaking of innumerable small chords ; when this was accomplished, I began slowly to retreat from the feel towards the head as a rubber chord shortens" অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরে সেই পাশাপাশি দোলনভাব থামিল, পরে পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল দিয়া গোড়ালীর দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র তন্তু ছিঁড়িয়া আসিতেছে এমন শুনিতে লাগিলাম, এবং যখন ইহা শেষ হইল তখন অনুভব করিলাম যেমন একটি রবারের রজ্জু সঙ্কুচিত হয়, তেমনি আমি ধীরে ধীরে মস্তকের দিকে গুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। ভারতেও আছে—

"শরীরং ত্যজতেজন্তুশ্ছিন্দমানেষু মর্ম্মসু।
বেদনাভিঃ পরীতাত্মা তদ্বিদ্ধিদ্বিজসত্তম॥ (অশ্ব ১৭)

সেই অনুভবে সমস্ত শারীরকর্ম্ম সংস্কার মিলিত হইয়া যথাযোগ্য আতিবাহিক দেহ উৎপাদন করে; ইহাও জ্ঞাতব্য। অতএব সেই শারীরধাতুগত অনুভব নাড়ী জালই উদানের স্থান। আর তদ্দ্বারা পুণ্য ও পাপ লোকে নয়ণ বা দৈব ও নারক শরীর সঙ্ঘটন হয়।

এই চারি প্রণালীর বিচারে বুঝা যায় যে, আভ্যন্তর শারীরোপাদানস্থ অনুভব নাড়ীতে উদানের স্থান। সুতরাং "শারীর-ধাতু-গতঃ বোধাধিষ্ঠানঃ

ধারণমুদান কার্য্যং"। অর্থাৎ শারীর-ধাতু-গত যে আভ্যন্তরিক বোধ তাহার অধিষ্ঠান সমূহের (Seats) ধারণ (নির্ম্মাণ বর্দ্ধন ও পোষণ) করা উদানের কার্য্য। "তেন স্বাস্থপীড়াদ্যনুভবঃ"। এই জন্যই উদান "মর্ম্ম সকলের উদ্বেজক"। "তস্যচ মেরুগত সুষুম্নায়াং মুখ্যা বৃত্তিঃ। যে হেতু সুষুম্নাই ঐরূপ অনুভবের প্রধান পথ।

প্রাণ ও উদান উভয়ই বোধনাড়ীস্থিত। তন্মধ্যে প্রাণ বাহ্যবোধসম্বন্ধী, ও উদান শারীরধাতুগত বোধসম্বন্ধী। উদানই আভ্যন্তরীণ ব্যাঘাত জানাইয়া দেয়, এবং উহারই অস্ফুট আলোক দ্বারা দেহকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

অতঃপর বিচার করা যাউক—ব্যান কি ?

"হৃদি হ্যেষ আত্মা অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখা নাড়ী সহস্রানি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি" (প্রঃ উপনিষৎ ৩৬) অর্থাৎ হৃদয়ে ১০১ নাড়ী, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে; তাহাতে ব্যান চরণ করে। "অতোয্যান্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মানি যথাগ্নের্ম্মথনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্যধনুষঃ আয়মনং * * তানি করোতি (ছান্দোগ্য ১৩।৫। এজন্য অন্য যে সব বীর্য্যবৎ কর্ম্ম, যেমন অগ্নিমথন, ধাবন, দৃঢ়ধনুর নমন, ব্যান তাহাও করে। "বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বাদখিলশরীরবর্ত্তির্ব্যান। "ইহাতে বুঝাগেল :—

(১) ব্যান হৃদয় হইতে সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত নাড়ীজালে সঞ্চরণ করে।

(২) ব্যান সমস্ত বীর্য্যবৎ কর্ম্মযন্ত্রে অবস্থিত ভাবে আছে :—

"প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্ব্বাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যোদস প্রাণ প্রচোদিতা ॥"

সুতরাং অন্নরস বা শোনিতবহা, হৃৎপিণ্ডমূলা যে সকল নাড়ী ও তাহাদের শাখা প্রশাখা আছে ঐ সকল ব্যানের স্থান। সুতরাং ব্যান ধমনী ও শিরা গাত্র পেশীস্থ চালিকা শক্তি হইল; অর্থাৎ Involuntary muscles and vasomotor nerves সমূহে ব্যানের স্থান।

দ্বিতীয়তঃ, বীর্য্যবৎ কর্ম্মাদি লক্ষণে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে বা স্বেচ্ছাচালন যন্ত্রেও

ব্যানের স্থান সূচিত হয় ; অর্থাৎ Voluntary muscles and nerves তেও ব্যান আছে। আবার চালনকার্য্য পেশী সঙ্কোচদ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব "সর্ব্বকুঞ্চনহেতুমার্গেষুব্যানবৃত্তিঃ। কাযেই ব্যান Striped muscles ও তাহাদের nerves নির্ম্মান করে। ব্যানের মুখ্য স্থান "বিশেষেণ হৃদয়াৎ প্রস্থিতাসু রক্তাদিবহানাড়ীষু।" প্রত্যেক ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়াযন্ত্রের কিছু ক্ষয় ও তৎপরে পোষণ হয় ; তজ্জন্য ব্যানকে "হানোপাদান কারক" (যোগার্ণব) বলাহয়। তৎপরে বিচার্য্য আপন কি ? "পায়ুপস্থেষুহপানং (শ্রুতি) পায়ু ও উপস্থে অপান। "নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্" নির্জীবমল সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্গমন করা। "অপানমূত্যা-পানোহয়ং।—এই অপান মুত্রাদি অয়নয়ন করে।

"সচমেঢ়েচ পায়ৌচ উরুবঙ্ক্ষণজানুষু„।
জঙ্ঘোদরে কৃকট্যাঞ্চ নাভিমূলেচতিষ্ঠতি॥

সে (অপান) মেঢ্র, পায়ু, উরু, কঁচকি জানুজঙ্ঘা উদর গলা ও নাভি-মূলে থাকে। ইহাতে জানাযায় ঃ—

(১) অপানমল অপনয়নকারিনী শক্তি।

(২) পায়ু ও উপস্থে অপানের প্রধান স্থান।

(৩) অন্যান্য স্থানেও অপান আছে।

অতএব "মলাপনয়নশক্ত্যাধিষ্ঠানধারনমপানকার্য্যং" । অনেক আধুনিক গ্রন্থকার বিমুত্রোৎসর্গই অপানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; মলাদি ত্যাগ পায়ু নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছামূলক কর্ম্ম। শরীর হইতে মলকে পৃথক করিয়া নির্গমন করাই অপানের কার্য্য। পায়ু উপস্থই অপানের মুখ্যস্থান। অন্ননলীর গাত্রস্থ কোষ সকল Epithelial cells হইতে নিষ্যন্দিত মল পায়ুদ্বারা, পক্কাবশিষ্ট আহার্য্যের সহিত বহিষ্কৃত হয় এবং মুত্রকোষস্যন্দিত মল মেঢ্রাদি দ্বারা বহিষ্কৃত হয়। তদ্বতীত ত্বক্‌মলাদিও অপানের দ্বারা পৃথককৃত হইয়া পরিত্যক্ত হয়। সর্ব্ব শারীর যন্ত্রস্থ সমস্ত নিষ্যন্দক কোষে (Excretory cells) এবং অন্তঃকরণাধিষ্ঠানের

সহিত সম্বদ্ধ উক্ত কোষ সকলের স্নায়ুতে, অপানের স্থান।

অবশেষে বিচার্য্য-সমান কি ?

"এষহ্যেতদ্ধুতমন্নং সমন্নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি" (শ্রুতি)। এই সমান, ভুক্ত অন্নকে সমনয়ন (Assimilate) করে, তাহাহইতে এই অন্ন সপ্তশিখা হয়। অর্থাৎ সমনয়নীকৃতঅন্ন করণশক্তিরূপ অগ্নি দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত প্রকার শিখা সম্পন্ন হয়। যথা ভারতে---

"ঘ্রানং জিহ্বাচ চক্ষুশ্চ ত্বক্‌শ্রোত্রঞ্চৈব পঞ্চমম।
মনোবুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতাজিহ্বা বৈশ্বানরার্চ্চিশঃ॥

অথবা সপ্তধাতু রূপে পরিণত হয়।

"যদুচ্ছাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতীঃ সমনয়নংনয়তীতি স সমানঃ (প্রঃ উপনিষৎ ৪।৩) উচ্ছ্বাস নিশ্বাসরূপআহুতি যে সমনয়ন করে, সে সমান।

"সমানঃ সমং সর্ব্বেষুগাত্রেষু যোঽন্নরসান্নয়তি (শারীরক ভাষ্য ২।৪।১২)

সমান অন্নরস সকলকে সর্ব্বগাত্রে সমনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাদের উপযোগী উপাদানরূপে পরিণত করে। "নাভিদেশং পরিবেষ্ট্যআসমন্তা-ন্নয়নাৎ সমানঃ (ভোজবৃত্তি) নাভি বেষ্টন করিয়া সর্ব্বস্থানে সমনয়ন হেতু, সমান। "সমানোহৃন্নাভিসর্ব্বসন্ধিবৃত্তিঃ (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী) সমান হৃদয় নাভি ও সর্ব্বসন্ধিতে অবস্থিত। এতদ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে—

(১) ত্রিবিধ আহার্য্যকে সমনয়ন (Assimilate) করা বা শরীরো-পাদান রূপে পরিণত করা সমানের কার্য্য।

(২) হৃদয় ও নাভিপ্রদেশ তাহার মুখ্যস্থান।

(৩) সর্ব্বগাত্রে তাহার বৃত্তি আছে।

বায়ু, পেয় ও অন্ন এই ত্রিবিধ আহার্য্যের উপাদেয় ভাগ গ্রহণ করিয়া রসরক্তাদিরূপে সমান প্রাণ পরিণত করে। সুতরাং সমানের প্রধান স্থান নাভি প্রদেশস্থ আমাশয় ও পক্বাশয় এবং শ্বাসযন্ত্র। অতএব :—আহার্য্যা-দ্দেহোপাদাননির্ম্মাণশক্ত্যাবিষ্ঠানধারণকার্য্যং সমানকার্য্যং।' অর্থাৎ আহার্য

হইতে দেহোপাদান নির্ম্মাণের যে শক্তি তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য্য।

অন্ননলীর (Alimentary Canal) গাত্রস্থ কৌষিক ঝিল্লীর (Epethelium) মধ্যে যে সব কোষ (Cells) আহার্য্য হইতে পরম্পরাক্রমে শোনিতোৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাতে এবং সমস্ত শরীরোৎপন্ন স্যন্দক কোষে (Secretory cells) রস ও রক্তবহানাড়ী গাত্রস্থ যে সব কোষ সর্ব্বধাতুকে যথাযোগ্য উপাদান প্রদান করে, সেই সমস্ত কোষে ও অস্থি-মজ্জাদিগত কোষে এবং তত্তৎ কোষের প্রাণকেন্দ্র সম্বন্ধী * স্নায়ুতে সমানের স্থান।

এক্ষণে শরীরধারণের এই পঞ্চশক্তিকে একত্র পর্য্যালোচনা করা যাউক। শারীরধাতুগত অস্ফুটানুভবরূপ উদানের সাহায্যে ক্ষুধাদিবোধক প্রাণ আহার্য্য গ্রহণ করায়, চালক ব্যানের সাহায্যে উহা কুক্ষিগত হইয়া, সমানের দ্বারা দেহোপাদানরূপে পরিণত হইয়া, অপানের দ্বারা পৃথকৃকৃত মলরূপ ক্ষয়াংশকে পূরণ করিবার উপযোগী হয়। আহার্য্য সমানাধিষ্ঠান কোষ বিশেষের দ্বারা ক্রমশঃ রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া পুনশ্চ চালক ব্যানের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। তাহাতে সমস্ত দেহধাতু স্ব স্ব উপাদান প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে প্রাণশক্তিগণ দেহধারণ করিতেছে। শ্রুতির আখ্যায়িকায় আছে একদা প্রাণের সহিত অন্যান্য সমস্ত করণ সকলের বিবাদ হইয়াছিল "কে শ্রেষ্ঠ"। তাহাতে প্রাণ উৎক্রমণ করাতে অন্যান্য সমস্ত করণ উৎক্রমণ করিল। এইরূপে প্রাণের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি দেখান হইয়াছে।

অপিচ—প্রাণ কর্ম্মেন্দ্রিয়গত হইয়া স্পর্শানুভবাংশ নির্ম্মাণ করে। (Tactile sense); জ্ঞানেন্দ্রিয় গত হইয়া জ্ঞানবাহী নাড্যংশ নির্ম্মাণ

---

* Medulla odlougata ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রানের (organic life) কেন্দ্র। কর্ম্মকেন্দ্র (Cerebellum) বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, আর জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিকের মধ্যস্থ স্নায়ুকোষান্তর (Basal ganglia) আর মস্তিষ্কের উপরিস্থ অংশ (Cortical grey matter) চিত্তস্থান।

(Nerves of Sensation and perception) করে এবং অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান gangalia and nerve centres নির্ম্মাণ করে। উদান ঐ ঐ করণগত হইয়া তত্তদ্ধাতুগত অনুভবরূপে তাহাদের পোষণাদির সাধক হয়। ব্যানও উপাদান চালিত করিয়া তাহাদের বৃত্তি স্বরূপ হয়। অপান ও সমান ও তত্তদ্গত মলাপনয়ন ও তত্তদুপযোগী উপাদান প্রদান করিয়া, তাহাদের বৃত্তির সাধক হয়। সুতরাং

(১) বাহ্যান্তর বোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণ কার্য্যং।

(২) শারীরধাতুগত বোধাধিষ্ঠানধারণং উদান কার্য্যং।

(৩) চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যান কার্য্যং।

(৪) মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং অপান কার্য্যং।

(৫) আহার্য্যাদ্দেহোপাদাননির্ম্মাণশক্ত্য ধিষ্ঠানধারণং সমান কার্য্যং॥

শ্রীক্ষিরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৩১)

গঙ্গার উপর দিয়া একখানি বড় ষ্টীমার চলিয়া গেলে তাহার ঢেউ লাগিয়া গঙ্গাবক্ষস্থ নৌকাগুলি কিছুক্ষণ ধরিয়া নাচিতে থাকে; দেখিতে দেখিতে সে ষ্টীমারখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে তজ্জনিত তরঙ্গগুলিও ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়, এবং জাহ্নবীবক্ষ পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে। কাল সমুদ্রেও তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে এক একটি মহাপুরুষ ভাসিয়া সমগ্র জগৎ কিছুদিনের জন্য তরঙ্গায়িত করেন; আবার তিনি ডুবিলেই সকল তোলপাড় নিবৃত্ত হয় জানিবে।

(৩২)

সংসারের সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া যোগতপস্যায় বিভূতির লালসা, আর টাকা পয়সা দিয়া নোট গাঁথান দুইই সমান। কারণ একখানি নম্বরী নোট ভাঙ্গাইলে যেমন অনেক টাকা পয়সা পাওয়া যায়, একটি বিভূতি ব্যয় করিলেও তদ্রূপ অনেক সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। কোম্পানীর কাগজের লোভে রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিলে, তাহাকে কেহ ত্যাগী পুরুষ বলে না।

(৩৩)

আধেয়ের অপ্রতুল হইলেই আধারের নাম মুখ্য রূপে উক্ত হয়, নতুবা আধারের নাম চিরদিনই গৌণ হইয়া থাকে। বাটীতে কিছু না থাকিলে অথবা তাহার তলায় এক আধ ফোটা দুধ পড়িয়া থাকিলে তাহাকে সকলে "দুধের বাটী "বলে ; কিন্তু তাহা যখন দুধে পরিপূর্ণ থাকে তাহাকে সকলেই "একবাটী দুধ "বলিবে। সেই রূপ যে মানুষের হৃদয় ভগবানের সত্তায় পরিপূর্ণ তাহাকে লোকে "ভগবান্" বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, নতুবা মৃৎপাত্রের "মনুষ্য" নাম ঘুচায় কাহার সাধ্য

(৩৪)

ঘরের দাসত্ব অপেক্ষা পরের দাসত্ব লক্ষগুণে ভাল। পরের দাসত্বে একজনের হুকুম মত চলিতে পারিলেই হইল, ঘরের দাসত্বে পাঁচভূতের ও ছয় দানবের অত্যাচার সর্ব্বক্ষণ সহ্য করিতে হয়।

(৩৫)

মানব প্রথমে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াই ঢিপ করিয়া একবার ভূমে প্রণাম করিয়াছিল ; আবার এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সময় পুনরায় তাহার ঘাড় আপনিই লটকাইয়া পড়িবে। পরন্তু জীবদ্দশায় সে যে মাথা নোঙাইতে পারে না, ইহা বড়ই বিচিত্র !

(৩৬)

এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হইলেই বাপ পর হয়, মাই ছাড়িলেই বা ভাই বোন হইলেই মা পর হয় ; স্ত্রী হইলেই মা বাপ ভাই বোন সব পর হয় ; পুত্র হইলে স্ত্রী পর হয় ; পুত্রবধূ হইলে পুত্র পর হয় ; এইরূপে তন্ন তন্ন বিচার করিয়া

দেখিলে কাহাকেও চিরদিনের জন্য আপনার বলিয়া বোধ হয় না। আপনার জনকে পাইতে হইলে এ সংসারের সকলকে ছাড়িতে হইবে ইহা নিশ্চিত।

(৩৭

সলিল সেচনে সকল প্রকার অনলই নির্ব্বাপিত হয়। পরন্তু অশ্রুনীরে হৃদয়ের জ্বলন্ত বহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বাড়বাগ্নি যেরূপ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলেও নিবেনা; বজ্রাগ্নি যেরূপ বৃষ্টির জলে প্রশমিত হয় না, দেহের অগ্নি যেরূপ তুষারস্নানে শীতল হয় না; সেইরূপ প্রাণের অনুতাপাগ্নি অশ্রুপাতে কখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না জানিও

৩৮)

সকল তরল পদার্থই স্বভাবতঃ নিম্নগামী; পরন্তু উত্তাপ বা প্রতিঘাত পাইলেই তাহা উর্দ্ধগামী হয়। আমাদের প্রেমপ্রবাহও সেইরূপ স্বতঃই সংসারাভিমুখে পতিত হয়; পরন্তু প্রতিঘাত বা পরিতাপ পাইলেই তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া প্রেমময়ের পদপ্রান্তে বিলীন হইতে যায়।

(৩৯)

প্রাণ পুড়িয়া যে ছাই হয় সেই ছাই দিয়া মনকে মাজিলে মনের মলিনত্ব ঘুচে, নতুবা মনের মালিন্য জন্মজন্মান্তরেও প্রক্ষালিত হয় না।

(৪০)

সকল স্রোতেই কিছুক্ষণ উজান ঠেলিয়া যাইতে পারিলে আর উজান ঠেলিতে হয় না, স্রোত স্বতঃই অনুকূল হইয়া আইসে। এখন যদি ভাঁটা হয়, কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার জোয়ার হইবে। জগতে এমন প্রবাহ কখন দেখি নাই, যাহা চিরদিন সমভাবে প্রবাহিত; জোয়ার ভাঁটা, হ্রাস বৃদ্ধি, শোক উচ্ছ্বাস, আছেই আছে। তাই বলি ভাই! ঘটনা স্রোত এক্ষণে তোমার প্রতিকূল বলিয়া নিরাশ বা নিরুদ্যম হইও না উজান বাহিয়া অগ্রসর হও কালের স্রোতের গতি আপনিই ফিরিবে, এবং সর্ব্বতোভাবে তোমার সহায় হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিও।

(৪১)

রসগোল্লা শালপাতার ঠোঙ্গা করিয়া খাও, অথবা সোনার রেকাবি করিয়া

থাও তাহার আস্বাদনের কিছুই তারতম্য হইবে না; সেইরূপ প্রেমপদার্থ হাড়ী মুচী চণ্ডালের হৃদয়েই হউক, বা মুনি ঋষি তপস্বীর হৃদয়েই হউক তাহার মধুরতার কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় না।

(৪২)

সকল বাড়ীরই টেক্স খাজনা দিতে হয়, পরন্তু দেবমন্দিরের বা ব্রহ্মত্ব জমির টেক্স খাজনা লাগে না। তাই বলি ভাই, সকল দেহেরই রোগশোক রূপ টেক্স খাজনা লাগে; কিন্তু যদি তাহাতে দেবাদিদেবকে প্রতিষ্ঠিত কর, অথবা তাহা পরব্রহ্মের চরণে উৎসর্গ করিতে পার, তাহা হইলে আর তাহার টেক্স খাজনা দিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়।

ভারতীয় কথা।

আদি পর্ব্ব।

(৫)

কিছুদিন পরে রাজা শান্তনু পরলোক গমন করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভীষ্ম স্বয়ং তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন।

চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্যখণ্ড॥

চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ অপ্রাপ্ত যৌবন বালক বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন। অনন্তর ধীমান ভীষ্ম, অনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে সংপ্রাপ্তযৌবন দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইলেন।

তৎকালে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ রাজকন্যাগণ স্বমনোনীত বর বিবাহ করিতেন।

কোন রাজকুমারীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে কন্যার পিতা একটী মহতী সভা করিতেন। সেই সভায় ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ বহুসংখ্যক নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ স্বয়ম্বর প্রথা। হইত; এবং এই আহুত নৃপতিগণ স্ব স্ব রণকৌশল, বীর্য্য, রণক্রীড়া, কর্ম্ম-দক্ষতা, প্রদর্শন করিতেন। এই বহুল নৃপতিবৃন্দের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইতেন এবং কুমারীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেন স্বয়ম্বরা কুমারী তাঁহাকেই মনে মনে পতি নির্ব্বাচন করিতেন এবং ঐ নির্ব্বাচিত রাজকুমারের গলদেশে বরপুষ্পমালা নিক্ষেপ করতঃ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বিচিত্রবীর্য্য বালক; এইরূপ স্বয়ম্বরে কৃতকার্য্য হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ভীষ্মদেব তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ংম্বরে যাইবেন মনস্থ করিলেন। এই সময় কাশীরাজের অনুপমা তিনটী কন্যার একত্র স্বয়ংবরা হইবার সংবাদ প্রচারিত হইলে, মহারথী শত্রুজিৎ ভীষ্মদেব, মাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রধান রথে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং সমবেত মহারাজ গণকে "স্বয়ম্বর স্থলে, বিপক্ষপক্ষ প্রমথিত করিয়া বলপূর্ব্বক যে কন্যা গৃহীতা হয় সেই পন্থা শ্রেষ্ঠা" এই প্রথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, স্বয়ম্বরা কুমারীত্রয়কে স্বীয় রথে আরোহণ পুরঃসর প্রস্থান করিলেন, এবং প্রস্থানকালে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হে রাজগণ আমি এই কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছি। তোমাদের যাহার যত শক্তি আছে তদনুসারে বিজয়ের নিমিত্ত যত্নবান হও, অথবা পরাস্ত হইয়া যাও।"

"এতবলি তিনকন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি রাজগণে ডাক দিয়া কৈল॥
"স্বয়ম্বর হইতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
কার শক্তি আছে যুদ্ধ করহ আসিয়া॥"
ভীষ্মের বচন শুনি বড় রাজগণ।
নানা অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ধায় সর্ব্বজন॥"

তুমুল সংগ্রাম বাধিল।

মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ কেহ চড়ি রথে।
পত্রের করিয়া বেড়িল চারিভিতে॥
শেল শূল শক্তি চক্র মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণের অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়।
না দেখিয়ে ভীষ্মবীর আছেন কোথায়॥

একমাত্র ভীষ্মবীর সেই সমস্ত নৃপতিগণের সহিত ভয়ানক সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদের পরাজিত করিলেন, এবং কুমারীত্রয়কে সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শীঘ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিক্ষা যমের দোসর॥
শরজালে অবনী করিয়া আচ্ছাদন।
শরে শরে সব অস্ত্র করিল ছেদন॥

* * * * *

পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ক্ষণেকে গঙ্গার পুত্র রক্তে কৈল নদী॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম, বলি রাজগণ ডাকে॥

* * * * *

সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লয়ে নিজ দেশে করিল পয়ান॥

পথে যাইতে যাইতে কুমারীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভীষ্মদেবকে বলিলেন, যে তিনি মনে মনে অন্য নৃপতিকে বরণ করিয়াছেন। কুমারীর এবম্বিধ কথা শুনিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্মদেব তাঁহার অভীষ্ট সাধনে অনুমতি করিলেন। পরে বিধি বোধিত কর্ম্মানুসারে—অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নীয়া কনিষ্ঠা দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কিন্তু নিয়তিচক্রে, বিচিত্রবীর্য্য অল্প দিন মধ্যে নিঃসন্তান হইয়া কালের কবাল কবলে পতিত হইলেন। রাজবংশে

ভয়াবহ বিপৎপাতের সূচনা হইল। শান্তনুরাজার বংশ লোপের নিতান্ত আশঙ্কা জন্মিল। অনন্তর সত্যবতী পুত্র শোকবিহ্বলা দীনা এবং ক্ষুব্ধচিত্তা হইয়া ভীষ্মদেবকে তাঁহার বধূদ্বয়কে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় স্বজন এবং সুহৃদগণ সকলেই রাজ্ঞীর সহিত একমত হইয়া ভীষ্মদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

"তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে।
বলিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥

* * * *

অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভাতৃবধূগণ॥
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপ্ আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া নিজ বংশ রক্ষা কর॥

আবার পরীক্ষা। আবার রাজসিংহাসন, রাজ্য লাভ এবং পৌরজনের সন্তোষ বৃদ্ধি, ভীষ্মের সম্মুখে নীত হইল। কিন্তু একমাত্র ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই অতুল ঐশ্বর্য্য—বিপুল সুখসমৃদ্ধিদায়ক রাজমুকুটলাভের বিরোধী হইল। একমাত্র প্রতিজ্ঞা কত সত্যপালন!! ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাপালনের নিকট, সত্যপালনের নিকট, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সুখ, নিতান্ত তুচ্ছ ছিল। হিন্দুবালকগণ একবার ভীষ্মের সেই অমোঘ প্রতিজ্ঞা, অদম্য সত্যপালনেচ্ছা শ্রবণ কর! দেখ এই ভারতে একদিন কিরূপ মহৎ ব্যক্তির আবাস ভূমি ছিল। ভীষ্ম উত্তর করিলেন" হে মাতঃ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধর্ম্ম বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তান উৎপাদনে আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। আপনার নিমিত্ত যে সত্যবান আছি তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন। মাতঃ সত্যবতি! আমি পুনর্ব্বার আমার অটল প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতেছি, আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ পারি, দেবলোকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা

হইতে পারে তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি "সত্য" কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিব না। পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, সূর্য্য স্বীয় প্রভা ত্যাগ করিতে পারে,—বারি রস ত্যাগ করিতে পারে,—জ্যোতি স্বীয় রূপ ত্যাগ করিতে পারে,—বায়ু স্পর্শ ত্যাগ করিতে পারে,—ধূমকেতু উষ্ণতা ত্যাগ করিতে পারে,—আকাশ শব্দ ত্যাগ করিতে পারে,—শীতাংশু শীতকিরণ ত্যাগ করিতে পারে—বৃত্রহন্তা স্বীয় বিক্রম ত্যাগ করিতে পারে—" ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন তথাপি আমি কিছুতেই সত্য ত্যাগ করিতে পারিব না।"

সত্যবতী পুনঃ পুনঃ ভীষ্মদেবকে স্বীয় অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীষ্মদেব অচল অটল রহিলেন। ভীষ্মদেব আবার বলিলেন "হে রাজ্ঞি! আপনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন। আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না। ক্ষত্রিয়ের অসত্য ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

ক্ষত্রি হৈয়া যেইজন প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে॥"

"হে রাজ্ঞি! যাহাতে ভূমণ্ডলে শান্তনুর বংশ অক্ষয় থাকে, এমত সনাতন ধর্ম্ম আপনার সমীপে নিবেদন করিতেছি আপনি তাহা শ্রবণ করুণ! লোকযাত্রার প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক যে সকল প্রাজ্ঞ আপদ সময়ে ধর্ম্মার্থবিষয় কুশল, তাঁহাদিগের এবং পুরোহিতগণের সহিত ঐ বিষয় বিবেচনা করুন।"

* * * * * *

অনন্তর ভীষ্মদেব বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন হেতু কোন মহর্ষির শরণাগত হইতে উপদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে এ প্রকার যে পুত্র হইবে তাহাকেই পরলোক গত বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। এতদুত্তরে সত্যবতী সম্মতি বদনে স্খলিত বাক্যে ভীষ্মদেবকে মহর্ষি পরাশর কর্ত্তৃক তাঁহার গর্ভজাত এক ঋষির জন্মকথা বলিলেন।

ব্যাসদেব

সত্যবতি কহিলেন সত্যবাদী, শান্তিপরায়ণ ও পাপস্পর্শশূন্য সেই মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সহিত গমন করিয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এই মহাত্মাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

"দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হইল ততক্ষণ।

জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপেজন্ম হৈল তেঁই দ্বৈপায়ণ নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস তেকারণ
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ॥

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ যাইবার সময় তাঁহার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে কোন বিপদ বা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

"জন্মমাত্র পুত্র যবে যায় তপোবন
আমারে বলিয়া গেলা এইত বচন॥
ত্বরিতে আসিব মাত করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন॥

সত্যবতি এই উপযুক্ত সময় দেখিয়া ভীষ্মদেবকে বলিলেন "হে পুত্র, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এক্ষণে ব্যাসদেবকে স্মরণ করি।" ভীষ্মদেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সত্যবতী মহর্ষি বেদব্যাসকে স্মরণ করিলেন। ক্ষনকাল মধ্যেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মাতৃ সন্নিধানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সত্যবতি উপস্থিত সঙ্কটের সকল তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া, এ বিপদে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বেদব্যাস তাহার বিহিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং এমন কি রাজা রাজশূন্য হেতু নানা বিপদ আশঙ্কায় তিনি যে প্রথমতঃ বধূদিগের প্রতি বৎসর কালের জন্য ব্রত পালনের আদেশ করিয়াছিলেন তাহারও অপেক্ষা রাখিলেন না; বলিলেন "বিলম্বে অনর্থ ঘটিতে পারে। কিন্তু অকালে পুত্র প্রদান করিতে হইলে মানবীরা মায়ার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাঁহাদের পরম ব্রত হইবে।"

ব্যাসদেবের কথায় পরমানন্দিত হইয়া সত্যবতী নানাপ্রকার ধর্ম্মতঃ উপদেশ ও অনুনয় দ্বারা কোন প্রকারে ধর্ম্মচারিণী স্নুষাদ্বয়কে বংশ রক্ষার হেতু মহর্ষির অনুগমনে সম্মতা করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বিকা, মহর্ষির ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ জটা, বিশাল শ্মশ্রু এবং প্রদীপ্ত লোচন নিরীক্ষণ করিয়া সভয়ে নেত্র উন্মীলন করিতে পারিলেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম।

অম্বিকা স্বীয় দোষে অন্ধপুত্র গর্ভস্থ করিলেন। অর্থাৎ গর্ভস্থ "আত্মার" অন্ধ শরীরে অবস্থানই "কর্ম্ম" ছিল। জননী জিজ্ঞাসা করায়, ব্যাসদেব তাহাই বলিলেন "যে এই গর্ভস্থ শিশু অন্ধ হইবে।" এই শিশুই ধৃতরাষ্ট্র নামে কুরুবংশের "অন্ধরাজা" হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

বিচার সাগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দুঃখ হেতু দেখি ধন সন্তান যুবতী।
তেয়াগে মমতা সব ভচ্ছু মহামতি॥ ১১৩॥

ভচ্ছুকে দেখিয়া রাজার প্রেতবুদ্ধি ও পলায়ন :—

কাননে একান্তে ভচ্ছু চিত্ত করে শান্ত।
নবীন দেয়ান শুনি সকল বৃত্তান্ত॥
শুনিয়া তাহার চিত্তে চিন্তার উদয়।
'শুনে যদি আসে ভচ্ছু কিম্বা দেখা হয়॥
তবেত হইব মিথ্যা, পাব সবে দণ্ড।'
তেঁই কহে ভচ্ছু হল পিশাচ প্রচণ্ড॥ ১১৪॥
কহিল রাজার আগে শুন নৃপবর।
মরে ভূত হল ভচ্ছু অতি ভয়ঙ্কর॥ ১১৫॥
কয় কথা দেখা হলে অঙ্গে মেখে ছাই।
দেখে যারে যারে তারে কি কব বালাই॥ ১১৬॥

শুনে ভূপ ভাবে ভূত হইল নিশ্চয়।
সত্য মিথ্যা নাহি দেখে, ভ্রান্ত যেবা হয়॥* ১১৭॥
কিছুদিন পরে রাজা মৃগয়া কারণে।
পশিল সঘন এক পর্ব্বত কাননে॥ ১১৮॥
ভেটিতরুতলে ভচ্ছু তপস্বীর বেশে।
পলায় ভাবিয়া ভূত রাজা উর্দ্ধশ্বাসে॥ ১১৯॥

উপসংহার :—

ভচ্ছুর মরণ শুনি আর প্রেতরূপ।
অসত্য হলেও তাহা সত্য মানে ভূপ॥
নিজ চোখে দেখে রাজা জীবিত ভচ্ছুরে।
প্রেতভাবি করে নৃপ পলায়ন দূরে॥
বঞ্চকের মুখে তথা শুনি দ্বৈতবাদ।
যে করে বিশ্বাস মূর্খ ঘটায় প্রমাদ॥
অদ্বৈত সে জীবব্রহ্ম দেখিলে অপরে।
তাহাতে বিশ্বাস আর হয়না অন্তরে॥ ১২০॥
ভেদবাদ শুনি আস্থা করে যে অজ্ঞান।
সদাদুঃখ ভোগে, নাহিলভে ব্রহ্মজ্ঞান॥ ১২১॥
ভেদবাদে করে যেবা অসত্য নিশ্চয়।
মহাবাক্য হতে তার সত্যজ্ঞান হয়॥ ১২২॥
ভেদবাদ যবে শিষ্য করিবে শ্রবণ।
অসত্য জানিও তাহা নরক কারণ॥ ১২৩॥
ভেদবাদী সঙ্গ কভু শিষ্য নাহি কর।
সঙ্গহলে কথা তার কাণে নাহি ধর॥ ১২৪॥

মিথ্যা হইতে মিথ্যাদুঃখের নিবৃত্তি :—

---

* অর্থাৎ প্রমাদ বশত যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন হয়, সে সত্যাসত্য বিচার করে না।

মিথ্যা যদি হয় সেই গুরু আর বেদ।
কেমনে করিবে তারা ভবদুখ ছেদ ?
ইহার উত্তর শিষ্য শুন দিয়া মন।
মিথ্যাহতে মিথ্যা বেদ পায় রে নিধন॥ ১২৫ ॥
সত্যবেদ গুরুহতে কহিলে সংশয়।
মিথ্যা এই ভবখেদ নাহিপায় ক্ষয়॥
এর কহি শুন শিষ্য এক উপাখ্যান।
নাশিবে সন্দেহ তব, উপজিবে জ্ঞান॥ ১২৬॥
সুরপতি ইন্দ্রসম প্রবল প্রতাপ।
ছিল এক নরপতি অরতি সন্তাপ॥
ভীমসম কত সুব হাজার হাজার।
রাজার দুয়ারে খাড়া লয়ে হাতিয়ার॥ ১২৭॥
অন্দর মহলে কত দৌবারিক খাড়া।
লয়ে মুক্ত অসিকরে, কে লয় মহাড়া॥ ১২৮॥
উচ্চ অট্টালিকা তার আঠার মহল।
কুশম শয়নে রাজা নিদ্রায় বিহ্বল॥
পাখীটি পর্য্যন্ত সেথা যেতে হার মানে।
অপরের নাহি বল পঁহুছে সেখানে॥ ১২৯॥
নিদ্রাবেশে দেখে রাজা অদ্ভুত স্বপন।
শৃগালী ধরেছে এক চরণ আপন॥
যতই চাহয়ে রাজা ছাড়াতে চরণ।
ততই সজোরে শিবা বসায় দশন॥ ১৩০॥
ছাড়াতে না পারি রাজা করিল চীৎকার।
"কে আছ এখানে কর শিবারে সংহার॥"
প্রহরী না করে কিছু রাজার সহায়।
তবে নৃপ-দণ্ডলোয়ে শিয়ালে খেদায়॥ ১৩১॥
লগুড় লইয়া রাজা প্রহারে শিবায়।

তখন চরণ ছাড়ি শৃগালী পালায়॥
শৃগালী দশন বিদ্ধ ক্ষত যাতনায়।
যষ্টিভরে কষ্টে রাজা চলে খঞ্জপ্রায়॥ ১৩২॥
বৈদ্য গৃহে যায় নৃপ ঔষধের তরে।
বৈদ্য কহে ক্ষতলেপ নাহি রাখি ঘরে॥ ১৩৩॥
তবে যদি দাও কিছু আগুসা আমারে।
ঔষধ তৈয়ারি করি দিবহে তোমারে॥ ১৩৪॥
ফাঁপরে পড়িয়া ফিরে যষ্টিকরি ভর।
নিকটে নাহিক কড়ি দিতে বৈদ্যবর॥ ১৩৫॥
ফিরিতে কহেন ভূপ কাতর পরাণে।
অর্থনা থাকিলে কেহ বাক্যনাহি মানে॥
যদি ভাগ্যবান ধনী জানিত সে মোরে।
আসিত ধাইয়ে বৈদ্য সম্ভাষি সাদরে॥ ১৩৬॥
দীনহীন জানি মোরে অতীব কাঙ্গাল।
ত্বরিতে বিদায় দিল ভাবিয়ে জঞ্জাল॥
না দাও বৈদ্যের দোষ বিচারি অন্তরে।
স্বার্থবিনা কেহ কারে প্রত্যয় না করে॥ ১৩৭
মাতা পিতা দারাসুত বন্ধু আদি আর।
স্বার্থের খাতিরে তারা করেরে পেযার॥
যাহার নিকটে স্বার্থ সিদ্ধি নাহি পায়।
স্নেহ যত্ন দূরে থাক্, ফিরেনা তাকায়॥ ১৩৮॥
কান্ত বিনা বিধুমুখী না পারে থাকিতে।
বঁধুর বিচ্ছেদ জ্বালা না পারে সহিতে॥
ঘরের দুয়ারে দেখি প্রিয় উপনীত।
ত্বরিতে আসিয়া মিলে তাহার সহিত॥ ১৩৯।
বিধির বিপাকে প্রিয় কুষ্ঠগ্রস্থ হলে।
সর্ব্বঅঙ্গে পড়েরস, মাংস পড়ে গলে॥

আঙুল খসিয়া পড়ে মুখে বসে মাছি।
তখন টুটেরে প্রিয়াপিরীতের কাছি॥ ১৪০॥
আঁখির আড়ালে বঁধু করেনি কখন।
প্রাণ প্রিয়া দেখে এবে তোলেরে বমন॥ ১৪১॥
পতিপ্রাণা নারিত যে বিচ্ছেদ সহনে।
ছুঁইতে পতিরে নাক তোলে সে এখনে॥ ১৪২॥
সেই রূপ পিতা মাতা ভাই বন্ধু আর।
নিকটে না ঘেঁসে কেহ বিপাকে তাহার॥ ১৪৩॥
এইরূপ জগতের দেখ স্বার্থসার।
স্বার্থ বিনা কেহ কারে না করে পেয়ার॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

প্রবিত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ।

সুখময় বাল্যের ক্ষীণালোকের অবসানে মনুষ্যজীবনে যখন গভীর সংসার অন্ধতমস্রার প্রথম আরম্ভ হয়, যখন সেই আনন্দময় সুষুপ্তির "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অবস্থার অপগমে, জাগ্রদবস্থার বিষম কোলাহল মানব হৃদয়কে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করিতে থাকে, তখন জীবনের সেই প্রথম প্রদোষে, কোন কোন লোকের মনে বড় একটা দুরূহ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সংশয়, সে প্রশ্ন, সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, এরূপ বুঝিলেও সেই দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সন্দেহাকুল মানুষ আপনি আপনার মনকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে—"কেন সংসারে আসিলাম, এই ক্রুর কোলাহলের কবে বিশ্রাম হইবে? কোন পথে যাইলে শান্তি পাইব?"

এইত মনুষ্যের সম্মুখে দুই পথ। এক পথ মহার্ঘমনিকিরীটিনী হর্ম্ম্যঃমালার মধ্য দিয়া রমণীয় মর্ম্মরপাষাণমণ্ডিত উদ্যান সরসীর তীরে তীরে গজবাজি

বিরাজিত রাজনগরীর বক্ষঃ ভেদ করিয়া দাসদাসীপরিবৃত রাজপ্রাসাদে গিয়া শেষ হইয়াছে। অন্যপথ, গম্ভীর ভীষণ অরণ্যানীতে, জনসমাগমরহিত শ্বাপদ সঙ্কুল পর্ব্বত ভূমির উপর দিয়া, স্বভাবের বিশৃঙ্খল শোভার অনুসরণে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরময় দরিদ্র দেশে বন্য ফলমূলাসী নীবারাঞ্জলিতৃপ্ত মনুষ্যগণের উটজ প্রাঙ্গনে সমাপ্ত হইয়াছে। একপথে ধন রত্ন, পুত্র কলত্র, গজবাজী, দাস দাসী—সংসারের সকল সুখই বর্ত্তমান; অন্যপথে বনভূমির ধীর প্রশান্ত শোভা আর গভীর নিস্তব্ধতা—আর ত-, কিছু দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, প্রথম পথে ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলেই অবিরাম গতিতে চলিতেছে। শুনিতে পাই, দ্বিতীয় পথে কোন কোন মহাত্মা গিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদা প্রথম পথে চলিবার কথাই শুনিয়াছি কেমন সুন্দর, পরিস্কৃত চোখ জুড়ান পথ—পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সকলেইত প্রথম পথে চলিতেছেন। দ্বিতীয় পথের কথা কচিৎ কখন শুনিতে পাই—জানিনা কোন্ অজ্ঞাত দেশে, কি সুখের কামনায় এ পথে লোকে যাত্রা করে?

একদল লোক বলেন—প্রথম পথে বড় সুখ। সমস্ত পথ সুখভোগ করিতে করিতে চলিবে, ধন জন সৌভাগ্য উপভোগ করিয়া নিত্য নূতন সুখে সুখী হইবে। আর যদি কখনও এ পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পার, তবে দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া সোনার ভৃঙ্গারে গোলাবজলে স্নান করিয়া মণিমুক্তামণ্ডিত আস্তরণে শয়ন করিয়া চাঁদনীনিশায় প্রাসাদশিখরে অনন্ত সুখরাজি সম্ভোগ করিবে। হয় ত তোমার পক্ষে অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম আবশ্যক হইবে; কিন্তু কোন্ কার্য্য বিনা পরিশ্রমে হয়? অতএব, এই সুখময় পথে, পিতৃ পিতামহানুসৃত পথে চল, অনেক সুখ। ঐ দেখ অমুক ব্যক্তি ওকালতী করিয়া কত ধনার্জ্জন করিয়াছে, কত সুখী! ঐ দেখ আর এক জন একালে বানিজ্য করিয়া কত জমীদারী করিয়াছে; তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য! তুমি চেষ্টা কর নিরাশ হইও না; কে বলিল তোমারও অদৃষ্টে সুখ নাই? "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" আর একদল লোক বলেন ভ্রান্ত মানব নয়ন মেলিয়া দেখ—প্রথম পথ বড় অকিঞ্চিৎকর, কেবল দূর হইতে সুন্দর

শাল্মলীপুষ্পবৎ; ওপথে যাইও না, ওদিকে সুখ নাই। আজ নিঃস্ব তুমি শতমুদ্রা পাইলে তুষ্ট হইবে ভাবিতেছ, কাল শতমুদ্রা পাইলে তুমি সহস্র চাহিবে। পরশ্ব সহস্র পাইলে পরদিন লক্ষমুদ্রা পাইয়া রাজ্যলোভে ব্যাকুল হইবে, আবার রাজ্যলাভ হইলে পরে তোমার আকাঙ্খা জন্মিবে। এই অনন্ত মৃগতৃষ্ণা, ইহার অনুসরণ করিয়া কে কবে পিপাসা দূর করিতে পারিয়াছে? অতএব, ভ্রান্ত বুদ্ধিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ প্রশান্ত দ্বিতীয় পথে চল, অচিরে শান্তিলাভ করিবে। ঐ দেখ, মহাত্মা সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসীরা নির্জ্জন অদ্রিকন্দরে নিলীন হইয়া কি অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ঐ দেখ মৃগযূথ পরিবৃত তাম্রজটাধারী ঋষিরা নিবিড়ান্ধকার বনরাজি মধ্যে কি অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছেন! উহাঁদের সৌম্যসুন্দর মুখশ্রী দেখিলে তোমার আমার সংসারসন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়। কেন হয়; বলিতে পার? ভাবিয়া দেখ, কৌপীন কমণ্ডলুধারী শঙ্কর শ্রীধর-আনন্দগিরি সেই প্রাচীন সময়ে যে অনন্ত সুখশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন, আজ সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে থাকিয়া তর্কশাস্ত্র বিশারদ বিজ্ঞানবিদ হিউম-স্পেন্সর-মিল্ সে সুখশান্তির কতটা অংশ পাইয়াছেন? অতএব প্রবুদ্ধ হও, আপনার গন্তব্য মঙ্গলময় পথ ভুলিও না। স্মরণ রাখিও—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়"— ইত্যাদি।

উপরিলিখিত দুইদল লোকের কথা শুনিলে মনে হয়, উভয়ের কথাতেই সত্য আছে, উভয়ের কথাতেই একটা অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষণ শক্তি নিহিত। কিন্তু মনুষ্যজীবনে জ্ঞানোদয়ের পর এই দুই পথের আরম্ভ স্থলে দাঁড়াইয়া কাহার কথা শুনিয়া কি স্থির করিব বুঝিতে পারিনা। প্রথম পথে ত সহজেই যাইতে পারি, দ্বিতীয় পথে কে সঙ্গে লইয়া যাইবে? আশা যদি মৃগতৃষ্ণা হয়, কোথায় জল কে দেখাইয়া দিবে?

* জ্ঞানীরা উপদেশ দিয়াছেন, যাহার বিষয়স্পৃহা বা সংসারানুরাগ এখন ও নিবৃত্ত হয় নাই, সাংসারিক শৃঙ্খলা বা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সে প্রথম পথেই যাইবে; কেন না তাহার সমস্ত আশা অতৃপ্ত, অভিলাষ উদ্দাম; সে ইচ্ছা করিলেও এখন দ্বিতীয় পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। আর যাহার বিষয়

বাসনা কতকটা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে বিগত জন্মজন্মান্তরে বিষয় সুখের স্বাদ গ্রহণ করিয়া এখন তাহা অকিঞ্চিৎকর। কতকটা বুঝিয়াছে, সে চেষ্টা করিলে দ্বিতীয় পথে যাইবার যোগ্য হইতে পারে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় পথ প্রথমেই পরম রমণীয় ও মঙ্গলময় বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তাহাকেও প্রথম পথে কিছুদূর যাইয়া দীর্ঘ দুর্গম দ্বিতীয় পথের জন্য কিছু সম্বল সংগ্রহ করিতে হয়। সে সম্বল কি, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব।

আর্য্যশাস্ত্রকার মহর্ষিগণ মানবের গন্তব্য এই পথদ্বয়কে যথাক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ—এইদুই নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেবপূজা, যজ্ঞ, অতিথিসৎকার, পুত্রকলত্রাদি পালন—প্রভৃতি সমস্ত লোকাচার এই প্রবৃত্তিমার্গের অঙ্গ; আর সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে পরমতত্ত্বান্বেষণ বা জ্ঞাননিষ্ঠাই নিবৃত্তিমার্গের কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মময় জীবন, নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানময় জীবস্মৃতি বা জীবন্মুক্তি। প্রবৃত্তিমার্গের ফল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; নিবৃত্তিমার্গের ফল আত্মসাক্ষাৎকার বা মোক্ষ। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল অদম্য উৎসাহে কর্ম্ম কর, সাংসারিক নিয়ম বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিজের বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বা পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের উপকার করিবার ইচ্ছায় এই সুদীর্ঘ সংসার নদীতে ক্ষুদ্র জীবন ভেলা ভাসাইয়া তীরে তীরে ভিক্ষা করিতে করিতে আর ভিক্ষা দিতে দিতে চলিয়া যাও, আর পার যদি, এ মহানদী কোন্ সাগরে মিশিয়াছে, এ নদীতে তুফান উঠিলে, ভেলা ডুবিলে তোমার কি গতি হইবে মাঝে মাঝে তাহার একটু ভাবিয়া লও। আর নিবৃত্তিমার্গে নদীর মোহানায় স্বহস্তে ভেলা ডুবাইয়া অপার সাগরে মীনবৎ সাঁতরাইয়া চল; এখন আর কূল দেখা যায় না, যেখানে গিয়া তোমার ভিক্ষা করিতে হইবে; আর ডুবিবার ভয় নাই যে ক্ষুদ্র ভেলাখানি প্রাণের সম্বল বলিয়া ধরিয়া রাখিবে। এখন নিজে সন্তরণ পটু হইয়াছ, মনের আনন্দে অনন্ত আনন্দ সমুদ্রে বিচরণ কর। এখন নিজেই বুঝিতে পার—

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে

স শান্তিমাপ্নোতি নকামকামী॥ গীতা, (২য় অধ্যায়, ৭০)

অতি পূর্ব্বকালে,—সৃষ্টি যদি অনাদি হয় তবে সৃষ্টির সঙ্গেই, মনুষ্য কঃ পন্থাঃ ” বলিয়া সংশয়াকুল হইয়াছিল, তখন অপৌরুষেয় বাণীতে এইভাবেই দৃষ্টান্তস্থলে এইপ্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয় :—

" দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজতে।
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥ (মণ্ডুকোপনিষদ্)

“দুইটী সুন্দর পাখী, দেখিতে একরূপ ও পরস্পর বড় সুহৃদ্; দুইজনে একই বৃক্ষে বাস করে। একজন গাছের সুমধুর ফল ভক্ষণ করে, অপরজন ফল ভক্ষণ না করিয়া পরমানন্দে লীন হয়” প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের কি সুন্দর উদাহরণ!!

অতঃপর মানবের আশ্রয়নীয় এই পথদ্বয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব। আমাদের চিরাশ্রিত চিরপ্রিয় এই অতিসাধারণ প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে দুইটী পৃথক্ বিভাগ আছে। একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে দুর্গাপূজা করিতেছেন' তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমার আয়ুর্ধনধান্য বৃদ্ধি হউক। আর একজন তুল্য নিষ্ঠাবান ভক্ত—তিনি পূজার পূর্ব্বে স্থিরচিত্তে সঙ্কল্প করিলেন, দেবতা প্রীত হউন্। বলা বাহুল্য, উভয়েই প্রবৃত্তিমার্গের পথিক কিন্তু উভয়ে পথের একই পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন না, তাহা নিশ্চিত। উভয়ের প্রবৃত্তি একরূপ নহে, একের বাসনা অপরের বাসনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। একজন কামনায় অন্ধপ্রায়, অপর জন ঠিক্ নিষ্কাম না হইলেও নিষ্কাম হইবার অন্য যত্নশীল। একের উপাসনার ফল নিত্য নূতন কর্ম্মবন্ধনের চক্র বৃদ্ধি, অপরের উপাসনার সাক্ষাৎ ফল চিত্তশুদ্ধি বা আত্মপ্রসাদ, পরোক্ষ ফল নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জ্জন। উভয়েই ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, উভয়ের উপার্জ্জিত সুখই বিনশ্বর * কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝিতে

(*) দ্বিতীয় ব্যক্তির সুখ ও বিনশ্বর, কারণ কালান্তরে সাংসারিক দুঃখে চিত্তের মালিন্য জন্মিতে পারে।

পারেন, উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। একজনের সুখ কতকটা উগ্র উৎকট আকাঙ্ক্ষা দুঃখে কলুষিত, অপরজনের সুখ প্রশান্ত, স্বস্থ,—অদুঃখ সংভিন্ন। বনের মৃগ এক মুষ্টি হরিত্তৃণ পাইলে সুখী হয় বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে তাহার যে আত্মবিস্মৃতিময় আনন্দ হয়, সে অনির্ব্বচণীয় সুন্দর আনন্দ যথার্থই অতুলনীয়। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের যে কি প্রভেদ, এই খানেই আমরা তাহার পরিস্ফুট ছায়া দেখিতে পাই।

সকাম কর্ম্মমাত্রই যে নিন্দনীয়, এমন নহে। কামনার শ্রেণীভেদে সকাম কর্ম্মও নানা প্রকার হইতে পারে। অভিচার বা শত্রুমারণ ও বশীকরণ প্রভৃতি সকাম কর্ম্ম, কিন্তু এরূপ কর্ম্মের মূল যে কামনা তাহা অতি নিম্ন শ্রেণীর। ধনাদিলাভার্থ শ্রীসুক্তকল্প * প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও সকাম; কিন্তু এরূপ কর্ম্মের কামনা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু উচ্চ শ্রেণীর। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির শান্তির জন্য স্বতঃ দয়াপ্রবৃত্ত হইয়া যদি কেহ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেরূপ কর্ম্ম সকাম হইলেও অতি উচ্চ শ্রেণীর কামনা সম্ভূত। শেষোক্ত প্রকারের সকাম কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্মের অতি সমীপস্থ বলা যাইতে পারে। আর কেবল লোক সংগ্রহার্থে বা সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য। মাত্র বোধে উদাসীন ভাবে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এরূপ কর্ম্ম করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত বলিলেও চলে। প্রবৃত্তিমার্গের চরমোন্নতি বলিয়া আমাদের যদি কিছু লক্ষ্য থাকে তবে এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য লাভই সেই চরম লক্ষ্য। সাধারণতঃ যাহাকে আমারা নিষ্কাম কর্ম্ম বলি, অনুসন্ধান করিলে তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতীয় কামনার একটা প্রগাঢ় ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এইস্থলে নিষ্কাম কর্ম্ম করায় লাভ কি তাহা অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কোন কোন লোকের মুখে শুনিতে পাই, আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আশা বা কামনা আছে বলিয়া বাঞ্ছিত বস্তু লাভে আমরা এত সুখী হই, আশা না থাকিলে হয়ত একটা সুখও থাকিত না। আশা না থাকিলে

* লক্ষ্মীর উপাসনার্থ বিহিত শ্রৌতকর্ম্মবিশেষ।

কে কাহার অপেক্ষা রাখিত? সকলে পরস্পর নিরপেক্ষ হইলে লোক ব্যবহার চলিত না, সংসার বিশৃঙ্খলাময় হইয়া উঠিত। যখন আশা বা কামনায় এতটা উপকারিতা আছে, তখন নিষ্কাম স্থাণুবৎ হইয়া কি সুখ হইবে? অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন, আশায় বা কামনায় সুখ নাই; অথবা যে পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর সুখ আছে তাহাও নানাবিধ দুঃখ সংভিন্ন। আশা যতক্ষণ পূর্ণ না হয় ততক্ষণ অতৃপ্তি জন্য দুঃখ; আর আশা পূর্ণ হইলে ক্ষণিক সুখলাভের পর মুহূর্ত্তেই শত শত নূতন আশা উদয়ের জন্য অশেষ প্রকার দুঃখ। মানুষের মন এতই চঞ্চল যে বাঞ্ছিত বস্তু লাভের তৃপ্তি ও অচিরে নবোদ্ভূত কামনার উত্তাপে উৎকট অতৃপ্তিময় হইয়া উঠে। উপভোগ দ্বারা কখন কামনার শান্তি হয় না * ঘৃতাহুতি প্রদানে অগ্নি যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রার্থিত বস্তুলাভে কামনাও সেইরূপ অধিকতর উপচিত হইতে থাকে।

অর্থানামর্জনে দুঃখং অর্জিতানাঞ্চ রক্ষণে।
নাশেদুঃখং ব্যয়েদুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্॥ (পঞ্চদশী)

অবস্থাধিকর্জ্জনে যে সুখ আছে, সে সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

তিনি বলেন,--

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" (পাতঞ্জল যোগসূত্র)

(পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল, সে একদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি পুরুষাগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া উৎকণ্ঠার জন্য নিদ্রা যাইতে পারে নাই; অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আশা ত্যাগ করিয়া সে রাত্রিশেষে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে সমর্থ হয়।) উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি বর্ত্তমান যুগের সুরুচিসঙ্গত না হইলেও বোধ হয় চিন্তাশীল পাঠকের নিকট অতি রমণীয় বলিয়া সমাদৃত হইবে।

কামনার ভাগটা অল্প করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করার অভ্যাস করিলে

---

* সাংসারিক কামনা সমূহের মধ্যে প্রধান যে অর্থার্জ্জন কামনা,—সে সম্বন্ধে একজন দার্শনিক কবিবর সুন্দর বলিয়াছেন :—

কার্য্যের অসিদ্ধি জন্য দুঃখ যে আমাদিগকে বিশেষ অভিভূত করিতে পারে না, তাহা বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেরই অনুভব সিদ্ধ। কর্ত্তব্যমাত্র বোধে কর্ম্ম করিলে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্য দুঃখটাও আমাদের মনের উপর রাজত্ব করিতে পারে না। বরং এরূপ কর্ম্ম করিতে আমাদের চিত্তে এক-প্রকার অপূর্ব্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চলিত কথায় Duty বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাও নিষ্কামকর্ম্মের অনুকরণ মাত্র। Duty পালন করিয়া আমরা যে সুখানুভব করি, তাহার মূল নিষ্কামকর্ম্ম প্রসূত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে যাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বা উৎকৃষ্ট জাতীয় কামনা সম্ভূত সকামকর্ম্ম বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, নিবৃত্তিমার্গের মধ্যেও নিষ্কামকর্ম্ম বলিলে অনেকটা সেইরূপ কর্ম্মই বুঝায়। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই যে মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে পারে; তাহা নহে। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেরূপ মহা-পুরুষ ভিন্ন নিবৃত্তিমার্গের সাধারণ পথিকদিগের কর্ম্মেও বিষয়ানুরাগের একটা ক্ষীণ ছায়া থাকিয়া যায়। ঠিক এই কথাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" (২য় অধ্যায়, ৫৯ শ্লোক)

অতএব আমরা দেখিলাম, কর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যেও দুইটি বিভিন্ন বিভাগ আছে—সকামকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম। লৌকিক ধন, জন, সম্পত্তি, সুখের জন্য বা অলৌকিক স্বর্গাদি সুখলাভের জন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা সকামকর্ম্ম। আর সম্পূর্ণ কামনা বর্জ্জিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা নিষ্কামকর্ম্ম। সংসারে সকাম কর্ম্মই পৌনেষোল আনা। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা নিষ্কাম কর্ম্ম বলি, তাহাও উচ্চশ্রেণীর সকাম কর্ম্ম মাত্র। যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করা শুধু গৃহীর পক্ষে কেন, সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষেও কঠিন ব্যাপার। সম্পূর্ণ কামনা ত্যাগে যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় অনিশ্চয় সুখ আ

তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির সিদ্ধ। তাদৃশ সুখই প্রবৃত্তিমার্গের প্রধান সম্বল! আমাদের সকল কার্য্যের মধ্য হইতে কামনার রংটা ক্রমে ক্রমে ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা করাই, প্রবৃত্তিমার্গের প্রধান সাধনা।

মনুষ্য প্রকৃতির একটা সাধারণ ধর্ম্ম এই যে প্রথমে যে কার্য্য করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কিছু দিন পরে প্রায় বিনা প্রযত্নে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ কার্য্য সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ (Psychologists) ইহাকে automation বা "অযত্ন-কার্য্য-ক্ষমতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে অনির্দ্দেশ্য সুক্ষ্ম প্রণালিতে এইরূপ কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় তাহাকে Set lines of hought and action (অর্থাৎ অভ্যাসসিদ্ধ চিন্তার ও কার্য্যের প্রবৃত্তি) বলা হইয়া থাকে। শারীরিক কার্য্যসম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, বালক যখন প্রথমে চলিতে শিখে অথবা যুবা যখন প্রথমে অশ্বারোহণ করিতে বা সন্তরণ শিখিতে অভ্যাস করে, তখন সকল স্থানেই উৎকট প্রযত্নের প্রয়োজন হয়। আবার কিছুদিন পরে ঐ সকল কার্য্য যখন অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন প্রায় মনের অজ্ঞাতসারেই উহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে, একজন সুশিক্ষিত সেতারবাদক চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াও ঠিক ঘাটে ঘাটে অঙ্গুলি ফেলিয়া বিশুদ্ধরূপে রাগিণী আলাপ করিতে পারে। মানসিক কার্য্য সম্বন্ধেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরা যখন বর্ণবিন্যাস শিক্ষা করিয়া দুই চারি পক্তি পড়িতে শিখি, যেন অতি কষ্টে প্রতি শব্দ বানান করিতে করিতে অগ্রসর হই; ক্রমে অভ্যাস হইলে আমরা যখন অনর্গল পুস্তকপাঠ করিতে পারি, তখন প্রায় মনের অজ্ঞাতসারেই বানান করা কার্য্যটা চলিতে থাকে। একজন স্থূলদৃষ্টি লোককে বুঝাইয়া দিলে সে হয়ত কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না; যে তাহাকে এখনও বানান করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এইরূপ, অভ্যাস নাই বলিয়া যে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি ধ্যানগোচর করিতে এককালে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, অভ্যাস হইয়া গেলে পথে চলিতে চলিতেও সে মূর্ত্তি সহজেই মানসনেত্রে প্রতিফলিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীগণনাথ সেন, কবিরাজ কবিভূষণ এল্ এম্ এস্।

কে তুমি ?

(প্রথম উচ্ছ্বাস)

(১)

গুরুদেব ? প্রাণনাথ, সুধাই কি বলে ?
"প্রাণনাথ" ? ছি ছি ! পুন কি ভুল আমার।
মহান্ যে তুমি সদা প্রণম্য সবার ;
প্রণয়ের ভাষা, দেব ! তোমাতে না চলে ॥
বহুদুরে সুবিশাল, গিরিবর সম।
ক্ষুদ্র জীব আমা হ'তে প্রভেদ বিষম ॥

(২)

সত্যই কি তোমা হ'তে এতই প্রভেদ ?
তবে কেন প্রাণ সদা ধায় তোমা পানে ?
এক (ই) খণ্ড লৌহ যথা তড়িতের টানে,
চুম্বক ভাবেতে করে আপনাতে ভেদ ;—
ভিন্ন গুণ, কর্ম্ম, দোঁহে, ভিন্ন আকর্ষণ ॥
তোমাতে আমাতে দেব নহে কি তেমন্ ?

(৩)

মনে পড়ে একদিন তোমারে খুঁজিতে,
স্থূল দেহে তোমা বলে হয়েছিল ভাণ ;—
চিত্ত বিনোদন, কিন্তু (তাহে) আছে পরিমাণ ;
যাঁরে খুঁজি তাঁর পূর্ণ প্রকাশ তাহাতে
কভু নাহি হয়। দেব ! তেঁই ভাবি মনে,
নিত্য নব বিশ্বরূপ তুমি সর্ব্বক্ষণে ॥

Induction

(৪)

পড়ে মনে, আর দিন অনেক চিন্তিয়া,
"কামনা-সমাপ্তি" বলে করিলাম স্থির।

পরে দেখি তুমি শান্ত; কামনা অধীর,
দুখ সুখ তুল্যরূপে রয়েছ ব্যাপিয়া ;—
এই ঢাল সুখ শান্তি মাতায়ে হৃদয়ে,
পুন জ্বাল দুখজ্বালা অন্যরূপ হ'য়ে ॥

(৫)

মনে পড়ে, ভাবরূপে ধরিবার তরে,
ছুটেছিল প্রাণ মম, নাথ ! পানে তব।
ভাবেরও অভাব, হায়, স্থির না সে সব ;
পরিণামধর্ম্মী ভাব, নিত্য বস্তু 'পরে
করে ক্রীড়া। তুমি কভু নহ পরিণামী ;
জীবনের শুকতারা হৃদয়ের স্বামী ॥

(৬)

কি আছে আমার নাথ ! যাহা দিয়া ধরি ?
যা' বলে তোমায় ভাবি ? যাহার স্বরূপ
শাশ্বত ভাবের তব হবে অনুরূপ ?
কিবা আছে নিত্য এই প্রপঞ্চ উপরি ?
বুঝিয়াছি, তুমি প্রভু হৃদয়ের স্বামী ;
আমার ও আমি নাথ, তুমিই ত আমি ॥

কস্যচিৎ স্বপ্নশীলস্য।

"পো'দাদা"।

(১)

আমাদের গ্রামের মধ্যস্থলে ৺কালীস্থান, কালীস্থানের পার্শ্বে একটী সরোবর। সেই সরোবর হইতে রসী খানেক দূরে এক জীর্ণ পুরাতন শিব-

মন্দিরের পার্শ্বে, একখানি সুনির্ম্মিত কুটীর মধ্যে গ্রামের পোদাদা বহুকাল হইতে বহাল তবিয়তে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। 'পোদাদার' কথাটা এখন অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইবারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যের কথাটা অভিধান হইতে একরূপ উঠিতেই চলিয়াছে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, মহামারী, সবার উপর দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের কৃপায় গ্রাম সকল উৎসন্ন প্রায় বাঙ্গালীর সংসারে বড় জোর ঠাকুরদাদাই এখন সম্পর্কের সীমা। তাঁর পিতার অস্তিত্ব এখন কয়জন কল্পনায় আনিতে পারেন? ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও আমরা বহুগৃহে পাঁচপুরুষের অবস্থান দেখিয়াছি, তখন ও বহুপুত্রকানারী সমাজমধ্যে দেবীরূপে পূজনীয়া। কাকবন্ধ্যা বা শ্রার তখনও পর্য্যন্ত সমাজে এত আদর হয় নাই। তখনও গৃহস্থের একটির অধিক সন্তান হইলে, প্রতি রজনীতে তাহার সুষুপ্তি বিজড়িত মস্তিষ্কের পার্শ্বে বসিয়া দারিদ্র আপনার কঠোর নির্ম্মল মূর্ত্তির বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিতে সাহস করিতনা। সুতরাং সে সময় পিতামহ প্রপিতামহ এমন কি কোন কোন সংসারে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির কলকোলাহলের মধ্যে বসিয়া আপনাদের তপঃক্লিষ্টা দেহকে সুস্নাত করিতেছেন।

আমাদের সে দিন গিয়াছে কালের প্রবাহে বাঙ্গালীর মধুরতাময় সংসারের মধ্য হইতে প্রদাদা বা পোদাদা সর্ব্বত্রেই ভাসিয়া চলিতেছেন। যে গৃহে এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় সে গৃহ ধন্য!

আমরা কিন্তু যে পোদাদার কথা বলিব, তাঁহার সংসারে কেহই ছিলনা। কখন যে ছিল তাহা ও জানিবার উপায়ই ছিল না। যাহারা বলিতে পারিতেন, সেই 'যোগেনাস্তে তনুত্যজাং' সাধুগণের মধ্যে যিনি শেষ সাধু, তিনিও অল্পদিন হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। সে সময় গ্রামে আমাদের মত প্রত্নতত্ত্বান্বেষী কেহ ছিল না বলিয়া, পোদাদার সংসারের সংবাদটা এতকাল অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। পোদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৃদু হাস্যে পাঁচটা মনোরম গল্পে কথাটা উড়াইয়া দিতেন। কখন কখন বলিতেন, তোরাইত আমার সংসার, আমার সংসারে বাস করিয়াও এতদিন তাহাকে দেখিতে পাইলি না! বাস্তবিক গ্রামই এখন তাঁর সংসার হইয়াছিল।

তিনি গ্রামবাসী সকলেরই পোদাদা। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পুত্র, পিতা, পিতামহ সকলেই তাঁহাকে এই সম্মানের আখ্যায় অভিহিত করিত। এক ক্রোশ-ব্যাপী ভদ্রাসনের মধ্যে অসংখ্য নাতি প্রনাতি পরিবৃত "পোদাদা" স্নিগ্ধ ছায়াময় উদার আশী আবরণ লইয়া একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেন। গ্রামে একটি রাস্তা ছিল, প্রতিদিন তাঁহা হইতেই তাঁহার অন্নের সংস্থান হইত। তাঁহার ঘরের প্রায় সকল কার্য্যই গ্রামের লোক দিয়াই নিষ্পন্ন হইত। পুরুষ, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই শক্তি ও সময়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পোদাদার সেবা করিয়া যাইতেন। আমরা বালকেরা প্রায়ই তাহার কোন বা কোন একটা কাজ করিতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিতাম। মুখুয্যেদের বাড়ীর অশীতিবর্ষিয়া ঠানদিদি আসিয়া তাঁহার পাক কার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি কেবল সর্ব্বদা গড়গড়ায়মান হুঁকার সাহায্যে স্বগৃহে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেন।

'পোদাদা' বলিলে, কেহ যেন না তাঁহাকে অবিরাম কাশী সমন্বিত অস্পষ্ট বাক্যধার একটি গতি শক্তি হীন জড়পিণ্ড মনে করেন। প্রতি প্রভাতে, যষ্টিতে ভর দিয়া, দেবীস্তব সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে করিতে পোদাদা ভাগীরথীতে স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিয়া প্রতিদিন তিনি একরূপ গ্রামটাকে প্রদক্ষিণ করিতেন। যেখানে ক্রিয়া কার্য্যোপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইত, সেইখানেই সর্ব্ব পরিচিত থেলোহুঁকাটী হাতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিক্রমণশীল পোদাকে আমরা যজ্ঞরক্ষি দেবতার ন্যায় দেখিতে পাইতাম। রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে, ঔষধ পথ্যের বিধান দিতে, তাঁহাকে এক আধ বার সকল গ্রামবাসীর গৃহেই পদার্পণ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, যেখানে মুমূর্ষুকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার প্রয়োজন হইত, সেখানে নাড়ী পরীক্ষার জন্য পোদাদার আগমন অবশ্যম্ভাবী। অন্তিমকালে দেবদর্শনের ন্যায়, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, কত বৃদ্ধ আপনাদিগকে পরলোকের পথিক হইবার উপযোগী করিয়া লইত।

পোদাদার কি নাম ছিল না? আমাদের বালক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া অনেকদিন অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল; কিন্তু কোনও দিন

তর্কের মীমাংসা হইত না। তাঁহার গলায় পৈতার গোছাটা, আমাদিগের গুরুজনের তৎপ্রতি ভক্তি, এবং মধ্যে মধ্যে তৎগৃহে প্রাপ্ত আমাদিগের শ্রদ্ধায় সেবনীয় তাঁহার হবিষ্যান্নের প্রসাদ তাঁহার পবিত্র ব্রাহ্মণত্বের সাক্ষী প্রদান করিত। কিন্তু তাঁহার নাম কি, তাঁহার কেহ কোথায় আছে কি ছিল, জানিবার কোনই উপায় হইত না। শ্রদ্ধেয় গুরুজনের নাম জিজ্ঞাসা সে সময়ে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইজন্য আমাদিগের গুরুজন এই বৃদ্ধের নাম আবিষ্কারের কথা মনেও আনিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু আমরা তখন অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি; বিশেষতঃ পোদাদার জীবনের একটা ইতিহাস রাখিবার জন্য আমরা বড়ই ব্যগ্র, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নাম জানিবার জন্য, আমরা বহু সুযোগ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

এই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল কতক গুলি ফলিয়াছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার পিতামাতার ও মাতুলের অস্তিত্বের আভাষ পাইয়াছিলাম। তিনি অন্যমনস্কে একদিন বলিয়া ফেলেন, আমি কুলীনের সন্তান, সুতরাং বাল্যে মাতুল গৃহেই প্রতিপালিত হই। বাল্যকালে আমি বড়ই দুষ্ট ছিলাম। সেই দুষ্টামীর শেষ বিলুপ্ত করিতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কালের প্রস্তাব আমার শরীরের উপর দিয়া অবিরাম চলাচল করিয়াছিল। তথাপি সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সেই বয়সেই মাতুলের উপর ক্রোধ করিয়া একদিন তাঁহার একটি সযত্ন রোপিত আম্রশিশু সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলি। ক্রুদ্ধ মাতুল, সেইজন্য তিরস্কার ছলে, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"এত লোকের মৃত্যু হইল গ্রামের যেখানে যা ভাল ছিল সব গেল, তবু এই আঁটকুড়ীর নন্দনের মৃত্যু হইল না।"

ইহাতেই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, কোন একটা বিস্মৃতিগর্ভ অন্ধকারময় পূর্ব্বযুগে পোদাদার 'আঁটকুড়ীজাতীয়া পুত্রবতী এক জননী ছিলেন। এবং পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ এই ন্যায় পুত্রানুসারে অনুমিত,

পোদাদার একজন পিতৃপুরুষের অস্তিত্বও সেই সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

আর একদিন তাঁহার আর একটু পরিচয় পাইবার শুভ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। সে দিন আমাদের প্রতিবাসী বৃদ্ধ গদাধর চাটুযোর আদ্যশ্রাদ্ধ। আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। পোদাদাকে অবশ্যই এমন শুভ-কার্য্যে মৃত গদাধরের গৃহে পদধূলি দিয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিকে উৎ-সাহিত করিতে হইয়াছিল। সে সময় বর্ষাকাল পল্লীগ্রামের পথ বর্ষায় কিরূপ দুর্গম হয়, তাহা পল্লীবাসীর কাহারও অবিদিত নাই।

ব্রাহ্মণভোজন নিষ্পন্ন হইবার পর, পোদাদা আমাকে বলিল, "হরিচরণ! পথটা বড়ই দুর্গম হইয়াছে। তুমি আমাকে বাড়ীতে দিয়া আইস।"

আমি তদ্দণ্ডেই এই পবিত্র ভার গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করি-লাম। তাহার গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া, আমাকে পোদাদার গৃহে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ আমার অবস্থা বুঝিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আজ না হয়, নাতবৌকে, আকাশ পাতাল চিন্তার আবর্ত্তে আনিতে, এমন ঘন বর্ষায় একাকিনী রাখিয়া এই বৃদ্ধের গৃহেই রাত্রিটা অবস্থান করিলে! বর্ষার রাত্রিটা কি শুধু নবীন নবীনার তৃপ্তিসাধনের জন্য—বৃদ্ধের নয়?"

আমি লজ্জিত হইয়া সম্মতি দিলাম। নিবিড় জলদতাড়িত অন্ধকার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বর্ষার অন্ধকারে সর্পের ভয়; আমি পোদাদার অনুরোধে সে রাত্রির মত সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলাম। গদাধর চাটুয্যের বাড়ীর ভৃত্য পোদাদার জন্য ক্ষীর ও মিষ্টান্ন আনিয়া উপস্থিত করিল, পোদাদা তাহাকে দিয়াই আমার বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং আমাকে বলিলেন, "অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইয়াছ আমার বোধ হয় রাত্রে তোমার অন্য আহারের প্রয়োজন হইবে না। যথেষ্ট মিষ্টান্ন, ইহাতেই উভয়ের পর্য্যাপ্ত জলযোগ হইবে।

* * * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে। পোদাদা সন্ধ্যা করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে

কিয়ৎক্ষণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন। বৃষ্টি ও রাত্রির সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পোদাদার ক্ষুদ্র কুটীরটীকে বেষ্টিত করিয়া একটি অনতি-বৃহৎ আম্র কানন : তাহার পরেই একটি ধান্যক্ষেত্র। সেই জলপূর্ণ ধান্য-ক্ষেত্রে লীলানিরত ভেকের স্বর দিগন্তাগত পার্ব্বত্য প্রস্রবনের শব্দ স্রোতের মত বর্ষার ধারাবর্ষণ শব্দে অবিরাম মিলিত হইতেছিল। আমি নীরবস্তিমিত লোচন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মনের সমক্ষে মুখর ঘনান্ধকারে যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য ডুবিয়া রহিলাম। অন্ধকার-অন্ধকার-অন্ধকার নিস্তব্ধে বসিয়া বসিয়া সেই স্বল্পপ্রভ দীপালোকিত গৃহে আমি যেন জীবনে প্রথম অন্ধকারের একটা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ধ্যানস্তিমিত-লোচন ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণত হইল। ভয়বিস্ময়ে আমার চক্ষু নিমীলিত হইল।

* * *

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। সহসা এক গগনভেদী শব্দে আমার সংজ্ঞা ফিরিল। চাহিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ তখনও পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন।

ভয়ে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলাম। "দাদা! দাদা!"

ব্রাহ্মণ চোখ না মেলিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ত্রিলোচন, ত্রিলোচন!" আমি তাঁহার গা ঠেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, দাদা! দাদা!

দাদা চক্ষু মিলিলেন আমার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন বোধ হইল; যেন কোন অজ্ঞাতদেশে প্রস্থিত আত্মাকে ধীরে ধীরে দেহরূপ ক্ষুদ্র কুঠীরে ফিরিয়া আনিতেছেন।

"একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া দেখিতেছেন কি?"

"কে তুমি, হরিচরণ?"

"কেন, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না!

"ত্রিলোচন আসিয়া ছিল না?"

"ত্রিলোচন কে?"

ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎক্ষনের জন্য নীরব হইলেন। আমি বুঝিলাম, এই

অনৈতিহাসিক যুগের বৃদ্ধের সঙ্গে রাত্রিবাস করিতে আসিয়া কাজ ভাল করি নাই।

অনেক পরে ব্রাহ্মণ যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভাই রাত্রি কত ? "

"কেমন করিয়া বলিব ! "

ব্রাহ্মণ নাসিকায় অঙ্গুলী দিয়া, একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তরে পর বলিলেন—ইস্ এতক্ষণ আমি তোমাকে নাত বৌএর চিন্তায় জর্জ্জরিত করিয়াছি !"

"আপনার নাতবৌ এখন কিছুকাল মস্তিষ্ককে স্থান পাইবে না।"

"কেন দাদা ? "

"ভয় আসিয়া সমস্ত মস্তিস্কটা দখল করিয়াছে। দাদা চিন্তাস্রোতে এখন বন্যার আবির্ভাব। আপনার নাতবৌ তাহাতে পড়িবে কি, জন্মের মত ভাসিয়া যাইবে ? "

"আমি যেখানে আছি : সেখানে কিসের ভয় ?"

"আপনিই বা ছিলেন কই ? "

ভয় পাইলেত আমায় তুলিলে না কেন ? "

"আমিও কি ছিলাম ' আমিও আপনার মত ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলাম। একটা ভীষণ শব্দে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়াছে। "

সমস্ত কথা তাঁহাকে প্রকাশ করিবা বলিলাম। শুনিয়া দাদা হাসিলেন। আবার বলিলেন ইংরাজী পড়িয়া ভূত প্রেত ত মানন। কিন্তু ভয়টী ত ত্যাগ করিতে পার নাই। "

"চক্ষে দেখিলাম, ভয় না করিয়া কি করিব ?"

"রাত্রি দ্বিপ্রহর † কিছু জলযোগ কর। "

"জলযোগ এখন কয়দিন বন্দ তার ঠিক কি ! ব্যাপারটা কি বুঝতে না পারিলে, উদরে কিছুই প্রবেশ করিতেছে না।—দাদা ! কি দেখিলাম ? "

"যা দেখিয়াছ, তাহা সত্য, ত্রিলোচন আসিয়াছিল। "

"ত্রিলোচন কে ? "

"ত্রিলোচন গদাধরের বাল্য সঙ্গী। আমার একমাত্র পুত্র।

"আপনার পুত্র। কই তাহাকে ত কখন দেখিনাই!

"কেমন করিয়া দেখিবে। ত্রিলোচন প্রায় সপ্ততিবর্ষ ইহজগতে নাই।

বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া আমি বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। মনে করিলাম, ত্রিলোচনের বিষয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কাজ ভাল করি নাই। এই সজন বান্ধবহীন বৃদ্ধের পূর্ব্বজীবনের সুখের সংসারের একটা ক্ষণ-স্থায়ী আলোকময় চিত্র তুলিয়া, তাহার জীবনটাকে বুঝি আজকার রাত্রির অন্ধকার হইতেও অধিক অন্ধকারময় করিয়া তুলিলাম। তাঁহার চিন্তার স্রোত ফিরাইবার ইচ্ছায়, বলিলাম—রাত্রি অধিক হইয়াছে; আপনি একটু জলযোগ করিয়া লউন।

"আমার আজ আর জলযোগ হইবে না। আমি পুত্রের অভাব আবার নুতন করিয়া অনুভব করিলাম। বুঝি ত্রিলোচন আর এখানে আসিবে না।"

"এতদিন কি আসিত?"

"প্রতিদিন — প্রতিদিন বালক আমাকে একবার করিয়া দেখিয়া যাইত।" দেখি দেখি "ঘরের মধ্যে আমার শয্যার পাশের দেওয়ালে কোন ছবি আছে কিনা।"

আমি প্রদীপ হাতে লইয়া গৃহে প্রবৃষ্ট হইলাম। নির্দ্দিষ্ট দেওয়ালের-গায়ে ছবির অনুসন্ধান করিলাম। একি! সুন্দর রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। নিশ্চল বিশাল উর্দ্ধদৃষ্টি ধ্যানমগ্না যোগিনীর ন্যায়, সুন্দরী বদ্ধকর পুটে যেন কোন পরিদৃশ্যমান দেবতার দিকে কৃপাভিক্ষার্থিনী হইয়া চাহিয়া আছেন। বিস্মৃত হইয়া আমি ছবির পানে চাহিয়া রহিলাম ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া পো'দাদা বলিলেন— "কিহে দেখিতে পাইলেনা?"

"পাইয়াছি।"

"কি?"

"রমণী।"

"তাহার পার্শ্বে?"

"কই কিছুই নাই।"

"তবে চলিয়া আইস।" আমি বাহিরে আসিলে বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পুত্র আমার এতদিন পরে মুক্তি লাভ করিল।" ছবিতে যে রমণীর চিত্র দেখিতেছ, ওইটীই তোমার পো'দাদার অতীতজীবনে সুখদুঃখের অংশভাগিনী, তোমাদের গ্রামস্থ সকলের অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী; আমি সে সময়ও প্রায় এইরূপই বৃদ্ধ। সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। তোমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই সপ্ততি বর্ষেও আমার জীর্ণ দেহের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেন না এতদিন লোকচক্ষে পুত্র কলত্রহীন হইয়াও বস্তুতঃ তাহাদের অস্তিত্বে সুখের সংসারে বাস করিতেছিলাম। আজ যথার্থই পুত্রহীন হইয়াছি। ওই ছবির পার্শ্বে আমার পুত্রের ছবি ছিল। আজ তাহা অদৃশ্য হইয়াছে।"

কথাটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও, আমি আর একবার দাদার পুত্রের প্রতিকৃতির অনুসন্ধানে গৃহমধ্যে প্রবৃষ্ট হইলাম। দাদা আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা—আর সে ছবির সন্ধান পাইব না।"

তথাপি আমি ঘরের মেজের চারিদিক অনুসন্ধান করিলাম। ভাবিলাম যদি কোনও উপায়ে হারা ছবির সন্ধান করিয়া পুত্রবিয়োগ কাতর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

"এই যে পাইয়াছি দাদা।"

"সত্য!"

"পাইয়াছি। কিন্তু ছবি কোনও কারণে দেওয়াল হইতে পড়িয়া দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

মনে করিলাম, খণ্ড দুইটি পরস্পরে জুড়িয়া পো'দাদার কাছে লইয়া যাই। এই ভাবিয়া দুইস্থান হইতে ছবির ভগ্নাংশ দুইটি সংগ্রহ করিলাম। যেমন দুইটি জুড়িতে যাইতেছি, অমনি কোথা হইতে আমার হাত দুইটি সবলে চাপিয়া ধরিল। মাথা তুলিয়া দেখি:—সে দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—একটি পরম সুন্দর বালকের হাত ধরিয়া ঠিক যেন পরলোকগত বৃদ্ধ গদাধর, নবীন নবনীপোম অঙ্গ লইয়া বালক মধুময় দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল; কিন্তু গদাধরের কি ভীষণ কোটরগত রোষরঞ্জিত চক্ষু তাঁহার

মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ব্যাধি বিকৃত চক্ষু আমি দেখিয়াছিলাম। সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, হাত হইতে ছবির অংশ দুইটি "খসিয়া পড়িল" দাদা! দাদা!

"ত্রিলোচন; গদাধর!" কেবল দুটি কথা আমার কানে গিয়াছিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

আধুনিক ক্রিষ্টিয়ান মিশনারীগণ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দু'একজন উচ্চ ভাবাপন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়। সম্প্রতি Bishop of Lahore, Cambridge এর St. Mary কলেজে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতীয়দের স্বাভাবিক সরলতা ও স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন—"But even though this simplicity may thus in large part be due atfirst to physical causes, there can be no doubt that it has re-acted with the greatest force on their mental and spiritual state, and has in a great measure saved them from rank materialism,—that too entire dependence on outward conditions of life, that tendency to find in merely material progress the key-note to civilisation which we cannot but be conscious of and lament amongst ourselves" ভারতবাসীর স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"It is not merely that they have naturally no affinity to materialism. This passes into a positive trait * Meditation on the inner, the unseen world seems to come so much easier, more naturally to them than to us, so that has been truly said the oriental stands as a witness to the reality of the invisible above the visible." আমাদের নব্য উন্নতিশীল ভ্রাতাগণ এ বিষয়ে কি বলেন? * * * * বক্তা এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই "Does it not seem a humiliating scene to us who long to go them with Gospel of Light, that in some respect they have undoubtedly a more deep-seated religious instinct in them than is at any rate at all general amongst Englishmen. * * * * By a long personal experience I

can bear witness to the extraordinary aptitude with which they engage in speculation or discussion on the deepest philosophical and ethical questions possible. এ মতের সহিত সাধারণ মিশনারীগণের অবশ্য ভেদ হইবে। কারণ তাঁহাদের ঐ পেশা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অতি প্রবুদ্ধ আলোকপ্রাপ্ত ভ্রাতাগণ ভারতীয়ের এই বিশেষত্ব নাশ করিতে প্রস্তুত।

সমালোচনা।

The Transactions of the Bengal Theosophical society—I—III.

"These Transactions edited by Babu Priya Nath Mukhopadhyaya and written by "The Dreamer," are a good sign of Lodge activity. They are well printed and form pretty little books and their contents are well worth study. "The Dreamer's" dreams always yield pleasant and useful reading, for the possesses a very able brain well stocked with theosophical lodge. The first Transaction, the *Life Waves* is a most valuable summary of "origins," a comparison between the teachings on the subject, of the Puranas and the Secret Doctrine being made. Then the state of matter as arising from the modifications of Brahma's consciousness are traced out and the fivefold field is described, the result of the First Life Wave.

Transaction II. is occupied with the *Third Life Wave*, the projection of the Monad, and with the "Co-ordinating and organising energy of the Second Life Wave" "The Dreamer" again explains most skilfully aided by the light of theosophy, the Pauranic accounts, and it would be wonderful to find how the modern presentmeants of some of our "seeing" students are confirmed by these ancient writings, were it not that, after all, both are dealing with the same facts. The *Second Life Wave* is to be Transaction III. Anie Besant.

"Theosophical Review Vol. XXXV. September, 15th 1904.

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ১৮২ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল, দ্বারা প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০।

প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B. C. Sanyal, at the B C Steam Printing Works, Calcutta.

অষ্টম ভাগ। কার্ত্তিক, ১৩১১ সাল ৭ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

—:(০):—

১

কায়মনোবাক্যে নাথ! লয়েছি শরণ,
করো না বঞ্চনা মোরে দেহ গো আশ্রয়।
বড়ই কাতর ভীত অতি দীন হীন,
রেখো গো চরণ প্রান্তে, অমৃত-আলয়॥
(তুমি) উচ্চ গিরি শির'পরে—চলে না নয়ন,
কোথা আমি,—সানুদেশে—আঁধার গহ্বরে।
অতি দুরূহ ও পথ! দূর ব্যবধান

(শতবাধা) কেমনে যাইব নাথ! অতিক্রম ক'রে ?
(শুধু) চেয়ে আছি পথ পানে-আকুল পরাণ,—
মরমের ব্যথা মোর মরমে লুকায়ে,
হৃদয়ে মিলায়ে গেছে হৃদয়ের তান,
আঁখিতে আঁখির বারি গেছেগো শুথায়ে।
কতই কাতরে নাথ! ডেকেছি তোমায়—
ক্ষীণ কণ্ঠে, প্রতিধ্বনি করে উপহাস!
ঘোর অট্টহাসে কত ভীতি উপজায়,
নির্দ্দয় হৃদয়, দেব ?—কথন তা নয়!
বড়ই অধম আমি! তাইতো পশে না
হৃদয়ের মাঝে তব প্রেমের ঝঙ্কার
বড়ই অধম আমি! তাইতো পশে না
চরণ কমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে আমার!
সান্ত জগতের ছায়ে মলিন হৃদয়
অনন্তের জ্যোতিঃ তাই পশে না তথায়
ভুলে যায় মুগ্ধ মন, রতি বাসনায়
দেখেনা চরণ তব, অমৃত আলয়
কালীয় মাথার পরে কালিন্দী সলিলে
ঘুচালে গোপীর তাপ চাপিয়া চরণ,
পরালে কোমল প্রাণে—নূতন বন্ধন,
নাচিল প্রেমের ঢেউ যমুনার জলে,
দাঁড়াও তেমনি দেব! হৃদি-হ্রদ মাঝে
বিষধর কামনার শত শীর্ষ'পরে।
নাচুক যমুনা জল নির্ম্মল লহরে
উঠুক প্রেমের তান গো—"পীর" সমাজে॥

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১

মুখ নাক চোখ বন্ধ ক'রে রেখে
দর্শন শ্রবণ আর,
ঘ্রাণ অনুভব স্বাদ আস্বাদন
হয় অতি চমৎকার !
বাহ্যেন্দ্রিয় শক্তি মিলিয়া যখন
সব এক হ'য়ে যায়
একমাত্র স্পর্শ অন্তর মাঝারে
বুঝে সেই সমুদায়।
সেই ত সময়ে চতুর্থ অবস্থা
শিষ্য, অতিক্রম করি,
প্রাণের হরিষ পঞ্চমে তখন
পশিবেক আগুসরি।
পশিয়া পঞ্চমে ওহে চিন্তাজয়ী
আবার দমন চাই,
এই বার সব রূপের নিধন
তা' বই উপায় নাই।
বাহ্য বিষয়ের অধিকার হ'তে
ফিরাও তোমার মন,
অন্তর্লক্ষ্য হও ভুল আর সব
যেমন ছায়া স্বপন।
অন্তরে যে সব মূরতি উদয়
অহরহ হয় তব,

তাদের ছায়ায় আত্মালোক ঢাকে,
এহেতু ত্যজ সে সব।
সাধনার ষষ্ঠ "ধারণা" তোমার
সাধন এখন চাই,
তাহাতে সফল হ'তে না পারিলে
উপায় কিছুই নাই।

তার পরে তব সপ্তম অবস্থা
এবে তুমি সুখী অতি,
পবিত্র তিনের সহিত তোমার
সম্বন্ধ নাহি সম্প্রতি।
কারণ তাহার করহ শ্রবণ
হয়েছ সে তিন তুমি,
তুমি আর মন এক রেখা এবে
"তারা" শোভে ঊর্দ্ধ ভূমি।
ছিল যেই তিন, সুখে এত দিন
মায়ার রাজত্ব মাঝে,
লুপ্ত হ'য়ে গেছে নামও নাই তার
আর না সেরূপ রাজে।
তিনে মিলে এক তারার মতন
হয়েছে এখন হায়,
উপাধি কেবল আছে, জ্বালা নাই
জ্যোতিঃ মাত্র সে তারায়!
হে যোগিন্, তুমি যোগী নামে এবে
যোগ্য হইয়াছ ভবে,
ধ্যানোসিদ্ধ হ'য়ে ধরহ সমাধি
কি ভাবনা আর তবে?

আত্মায় এখন　　　　আত্মা মিশে গেল
তুমি স্বরূপে এখন,
যথা হ'তে তুমি　　　　এসেছিলে ভবে
তথায় হল মিলন।
ওহে অন্তেবাসী,— কোথা? কই? কেবা?
অন্তেবাসী এবে কার?
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ　　　　মিশেছে আগুণে
এবে খুজে পাওয়া ভার।
সলিলের বিন্দু　　　　সাগরে মিশেছে
চিহ্ন মাত্র আর নাই।
অনন্ত জ্যোতিতে　　　　জ্যোতিঃকণা কই
আরত খুজে না পাই।
এবে তুমি কর্ত্তা　　　　তুমি সাক্ষী নিজে
তুমি অগ্নি, তুমি জ্যোতিঃ,
আলোকে তরঙ্গে　　　　তুমি শব্দ এবে
শব্দ তরঙ্গের ভাতি।
ওহে সুখী তুমি　　　　বুঝেছ এবার
পঞ্চবাধা সে কেমন,
জিনিয়া সকলে　　　　ষষ্ঠের অধীন
হয়েছ তুমি এখন।
চতুর্বিধ তত্ত্ব　　　　করেছ উদ্ধার
সে সবার আলোকেতে,
হ'য়ে আলোকিত　　　　শোভিছ এখন
এ বিশ্বে গুরু রূপেতে।
সে চারি তত্ত্বের　　　　প্রথমের নাম
দুঃখের স্বরূপ জ্ঞান,
কামের প্রলোভ,　　　　জয়ের উপায়
বিনাশের সমাধান।

অবশেষে পথ মহা জ্ঞানময়
তাহাতে পশিতে হয়।
এই চারি তত্ত্ব, আয়ত্ত হইলে
কিছুই দুষ্প্রাপ্য নয়।
এবে তুমি বীর, "বোধি" তরু মূলে
সুখেতে বিশ্রাম কর,
সমাধি তোমার আয়ত্ত হয়েছে
আনন্দে জীবন হর।
হয়েছ এখন আলোক স্বরূপ
শব্দের স্বরূপ তুমি।
তুমি প্রভু বিভু, তুমি সে ঈশ্বর
তুমি জল তুমি ভূমি।
তুমিই তোমার ধ্যানের বিষয়
পাপ পুণ্য নাই তব।
অনন্ত ব্যাপিত অনাহত ধ্বনি
তুমি, আছ ভরি ভব।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

প্রথম কর্ত্তব্য, নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রেমধর্ম্মের অধিকারী হওয়া।

ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতবো এন পরমোনির্মৎসরাণাং সতাম্।

এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইলে কোনরূপ কৈতব থাকিলে চলিবে না। আর মৎসর একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

আমি মুক্তিলাভ করিব, এ বাঞ্ছা ভক্তের থাকিবে না।

গুণময়ী মায়ার পারে গমন করাই মুক্তি। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই মুক্তি লাভ করা যায়।

দুই প্রকারে সেই মুক্তি লাভ হয়। গুণবিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইলে স্বরূপজ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিতি। ব্রহ্মসাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞানও থাকে না। এই মুক্তি ঔপনিষদ জ্ঞানমার্গের মুক্তি।

আবার কোন কোন ভক্ত আপনাকে পরিচ্ছিন্ন ও ঈশ্বরকে অপরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া, ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তির বলে ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি এবং পরে ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করেন। মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত এই সগুণ ভক্তিযোগ অত্যন্ত দূষণীয়। কারণ ইহাতে স্বার্থচিন্তা আছে।

নির্গুণ ভক্তিযোগে মুক্তি কামনা একবারে থাকে না। তথাপি ভক্ত ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া মায়ার সীমা উত্তীর্ণ হন্। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ৩-২৯-১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ৩-২৯-১২

যেমন গঙ্গার জল অবিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হয়, তাহাকে নির্গুণভক্তি বলে। এই ভক্তি ফলানুসন্ধান শূন্য ও ভেদ দর্শন রহিত।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩-২৯-১৩

সালোক্যাদি মুক্তি করতলস্থ হইলেও নির্গুণভক্তির অধিকারীরা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন।

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ।

ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥ ৩-২৯-১৬

আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি ও অভিবন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাবনা করা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য।

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।

মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥ ৩-২৯-১৭

মহদ্ব্যক্তির প্রতি বহু মান প্রদর্শন, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আপনার তুল্য লোকের প্রতি মৈত্র্যা যম ও নিয়ম।

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।

আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥ ৩-২৯-১৮.

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরল ভাব, আর্য্যসঙ্গ ও নিরহংকার।

মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।

পুরুষস্যাঞ্জসাঽভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥ ৩-২৯-১৯.

এই সকল গুণ দ্বারা শোভিত হইয়া, যে পুরুষ ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয়, এবং তিনি আমার গুণ শুনিবামাত্র ঝটিতি আমাকে লাভ করেন।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।

তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যং কুরুতেঽর্চ্চনা বিড়ম্বনম্॥ ৩-২৯-২১.

আমি সকল ভূতেই আত্মারূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে, এবং আমাকে প্রতিমাদিদ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার অর্চ্চনাই বৃথা। সে অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্॥

হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ৩-২৯-২২-

সকল ভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা

প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চ্চনা করে সে কেবলমাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। জীবের উপেক্ষা করিলেই আমার উপেক্ষা করা হয়।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৩-২৯-২৩-

মানগর্ব্বিত, ভিন্নদর্শী যে ব্যক্তি পরের শরীরে আমার দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বৈরভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির মন শান্তি লাভ করে না। ভূতের দ্বেষই আমার দ্বেষ।

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াহনঘে।

নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতেঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ৩-২৯-২৪-

যদি ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া উচ্চাবচ দ্রব্য দ্বারা আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে অর্চ্চনা দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই না। জীবের অবমাননা করিলেই আমার অবমানন করা হইল।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ ৩-২৯-২৫-

প্রতিমাদিতে সেই কাল পর্য্যন্ত আমার অর্চনা করিবে, যে কাল পর্য্যন্ত আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।

তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ ৩-২৯-২৬-

যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রও ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শী লোকের জন্য আমি মৃত্যুরূপী হইয়া উগ্র ভয় উৎপাদন করি।

এই নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ভক্ত মুক্তিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা প্রতি জীবে ভগবানের উপলব্ধি করিয়া জীবের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। এবং যখন ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন; তখন ঈশ্বরের পরাশক্তি হইয়া তাঁহারা জীবের জন্য সেই শক্তির নিত্য সঞ্চার করেন।

নির্গুণ ভক্তিই প্রেমধর্ম্মের প্রথম অধিকার।

যখন দেখিব বড় বড় তিলক, মোটা মোটা মালা, বিগ্রহ সেবার

বৃহৎঘটা কিন্তু ভায়ে ভায়ে বিরোধ, অর্থের জন্য দাগাবাজী, কামের সেবা, গুরু লোকের অপমান—তখনই তাহাকে ভক্তকুলাঙ্গার বলিয়া সম্বোধন করিব। যখন দেখিব প্রতিমাতে শ্রদ্ধা, এবং ততোধিক মানুষিক প্রতিমার আদর, যখন দেখিব বাহ্য ঘটা নাই, কপট আড়ম্বর নাই, কিন্তু সকলের সহিত অকৃত্রিম অকপট প্রণয়, সকলের মঙ্গলেচ্ছা, তখনই ভক্তচূড়ামণি বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিব। ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা নির্গুণ ভক্তির প্রধান অঙ্গ। সকাম সগুণ ভক্তিতে নিজের মুক্তি কামনা থাকে। নিষ্কাম, নির্গুণ ভক্তিতে নিজের সম্বন্ধে কোন বাসনাই থাকে না। এমন কি ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্ত কৈতব বলিয়া মনে করেন।

এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভক্তিযোগের একমাত্র অধিকার। যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নাই, সেখানে ভক্তিও নাই।

এই ভালবাসা বৃত্তি গাঢ় ও ঘন হইলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একীভূত হয়। অর্থাৎ সকল জীবে ভগবানের যে অংশ তাহা ভক্তের মনে এক ভূত হইলে এক ভগবান্ই সেই ভালবাসার আধার হন্। এবং সকল জীব ভগবানে অন্তর্ভূত হয়। তখন আর জীব জ্ঞান থাকে না। কেবলমাত্র ভগবানের জ্ঞান থাকে। ভগবান্কে ভালবাসিয়া জীব আত্মহারা হয়।

গোপ ও গোপীভাবের এই প্রথম অঙ্কুর। গোপ ও গোপীভাব নিরবচ্ছিন্ন ও গাঢ়তম হইলে জীব রাসলীলার অধিকারী হয়। রাসলীলায় ভগবানের সহিত মিলিত হইলে হ্লাদতাপকরী মিশ্রা জীবপ্রকৃতি পরা প্রকৃতিতে পরিণত হয়। ত্রিগুণময়ী মায়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে, কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ শক্তির দেহ গঠন করে।

এই প্রক্রিয়ার মূল ভালবাসা। ভাগবত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র ভালবাসা। যাহার ভালবাসা নাই, সে বৈষ্ণব নয়। যে মনুষ্যদ্রোহী, সে বিষ্ণুদ্রোহী। যাহার হৃদয়ে হিংসা, ছল, প্রপঞ্চ, অভিমান, কপটতা আছে সে ঘোর বৈষ্ণবাভিমানী হইলেও বিষ্ণু তাহা হইতে শত সহস্র হস্ত দূরে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে হৃদয়ে ভালবাসা হয়, নির্গুণ ভক্তিযোগের অঙ্কুর হয়, এরূপ পথ অবলম্বন করা, এবং অন্যে যাহাতে সেই

পথ অবলম্বন করে, তাহার লক্ষ্য কর। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

অন্যাকে দেখিয়া হাঁসিবে না। সে যদি নাস্তিক হয়, বিধর্ম্মী হয়, যদি যথেচ্ছাচারী হয়, ধর্ম্মদ্বেষী হয়, যদি তোমায় দশটা কুকথা বলে, সকলই সহ্য করিবে। তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবে। সময় পেলে তাহাকে অধিকার মত তত্ত্বকথা শুনাইবে। মিষ্ট কথায় পশুও বশ হয়। পরের ধর্ম্মকে দ্বেষ করিবেনা। নিজ ধর্ম্ম অপেক্ষা পর ধর্ম্মের সৎকার করিবে। পর ধর্ম্মে যাহা কিছু ভাল আছে, দ্বিধাশূন্য হইয়া জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু গোপনে আপন ধর্ম্ম অর্থাৎ যখন যে ধর্ম্ম তুমি সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছ ত্যাগ করিবে না। তুমি নিজ ধর্ম্ম অন্যকে বুঝাইবে। নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহা অন্যকে জানাইবে। কিন্তু নিজ ধর্ম্মের অভিমান করিবে না। এই "অমানী মানদ" ভাবে জানিতে পারিবে যে সকল ধর্ম্মেই সত্য নিহিত আছে। এবং নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে সকল

ধর্ম্মেই সত্য জানিতে পারা যায়। কেবল মনুষ্যের অভিমান দ্বারা, বুদ্ধি কল্পিত হঠতা দ্বারা সত্য সর্ব্বত্র আচ্ছাদিত আছে। যেমন সকল ধর্ম্মে ভেল আছে, সেইরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মেও ভেল আছে। কোন ধর্ম্মেই অভিমান থাকা ভাল নয়। সকল ধর্ম্মের নিকটই মস্তক অবনত করা চাই। তবে নিজের ধর্ম্ম সকলের স্বতন্ত্র থাকিবে। যে যখন যাহা সত্য বলিয়া প্রবল রূপে অনুভব করিবে, তাহাই তখন তাহার নিজ ধর্ম্ম। "অমানী মানদ" ভাবে, এই নিজধর্ম্ম নিত্য প্রস্ফুটিত হইবে, নিত্য বিকাশিত হইয়া ক্রমে পূর্ণ ভাব ধারণ করিবে। তখন আর কোনও দ্বিধা থাকিবে না। তখন এক সত্যে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইবে। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথযুষাং" এক ভগবানই তখন আশ্রয় হইবে।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন, তখন

মহাপ্রভু কৃপাকরি তারে শিক্ষাইলা।
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম॥
দেখিয়া ত মাতা পিতার আনন্দিত মন।

প্রথমে যখন রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন, তখন তাঁহার বাহিরে বৈরাগ্যের ভান, কিন্তু ভিতরে বিষয়স্পৃহা। মহাপ্রভুর শিক্ষাতে তিনি ভিতরে বৈরাগ্য রাখিলেন, এবং বাহিরে সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব বিপরীত হইল। এবার রঘুনাথ দাসের যথার্থ বৈরাগ্য; তিনি পুনঃ পুনঃ বাড়ী হইতে পলাইয়া যান্। তাঁহার মাতা মনে করিলেন রঘুনাথ বাতুল হইয়াছে। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু পিতা বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ীর বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে।

জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥

অথচ চৈতন্য চন্দ্র তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া বিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ "অমানী মানদ" হইয়া নিজ ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন। এই ধর্ম্মের উপাসককে মুখে কিছু বলিতে হয় না। তাহাকে বলিতে হয় না, তুমি এই ধর্ম্ম ত্যাগ কর এবং এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তিতে॥

ভগবানের অনুকম্পার "অমানী মানদ" নিত্যযুক্ত উপাসকের, নিজে হইতেই বুদ্ধির বিকাস হয়।

রঘুনাথ অবসর পাইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন এবং

কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥
বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥

যখন মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথ মিলিত হইলেন, তখন

প্রভুকহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষম বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"

অথচ মহাপ্রভু পূর্ব্বে রঘুনাথকে গৃহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই। রঘুনাথ বরাবর নিজ ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই আসিতেছেন।

পাঁচদিন রঘুনাথ মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইলেন, আরদিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া,

সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হইয়া মাগি খায়॥

শুনি তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥

বাস্তবিক মহাপ্রভু এইরূপ ভিক্ষার অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু রঘুনাথের তথন ইহা নিজধর্ম্ম, তাই তিনি কিছু বলিলেন না।

রঘুনাথ দীন ভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি কেবল মাত্র বলিলেন।

গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥

মহাপ্রভু জানেন, রঘুনাথ বড়লোকের ছেলে। অতুল বিষয় ভোগে লালিত পালিত। এখনও বিষয়ের ঢেউ তাঁহাতে আছে, কেবল মাত্র অমানী মানদ ভাবে, কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষার বলে, তিনি সকল বাধা নিজেই অতিক্রম কবিতে পারিবেন। তিনি বৈরাগ্যের জন্য নিজে যাহা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই তাঁহার নিজধর্ম্ম, এবং তাঁহার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী।

রঘুনাথের মাতা পিতা চারিশত মুদ্রা লইয়া, দুই ভৃত্য ও এক ব্রাহ্মণ রঘুনাথের নিকট পাঠাইলেন। প্রথমে রঘুনাথ স্বীকার করিলেন না। পরে তিনি ঐ মুদ্রা লইয়া মাসে দুই দিন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

সনাতনের ভোট কম্বল মহাপ্রভুর চক্ষুঃশূল হইয়াছিল।

তিনমুদ্রার ভোটগায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস॥

সেই মহাপ্রভু বিষয়ীর মুদ্রা অপেক্ষা না করিয়া রঘুনাথের নিমন্ত্র

গ্রহণ করিলেন। তিনি সনাতনের নিজধর্ম্ম জানিতেন এবং রঘুনাথের নিজধর্ম্মও জানিতেন।

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে সচীর নন্দন॥
রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥
বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাঁসি বলিতে লাগিল॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥

রঘুনাথের নিজধর্ম্মের নিকট মহাপ্রভুও সঙ্কুচিত হইতেন। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ধর্ম্মের অবতারগণই জানেন।

কতদিন রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥
গোবিন্দ দাস শুনি প্রভূ পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখায় চাহিয়া॥
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে গিয়া॥
প্রভুকহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার॥

অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি অনেনদত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি নদত্তমন্তঃ
সমেধ্যতি স দাষ্যতি ॥
ছত্রেগিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্যকথা নাহি মুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥

কিন্তু এসকল কথা মহাপ্রভু যথা সময়ে রঘুনাথকে বলেন নাই। রঘুনাথ নিজধর্ম্ম অনুসরন করিয়াই, বৈরাগ্যের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষে—

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুইতিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায় ॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
মড়াগন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহুপানী ॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায়।
লুণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥

আর মহাপ্রভু থাকিতে পারিলেন না। তখন আর রঘুনাথকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল না।

কাঁহা বস্তু খাওসবে আমারে না দাও কেন।
এই বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ ॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তবযোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা ॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন্ প্রসাদে না পাই ॥

রঘুনাথের চরিত্র ও তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর আচরণ ভক্তের জলন্ত ও জীবন্ত শিক্ষার স্থল। রঘুনাথ গোস্বামীও যখন অসম্পূর্ণ "আরুরুক্ষু" ছিলেন তখন আমি তুমি বৈষ্ণব যদি আপনাকে সম্পূর্ণ মনে করি তাহা নিতান্ত ভুল।

রঘুনাথ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও সম্পূর্ণরূপে "অমানী মানদ"। তবে অমানী মানদ হইলে ও তিনি নিজের গন্তব্য পথ অনুসরণ করিবার জন্য নিজ ধর্ম্মের কখনও উপেক্ষা করেন নাই। এমন কি মহাপ্রভু পর্য্যন্ত তাঁহার নিজধর্ম্মের সম্মান করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষার বলে সকলেই চরম ধামে যাইতে পারেন। কিন্তু চরম ধাম এক হইলেও, বিভিন্ন প্রকৃতির অনুসরণীয় পথ বিভিন্ন। এই জন্য নিজধর্ম্মের আবশ্যকতা।

নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। এমন কি স্বয়ং গুরুদেব বলিলেও, যাহা নিজে বিশ্বাস করিতে পারিবেনা, যে পথ নিজে দেখিতে পাইবেনা, তাহার অনুসরণ করিবে না। তবে নিজধর্ম্মের কখনও অভিমান রাখিবে না। যদি নিজ ধর্ম্মের অভিমানী হও, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম তোমার প্রত্যবায় হইবে। নিজ ধর্ম্ম তখন অধর্ম্ম হইয়া তোমাকে নীচগামী করিবে। অমানী মানদ ভাবে নিজধর্ম্মের অনুসরণ করিবে। তাহা হইলে নিজধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। রঘুনাথের মর্কট বৈরাগ্য বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইবে। অমানী মানদ ভাবে নিজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এতদিনে রাশলীলার কথা শেষ হইল। সে জন্য পৌরাণিক কথার অবতারণা আজ তাহা সমনা হইল। সমগ্র পাঠক মণ্ডলীর চরণ ধূলি মস্তকে করিয়া আজ আমি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলাম। যে প্রিয়বন্ধুর অনুরোধে এই পৌরাণিক কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই অঘোর বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

ধর্ম্মরাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একা মাই, জুগতি বিয়াই, তিন চেনে পরবাণ, ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দিবান। জিবঁ তিস্ ভাবৈ, তিবঁ চলাবে, পিবঁ হোবৈ ফরমাণ, ওহু বেখে, ওমাদনরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ। আদেস তিসৈ আদেস, আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ এক বেস॥ ৩০॥

অর্থ—(সৃষ্টিকার্য্যাদি সম্বন্ধে বলিতেছেন) এক মাতা (স্বয়ম্ভবা মহাশক্তি) মহাযোগে (পরমাত্মার সহিত তদীয় মায়াপ্রকৃতির যোগে) সাক্ষীস্বরূপ (সাধকের জ্ঞানাধিগম্য স্বরূপ) তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন; ইহাঁদের মধ্যে একজন সংসারী (সৃষ্টিকর্ত্তা), একজন ভাণ্ডারী (পালন কর্ত্তা), এক জন বিচারক (কর্ম্মবিচারে দণ্ডপুরষ্কার প্রদাতা)। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ মাত্র ইহাঁরা চলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বড়ই বিড়ম্বনা যে তিনি সকলকে দেখিতেছেন, অথচ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, যিনি আদি নির্ম্মল, অনাদি অক্ষয়, নির্ব্বিকার। ৩০।

গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান প্রচণ্ড, তিথে নাদ বিনোদ কোড় অনন্দ।
সরম খণ্ডকী বাণি রূপ, তিথৈ ঘারত ঘড়িএ বহুত অনুপ।
তাঁ কীয়া গলাঁ কাথিয়াঁ ন জাই, জে কো কহে পিছে পছতাই।
তিথে ঘড়িএ সুরতি মতি নদ বুধ, তিথে ঘড়িএ সুঁরা সিধাঁ কী সুধ॥ ৩৬॥

অর্থ—(উন্নত সাধক বর্গের গম্যস্থান উচ্চতর লোকসমূহের বর্ণনা) জ্ঞানখণ্ডের (Higher plane of Wisdom) মধ্যে প্রচণ্ড জ্ঞানজ্যোতিঃ সুস্নিগ্ধভাবে দীপ্তি পাইতেছে; তথায় বিবিধরূপ আমোদপ্রমোদ এবং কোটী কোটী প্রকারের আনন্দ ভোগ্য রহিয়াছে। শ্রমখণ্ড (Higher plane of Activity) সর্ব্বপ্রকার বিভূষিত রহিয়াছে, তথায় রূপ মাধায়

(Forms) অনুপম দ্রব্য সকল গঠিত হইতেছে, উহা বর্ণনাতীত কিছু বলিতে গেলেই নিরস্ত হইয়া পড়িতে হয়। তথায় স্মৃতি, মতি, মনঃ ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; তথায় সুর ও সিদ্ধগণ বিমল জ্ঞান লাভ করেন। ৩৬।

করম খণ্ডকী বাণি জোর, তিথে হোব ন কোই হোর।
তিথে জোধ মহাবল সুর, তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর।
তিথে সীতোঁ সীতাঁ মহিমা মহি, তাঁকে রূপ ন কথান জাই।
না উহ্ মরে ন ঠাগে জাহি, জিনকে রাম বসে মন মাহি।
তিথে ভগত বসে কে লোঅ, করে অনন্দ সচা মন সোহ।
সচখণ্ড বসে বসে নিরংকার, কর কর বেখে নদর নিহান।
তিথে খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড, জে কো কথেত অন্তন অন্ত।
তিথে লোঅ লোঅ আকাব, জিবঁ জিবঁ হুকুম, তিবঁ তিবঁ কার।
বেখে বিগসে কর বিচার, নানক, কথনা করড়া সার॥ ৩৭॥

অর্থ—(পূর্ব্ব বর্ণনার অনুবৃত্তি) কর্ম্মখণ্ডের (Higher plane of Devotion) বর্ণনা প্রদান করা সাধ্যাতীত। যে সকল মহাবল যোদ্ধার (সাধনবীর) হৃদয়ে ভগবান পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কেবল তাঁহারই এই স্থানে অবস্থিতি করিবার অধিকারী। এই অনির্ব্বচনীয় ভগবানের মহিমাপূর্ণ শান্তিনিকেতনে কেবল তাঁহারাই বাস করিতে পারেন, যাঁহারা মৃত্যু ও মোহের ভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন এবং যাঁহাদের অন্তঃকরণে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। এখানে শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ বাসকরিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করেন। সত্যখণ্ডে (জ্ঞানখণ্ডের শুদ্ধসত্ত্বাংশে) বিশ্বাতীত পরমাত্মা বিরাজিত থাকিয়া সৃষ্টিকার্যে কৃপাকটাক্ষ প্রদান পূর্ব্বক সুখী করিতেছেন। এখানে এত খণ্ড, মণ্ডল ও ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে, তাহার বর্ণনার অন্ত নাই। এখানে অসংখ্য অসংখ্য আকার, অসংখ্য অসংখ্য লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার আজ্ঞামাত্রই সমস্তকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। তিনি (জীবের কর্ম্মানুসারে) বিচার করিয়া সুখী হইতেছেন। নানক বলিতেছেন এই জ্ঞানখণ্ডের বর্ণনা অতি দুঃসাধ্য বিষয়। ৩৭।

জত হাপরা, ধীরজ সুনীয়ার, অহরণ মতি, বেদ হতিয়ার।

ভউ ফলা, অগ্নি তপ তাউ, ভন্থা ভাউ, অমৃত তিত ডাল্
ঘড়িএ সব্দ্ সচী টকসাল জিন্‌কো নদর করম তিনকার,
নানক, নদরী নদর হিনার ॥ ৩৮ ॥

অর্থ — (সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে সুবর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণের সহিত উপমা দিয়া বলিতেছেন) সংযম সাধকের অগ্নিকুণ্ড, ধৈর্য্য স্বর্ণকার, বুদ্ধি চিম্‌টা, জ্ঞান যন্ত্র, ভয় বাতনিষ্পেষক যন্ত্র, তপ অগ্নির তাপ, ভক্তি ছাঁচ ; কর্ম্মী সত্যরূপ টাক-শালে শব্দরূপ অলঙ্কার গঠন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। নানক বলিতে-ছেন, যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, কেবল তিনিই উক্ত অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারেন, কেবল তাঁহার কৃপাতেই কর্ম্মী কৃতার্থ হয়। ৩৮।

পবন গুরু, পানি পিতা, মাতা ধরতী মহৎ,
দিবস রাতী দুই দাই দাইয়া, খেলে সকল জগত।
চংগিয়াইয়াঁ বাচে ধরম ইদুর বুরিঞিয়া
করমী আপো আপনি, কে নেড়ে কে দূর।
জিনীনাম ধিযাইয়া, গায় মুস্কত ঘাল,
নানক, তে মুখ উজলে, কেতী ছুটীনাল ॥ ৩৯ ॥

অর্থ— (নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন) বায়ু গুরু স্বরূপ (শুদ্ধিপ্রদানে) পিতা জলস্বরূপ (তৃপ্তিপ্রদানে) পৃথিবী মহতী মাতা স্বরূপা (গর্ভধারণে); দিবস ও রাত্রি রূপিনী দুইটী ধাত্রী সমগ্র জগৎকে লইয়া খেলা করিতেছে (সর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে)। জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম সকল ধর্ম্মেতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, বিলম্বেই হউক আর শীঘ্রই হউক কর্ম্মীকে স্বকীয় কর্ম্মকে ভোগ করিতেই হইবে। নানক বলিতেছেন, যাঁহারা পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাঁহারা সকল বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, এবং তাঁহাদের বিমলানন্দ লাভ ও সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ৩৯।

(ক্রমশঃ)

বিচার সাগর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বার্থযোগ্য নাহি মোরে করিলরে বিধি।
তেঁই বৈদ্য নাহি দিল আমায় ঔষধি॥ ১৪৪॥
এইরূপ চিন্তে রাজা আপনার দুখে।
হেনকালে দেখে এক সন্ন্যাসী সম্মুখে॥
ক্ষতের ঔষধ দেয় সন্ন্যাসী ঠাকুর।
রাজার হইল তাহে ক্ষতদুখ দূর॥
হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজার।
না দেখে সন্ন্যাসী, দাগ দর্শন শিরার॥ ১৪৫॥
এই উপাখ্যানে শিষ্য দৃষ্টান্ত প্রকাশ।
মিথ্যা হতে মিথ্যা দেখ পায়রে বিনাশ॥
মিথ্যা দুঃখ দেখ যবে হইল রাজার।
সত্যহতে নাহি হল উপায় তাহার॥ ১৪৬॥

[টীকাঃ— রাজার মিথ্যা রোগের ন্যায় সংসারদুঃখও মিথ্যা। সুতরাং, যেরূপ মিথ্যা ঔষধ প্রয়োগে মিথ্যা রোগের উপশম, সেইরূপ মিথ্যা সংসারদুঃখের নিবৃত্তি সাধনে বেদগুরু মিথ্যাই * আবশ্যক। মিথ্যার নিবৃত্তি হেতু সত্যসাধনের অপেক্ষা নাই। সত্যসাধন হইতে মিথ্যার নিবৃত্তি হয় না। যেমন স্বপ্নে, মিথ্যা শৃগালী অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রাজার শয্যার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সত্য দৌবারিক প্রহরীগণ কেহ তাহাকে বাধা দিলনা। রাজা যখন চীৎকার করিলেন কেহ সেই শৃগালীকে সংহার করিল না। রাজার সমীপে বহুবিধ সত্য অস্ত্র শস্ত্র থাকিতেও রাজা এক মিথ্যা যষ্টিদ্বারা শৃগালীকে প্রহার করিলেন। রাজার মিথ্যা ক্ষত হইল। কোন সত্য বৈদ্য পাইলেন না। মিথ্যা বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন মিথ্যা বৈদ্য রাজার নিকট অর্থ চাহিল। যাহার কোষাগার অনন্তধনে পরিপূর্ণ, তিনি বৈদ্যকে

* মিথ্যা = Phenomenah যাহা Absolute ভাবে real নহে পং সং।

দিতে একটী কড়িও পাইলেন না। সত্য সাধনের কোনটীও রাজার মিথ্যা দুঃখনাশে সমর্থ হইল না। পরন্তু, মিথ্যা সন্ন্যাসী মিথ্যা ঔষধদ্বারা মিথ্যা ক্ষত জন্য রাজার মিথ্যা দুঃখের নিবৃত্তি করিল। এইরূপ স্বপ্ন সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। স্বপ্নে কথন কাহারও জাগ্রত পদার্থের উপযোগ হয় না। সেইরূপ মিথ্যা সংসারদুঃখের নিবৃত্তি সত্য বেদগুরুর অপেক্ষিত নহে।]

মরুস্থল জল ও পিপাসার সত্তার প্রভেদ।

শিষ্যের অন্তঃকরণে পূর্ব্বে এরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে—„যেরূপ মরুস্থলের জলে তৃষ্ণা দূর হয় না, সেইরূপ মিথ্যা বেদগুরু হইতে সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না মিথ্যাবেদ গুরু হইতে সংসার দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হইলে, মরুস্থলের মিথ্যা জল হইতে পিপাসা নিবারণ হওয়া উচিত।” এই সংশয়ের সমাধান—

যদি ও অলীক সেই মরুথল জল।
মিটাতে কাহারো নারে পিয়াসা প্রবল॥
এস্থলে বিষম দেখ দৃষ্টান্ত তোমার।
পিয়াসা ও মরুজলে প্রভেদ সত্তার॥ ১৪৭॥

[টীকা:— যদিও মরুভূমির জল মিথ্যা ও পিপাসা নিবারণে অসমর্থ, এবং মিথ্যা বেদ ও গুরু হইতে দুঃখ নিবৃত্তির ন্যায় ঐ মিথ্যা জল হইতে পিপাসা নাশ হওয়া উচিত, পরন্তু হয় না, সুতরাং মিথ্যা বেদ ও গুরু হইতে সংসার নাশ সম্ভবে না; এস্থলে তোমার দৃষ্টান্ত বিষম। কারণ মরুস্থল জল ও পিপাসার ভিন্ন সত্তা।]

সমসত্তার পরস্পর সাধক বাধক ভাব।

হয় সমসত্তা ভবদুখ গুরু বেদ।
তেঁই ছেদ করে বেদ গুরু ভবখেদ॥
পরস্পর সমসত্তা হয় যাহাদের।
সাধক বাধক ভাব হয় তাদের॥ ১৪৮॥

[টীকাঃ— ভবদুঃখ ও বেদগুরুর সম অর্থাৎ এক সত্তা। সুতরাং বেদগুরু ভবদুঃখ ছেদক। যাহাদের পরস্পর সমসত্তা তাহাদের পরস্পর সাধক বাধক ভাব সম্বন্ধ। যেমন মৃত্তিকা ও ঘটের সমসত্তা, এস্থলে মৃত্তিকা ঘটের সাধক। অগ্নি ও কাষ্ঠের সমসত্তা; এস্থলে, অগ্নি কাষ্ঠের বাধক। (সাধক অর্থে কারণ, ও বাধক অর্থে নাশক)। মরুস্থল জল ও পিপাসার সমসত্তা নহে; সুতরাং সেই জল পিপাসার বাধক নহে। চৈতন্যে পরমার্থ সত্তা, ও চৈতন্য হইতে ভিন্ন মিথ্যাপদার্থের দ্বিবিধসত্তা— (১) ব্যবহারিক ও (২) প্রাতিভাসিক।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যে পদার্থের বাধ হয় না, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বাধ হয়, সেই পদার্থকে ব্যবহার সত্তা কহে। ঈশ্বর-সৃষ্টিতে সেই ব্যবহার সত্তা বিদ্যমান। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ঈশ্বরসৃষ্টি দেহেন্দ্রিয় আদি প্রপঞ্চের বাধ হয় না। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সেই প্রপঞ্চের বাধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ঈশ্বরসৃষ্টপদার্থের নাশ হইলেও সেই জ্ঞান বিনা বাধ হয় না। অপরোক্ষ মিথ্যা নিশ্চয়ের নাম বাধ। সৃষ্টপদার্থে সেই অপরোক্ষ মিথ্যা নিশ্চয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে কাহারো হয় না, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অনন্তরই হয়। সুতরাং মূল অবিদ্যার কার্য্য জাগ্রত অবস্থার পদার্থ সৃষ্টিতে ব্যবহার সত্তা। জন্ম, মরণ, বন্ধ, মোক্ষ আদি ব্যবহার সিদ্ধকারী যে সত্তা তাহাকে ব্যবহার সত্তা কহে।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই যাহার বাধ হয়, সেই পদার্থে প্রতিভাসসত্তা। যেমন, ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই শুক্তিরজ্জু, মরুস্থল আদির জ্ঞানে রজত, সর্প, জল আদির বাধ হয়। এস্থলে রজত আদির প্রতিভাসসত্তা। প্রতিভাস, অর্থ্যাৎ প্রতীতি মাত্র। প্রতীতিমাত্র হওনকে প্রতিভাস সত্তা কহে। তুল অবিদ্যার * কার্য্য রজতাদি পদার্থের প্রতীতিমাত্র হয়। সুতরাং তাহাদের প্রতিভাস সত্তা কহে।

ত্রিকালেও যাহার বাধ হয় না, তাহাকে পরমার্থ সত্তা কহে। চৈতন্তের বাধ কোন কালেই নাই; সুতরাং চৈতন্যের পরমার্থ সত্তা।

বেদগুরু ও সংসার দুঃখের ব্যবহারিক সত্তা, সুতরাং বেদগুরু হইতে ভবদুঃখের নাশ সম্ভবে।

এই রীতিতে বেদগুরু ও সংসার দুঃখের একই ব্যবহার সত্তা বলিয়া তাহাদের পরস্পর সমসত্তা। সুতরাং মিথ্যা বেদগুরু হইতে মিথ্যা ভবদুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবে।

* ঘটাদি জড় পদার্থউপহিত চৈতন্য আবরণকারী অবিদ্যাকে তুল
ও বিদ্যা কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

বাসনায়াম্।

বাসনা বা তৃষ্ণাই জীবের বন্ধনের মূল। এই বাসনা ত্যাগেই মোক্ষ বা স্বরাজ্য সিদ্ধি। কিন্তু বাসনা যখন চিন্তার জনক (The wish is father to the thought) এবং চিন্তা হইতেই যখন কর্ম্মের উৎপত্তি, তখন বাসনা ত্যাগ কিরূপে সম্ভবপর তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য। তবে এই আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিত বক্তব্য আছে। সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ে শ্রুতি বলেন যে "স এব সৌম্যইদমগ্র আসীৎ" এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, হে সৌম্য, কেবল সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি বাসনা করিলেন "একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েম" আমি এক আছি, প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইব। সুতরাং বাসনাই সৃষ্টির মূল, বাসনাই প্রবৃত্তিমার্গ। জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা বা বাসনা শক্তি এবং ক্রিয়া শক্তি এই ত্রিবিধ প্রধান শক্তি হইতেই সৃষ্টির বিকাশ। জ্ঞানময় আত্মা দেখিতে বাসনা করিলেন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল; শুনিতে ইচ্ছা করিলেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব বাসনাই সৃষ্টি বিকাশের প্রধান হেতু। ভগবৎলীলার দুইটিক্রম; এক সৃষ্টিক্রম, আর এক লয়ক্রম—এক অবতরণ (Desent of sipirt into matter) অপরটী উদ্ধারণ (Ascent of matter to spirit)। এই দুই ক্রমে মধ্যে অবতরণ ক্রমে বাসনা বা ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি ও উন্নতির নিতান্ত

প্রয়োজন। সৃষ্টিক্রমের নিম্নতর স্তর হইতে যতই উচ্চে উঠা যায় ততই অস্ফুট বাসনাকে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। মানবোৎপত্তি সম্বন্ধে Darwin সাহেবের "Descent of Man" নামক গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে কেবল প্রবল বাসনা দ্বারাই Natural Selection, Sexual Selection এবং Survival of the fittest প্রভৃতি বিধান দ্বারা জীব নিকৃষ্ট যোনি হইতে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট দেহ হইতে উৎকৃষ্ট দেহে উপনীত হইয়া অবশেষে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছে, এবং মানব দেহ লাভ করিয়া ঐ বাসনা বলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যোগে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি ও বিস্তার করিয়া সভ্য পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্য মনীষিগণের মত। কিন্তু এই তথ্যটী সত্য হইলেও, ইহা সত্যের অংশ মাত্র। কারণ ইহা সম্পূর্ণ সত্য হইলে, আমাদের আর্য্য মতে ত্রেতাদিযুগ বিভাগ মিথ্যা হইয়া পড়ে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য হইলে বর্ত্তমান কলিযুগই সভ্যতা ও জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ হইয়া দাঁড়ায়। সত্যযুগই যদি আদিম যুগ হয়, তাহা হইলে, এই মতানুসারে সত্যযুগের মানবগণ নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্য অবস্থাতেই ছিলেন বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র দৃষ্টে বুঝা যায় যে, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঐ সত্য যুগেই চরম সীমায় উপস্থিত হয়; এবং পর পর যুগে এক এক পাদ হ্রাস হইয়া কলিযুগে পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। প্রতি মন্বন্তরের আদিতে একজন করিয়া মনু ও কয়েকজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আবির্ভাব হয়। ইঁহারাই আদর্শ মনুষ্য এবং ইঁহারাই সেই মন্বন্তরের জন্য ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র প্রণোদিত করিয়াছেন। কালক্রমে সেই ধর্ম্ম যখনই ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হয়, তখনই এক একটি অবতারের প্রয়োজন এবং ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। আধিভৌতিক বিকাসের ফলে যদি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট যোনি হইতে উৎকৃষ্ট দেহ লাভের সঙ্গেসঙ্গেই আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি দেখা যাইত। তাহা হইলে মানব মাত্রেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইত। তাহা হইলে একটি আমমাংস ভোজী অসভ্য মানুষ ও Herbert Spencer প্রভৃতি মনীষির মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। দৈহিক পুষ্টির সমানুপাতে

আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে, জগতের মল্লব্যবসায়ীগণই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হইত, Sandow প্রভৃতি পালোয়ানরাই Huxley, Darwin ও Herbert Spencer এর আসন গ্রহন করিত। তপঃ কর্ষিতকায়, বাতাহারী বা ফল মূলভোজী ঋষি মুনিগণ তাহা হইলে অধ্যাত্মজগতের শীর্ষস্থানে না থাকিয়া সর্ব্বনিম্ন পদবীতেই অবস্থান করিতেন।

যতটা দেখা গেল তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে আধিভৌতিক উন্নতিতে বাসনা প্রবল থাকা চাই। যে জাতির বাসনা যত প্রবল, সেই জাতিই তত অধিক আধিভৌতিক উন্নতি করিতে পারে। পরন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এ নিয়মটি খাটে না। এখানে বাসনা যত প্রবল হইবে, মনও ততোধিক বিক্ষিপ্ত হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে রাজযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ এবং ভক্তি যোগ এই সকল যোগেই বাসনা খর্ব্ব করিতে বল হয়। কর্ম্ম যোগে ও নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পাদিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামের পর প্রত্যা-হার অভ্যাস করিতে উপদেশ আছে। প্রাণ সংযম অভ্যাস করিলে বাসনা ও সংযত হয়। আবার বাসনা সংযত করিতে পারিলে, আপনা হইতেই প্রাণ সংযত হয়। দীর্ঘ প্রণবাদি উচ্চারণে ও প্রাণ সংযত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণায়ামাদি অভ্যাস গুরুসমীপে না করিলে বিঘ্ন ও ব্যাধির আশঙ্কা আছে। বাসনা সংযম অভ্যাসে সে প্রকার কোনই ভয় নাই। ফরাসী পণ্ডিত Descarte বলেন true happiness consists in limiting our desires" প্রকৃত সুখ পাইতে হইলে আমাদের বাসনা খর্ব্ব করিতে হয়। রাজযোগ প্রভৃতি অন্যান্য যোগমতে বাসনা দ্বিবিধ, শুভা ও অশুভা। ভগবৎ প্রণিধান শ্রবণ ও মনন ইত্যাদি শুভা বাসনা। প্রাণৈষণা ধনৈষণা দারৈষণা অর্থাৎ কিসে দেহ ভাল থকে, কিসে ধন বৃদ্ধি করা যায়, কিসে সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ করা যায়, তাহার অবি-রত চেষ্টা অশুভা বাসনার ফল। পরলোকৈষণাই শুভা বাসনা এবং ইহলোকৈষণাই অশুভা বাসনা ; এবং বাসনা ত্যাগ করিতে হইলে, কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু দেহধারী কোন জীবই বাসনা কিম্বা

কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পাবেনা। দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলেই কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ অথবা বাসনা ত্যাগ সম্ভবপর নহে। প্রথমেই বলা গিয়াছে বাসনাই বন্ধন ও উহার ত্যাগই মোক্ষ বা মুক্তি। আবার দেখা গেল বাসনা ত্যাগও সম্ভবপর নহে। তবে উপায়? জীব কি তবে মুক্ত হইতে পারে না। অবশ্যই পারে; কৃপানিধান গুরুগণ তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—তাঁহারা বলেন প্রবৃত্তিমার্গে অবতরণ পথে বাসনা যেমন সমস্ত উন্নতির অনুকূল, নিবৃত্তিমার্গে—উদ্ধার পথে উহা তেমনই প্রতিকুল। সুতরাং নিবৃত্তি-মার্গীরা, উদ্ধার কামীরা বাসনা অর্থাৎ তৃষ্ণা ত্যাগ করিবেন। বাসনার পার নাই, উহা উপভোগ দ্বারা সমতা পায় না। যথাঃ—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ যান জীর্য্যতী জীর্য্যতঃ।
যাহসৌ প্রাণান্তিকোরোগো, তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥ মহাভারত।

অপিচ

"নজাতু কামঃ কামানাং উপভোগেনসাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়োরেবাভি বর্দ্ধতে॥ ভারত

কিন্তু বাসনা ত্যাগও সম্ভবপর নহে। অতএব কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উর্দ্ধার করিতে হইবে। শুভবাসনা দ্বারা মলিন বাসনা জয় করিতে হইবে। পরলোকৈষণা দ্বারা ইহলোকৈষণা জয় করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রণিধান, শ্রবণ, মনন্ ইত্যাদি দ্বারা ধনৈষণা, দারৈষণা জয় করিতে হইবে। কিন্তু এই কথাগুলি বলা কিম্বা লেখা যত সহজ, ইহাদের অনুষ্ঠান সে রকম সহজ নহে। কি উপায়ে ঈশ্বর প্রণিধান, শ্রবন, মনন অথবা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যাহার করিতে অভ্যাস করিতে হইবে তাহা কিরূপে জানা যাইবে। যাবৎ সদ্‌গুরু লাভ না হয়, যাবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হয়, তাবৎ উপায় কি, কে বলিয়া দিবে? চিত্তশুদ্ধিই বা কাহাকে বলে? সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ এবং সৎশাস্ত্রের আলাপ এই উভয়ই আমাদের এ অবস্থায় একমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে কথা হইতেছে সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ হয় কি

ক'রে। সাধু অন্বেষণ ক'রে বেড়াই বা কোথায়? আর সৎশাস্ত্রই বা কোন্ গুলি এবং অসৎ শাস্ত্রই বা কোন্ গুলি? সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারী হইয়া সাধু মহাত্মা সন্দর্শন বড়ই বিরল ভাগ্যের ফল।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন। তবেই ত বড় বিপদ। সাধুলাভের ত কোন আশাই নাই। তাহা হইলে কি করিতে হইবে? করিতে হইবে এই— আমরা যে নগরে বা যে গ্রামে বাস করি সেই নগরের বা গ্রামের কয়েকজন সমপ্রাণ, সমোদ্দেশী ব্যক্তি একত্র হইয়া দিবসের কোন সময়ে কোন নিভৃত স্থানে সমবেত হইয়া শুভবাসনা উদ্রিক্ত করিবার নিমিত্ত রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি কোন এক খানি সৎ-শাস্ত্রের আলোচনা করি। যাহাতে সৎকথার আলাপ, যাহাতে সৎ-গুণের উৎকর্ষ লিখিত অথবা বর্ণিত আছে, তাহাকেই সৎশাস্ত্র বলি। আর যাহা রজস্তমোগুণের উদ্রেক করে তাহাই অসৎশাস্ত্র। চিত্তে সত্ত্ব-গুণের প্রভাব অধিক হইলে চিত্ত শুদ্ধ অথবা বিমল হয়, এবং রজ-স্তমোগুণের প্রভাব বেশী হইলে চিত্ত অশুদ্ধ বা মলিন হয়। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না, সমল চিত্তেও তেমনি সেই পরা-বরের প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না। সৎসঙ্গে চিত্ত শুদ্ধি এবং চিত্ত শুদ্ধিতে সদ্গুরু লাভ হয়। সহজে, অল্প আয়াসে ঘরে বসিয়া চিত্ত শুদ্ধি করা যাইবে বলিয়া কৃপানিধি গুরুগণ Theosophical Society সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সভার শাখা এক্ষণে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎ ব্যাপৃত হইয়াছে। কিন্তু মলিন বাসনার এমনই প্রভাব. মায়ার এমনি কুহক, যে আমরা "পেয়ে হাতে কুসঙ্গেতে মাণিক হারাইতে" বসিয়াছি। দিনান্তে দূরে যাক সপ্তাহান্তেও আমরা ২।১ ঘণ্টা সময়ও সৎসঙ্গে নিয়োযিত করিতে ইচ্ছা করিনা। কাজেই বাসনাজালে দিন দিন জড়িত হইয়া ভববন্ধন দৃঢ়তর করিতেছি। যেথানে T. S. নাই সেথানকার লোকে আপনারা কয়েক জনে মিলিয়া সৎপ্রসঙ্গ সদা-লাপ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করিতে পারেন।

এইরূপ অভ্যাস করিলে ও অন্তর্যামী গুরুগণ অদৃশ্যভাবে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকেন এবং যাহার আন্তরিক চেষ্টা আছে তাহার মনের রজস্তম মল দূর করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দেন। সময় হইলে তাঁহার সদগুরু লাভের সহায়তা করেন। একপ্রকার সৎসঙ্গ করিবার সুবিধা না পাইলে, আমরা সঙ্গির অপেক্ষা না রাখিয়া একাকীই সায়ং প্রাতঃ কোন নিভৃত স্থানে অথবা নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কুলধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠান করিব। ইহা ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে বৈধী ভক্তির উন্মেষ হইবে এবং ভগবৎ কৃপায় ভক্তি দৃঢ়মূল হইলে শুভবাসনা দ্বারা মলিন বাসনা জয় করা যাইবে, পরে নির্ব্বাসনা অর্থাৎ বাসনা-শূন্যের পথে আরোহণ করিতে পারা যাইবে। রাগানুগা ভক্তির কথা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন এবং বলিবার অনুমতি ও সাধ্যও আমাদের নাই। মন্ত্র যোগীরা কেবল জপ দ্বারা মলিন বাসনা জয় করেন, এবং তাঁহারা বলেন "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ, "ইত্যাদি। মন্ত্রযোগও সকাম, নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। সকামে ইহা মায়িক, নিষ্কামে রাজযোগান্তবর্ত্তী। রাজযোগের লক্ষ্য বিরাট্রূপী ভগবান্ বিষ্ণু। রাজযোগের ভগবানে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে করিতে মলিন বাসনা দূর হয় ও ক্রমে শুভা বাসনা পরিপুষ্ট হইয়া নির্বাসনা অবস্থা প্রাপ্তি হয়। লয়যোগে মনের লয় সাধিত হয়। মনই যখন বাসনার অধিষ্ঠান, তখন উহার লয়ে বাসনারও লয় হয়। লয়যোগের সাধন বড় সহজ নহে। ভগবান বেদব্যাস এই লয়যোগে সিদ্ধ শুনা যায়। ইহার সাধনে—অধঃশক্তি অবিদ্যাকে আকুঞ্চন করতঃ মধ্যশক্তি জাগ্রত বিদ্যা দ্বারা, ঊর্দ্ধশক্তি, চিৎ বা পরাশক্তিকে উদ্বোধন করিলে সুষুম্নাদি নাড়ী ও মূলাধারাদি ষট্চক্রের শোধন এবং ভেদ হইয়া আজ্ঞাচক্রে মনের লয় সাধিত হয়। লয়যোগের লক্ষ্য—দেহ শিরে সহস্রদলে দিব্য মাল্য শোভিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ পরমাত্মা। এক্ষণে ভক্তি যোগের দুই একটি কথা বলিব। ভক্তি দ্বিবিধ পরা ও অপরা।

পরাভক্তি স্বরূপেই সিদ্ধা অর্থাৎ চিৎ স্বরূপা। এই পরাভক্তি বড়ই দুর্লভা। ইহার উদয়ে অপরোক্ষ ভাবে চিদনুশীলনে শক্তি জন্মে। অপরা ভক্তি সকাম নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম ভক্তিকে গুণীভূতা এবং নিষ্কাম ভক্তিকে প্রধানীভূতা বলা হয়। অবিদ্যার জ্ঞান কর্ম্ম প্রভাবে যে ভক্তি, মুক্তি, বা আত্মস্বরূপলক্ষ্য না করিয়া দেব দেবীর আরাধনায় জড়গত সুখ লক্ষ্য করে সেই ভক্তি সকাম ভক্তি। আর যে ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মে যুক্তা হইয়াও জ্ঞান কর্ম্ম ত্যাগ মানসে ভগবানেই কর্ম্ম ফল সমর্পণে উদ্যত তাহাই নিষ্কাম ভক্তি, এই নিষ্কাম ভক্তি দৃঢ়া হইলে ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়; সেই সঙ্গগুণে কালে উহা চিৎ বা পরাভাবে সিদ্ধ হয়। ইহাই সঙ্গসিদ্ধ ভক্তি। দীক্ষায়, সাধু, গুরুসঙ্গে বিদ্যা শুদ্ধ হইলেই তাহাতে চিৎ শক্তির যে উদয় হয় তাহাই শক্তিসঞ্চার। সেই শক্তিসঞ্চারে বিদ্যা নিদ্রিত জড়ভাব ত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হয়, এবং চিচ্ছক্তির সহিত অভেদ হইয়া সিদ্ধা ভাবে উদিতা হয়। পরে ভোগাবসানে জীব চিৎসহযোগে রতি অনুসারে চিজ্জগতে নারায়ণধামে নীত হয়।

সাধারণ জীবকে সংশোধন করিয়া ভগবৎ উন্মুখী করাই মায়ার কার্য্য। তবে যে বোধ হয় মায়া জীবকে পাপ পথেই নিক্ষেপ করেন, তাহা স্থূল দৃষ্টি মাত্র। মায়াই জীবকে দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া, ভগবৎস্মরণ করাইতে চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার মধ্যে জীবকে জগৎ সুখের প্রলোভন না দেখাইলে, জীব আর অগ্রসর হইতে চাহে না; এই জন্যই মায়া কাম্য ফলদাত্রী হন। জীব যতই কাম্যফল লোভে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে অধিক দুঃখে নিপতিত হয়, তখন তাহার জড় সুখেও আর প্রবৃত্তি থাকে না। তখন সে বুঝিতে পারে, জড় সুখই দুঃখের কারণ। তখন সে অনিত্য সুখ দুঃখে বীতরাগী হইয়া, নিত্য সুখ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। এই হইতেই জীবের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।

অতএব বুঝা গেল যে সকাম কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগেচ্ছা বা বাসনা শুভা হইলেও স্বর্গাদি সুখ ভোগ এবং ইহলোকে দুঃখ সংমিশ্র সুখ ভোগ ভিন্ন অবিমিশ্র নিত্য সুখ লাভে আমরা কখনই সমর্থ হই না। স্বর্গাদি সুখ

ভোগও অনিত্য, যেহেতু ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি" অর্থাৎ যে পুণ্যফলে স্বর্গলাভ হয় তাহা ক্ষীণ হইলেই জীব পুনরায় মর্ত্ত্য লোকেই আগমন করে। ইহ লোকেও অবিমিশ্র সুখের আশাও নাই যেহেতু শিবগীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে দিনরাত্রিবৎ॥
সুখমধ্যেস্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখং।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্ত প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ॥

সুতরাং অনিত্য সুখ দুঃখে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইলে শুভ বাসনা দ্বারা মলিন বাসনা জয় করিয়া পরিশেষে বাসনায়াম্ অর্থাৎ বাসনা মাত্রই জয় করিতে হইবে। এক জন্মেই কেহ জীবন্মুক্ত হইতে পারেন না। "অনেকজন্মসংসিদ্ধো, ততো যাতি পরাং গতিং"। বহুজন্ম সাধনায় সিদ্ধ হইলে, তবে পরাগতি লাভ হয়। আমাদের অনেকের বিশ্বাস আছে যে যৌবনে বিষয় ভোগাদি করিয়া শেষে বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করা যাইবে। কিন্তু ভোগ দ্বারা ভোগলালসা এতই বৃদ্ধি পায়, ইন্দ্রিয়গণ এতই দুর্দম্য হইয়া পড়ে যে বার্দ্ধক্যে ভোগ বাসনার খর্ব্বতা সাধন এবং ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনয়ন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এবং মৃত্যুকালে "তন্‌হা" বা তৃষ্ণাই প্রবল হইয়া থাকে। ভগবান বলিয়াছেন :—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তমৃতমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ॥" গীতা

যে প্রকার ভাবনা বা চিন্তা অভ্যাস করা যায়, সেই শ্রেণীর চিন্তাই মনে বারম্বার উদয় হইয়া থাকে,—ইহাই মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম। বিষয় চিন্তায় যৌবনে ব্যাপৃত থাকিলে, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র হয়। কারণ মনকে বহুকাল ধরিয়া সংযত করিতে অভ্যস্ত না হইলে উহা কখনই বশে আইসে না। তখন "দুষ্টাশ্বাঃ ইব সারথে"র ন্যায় মন কুপথে ধাবিত হইবেই তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির রাখিতে হইলে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" অহরহঃ সেই চিন্তাই

করিতে হইবে। তবেই তন্ময়ত্ব লাভের আশা করা যাইতে পারে। মনের স্বধর্ম্মই এই যে একবার কিছু দিন ধরিয়া যে কোন চিন্তা স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে, সেই চিন্তাই বিনা চেষ্টায় ও বিনা আয়াসে সর্ব্বদা স্মৃতিতে আসিয়া পড়িবে। বিষয় চিন্তা কর, মৃত্যুকালে বিষয় ভাবনাই প্রবল হইবে। ভগবৎ চিন্তা কর ভাগবৎ স্মৃতিই উদয় হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল, না বলিয়া থাকিতে পারি না। কোন এক সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাদারের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অন্তিমে হরিনাম স্মরণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি অতি কষ্টে বলিলেন "তোমরা আমাকে যে হরিনাম করিতে বলিতেছ, ইহাতে কি আন্দাজ লাভ থাকে বল দেখি।" তবেই দেখুন মনের বাসনা যে পথে যায়, চিন্তাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সর্ব্ব দেশের সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে ভয় অথবা ভক্তি করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। আমাদের পূজ্যপাদ গুরুগণ ইহাপেক্ষাও দুরদর্শী বলিয়া তাঁহারা ভয়, ভক্তি ছাড়া বৈরী ভাবেও ঈশ্বর লাভ হয় বলিতে সাহস করিয়াছেন। পরন্তু সে বৈরীভাব যেমন তেমন হইলে চলিবে না। দেব নরাতঙ্ক হিরণ্যকশিপুর মত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এবং এমন কি স্ফটিকস্তম্ভ মধ্যেও হরিকে বিদ্যমান দেখিয়া তাঁহাকে দ্বেষ করিতে হইবে। "ভ্রমর কীটবৎ" তন্ময়ত্ব লাভ করিতে হইবে—তা প্রেম ভাবেই হউক অথবা বৈরীভাবেই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। দেখুন তৈলপায়ীকা ভ্রমর কীটকে (কাঁচ পোকা) দেখিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং অহরহঃ সেই ভীতি প্রযুক্ত এমনই তন্ময় হইয়া পড়ে যে কিছু দিনের মধ্যেই সেই তেলাপোকা কাঁচ পোকা হইয়া যায়। এ বিষয়টি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং তন্ময় হইতে গেলে চিত্ত একরস প্রবণ হওয়া আবশ্যক। একই চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু বিষয় বাসনা থাকিলে, চিত্ত কখনই একরস প্রবণ হইবে না। চির সঞ্চিত বিষয় বাসনা ত্যাগ করা, কিছু অল্প কালে সম্ভব হয় না। তাই বলি সময় থাকিতে থাকিতে, দেহে বল মনে জোর থাকিতে থাকিতে আমাদের মলিন বাসনা জয় করিবার প্রগাঢ় প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মমার্গে জয় করিতে ইচ্ছা

করিলে পূজা অর্চ্চনা অথবা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্য করিতে হইবে। জ্ঞান মার্গে মলিন বাসনা জয় করিতে হইলে বিবেক বৈরাগ্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সাধন করিতে হইবে। ভক্তি মার্গে করিতে হইলে বৈধী ভক্তির অথবা ভাগ্য ভাল হইলে রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ মার্গের কথঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ফল কথা এই যে বাসনায়াম্ অর্থাৎ বাসনা সংযম করা অথবা সংযম করিতে অভ্যাস করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাসনা সংযম হইলেই, বায়ু আপনা হইতেই স্তম্ভিত হয়। সুতরাং বাসনায়ামের অবান্তর ফল প্রাণায়াম। প্রাণ সংযত হইলে, দীর্ঘ আয়ুলাভ করা যায়। অতএব বাসনা খর্ব্ব করিতে পারিলে দীর্ঘায়ুলাভ করা যায়। দীর্ঘায়ুলাভে সাধন ভজনের অবসর লাভ হয়।

শ্রীক্ষিরোদ প্রষাদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপে সর্ব্বদা সকামকর্ম্ম করিতে করিতেও ক্রমে ক্রমে তীব্র প্রযত্ন-দ্বারা আমরা কামনার প্রকৃতিটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। কামনাকে নিম্নতম সোপানে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। যখন আমাদের সমস্ত কার্য্যই উচ্চতম কামনা প্রণোদিত হয়, তখন আমরা নিষ্কাম কর্ম্মের অনেকটা সমীপবর্ত্তী হইয়াছি বলা যায়। এইরূপে নিজের বা স্ত্রী পুত্রাদির হিত করিবার কামনা, তখন জগতের হিত ইচ্ছায় পরিণত হয়। তখন সাংসারিক সীমাবদ্ধ প্রেমসরিৎ অনন্ত অসীম প্রেম সমুদ্রে মিশিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে।

এমন অবস্থায়, আমার গৃহ, আমার পরিজন, আমার ধনরত্ন—এরূপে ক্ষুদ্র কামনা রাশির অপগমে সমগ্র পৃথিবীর উপকারই যখন জীবনের

প্রধান লক্ষ্য হয়, তখন সাধারণ লোকে যাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলে, সেরূপ কর্ম্মে হয় একেবারেই প্রবৃত্তি থাকে না, নয়ত কেবল লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ লোক শিক্ষা দেখানভাবে প্রবৃত্তি হয়। সে সময়ে প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া সত্বর নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। প্রবৃত্তিমার্গ যে নিবৃত্তিমার্গের দ্বারভূত তাহা এই অবস্থাতেই সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

নিবৃত্তিমার্গের প্রধান প্রধান পথ প্রদর্শকগণ এইরূপ সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াই সংসার ত্যাগ করিযাছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান্ শাক্যসিংহ ও চৈতন্য দেবের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন মহাপুরুষ পূর্ব্বজন্মে আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ছিলেন, এজন্য এজন্মে বাল্যে বা কৈশোরেই তাঁহাদের মনে দৃঢ় সন্ন্যাস বাসনা সমুদিত হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত, শুকদেব ও শঙ্করাচার্য্য। কদাচিৎ উৎকট সংসারিক দুঃখের বশেও পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সন্ন্যাস বাসনার উদ্রেক হইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত, ভর্তৃহবি; কথিত আছে, স্ত্রীর ঘৃণিত দুশ্চরিত্র দর্শনে নির্ব্বিন্ন ভর্ত্তৃহরি রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে উৎকট ক্ষোভের জন্য সাধাবণতঃ লোকে যখন সন্ন্যাসী হইতে চায়, তখন নূতন বকমের সুখেব স্পৃহাই তাহাদের লক্ষ্য থাকে। এরূপ বৈরাগ্য প্রকৃত বৈরাগ্য হইতে অনেক দূরে; ইহা বালকের অনুকরণ ক্রীড়া মাত্র। সন্ন্যাসের মূল যে চিত্তশুদ্ধি বা মনের প্রশান্তভাব, তাহা এরূপ বৈরাগ্যে কখনও আসিতে পারে না। এজন্য সন্ন্যাস অভিনয়ের পরিণামে কোনরূপ শুভফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতে করিতে ঈশ্বরের দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া যথার্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার অভ্যাস করাও নিষ্কাম কর্ম্মশিক্ষার একটা উৎকৃষ্ট কৌশল। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মনের উপর আত্মার প্রভুত্ব, সুপ্রতিষ্ঠিত বৈরাগ্য বুদ্ধি, চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বভূতে সমদর্শন—প্রভৃতি সমস্তই এক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধির ফলস্বরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধির মূল ভক্তি। ভক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে এক ঈশ্বরপ্রেম ভিন্ন মানবের চিত্তে অপর

কোন ভাবই স্থান পায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগকে জ্ঞান যোগের দ্বার বলা হইয়াছে দেখিতে পাই। বৈষ্ণবগণ বোধ হয় এই জন্যই মুক্তিকে "ভক্তির দাসী" বলিয়াছেন। নিরবলম্বনরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার চেষ্টাকরা অপেক্ষা ভক্তির অবলম্বন করিয়া কামনাত্যাগের চেষ্টা অনেক সহজ। এজন্য প্রবৃত্তিমার্গে বিশেষ পরিশ্রম না করিয়াই যথার্থ ভক্ত নিবৃত্তি-মার্গের দ্বার সহজে উন্মুক্ত করিতে পারেন। এরূপ ভক্তবীরের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

এইস্থলে আবশ্যক বোধে একটি নীরস প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যের মুখবন্ধেই বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র বা বেদান্ত অধ্যয়নের উপযুক্ত হইতে হইলে কয়েকটী উপকরণের প্রয়োজন। সে উপকরণগুলি সংগ্রহের পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব হইতে পারে, পূর্ব্বে নহে। সে উপকরণ—

(১) "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক:"।

(২) "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ"।

(৩) "শমদমাদি সাধন সম্পৎ"।

(৪) "মুমুক্ষুত্বঞ্চ"।

উদ্ধৃত কথাগুলির অর্থ সংক্ষেপে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। এক পরব্রহ্মই নিত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য এইরূপ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে মনের মধ্যে যেরূপ সংস্কার জন্মে তাহাই— "নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক"। ঐহিক স্রকচন্দনাদি সুখভোগ এবং পারত্রিক স্বর্গাদিসুখভোগ এই উভয়বিধ সুখভোগে নিঃস্পৃহতা বা কামনা শূন্যতাই দ্বিতীয় কথাটীর অর্থ। ইতিপূর্ব্বে নিষ্কাম কর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা আরও বিশদভাবে বুঝান গিয়াছে।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টী গুণ একত্র হইলে "শমদমাদি সাধন সম্পৎ"—পূর্ণ হয়। "শম" শব্দে বেদান্তাদি বিষয় ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয় হইতে মনের সম্পূর্ণ নিগ্রহ বুঝায়। "দম" শব্দের অর্থ প্রায় সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। সমস্ত লৌকিক, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, কর্ম্মের

পরিত্যাগকে "উপরতি" বলে। শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সহিষ্ণুতার অপর নাম "তিতিক্ষা"। অপর সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া কেবল পরম তত্ত্বান্বেষণের জন্য চিত্তকে একাগ্র করার নাম সমাধি বা সমাধান। গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম "শ্রদ্ধা। মুমুক্ষুত্ব শব্দের অর্থ— মুক্ত হইবার ইচ্ছা; আধ্যাত্মিক (শরীর ও মানস), আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপের সম্পূর্ণ নিবারণ করিবার জন্য আত্মাকে মুক্ত করিবার আগ্রহই মুমুক্ষুত্ব"।

উপরিলিখিত কথাগুলি অতি বিশদরূপে বুঝাইতে গেলে এক একটী কথা লইয়া এক একটি প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক হয়। সহজ কথায় সাংসারিক বস্তুর অনিত্যতা পরিজ্ঞান বলিলে প্রথম কথাটির ভাবার্থ বুঝান যাইতে পারে সাংসারিক বস্তু মাত্রেই নশ্বর, তাহার ফল-তুচ্ছ ও অস্থায়ী; সুখ দুঃখাদি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও অকিঞ্চিৎকর এইরূপ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে সমস্ত অনিত্য বস্তু নিত্য মত দেখাইবার অবশ্য একটা মূলকারণ আছে, অন্ততঃ একটা কিছু নিত্য বস্তু চিরকালই ছিল, আছে এবং থাকিবে। যাহার গুণে এই অনিত্য বস্তু সকল নিত্যের মত দেখাইতেছে। ইংরাজি দর্শনে বলে,— matter is indestructible, ; নৈয়ায়িকেরা বলেন পরমাণু নিত্য। নিত্য কথাটির অর্থ এস্থলে আপেক্ষিক বা Relative। পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের তুলনায় পরমাণু নিত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখা যায়, সমস্ত ভৌতিক স্থূল পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমান আমাদের অনুভব ছাড়া আর কিছু নাই, অথবা আমরা যাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলি তাহা কেবল এক প্রকার অনুভব মাত্র, ইংরাজি দার্শনিক গণের ভাষায় যখন Phenomenaর মূলে Noumena থাকা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয় নাই * তখন অনুভবকে স্থূল জগতের দ্রব্য বা matter

* য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—Materialistic বা সৎকার্য্যবাদী এবং Idialistic বা অসৎকার্য্যবাদী। বিচারযুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষই অধিক সময়ে জয়ী; এস্থলে আমরা দ্বিতীয় পক্ষের কথাই বলিতেছি।

অপেক্ষা নিত্য বলিয়া মানিতে হয়। আবার পরস্পর বিসম্বাদী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নানাবিধ অনুভবের মূলে যে অনুভব কর্ত্তা আছেন,—যিনি স্বয়ং নানাবিধ আকারে অনুভব শক্তিকে আকারিত বা গঠিত করিয়া স্বয়ং সাক্ষী বা দর্শক রূপে অবস্থান করেন, অনুভব সমষ্টির তুলনায় সে অনুভব কর্ত্তা নিত্য। আরও গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়, এই অনুভবকর্ত্তা বা আত্মা যখন প্রতি মনুষ্যের পৃথক এবং পরিচ্ছিন্নশক্তি বিশিষ্ট বা Finite তখন এরূপ অসংখ্য আত্মার বা জীবাত্মার মূলে একটা অপরিচ্ছিন্ন শক্তি বিশিষ্ট বা Infinite পরম আত্মার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা। যদি এরূপ পরম আত্মা বর্ত্তমান থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য; আমাদের বুদ্ধি তাঁহার অপেক্ষা নিত্য বস্তুর কল্পনা করিতে পারেনা। * অসংখ্য পরিচ্ছন্ন বা Finite জীবাত্মার মূলে অপরিচ্ছিন্ন বা Infinite পরমাত্মা আছেন কিনা ইহা লইয়া সাংখ্য বেদান্ত উভয়ের মধ্যে একটু বিবাদ আছে। সাংখ্যকার জীবাত্মা পর্য্যন্ত মানেন, পরমাত্মা মানেন না। বেদান্তবিদ্‌গণ পরমাত্মা মানেন অথবা কেবল তাঁহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া অসংখ্য জীবাত্মাকে জলশরাবস্থ সূর্য্য বিম্ববৎ পরমাত্মার বিম্ব বা ছায়া বলিয়া স্বীকার করেন। সাংখ্য বেদান্তের কলহ মীমাংসা করিবার সামর্থ আমার নাই। তবে সময়ান্তরে বেদান্তবিদ্‌গণের দৃঢ়মূল যুক্তিসকল যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এস্থলে ইহা বলা যায়, যে আমাদের বুদ্ধির চরম সীমায় আমরা একটা অসীম বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পদার্থ অনুভব করি, যাহার যথার্থ নাম রূপ কল্পনা আমদের শক্তির অতীত। বেদান্ত শাস্ত্রে এই পদার্থকেই পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, তুরীয়চৈতন্য প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সত্য জ্ঞান ও অনন্তবস্তুর

* "থাকার, সম্ভাবনা"—কারণ "নিশ্চিত আছেন"—প্রমাণ না দেখাইয়া এরূপ বলা সহজ নহে। বারান্তরে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তুলনায় আমাদের বুদ্ধিগোচর আর সকল বস্তুই পরিচ্ছিন্ন বা অসীম এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য (unstable)। বিচার-বিতর্ক এবং আপ্তোপদেশ দ্বারা এইরূপে একমাত্র পরব্রহ্মের নিত্যত্ব এবং অপর সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্ব বিবেচনা করাই নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। সত্য বটে, যথার্থ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক হইলে মোক্ষলাভ হইতে আর বিলম্ব থাকে না; কিন্তু যাহাকে নিবৃত্তিমার্গের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশকরা হইয়াছে, সে নিত্যা-নিত্য বস্তুবিবেক নিত্য পরব্রহ্ম হইতে অনিত্য বস্তু সমূহকে পৃথক করিয়া বুঝিবার চেষ্টামাত্র। এইরূপ চেষ্টাই নিবৃত্তিমার্গ প্রবেশের প্রধান সম্বল।

দ্বিতীয় কথা, "ইহামুত্রফলভোগবিরাগ"। কথাটির অর্থ আর একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাক্। সকলেই জানেন, আমরা ইহলোকের ধনসম্পৎ সুখাদির জন্য নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকি। সাধারণতঃ যাহাদিগকে আমরা ধার্ম্মিক বলি তাঁহারা পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখের জন্য ব্রত, উপবাস, দান প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইহলোকের সমস্ত সুখ নশ্বর তুচ্ছ, আকাঙ্ক্ষাদি দুঃখে কলুষিত। ইহলোকের কোন সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তিই ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক নহে * এরূপ সুখ যে নিতান্ত হেয় তাহা আমরা চিন্তা দ্বারা বুঝিতে পারি। পরলোকের সুখ যে ঐহিক সুখের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও অকিঞ্চিৎকর, তাহাও আমরা সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করি এবং প্রামাণিক পুরুষগণের মুখেও শুনিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণনাথ সেন কবিরাজ। L. M. S

---

* একান্ত শব্দের অর্থ দুঃখ নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাব, ঔষধ খাইলে অবশ্যই রোগনিবৃত্তি হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। অত্যন্ত শব্দের অর্থ নিবৃত্ত দুঃখের পুনর্ব্বার উৎপত্তি না হওয়া,—ঔষধ খাইয়া একবার আরোগ্য হইলে পুনরায় কখনও রোগ হইবে না, এরূপ কেহই বলিতে পারে না।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

এই পুরাতন বিষয়ের পকোদ্ধার ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এই প্রকার বিষয় সকলের নূতন নামকরণ করিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নয়। দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি (clairvoyance) শরীরাভ্যন্তরস্থ রোগ সকল নির্ণয় করিবার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হইতেছে। তবে নূতন নামকরণ চাই। সেই জন্য ইহার নাম—Internal autoscopy হইয়াছে।

Hypnotic অবস্থায় নিরক্ষর অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা চলিত ভাষায় (অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া) শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সকলের ক্রিয়া ও গতি সকল অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারেন। ইংরাজী Daily Telegraph পত্রে প্যারী নগরের সংবাদদাতা এইরূপ কতকগুলি ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা গেল। "একটী পীড়িত স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারগণ উহা Appendicitisবলিয়া স্থির করেন। তৎপরে তাহাকে Hypnotise করা হয়, ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোকটি দেখেন যে, তাহার অন্তমধ্যে একটি ছোট হাড় রহিয়াছে। ডাক্তারেরা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু কোন প্রকারে রোগের উপশম না হওয়াতে, অবশেষে অস্ত্রচালনা করিয়া দেখা গেল, যে বাস্তবিক পক্ষে শরীর মধ্যে একটি হাড় ঢুকিয়া রহিয়াছে।"

—মানবের চিন্তা ও ইচ্ছা শক্তির যে কতদূর প্রতাপ তৎসম্বন্ধে Siftings of Science নামক পত্রিকায় Dr. Paul Edwards একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "দুটি ফুলের গাছ লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করা হয়। একটি গাছের উপর সহানুভূতি ও ভালবাসা শক্তির প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেল যে ফুল সমেত বৃক্ষটি আকার, তেজ ও সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আর একটি বৃক্ষে দ্বেষশক্তির পরীক্ষা করা হইল। তিন দিনের মধ্যে গাছটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, এবং অল্পে অল্পে শুকাইয়া গিয়া চারি সপ্তাহের শেষে মরিয়া গেল। বলা বাহুল্য গাছ দুটীকে স্পর্শ করা হয় নাই।"

—শিক্ষিত প্রতীচ্যবাসী যে কি পরিমাণে ক্ষুদ্রমনাঃ ও অশিক্ষিত, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ঘটনাটী দেওয়া গেল। 'মহোদয়া এনি বেশান্ত প্যাডিংটন নগরে পুনর্জন্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তত্রস্থ পাদরী Rev. Mr. Lilly, Vicar of S. Mary's সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তাহা শুনিয়া তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষ লণ্ডনের বিসপ মহাশয় তাঁহাকে কড়া হুকুমে বারণ করেন। গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্নিহিত পুনর্জন্মবাদটাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজকাল ইংলণ্ডে অনেক ধর্ম্মযাজক পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন, এমন কি প্রকাশ্য বক্তৃতায় সমর্থন করিতেছেন। এ দেশী ক্রিশ্চিয়ানগণ কি এ কথা বুঝিবেন। তবে বিলাতের ঢেউ এখানে লাগিতে কিছু সময় সাপেক্ষ।

—যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁহারা মোক্ষমূলার ও দত্তজা রমেশচন্দ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের পদানুশরণকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন; তাঁহারা Theosophical Riview পত্রিকায় G. Dyne নামক সাহেবের লিখিত Gunas, Caste and Temperament নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের কপোলকল্পিত প্রথা মাত্র নহে। ইহার মূলে স্বভাবিক সত্য নিহীত আছে।

—British Medical Journal এ একটি বালকের সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বালকটী অল্প বয়স হইতেই বিশিষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। "তের বৎসর বয়েসে তিনি Epilepsy রোগে আক্রান্ত হ'ন' এবং তদবধি তাঁহার চিত্তে শ্রুতি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্যের ব্যতিরেক দৃষ্ট হয়। শব্দগুলি তিনি রঙ্গিন দেখিতে পান। মানবের বা পক্ষীর স্বর তাঁহার নিকট বিশিষ্ট বর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়। ইংরাজী অক্ষরটীকে A. তিনি সবুজ বর্ণ বলিয়া দেখিতে পান। এই রোগীর আর একটি ভ্রাতা আছেন, তাঁহারও কতকটা ঐরূপ অনুভূতি আছে। শুধু শব্দ নহে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও শব্দরূপে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু শাস্ত্রে যাহাকে পশ্যন্ত-বাক্ বলে তাহার সহিত এই ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আছে কি? "শব্দাত্মক দেবতা" ইহার অর্থ কি।

সমালোচনা।

সংকল্পশক্তি, উসকা সংযম ঔর বিকাস *।—মিসেস্ বেসেণ্ট প্রণীত "Thought Power its control and culture" নামক গ্রন্থ Theosophycal Societyতে সুপরিচিত। ইহার উচ্চ অঙ্গের দার্শনিক বিচার, আত্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে মননশক্তির সম্যক উৎকর্ষ—সম্পাদন এবং সেই সাধন লব্ধ শক্তি জনহিতৈষণায় বিনিয়োগ,—সাধকবৃন্দের নিকট অতি উপাদেয় সামগ্রীরূপে সমাদৃত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ খানা ইহারই হিন্দি অনুবাদ। অনুবাদক মহাশয় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিন্দিতে ভাষান্তর করিয়া বহুলোকের যথার্থ উপকার করিলেন, এতদ্দারা যে ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ পাঠক বর্গের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইল, তাহার উল্লেখ বাহুল্য। ইহার রচনা প্রণালী জটিল—ও মিশ্রবাক্য বহুল হইলেও ভাষা এত সহজবোধ্য হইয়াছে যে, যে সকল বাঙ্গালি পাঠকের সামান্য দেবনাগরি বর্ণপরিচয় মাত্র হইয়াছে, তাঁহারাও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অনুবাদের অনেক স্থল এত সুন্দর হইয়াছে যে, মৌলিক বলিয়াই অনুভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাসাধকগণের মধ্যে যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনধিকার প্রযুক্ত মূল গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন, আর যহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই পূর্ব্বাধীত বিষয় দেশীয় ভাষায় এবং দেশীয় ভাবে অনুবাদিত এই গ্রন্থ পাঠে আরও নবীভূত হইবে।

---

* Or Thought Power, its Control and Culture, by Mrs. Annie Besant, translated in Hindit by Suroj Bhon. B. A. মূল্য ॥০ আনা। লাহোর থিওসফিকেল সোসাইটীতে প্রাপ্তব্য।

মাসিক পন্থা পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত,
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল দ্বারা প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৶০।

প্রবন্ধেরমতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B. C. Sanyal, at the B C Steam Printing Works, Calcutta.

অষ্টম ভাগ। { অগ্রহায়ণ, ১৩১১ সাল } ৮ম সংখ্যা।

গীত।

ভবে সেই সে পরম তত্ত্ব,
যাহে স্বভাবে অভাব ঘটেনা।
নহে যত বৃথা ভকতি সাধনা
গুপ্ত অহঙ্কারে আত্ম প্রবঞ্চনা
শান্তিহীন প্রাণে মুক্তির কল্পনা
জঠর যন্ত্রণা তাহে মেটেনা॥
সে ভাব উদিত হৃদয়ে যাহার

সে যে হেরে মনে সদা চমৎকার
নাম যশে দৃষ্টি থাকে না তাহার
দেখা দেখি বই কিছু জানেনা ॥
নাহি সুখ দুখ বিরহ মিলন
নাহি ভয় হেরি জনম মরণ
জলন্ত সে দেখে বিশ্বাস রতন
সে কি গো জীবনে হবে না ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

রাসের পর।

"এবং রাত্রি কৃষ্ণেন স্বৈরমভিরমিতানাং দিবা তদ্বিরহিতানাং অনুগীতৈস্ত দিননিস্তারপ্রকারমাহ" শ্রীধর।

রাসলীলা মিলনের আরম্ভ মাত্র। তাহার পর প্রতি রজনীতেই যোগমায়া কর্ত্তৃক মিলন। যোগমায়া কর্ত্তৃক মিলন বলিলেই বুঝিতে হবে :—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্স্বান্দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-৩৩-৩৭।

কৃষ্ণ মিলনে ত রাত্রি কেটে যায়। দিন কিসে যায়।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুত চেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥ ১০-৩৫-১।

কৃষ্ণ বনে গেলে গোপীদের মন তাঁহার অনুগমন করিত। তখন কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে কোন রূপে তাঁহারা কষ্টে দিন কাটাইতেন।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ১০-৩৫-২৬।

কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তচ্চিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া গোপীগণ দিনে রমণ করিতেন। এখন তাঁহারা আনন্দময় জগতের আনন্দদায়িনী, আহ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ চিন্তা তাঁহাদের সহজ বৃত্তি। কি দিন, কি রাত্রি, তাঁহারা কৃষ্ণময়, কৃষ্ণগতচিত্ত, কৃষ্ণমনস্ক।

বৃন্দাবনের কাজ ত হয়ে গেল। নারদ ভাবিলেন আর কেন সময় নষ্ট হয়। এইবার ভূভার হরণের কাজে ভগবান্ আসুন। গোপীরা ত এখন পূর্ণ অন্তরঙ্গ, লীলাও সম্পূর্ণ। ঠাকুর আর নিতান্ত শিশুও নন্। এখন হয় ত তাঁর লুকাচুরি খেলা সাজ্‌বে না। আসুরিক ভাবে জগৎ পূর্ণ। তাঁহার বৃন্দাবন লীলা প্রকট হইলেই ভয়ানক গোলযোগ। তখন মানবধর্ম্মকে কৃষ্ণ কিরূপে রক্ষা করিবেন, ভেবে চিন্তে নারদ কংসের নিকট গেলেন। এবং কানে কানে বলে দিলেন :—

> যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
> রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
> ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ॥ ১০-৩৬-১৭।

সেই কন্যাটি যশোদার কন্যা, দেবকীর নয়। কৃষ্ণ দেবকীর পুত্র। বলরাম রোহিণীর পুত্র। ইহারাই তোমার দৈত্য সকলকে নষ্ট করিয়াছে।

ঋষি আপনার কাজ করে নিঃসন্দেহে চলে গেলেন। এদিকে কংস মন্ত্রণা করে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং রামকৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে পাঠাইলেন।

নন্দগোকুলে ঘোষণা হইল, রামকৃষ্ণ মথুরা যাবেন। কৃষ্ণৈকজীবনা ব্রজগোপীগণ এই কথা শুনিলেন।

মুখ শুকাইয়া গেল, বসন ভূষণ খসিয়া গেল, কেশ গ্রন্থি শিথিল হইল, ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হইল। তখন "নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতাইব।"

হে বিধাতঃ, তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই। এ প্রণয় সংযোগই বা কেন, আর এ বিয়োগই বা কেন? তোমার কেবল প্রয়োজনশূন্য বালকের চেষ্টা। হায়! তুমি আমাদিগের নীলকুন্তলাবৃত সুন্দর কপোলালঙ্কৃত

উন্নতনাসাবিশিষ্ট, শোকবিনাশন, গূঢ়হাস্যশোভিত, কৃষ্ণবদন দেখাইয়া আবার লুকাইতেছ। তোমার কর্ম্ম অত্যন্ত অসাধু। তুমি নিজে আমাদিগকে যে চক্ষুদান করিয়াছিলে, যে চক্ষুদ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখনয়নাদিতে তোমার সমগ্র সৃষ্টিনিপুণতা দেখিতেছিলাম, তুমি সেই চক্ষু হরণ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি ক্রূর অক্রূর নাম ধরিয়া এখানে আসিয়াছ।

হায়! শ্রীকৃষ্ণও কি তদ্রূপ হইলেন! হায়! তাঁহার সৌহৃদ্যও কি ক্ষণভঙ্গুর; তিনিও কি কেবল নূতনের সঙ্গপ্রিয়। আমরা গৃহ, স্বজন, পতি, পুত্র, সকল ত্যাগ করিয়া নন্দপুত্রের দাসী হইয়াছি। এই নিজবিরহকাতরাদিগের প্রতি কি তিনি দৃষ্টি করিতেছেন না? আমরা মাধবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ অর্দ্ধ নিমেষের জন্যও দুস্ত্যজ্য। সেই সঙ্গই যখন আমাদিগের বিনষ্ট হইতেছে এবং তন্নিমিত্তও আমাদিগকে দীন হইতে দীনতর করিয়া তুলিতেছে, তখন কুলের বৃদ্ধ ও বান্ধবেরা আর আমাদিগের কি করিবেন? যাহার সুন্দর হাস্য, মনোহর রহস্যালাপ, লীলাবলোকন ও আলিঙ্গনে বিভূষিত রাসমণ্ডলে আমরা বহু বহু রাত্রি মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত করিয়াছি, সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে গোপীসকল কিরূপে দুরন্ত বিরহদুঃখ অতিক্রম করিবে? অনন্ত যাঁহার সহচর, যিনি দিবসাবসানে গোপগণে পরিবৃত ও গোখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিতকুন্তলাস্য হইয়া বেণুবাদন করিতে করিতে সহাস্য কটাক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

এই প্রকার পরস্পর বলিতে বলিতে অতিশয় কৃষ্ণাসক্তচিত্তা বিরহকাতরা ব্রজগোপী সকল লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুস্বরে "হে গোবিন্দ দামোদর মাধব" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥ ১০-৩৯-৩৫

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ গমনে গোপীদিগকে তাদৃশ সন্তাপিত দেখিয়া

সপ্রেম দূতবাক্য দ্বারা "আয়াস্য" শীঘ্র আসিব এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

ভগবানের কথা কখনও মিথ্যা হয় না; আমি শীঘ্র বৃন্দাবনে আসিব অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি মথুরা কি দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই।

কংসবধান্তর বসুদেব দেবকীর সহিত মিলিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদাকে বলিয়া ছিলেনঃ—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতান্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥ ১০-৪৫-২৩

আবার গোপীদিগের তীব্র বিরহ যাতনা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে দূতরূপে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন উদ্ধব প্রথমতঃ নন্দকে বলিলেন—

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ১০-৪৬-৩৪

কৃষ্ণ শীঘ্রই ব্রজে আগমন করিবেন। তিনি নিজ বাক্য সত্য করিবেন।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তবে বৃন্দাবনে সকলে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, আমরাই বা তাঁহাকে কেন দেখিতে পাই না; কৃষ্ণ ত নিজ বাক্য অনুসারে বৃন্দাবনেই আছেন। শ্রীকৃষ্ণই জানেন এবং এ কথার রহস্য উদ্ধবের নিকট শুনিয়া গোপীরা জানিলেনঃ—

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ। ১০।৪৭।২৯

হে গোপীগণ, তোমাদিগের সহিত আমার কখনই বিয়োগ নাই। যেহেতু আমি সর্ব্বাত্মা।

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ ১০-৪৭-৩৪

আমি যে তোমাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করি, সে কেবল যাহাতে তোমরা আমার নিত্য ধ্যান কর ধ্যানের দ্বারাই মানসিক সন্নিকর্ষ হইবে শারীরিক সন্নিকর্ষ নিতান্ত কায়িক ও ক্ষণভঙ্গুর। সে সন্নিকর্ষে স্বল্প মাত্র

সুখ। তোমাদের শরীর ত চিরস্থায়ী নয়? আমি যদি নিয়ত থাকি তাহা হইলে শারীরিক সন্নিকর্ষের চিন্তাই তোমাদের প্রবল হইবে এবং নিত্য মিলনের ব্যাঘাত হইবে।

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে॥ ১০-৪৭-৩৫

যে অক্ষিগোচর ও সন্নিকট তাহার উপর স্ত্রীলোকের মন সেরূপ আবিষ্ট হয় না, যেমন দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের উপর মন আবিষ্ট হয়[মন অত্যন্ত আবিষ্ট হইলেই নিজের শরীরকে ভুলিয়া যায়, শরীর ভুলিয়া যাইলেই মানসিক মিলন হয়। সেই মিলনই নিত্য।

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০-৪৭-৩৬

অশেষ বৃত্তি হইতে বিমুক্ত মন সম্যক্ ভাবে আমাতে আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে স্মরণ করিলেই অচিরাৎ আমি উপস্থিত হইব।

গোপীদিগের নিকট একথা আর বেশী কি! তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেই মিলন এখনও চলিতেছে। সেই মিলন কালের সীমা অতিক্রম করিয়া নিত্য চলিবে। যাহার মানসিক চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পাইবে। যাহার দেহাভিমান আছে সে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাইবে না। অন্ধ হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। মানসিক চক্ষুতে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সকলে সকল কালে দেখিতে পায়, তাহাই তাঁহার নিত্য লীলা। শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার অপরূপ নাটকে এই নিত্যলীলার দিক্ মাত্র দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গোবিন্দ লীলামৃত প্রচার করিয়াছেন।

এই মত নিত্য লীলা যার নাহি নাশ।
রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা।

অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি।
অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিতি॥
তাঁহার চরণে করি কোটী নমস্কার।
প্রকাশিল যিহঁ কৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার॥

...　　...　　...　　...

রজনী দিবসে এই লীলার সাগরে।
মগন আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণদাস গোসাঞি কবিরাজ দয়াবান্।
কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপম॥　"গোবিন্দ লীলামৃত"।

মাধবাচার্য্য ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। মহাপ্রভুর অবতরণের পথ তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পরিষ্কার করেন।

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপাল বালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লইয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥
পুরী এই দুগ্ধ লইয়া কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইলা সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥

বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিই ত আহার ॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা ॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি এই ভাণ্ডটি লইব।
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আসিল ॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয় ॥
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লইয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই ॥
গ্রামের লোক আনি আমাকার কুঞ্জ হইতে।
পর্ব্বত উপরে লইয়া রাখ ভাল মতে ॥
একমত করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন ॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥

... ...

এত বলি সে বালক অন্তর্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধব পুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥

প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুও গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি সেদিনও শ্রীমতী কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যলীলার অধিকারী, তাঁহারাই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পান।

তাই মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

এই মানসিক সেবাই চৈতন্য প্রভুর গূঢ়তম শিক্ষা। এই মানসিক সেবাদ্বারাই বৈষ্ণবগণ নিত্যলীলার অধিকারী হন।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাইকানু করাব শয়ন॥
ভৃঙ্গারের জল দিয়া, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইয়া,
মুছিব আপন চিকুরে।
কনক স্ফুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি,
যোগাইব দুঁহুঁক অধরে॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরিব মিটি,
দুঁহুঁ অঙ্গে পুলক অন্তরে॥
মল্লিকা মালতী যুথী, নানাফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দো[illegible]কার গায়॥

আর কবে এমন হব, দুহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

এই মানস সেবার উপযোগিতা কি? মনে মনে সেবা করিলে কৃষ্ণদর্শন-লাভ কেমন করে হবে?

বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
পক্কাপক্ক সুবিচার এই॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন কহি.
ভকতি লক্ষণ অনুসারে।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই,
পক্ক অপক্কের এ বিচার॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পুরিবে অভিলাষ॥

ভক্তির প্রধান অঙ্গ মানসিক কল্পনা। কারণ, সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা। এ কথাটি যেন সকল ভক্তের স্মরণ থাকে। নরোত্তম দাস সাধনে সখী হইতে চাহিয়াছিলেন। হয়ত আজ তিনি সত্য সত্য রাধাকৃষ্ণের সখী। এমন কত বৈষ্ণব সখীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। আবার তাঁহারা ভক্তগণের মধ্যে ভক্তিরস বিস্তার করিতেছেন।

এই নিত্য লীলা করিবার জন্য রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্যবাস করিতেছেন। সে কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য। এই নিত্য লীলা ভূমি বৃন্দাবন চিন্ময়। যদিও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৃন্দাবনের প্রকাশ, যদিও পৃথিবীর মধ্যে বৃন্দাবন গোলোকের আভাস, তথাপি বৃন্দাবনের স্থূল ভূমি মধ্যে এরূপ একটি চিন্ময় শক্তির আবির্ভাব আছে, যে ভক্তে ভাবনা দ্বারা, চিৎশক্তির বিকাস দ্বারা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারে। এই স্থূল শরীরে সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। এই স্থূল শরীরই বা ক দিনের জন্য। আপন আপন ভাবনা অনুসারে সকলে মানসিক দেহে শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয় দর্শন পায়। আমরা নিদ্রিতাবস্থায় মানসিক শরীর আশ্রয় করিতে পারি। এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে মানসিক দেহ কার্য্য করে। স্বপ্নের সকল কথা আমরা স্মরণ করিতে পারিনা বলিয়াই, বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শনের কথা ভুলিয়া যাই। আমরা যাহাই হই না কেন, এবং যাহাই দেখিনা কেন, নিত্যলীলা নিরন্তর বৃন্দাবন মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এবং এই লীলার সহায়ক গোপীরা লিঙ্গদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিরাজিত আছেন।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥ ১০ ৮২-৪৭

বৃন্দাবন রম্য স্থান,　　দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে　রাজহংস কেলি করে,
কুবলয় কনক উৎপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ　　অষ্ট দলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে　　বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি　　অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।

নরোত্তম দাসে কয় নিত্যলীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখহ চরণে॥
হরি হরি বল !

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শুনিয়াছি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ান্তে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। (১) সাংখ্য-দর্শন বলেন স্বর্গাদি সুখ অবিশুদ্ধি ক্ষয় ও অতিশয় দ্বারা কলুষিত (২)। অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধাদি করা যায়, এজন্য যজ্ঞের ফল যে স্বর্গাদি সুখ তাহা পশুবধাদিপ্রসূত দুঃখবহ্নিকণিকাসংযোগে অবিশুদ্ধ; আমাদের পুণ্য সঞ্চয়ের সীমা আছে, সুতরাং পুণ্যফলেরও সীমা আছে, পুণ্যক্ষয় হইলে পুণ্যজনিত সুখও ফুরাইয়া যায়—এজন্য পারলৌকিক স্বর্গাদিসুখ ক্ষয়যুক্ত, আর পুণ্যের তারতম্য অনুসারে পারলৌকিক সুখেরও তারতম্য হইতে পারে। একজন পুণ্যফলে স্বর্গের প্রজা, আর একজন উৎকৃষ্ট পুণ্যফলে স্বর্গের রাজা—প্রজা রাজার সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া দুঃখ অনুভব করে—এই হেতু স্বর্গাদি সুখের মধ্যেও উৎকর্ষাপকর্ষ বা একের অপেক্ষা অপরের অতিশয় আছে। অতএব পারত্রিক সুখফলে ঐহিক সুখেরই সমান। এইরূপ আপ্তোপ্রদেশ এবং অনুভব দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ

---

(১) "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা, ৯ম অধ্যায়)

(২) "স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"
(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা)

সুখেরই অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয়। এমন তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য বৃথা পরিশ্রম না করিয়া অবিনশ্বর, অনন্ত আনন্দ বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহার লাভের জন্য চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। নিবৃত্তি-মার্গে প্রবিষ্ট হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সে আনন্দ নিতান্ত দুর্লভ নহে; কিন্তু নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতে হইলে যথার্থ লক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিবার পূর্ব্বে ভ্রান্ত লক্ষ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সকাম কর্ম্মশীল স্বর্গাদি পরায়ণ ভ্রান্তবুদ্ধি লোকের আপাতমনোহর কথায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধারণ লোক যেরূপ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ও লক্ষ্যচ্যুত হয়। সেরূপ লক্ষ্যচ্যুত হইলে নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের অধিকার মিলে না। * ঐহিক পারত্রিক বিনশ্বর সুখকে যখন আমরা চরমলক্ষ্য (End) না মনে করিয়া উৎকৃষ্টতর অবিনশ্বর সুখের সাধন বা উপশম (means) মনে করি, তখনই যথার্থ লক্ষ্যের অন্বেষণের চেষ্টা হইয়া থাকে। এইরূপে ভ্রান্তলক্ষ্য পরিত্যাগ করাকেই "ইহামূত্র ফল ভোগ বিরাগ বলে।

তৃতীয় কথা শম দমাদি সাধন সম্পদ্। ইহার অর্থ, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টি গুণের একত্র অবস্থান। চিন্তাশীল পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, নির্দ্দিষ্ট ছয়টির মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা ও সমাধান এই চারিটি গুণের মূল মনের সম্পূর্ণ নিগ্রহ। মনের সম্পূর্ণ নিগ্রহের হেতু বৈরাগ্য ও অভ্যাস। ইতিপূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি, কামনার ভাগটা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস করিলে মন আমাদের আয়ত্ত

---

* "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

(ভগবদ্ গীতা, ২য় অধ্যায়)

হইতে পারে। কামনা পরিত্যাগ বা বৈরাগ্য এই দুইটি কথার একই অর্থ। সম্পূর্ণ কামনা ত্যাগ করিতে না পারিলেও যখন আমরা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কামনা দ্বারা প্রণোদিত হই, সে অবস্থাতে মন আমাদের অনেকটা আয়ত্ত। যেন আমাদের যাহা কিছু আকাঙ্খা তাহা কেবল বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্য (শম *); বৈষয়িক সুখস্পৃহা না থাকায় বহিরিন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই নিগৃহীত হইয়া থাকে, (দম *)। ইন্দ্রিয়সম্পর্শ জনিত সুখ-দুঃখাদি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য এজন্য কেবল শরীরের উপর ইহাদের যে প্রভাব তাহা অকিঞ্চিৎকর, আত্মা কখন শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে পীড়িত হইতে পারে না; এইরূপ জ্ঞান হইলে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ সহিষ্ণুতা শক্তি জন্মিতে পারে (তিতিক্ষা *); আর সমস্ত বস্তুই যখন অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়, এবং মন যখন নিজের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে, তখন চিত্তের একাগ্রতা আপনা হইতেই জন্মে (সমাধান *)। চিত্তের প্রশান্ত ভাব একবার স্থাপিত হইলে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বকর্ম্মে নিঃস্পৃহতা বা সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস হয় (উপরতি *)। সত্যের উপর আস্থাবাবুর বিশ্বাস মানব প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তির বা গুরু বেদান্ত বাক্য বিশ্বাস স্বতঃ প্রস্ফুটিত হয় (- শ্রদ্ধা *)। এইরূপে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক এবং ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ—এতদুভয়ের ফল স্বরূপে (হেতু স্বরূপে নহে) শমাদি সাধন সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণনাথ সেন (কবিরাজ, কবিভূষণ, এল্, এম্, এস্,)

---

* "শমস্তাবৎ,—শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যঃ মনসো নিগ্রহঃ।"

"দমঃ,—বাহ্যেন্দ্রিয়ানাং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ।"

"উপরতিঃ,—নিবর্ত্তিতানামেতেষাং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্য উপরমণম্। অথবা, বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ।"

"তিতিক্ষা,—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।"

"সমাধানম্,—নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ-তদনুগুণ বিষয়ে চ সমাধিঃ।"

"শ্রদ্ধা,—গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।" (বেদান্তসারঃ)

সনাতন ধর্ম্ম।

মঙ্গলং দিশতু নো বিনায়কো মঙ্গলং দিশতু নঃ সরস্বতী।
মঙ্গলং দিশতু নঃ সমুদ্রজা মঙ্গলং দিশতু নো মহেশ্বরী॥

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ * ॥ যে মহাধর্ম্ম বেদমূলক তাহারই নাম সনাতন বা বৈদিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহার দার্শনিক তত্ত্বের গভীরতা ও মাধুরী অতুলনীয়। এই ধর্ম্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ-নিচয় যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এরূপ আর কোন জাতীয় ধর্ম্মই নাই। ইহার ক্রিয়াকাণ্ড, সাধন ভজন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর অনুরূপ করিয়া সংগঠিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম নদের কোথাও শিশুর ক্রীড়ার উপযোগী অল্প জল, আবার কোথাও বা গভীরতা এত অধিক যে সুদক্ষ জলজীবাও তাহার জল স্পর্শ করিতে অক্ষম। সর্ব্ববিধ অধিকারীর উপযোগী বিধান এই ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য কোনও দেশীয় কোনও ধর্ম্মে এমন কোনও কিছু তত্ত্ব নাই, যাহা লইয়া এই ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন করা যাইতে পারে। যে দেশের যে কোনও ভাবুক যখনই এই ধর্ম্মশাস্ত্র স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়াছেন, তখনই তিনি এই মহাধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া মোহিত হইয়াছেন। সুনিশ্চয় তখনি তাঁহার হৃদয়ের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছে তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। যে যুবক যত্নপূর্ব্বক এই ধর্ম্মতত্ত্বের বীজ স্বীয় হৃদয় ক্ষেত্রে বপন করিবে, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ে পরমানন্দ মহীরুহের উৎপত্তি হইবে—তাহার সুখের ভরা পূর্ণ হইবে—দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত হইবে।

মহাভারতে লিখিত আছে—"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহু ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজাঃ।"
"ধারণ করেন বলিয়াই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন।"

ধর্ম্ম বলিলে কেবল মাত্র বিশ্বাস করিবার উপযোগী—কতকগুলি বিধি-নিষেধ বুঝায় না। ধর্ম্ম মনুষ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় আশ্রয়। সমাজ এই আশ্রয়চ্যুত হইলে ক্ষণ মাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। এই আশ্রয়-চ্যুত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ হয়। এইজন্য যাহারা আপনাদিগকে

আর্য্য জাতীয় বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন, তাহাদের এই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সুনিশ্চয় অশেষ সুখ লব্ধ হইবেক ; নিজের, সংসারের, সমাজের, দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবেক।

সনাতন ধর্ম্ম বিচিত্র রহস্যময়। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা, মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেরই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বিধি ব্যবস্থায় পূর্ণ ; সকলেরই অধিকারানুরূপ জ্ঞানরত্নে পূর্ণ। বেদ ইহার ভিত্তি, ষড়্দর্শন ইহার চূড়ামণি। অধিকারী ভেদে সাধনের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও চরম গন্তব্য একই স্থান। এমন সুন্দর তত্ত্বময় ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোনও দেশে দেখা যায় না।

সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি বেদ বা শ্রুতিগণ। বেদের সংখ্যা চারিটি। এই এই চারি বেদই আর্য্যধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ। বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বোপরি। বেদ পূর্ণজ্ঞানের দ্যোতক। বেদের কর্ত্তা কেহই নাই। ইহা অনাদি অনন্ত। বেদের স্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ইহা প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ঋষিগণ বেদমন্ত্র নিচয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ইহা আর্য্যভাষায় প্রকাশিত করেন।

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বম্ অনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত ব্যাসবচনং)

চতুর্যুগাবসানে ইতিহাসের সহিত বেদগণ অদৃশ্য হন ; ব্রহ্মার অনুজ্ঞায় মহর্ষিগণ তপঃদ্বারা তাহাদের পুনঃ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সেই সময়ে কিন্তু যুগানুরূপ পরিবর্ত্তন হয়, কারণ ক্রমবিকাশ বশে প্রতি মহাযুগের প্রত্যেক যুগেই মানবের অধিকার ভিন্ন হয় ; যথা দেবীভাগবতে :—

"বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া।
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ॥"

"কলিযুগে ব্রাহ্মনগণঅল্পায়ুঃ ও অল্পবুদ্ধি হইবে বলিয়া ভগবান্ (ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া) একমাত্র বেদকে, মানবের হিতার্থ বহুভাগে বিভক্ত করেন।

ঋষিগণ, এইরূপে নিরন্তর, তাঁহাদের প্রচারিত মহাধর্ম্মের রক্ষাবিধান

জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। যুগ ভেদে, মানবের অধিকার বুঝিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রের অংশবিশেষ প্রকাশিত রাখিয়া, যাহা তৎকালের মানবের ধারণাশক্তির অতীত, তাহা তাহাদের চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া দেন। এই জন্যই আমরা কোন শাস্ত্র বা সমগ্র কোনখানিরও কতিপয় শ্লোক দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই না বলিয়া যে সেগুলি চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে এমন মনে করিবার কোন হেতু নাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই সমস্ত অংশে, আমাদের ধারণাশক্তির অতীত বিষয় আছে বলিয়াই তাহা আমাদের হস্তগত হইতেছে না। উপযুক্ত সময়ে আবার সেই সমস্ত গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হইবে।

পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যে বেদ সমূহের পরিমাণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তিনি ঋগ্বেদের একবিংশ, যজুর্ব্বেদের শত, সামবেদের সহস্র এবং অথর্ব্ববেদের নব শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তিকোপনিষৎ, ঋগ্বেদের একবিংশ, যজুর্ব্বেদের শতাধিক, সামবেদের সহস্র এবং অর্থর্ব্ববেদের পঞ্চাশৎ শাখার উল্লেখ করেন। কিন্তু সেই সমুদায়ের অধিকাংশের নাম মাত্রও অমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে।

প্রত্যেক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম, সংহিতা. ইহাতে কতক গুলি সূক্তের সমষ্টি। উহা স্তবরূপে যজ্ঞকালে ব্যাবহৃত হয়; এবং মন্ত্রগুলি যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদানে প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণসমূহ। আপস্তম্বীয়ে, ব্রাহ্মণসমূহে যজ্ঞের বিধি-নিষেধ প্রশংসা ও বিবিধ উপাখ্যান বর্ণিত আছে বলিয়া কথিত আছে। এই অংশে, সংহিতাসূক্তসমূহের সহিত যজ্ঞের সমন্বয় বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এই অংশ যজ্ঞের হোতাকর্ত্তব্যতাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই, বিশেষতঃ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণে, বহু উপাখ্যান ও দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা বৈদিক যজ্ঞাদির প্রয়োজন প্রভৃতি বিশেষরূপে বিশদ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণসমূহের চরমাংশ আরণ্যক নামে কথিত হয়। উহা অরণ্য আশ্রয়কারী মুনি ঋষিগণ আলোচনা করেন বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

তৃতীয় উপনিষৎসমূহ, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক সুগভীর দার্শনিক অংশ। উপনিষৎ সমূহই ষড়্দর্শনের বীজস্বরূপ। উপনিষৎ অসংখ্য, তন্মধ্যে অষ্টাধিকশতসংখ্যক উপনিষৎ বিশেষ প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে কাহারও মতে দশ খানি, কাহারও মতে দ্বাদশখানি প্রধান।

ঋগ্বেদ সংহিতা, দশমণ্ডলে বিভক্ত। এই দশমণ্ডলে সর্ব্বসমেত সপ্ত-দশাধিক সহস্রসংখ্যক সূক্ত আছে। সূক্তসমূহের অধিকাংশই দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি ও প্রার্থনারূপে রচিত। কিন্তু, সকল আর্য্যগ্রন্থেই চরমে একমাত্র পরমব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই বেদের শ্লোক বা সূক্তনিচয় ঋক্ নামে প্রসিদ্ধ, এই জন্য এই বেদের নাম ঋগ্বেদ। হোতৃগণ, যজ্ঞকালে এই ঋক্ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যায়ে এক সহস্র অষ্টশত ষড়শীতি শ্লোকে পূর্ণ। এই শ্লোকসমূহের প্রায় অর্দ্ধাংশ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয় যজুঃ। ইহাতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ একত্রে মিলিত। শুক্ল যজুর্ব্বেদের নামান্তর বাজসনেয় সংহিতা। এই সংহিতায় যজ্ঞের মন্ত্রাদি, এবং যজ্ঞের স্থানাদি প্রস্তুত করিবার প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞের কথা আমরা পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাই, এই বেদে সেই সমুদায় যজ্ঞের বিধি, প্রয়োগ ও মন্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যজ্ঞকার্য্যে অধ্যর্যুর যে সকল বিষয় জানিবার প্রয়োজন তাহাই সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

সামবেদ সংহিতার পঞ্চদশ খণ্ডে, দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় ও চারিশত ষষ্টি শ্লোক আছে। ঐ সমুদায় শ্লোকের কেবল পঞ্চসপ্ততি শ্লোক ব্যতীত সমুদায় ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। সোমযজ্ঞে উদ্গাতা সামগান করিয়া থাকেন।

অথর্ব্ববেদ সংহিতার বিংশকাণ্ডে সপ্তশত একত্রিংশৎ শ্লোক দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে যে লিখিত অথর্ব্ববেদ সংহিতা প্রচারিত আছে, তাহা অথর্ব্ববংশীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংকলিত বলিয়া এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহার নামান্তর ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞকালে, যজ্ঞের ব্রহ্মা এই বেদ সাহায্যে নিজ কর্ত্তব্য

সম্পন্ন করেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ব্রহ্মা যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্যু ও ও উদ্গাতৃগণের কার্য্য পরিদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রম সংশোধনাদি করিয়া থাকেন। এই বেদে ব্রহ্মতত্ত্ব ও মোক্ষলাভোপায় বর্ণিত আছে। ইহার অনেক উপনিষৎ। এই বেদ আলোচনা করিলে, তাৎকালিক আর্য্যগণের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারা যায়; এবং গৃহস্থ, বণিক ও কৃষিব্যবসায়িগণের ও নারীগণের ব্যবহারিক জীবন জানিতে পারা যায়, সুতরাং ইহার দ্বারা তাৎকালিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ আছে। ঐতরেয় ও কৌষীতকী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চল্লিশ অধ্যায়ে সোমযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র ও রাজাভিষেকাদি প্রকরণ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় আরণ্যক ইহার অন্তর্গত। ঐতরেয় উপনিষৎ এই আরণ্যকের অংশবিশেষ। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নামান্তর শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ, ইহাতে ত্রিশটি অধ্যায় আছে। ইহাতেও সোমযজ্ঞের বিষয় বর্ণিত আছে। কৌষীতকী-আরণ্যক এই ব্রাহ্মণের অংশ, কৌষীতকী উপনিষৎ তাহার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত এই বেদের আর আট্‌টি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের দুই শাখাধ্যায়ীর মতে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ নাই। ঐ সংহিতার গদ্যাংশই তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। অপর শাখাধ্যায়ীগণ স্বতন্ত্র তিন অধ্যায়যুক্ত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ স্বীকারপূর্ব্বক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও তদন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষৎ সেই ব্রাহ্মণাংশের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর এবং আরও একত্রিংশৎ খানি উপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ শতাধ্যায়ে বিভক্ত। এই ব্রাহ্মণান্তর্গত আরণ্যকের বৃহদারণ্যকোপনিষৎখানি অতীব প্রসিদ্ধ; উহার অপর নাম বাজসনেয় উপনিষৎ। ঈশোপনিষৎ এই বেদের শেষ অধ্যায়। ইহার আরও সপ্তদশখানি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামবেদের তিনখানি ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। প্রথম তলবকার ব্রাহ্মণ, কেনোপ-

নিষৎ ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ—পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত, তৃতীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ ইহার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত এই বেদের আরও চতুর্দ্দশখানি উপনিষৎ পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ দুই খণ্ডে বিভক্ত। বিভিন্ন গ্রন্থে এই বেদের বহু উপনিষদের নাম দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে মাণ্ডূক্য মুণ্ডক ও প্রশ্নোপনিষৎ প্রধান। এতদ্ব্যতীত এই বেদের আরও একত্রিংশৎ খানি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপনিষৎসমূহের মধ্যে, ঐতরেয়, কৌষীতকী, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ঈশ, কেন, ছান্দোগ্য, মাণ্ডূক্য, মুণ্ডক ও প্রশ্ন এই দ্বাদশখানি প্রধান। মুক্তিকোপনিষদে সম্পূর্ণ অষ্টাধিক শতোপনিষদের নাম দৃষ্ট হইবেক।

বৈদিক বা সনাতন ধর্ম্ম, এই সমুদায় শ্রুতিবাক্যে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতগণ বেদের বহু সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বেদ তাঁহাদের লৌকিক জ্ঞানের অতীত, এই জন্য ইহার অর্থবোধে অসমর্থ হইয়া সমালোচনা প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর তীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বেদ বুঝিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় প্রয়োজন। শ্রীগুরুচরণলাভ ভাগ্যসাপেক্ষ। বেদ বুঝিবার অধিকারী কে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্যপর্ণানি যস্ত বেদ স বেদবিৎ॥"

এই রহস্যময় শ্লোকের অর্থ গুরুমুখী। ইহার লৌকিক অর্থব্যতীত গূঢ় রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবার নহে। বস্তুতঃ বেদ প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। গ্রন্থপাঠে পাণ্ডিত্যের সাহায্যে বেদের মর্ম্মোদ্ঘাটন চেষ্টা সুদূরপরাহত। যিনি বেদজ্ঞ হইতে পারেন, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন হয়। বেদশক্তি দ্বারাই জগৎ উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর বেদ দ্বারাই ইহার রক্ষা বিধান করিতেছেন। এরূপ বেদজ্ঞ আজিও মানবসমাজে বিরল নহেন; কিন্তু তাঁহারা কৃপা করিয়া দেখা না দিলে, দেখিয়াও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না।

আর্য্যগণ যোগের সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া, যে সকল রহস্য দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভৌতিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত গ্রহগতিনির্ণয়, ভৈষজ্যতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি জটিলতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছিলেন, যাহা আজি পাশ্চাত্য জড়বৈজ্ঞানিকগণের হৃদয়ে আর্য্যশক্তির মহত্ত্ব প্রতিভাত করিতেছে, তাঁহাদের শ্রুতিবাক্য বুঝিবার শক্তি হয় নাই বলিয়া উহা অবিকশিত মানবশক্তির মনের সামান্য আবেগ বলিয়া মনে করিও না। আজ যেমন পাশ্চাত্য জগত যোগশক্তির আভাষ পাইয়াছে, উপযুক্ত সময়ে শ্রুতির শক্তিও বুঝিবে, তখন আর জড়বৈজ্ঞানিকগণ জড়োপাসক থাকিবেন না। জড়াণুর মধ্যে চৈতন্যসত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া শ্রুতিরহস্যবোধের অধিকারী হইবেন।

বেদসমূহ গায়ত্রীর অন্তর্নিহিত। গায়ত্রী প্রণবের এবং প্রণব ব্রহ্মের দ্যোতক। এই কথা বারম্বার বেদসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যেও এ কথা উদ্ঘোষিত আছে। দীর্ঘকাল শাস্ত্রাভ্যাস ও ধ্যান দ্বারা এই তত্ত্বের যথার্থ্য হৃদয়ে স্ফূরিত হয়।

শ্রুতির পর স্মৃতি প্রামাণ্য। স্মৃতিসমূহেই ধর্ম্মতত্ত্ব পরিষ্কাররূপে কীর্ত্তিত আছে। স্মৃতিতেই আর্য্যগণের জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নিত্যনৈমিত্তিক নিষেধবিধি সমুদয় স্পষ্টরূপে প্রকটিত আছে। স্মৃতিসংহিতা অসংখ্য, তন্মধ্যে চারিখানিকে চারিযুগের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যথা— "কৃতে তু মানবাঃ প্রোক্তা ত্রেতায়াং যাজ্ঞবল্ক্যজাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

"সত্যযুগে মানবধর্ম্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা), ত্রেতায় যাজ্ঞবল্ক্যকথিত, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত সংহিতা এবং কলিতে পারাশর সংহিতার মত প্রামাণ্য।"

এতদ্দ্বারা এই বুঝিতে পারা যায়, বেদমূলক ধর্ম্মের কালভেদে অধিকার ভেদ ঘটায়, সামান্যরূপ পরিবর্ত্তনাদি করিয়া সময়ানুযায়িক করিয়া গিয়াছেন। শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও এরূপ আদেশ দৃষ্ট হয়। ঋষিগণ যোগজাত অন্তর্দৃষ্টিবলে ভিন্ন ভিন্ন কালের উপযোগী যে সমুদায় শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তৎ তৎ শাস্ত্রানুসারে সেই সেই সময়ে

সমাজ চালিত হইলে কোনও রূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে সেই সমুদায় ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধাহীন হইয়াই আমরা বহু অনর্থ ঘটাইতেছি।

মনুসংহিতায় শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য বিষয়ে কথিত আছে—

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহিনির্বভৌ॥"

"বেদের নামান্তর শ্রুতি, অপর ধর্ম্মশাস্ত্রগণ স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ; এই সমুদায়ে কদাচ অবিশ্বাস করিবে না; পরন্তু সর্ব্ববিষয়ের সুমীমাংসার জন্য তাহাদের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক ব্যবস্থা স্থির করিবে, কারণ এই শ্রুতি ও স্মৃতিতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।"

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি দ্বারা চালিত হইতেছে, ব্যবহার শাস্ত্রীয় মীমাংসায় যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিই প্রধান অবলম্বন, অন্যান্য স্মৃতির বচন, এতদুভয়ের পোষকতার জন্যই গৃহীত হয়।

নারদসংহিতায় লিখিত আছে, মনুসংহিতা লক্ষ শ্লোকাত্মক এবং অশীত্যধিক সহস্রতম অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, কিন্তু লোকে উহার দ্বাদশসহস্র শ্লোক মাত্র প্রকাশিত ছিল। তৎপরে মার্কণ্ডেয় কালান্তরে তৎকালোপযোগী অষ্টসহস্র শ্লোক মাত্র প্রকাশিত রাখিয়াছিলেন; অবশেষে ভৃগুনন্দন সুমতি চারিসহস্রমাত্র প্রকাশিত রাখিয়া অবশিষ্ট অপ্রকাশিত রাখেন। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু মনুসংহিতায় বারটি অধ্যায় এবং দুইহাজার ছয়শত পঞ্চাশটি মাত্র শ্লোক আছে। মনু সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণনাপূর্ব্বক ভৃগুকে স্বরচিত স্মৃতি শাস্ত্রের বক্তারূপে নির্ণয় করেন। ভৃগু তদনুসারে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্ণয়পূর্ব্বক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিষ্যের কর্ত্তব্য, তৃতীয় অধ্যায়ে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বা গার্হস্থ্যধর্ম্ম, চতুর্থ অধ্যায়ে স্নাতকধর্ম্ম, পঞ্চমাধ্যায়ে খাদ্যবিচার, শুদ্ধিবিচার এবং নারীধর্ম্ম, ষষ্ঠে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম, সপ্তমে রাজধর্ম্ম, অষ্টমে ব্যবহারনির্ণয়, নবমে দাম্পত্যধর্ম্ম, উত্তরাধিকার নির্ণয়, দণ্ডবিধি ও রাজধর্ম্মের কতকগুলি অতিরিক্ত বিধি, দশমে চাতুর্বর্ণ ধর্ম্ম, একাদশে প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও দ্বাদশে পরলোকতত্ত্ব বর্ণিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে তিনটি অধ্যায়, একহাজার দশটি শ্লোক। প্রথম আচারাধ্যায়, দ্বিতীয় ব্যবহারাধ্যায়, তৃতীয় প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যনির্ণয়, আহার্য্য বিচার, দান, যজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম্ম ও রাজার কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজবিধি, ও দণ্ডবিধি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত, আপদ্ধর্ম্ম, বানপ্রস্থধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম, এবং জীবাত্মা, পরমাত্মা, মুক্তি, যোগ, সিদ্ধি, পুনর্জন্ম প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

স্মৃতির পর পুরাণ ও ইতিহাস। ইহারা পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হন। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে নারদ নিজে কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সনৎকুমারকে তাহা বলিবার সময় পঞ্চমবেদের উল্লেখ করেন। সনৎকুমারও, তাঁহাকে যে সকল শাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার বোধক বলিয়াছেন তাহাতেও ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—

"নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস পুরাণ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো, রাশির্দ্দৈবো নিধির্ব্বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজন বিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্বেতি ॥ (ছান্দোগ্য ৭প্র, ১,৪)

ভাগবত পুরাণে লিখিত আছে—

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমে বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥"—(১৪)

ব্যাসদেব ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ সঙ্কলন করিয়া ইতিহাস ও পুরাণ সঙ্কলন করিলেন, তাহা পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হয়। দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে—

"প্রাদুঃ করোতি ধর্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি।
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণু র্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা ॥—(১।৩)

প্রতি দ্বাপরে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে ভগবান্ বিষ্ণু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করেন। মাধব বলেন ষড়ঙ্গের ন্যায় পুরাণসাহায্যে বেদার্থ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাও অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"পুরাণ ন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্ত চ চতুর্দ্দশ।
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥" ~ (১।১।৩)

বেদচতুষ্টয়, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ষড়ঙ্গ যোগে চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়, ইহারা ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ স্তম্ভস্বরূপ। অতএব ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদজ্ঞানের পুষ্টিসাধন করিতে হইবেক।

পুরাণসমূহের মধ্যে আঠারটি পুরাণ এবং আঠারটি উপপুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণ এই –

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমং॥
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতং॥
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চৈব ত্রয়োদশং।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতং॥
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরং॥"

এই অষ্টাদশ পুরাণ সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈবচ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।"

অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম —

"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরং।
তৃতীয়ং নারদপ্রোক্তং কুমারেণ তু ভাষিতং॥

চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষাৎ নন্দীশভাষিতং।
দুর্ব্বাসোনোক্তমাশ্চর্য্যং তথৈবোশনসেরিতং॥
কাপিলং মানবং চৈব ভার্গবং বারুণং তথা।
নন্দিকেশ্বরমাখ্যাতং কালিকাহ্বয় মেব চ॥
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসাধকং।
পরাশরোক্তমপরং তথা ভাগবতাহ্বয়ং।
অষ্টাদশং বায়বয়ং পুরাণং ব্যাসভাষিতং॥”

উপপুরাণের নাম সম্বন্ধে, নানা মতভেদ আছে। ফলকথা, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত যে সকল পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা অষ্টাদশের অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই জন্যই ঐরূপ মতভেদ।

মহাপুরাণের মধ্যে একখানি ভাগবতের এবং উপপুরাণের মধ্যে একখানি ভাগবতের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এদিকে অন্বেষণ করিয়া আমরা দুই খানিরও অধিক ভাগবত দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতের মধ্যে কোন্‌খানি মহাপুরাণ এই কথা লইয়া একটি বিরোধ দৃষ্ট হয়। অনেক মহামহোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই মহাপুরাণ শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, আবার অনেকে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া থাকেন। আমাদের চক্ষে দুইখানিই পরম উপাদেয়। দেবীভাগবতে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বহু তত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু ইহা পরম প্রেমের খনি। দুইখানিই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম উপাদেয়, সে পক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পুরাণসমূহে অতি প্রাচীনকালের কথা বর্ণিত আছে। সেই সুদূরকালে পৃথিবীর অবস্থা এখনকার মত ছিল না। এতদ্ব্যতীত যোগদৃষ্টি-দৃষ্ট অথচ চর্ম্মচক্ষের অদৃশ্য বহু স্থানের বিবরণ ও বহু গূঢ়রহস্য অতি গূঢ়ভাবে উহার অন্তর্নিহিত আছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঐ সমুদায় অসম্ভব ও অমূলক বলিয়া বোধ হইতে পারে, তথাপি সেই সমুদায় অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। যাহা আমি জানি না বা বুঝি না, তাহা অসম্ভব বা মিথ্যা, এ কথা কেবল মূর্খেই বলিয়া থাকে। যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনা

করিলে ঐ সকল রহস্য নখদর্পণবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জড়বিজ্ঞানের মানদণ্ডে, ঐ সকলের পরিমাণ করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি জড়বিজ্ঞান উপেক্ষার নহে। উহাকে আত্মতত্ত্বের সহযোগীরূপে স্বীকার করিলে কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণে পুরাণের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥"

ব্যাসদেব এই সমস্ত পুরাণের সঙ্কলনকর্ত্তা। প্রতি দ্বাপরে ভগবান ব্যাসরূপে উদয় হইয়া এই কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বর্ত্তমান মহাযুগের দ্বাপরে তিনি পরাশরাত্মজ কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পঞ্চমবেদের অপরাংশের নাম ইতিহাস। রামায়ণ বিশেষতঃ মহাভারত এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইতিহাসের লক্ষণ এই—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং উপদেশ সমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে॥"

এই রামায়ণ মহাভারতের বিষয় সকলেই অবগত আছেন; এস্থলে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ বাহুল্য হইবেক বলিয়া তাহাতে বিরত হওয়া গেল। বস্তুত মহাভারত যে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ইতিহাস, তাহা যিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছেন তিনিই অবগত আছেন।

আচার।

প্রথম খণ্ড।

সচরাচর সাধু ভাষায় যাহাকে আচার, রীতি বা পদ্ধতি প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করা হয়, সম্ভবতঃ প্রথাবিত "প্রভা" শব্দটী তাহারই অপভ্রংশ।

"প্রথা" শব্দ যখন আচারবোধক, আচারেরই নামান্তর, তখন প্রথমেই

দেখিতে হইবে, আচার কাহাকে বলে, মনীষিগণ সাধুভাষায় কোন্ অর্থে আচার শব্দের ভূরি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গতানুগতিকস্বভাব আমাদের তৎপ্রবর্ত্তিত পথে প্রয়াণ করাই সহজ ও সমুচিত বলিয়া মনে হয়।

পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে বহু অর্থে "আচার" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমতঃ সংহিতাকারগণ একরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, পৌরাণিকগণ তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়াছেন, তান্ত্রিকগণ আবার তদপেক্ষাও দূরবর্ত্তী হইয়া অনেক প্রভেদ দেখাইয়াছেন। সুতরাং এক কথায় "আচার" (প্রথা) শব্দের অর্থ অভিব্যক্ত করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, মানবধর্ম্মনিবন্ধকার মহামান্য মনু "আচার" শব্দের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিলেও কোন অর্থ বিশেষে নির্দ্দেশ করেন নাই। পরন্তু "সদাচার" শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে,—"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে"॥ মনু ২-১৭-১৮॥

অর্থাৎ স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দেব-নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" বলে। সেই দেশে ব্রাহ্মণাদি মৌলিক বর্ণের এবং সঙ্কীর্ণবর্ণনিবহের পূর্ব্বাপর প্রচলিত যে আচার, তাহাই 'সদাচার' বলিয়া কথিত হয়। এই পরিভাষা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, "সৎ" অর্থ সাধু-সজ্জন এবং আচার অর্থ আচরণ-রীতি, সুতরাং 'সদাচার' শব্দের সমুদিত অর্থ হইতেছে, সাধুদিগের আচার ব্যবহার। মহামতি কুল্লুক ভট্ট মনুর ২।৬৯ শ্লোকে 'আচার' শব্দের অর্থ বলিতে যাইয়া "আচারঃ—স্নানাচমনাদিঃ।" কেবল এই কথা বলিয়াই বিরত হইয়াছেন, অধিকন্তু সঙ্গে একটি "আদি" শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া উক্তানুক্ত আরও অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

পৌরাণিকেরা এ বিষয়টী আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন সজ্জনেরা দেশকাল ও পাত্রানুসারে বড়-ছোট ভাল-মন্দ যে

সকল ধর্ম্ম আচরণ বা পালন করেন, তাহাই সাধারণতঃ 'আচার' শব্দ বাচ্য। (১) সুতরাং মনুক্ত 'সদাচার' ও পৌরাণিক আচারশব্দ ফলতঃ একইভাব অভিব্যক্ত করিতেছে।

তন্ত্রশাস্ত্র এ বিষয়ে আরও তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কথা সামাজিক ব্যবহাররূপে গ্রথিত হয় নাই, এবং সমাজের উপকারীও নহে। সুতরাং তাহার আলোচনা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত মনে করিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ফল কথা পরম্পরাগত অনুষ্ঠান পদ্ধতিই যে "আচার" শব্দের সাধারণ অর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রস্তাবিত আচার পদ্ধতি অনেকবিধ—বর্ণ, আশ্রম ও দেশানুগত। তন্মধ্যে বর্ণনুযায়ী আচার পদ্ধতি প্রথম আলোচ্য।

প্রচলিত প্রধান প্রধান বর্ণ বিভাগ যে, অভিনব বা ইদানীন্তন প্রবৃত্ত নহে, তাহা প্রথমেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে? না—এক্ষণে একে একে সেই বিভিন্ন বর্ণে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন আচারক্রম ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে?

শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থনিচয় আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, বর্ণ চতুর্ব্বিধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে শূদ্রাপেক্ষা বৈশ্য শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য অপেক্ষা ক্ষত্রিয় এবং অগ্রজ ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (২)। এই জন্যই ঋষিগণও বলিয়াছেন যে "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"॥ অর্থাৎ ছোট-বড় যে কোনও বর্ণ হউক না কেন, ব্রাহ্মণ সকলেরই গুরু। ব্রাহ্মণ সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেই

---

(১) যদ্‌যদ্ধি ক্রিয়তে কর্ম্ম সদ্ভিরচ্চাবতং হিতং। দেশে কালে চ পাত্রে চ আচারঃ সোঽভিধীয়তে॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। ১।৪।

(২) এইমাত্র বিশেষ যে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব জ্ঞানাধিক্যানুসারে, ক্ষত্রিয়ের বলানুসারে, বৈশ্যের ধনধান্যের প্রাচুর্য্যানুসারে এবং শূদ্রের কেবল জন্মানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব ধরা হয়।

মনু বলিয়াছে—"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যেষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকাৎ।
বৈশ্যানাং ধনধান্যাভ্যাং শূদ্রাণামেব জন্মনা॥" মনু ২।৪১।

ব্রাহ্মণের প্রথম উল্লেখ থাকায় আমরাও প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতিরই আচার ব্যবহারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিব। এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যবর্ণ সম্বন্ধেও চিন্তা করা যাইবে।

সাধারণতঃ প্রচলিত বর্ণসকল যেরূপ চারিভাগে বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ এক ব্রাহ্মণ জাতিও চারি আশ্রমে পরিচিত। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ্য এবং চতুর্থ ভিক্ষু বা সন্ন্যাস আশ্রম। ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তমাত্রও আশ্রমহীন থাকিবে না, ক্ষণকালের জন্যও আঁশ্রমচ্যুত হইলে তাহাকে বিহিত বিধানে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ দ্বারা স্বীয় অপরাধের অপনোদন করিতে হইবে। (১)

আর্য্য ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, উচ্ছৃঙ্খল মানবজাতি নিয়ম বিরহিত হইলে উত্তরোত্তর অবনতির দিকেই অগ্রসর হইবে, কখনও মঙ্গলময় সাধুপথে পদার্পণ করিবে না; প্রত্যুত অনুরাগ প্রণোদিত হইয়া নিরন্তর অসৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। সুতরাং সে অবস্থায় সমাজশরীর অক্ষত থাকিতে পারে না; এবং মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাবও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। এই কারণে প্রত্যেক জীবের এবং সমস্ত সমাজের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতসাধন উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ নিয়ম-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গৃহ সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রথম হইতেই তাহার সূচনা করিতে হয়, এইজন্য মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে—"নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো-বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারঃস্যান্নেতরস্য কদাচন॥" (মনু। ১।)। অতএব গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলি যথাকালে সম্পাদন করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

---

(১) অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তেঽসৌ॥ মনু।

সংস্কারাধ্যায়।

সংস্কার অর্থে শোধন করা। দোষাপনয়ন ও গুণাধানভেদে উহা দুই প্রকার, অর্থাৎ সংস্কারদ্বারা কোনও স্থলে বস্তুগত দোষসমূহ বিনষ্ট হয়, কোথাও বা বস্তুতে গুণবিশেষ সংযোজিত হয়। যেমন দর্পণ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্বগ্রাহী; কিন্তু দোষ বিশেষে তাহাতেও মালিন্য উপস্থিত হয়, এবং যতদিন তাহার সেই দোষ অপনীত না হয়, ততদিন তাহার প্রতি-বিম্বগ্রাহিতা বা স্বচ্ছতা কিছুই প্রকাশ পায় না, তন্নিমিত্ত তাহাতে সংস্কারের প্রয়োজন হয়। ঘর্ষণাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই আগন্তুক মালিন্য (দোষ) অপ-নীত হইলে পুনর্ব্বার দর্পণের দর্পণত্ব প্রকাশ পায়। ইহাই প্রথমোক্ত সংস্কারের ফল। এই প্রকার কোনস্থলে বস্তুর কোনরূপ দোষ অপনীত হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে এক প্রকার গুণ বা উৎকর্ষমাত্র উৎপাদন করে। লৌকিক দৃষ্টান্ত চাই। যেমন বেদবিহিত যাগাদি কার্য্যে এরূপ অনেক কার্য্য আছে যাহা কেবল বস্তুর উৎকর্ষসাধক হয়মাত্র। যজমানপত্নী কর্ত্তৃক যজ্ঞীয়ঘৃত নিরীক্ষণ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ (১)। ইহাই সংস্কারের দ্বিতীয় ফল।

সেইরূপ জীব বা জৈব অন্তঃকরণও স্বভাব স্বচ্ছ, কিন্তু কামাদি সংসর্গ ফলে তাহাতে মালিন্য বা অজ্ঞান উপস্থিত হয়, মালিন্য উপস্থিত হইলে তাহাতে আর বিবেকজ্ঞান প্রকাশ পায় না, বিবেকের অপ্রকাশে জীবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, অধঃপতিত জীবগণের অশান্তি সর্ব্বত্র, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সর্ব্বানর্থের নিদান সেই মালিন্য অপনীত করিয়া স্ব স্ব তেজঃ উদ্দীপিত করাই সংস্কার সমূহের প্রধান প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণও এবিষয়টী অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।—

চিত্রং কর্ম্মানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে যথাশনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধি পূর্ব্বকৈঃ॥

ছবি যেমন চিত্রকর র রচনা কৌশলে ক্রমে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গদ্বারা

---

(১) পত্ন্যবেক্ষিতং বৈ আজ্যং ভবতি। ইতি শ্রুতিঃ।

প্রকাশতি বা সম্পূর্ণ হয়, ব্রাহ্মণ্যতেজঃও সেইরূপ বিধি পূর্ব্বক সংস্কার কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে পূর্ণত্ব লাভ করে।

উল্লিখিত সংস্কার সমষ্টিতে দশ প্রকার। (১)-গর্ভাধান। ১ (২)—পুংসবন। (৩)—সীমন্তোন্নয়ন। (৪)—জাতকর্ম্ম। (৫)—নামকরণ। (৬)—অন্ন-প্রাশন। (৭)—চূড়াকরণ। (৮)—উপনয়ন। (৯)—সমাবর্ত্তন। (১০)—বিবাহ।

এতৎ প্রদেশে কোনস্থানেই এই দশবিধ সংস্কারের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় নাই; এবং হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প, কিন্তু অনেক সংস্কারই যে নিজ নিজ কাল ও কক্ষচ্যুত এবং আংশিক বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেইজন্যই বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশস্থলেই নামকরণ সংস্কারটী অন্নপ্রাশনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; এবং চূড়াকরণ সংস্কারটীও উপ-নয়ন বা বিবাহের অঙ্গস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যে সকল সংস্কারের উল্লেখ করা হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণের জন্য নহে—অথবা শুদ্ধ দ্বিজাতির জন্যও নহে, উহা সাধারণেব জন্য—উহাতে শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। কেবল উপনয়ন ও তৎ সমাবর্ত্তন সংস্কারে বঞ্চিত আছে। তদ্ভিন্ন অপর আট্টী সংস্কার শূদ্রাদিও যথাকালে সম্পাদন করিবেন। আরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ এই যে,—শূদ্রাদি স্বয়ং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া পুরোহিত দ্বারা সেই সেই মন্ত্র পাঠ করাইবেন, এবং নিজেরা সংস্কারাদি অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিতে হয়, তাহা বলা হইল, এক্ষণে প্রত্যেক সংস্কারের কাল, অবস্থা ও রীতি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

১। প্রথম সংস্কার গর্ভাধান। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ্যতেজঃ সম্বর্দ্ধন সংস্কারই সাধারণ ও অসাধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহটী সুদৃঢ় করিতে হইলে তাহার　　　হইতেই চেষ্টা করিতে হয়। সর্ব্বলোকহিতৈষিণী জননীকল্পা এই শ্রুতি, সেই নিগূঢ় উচ্চতম উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে বলি-য়াছেন যে, পিতৃ মাতৃ শরীরে যে দোষ থাকে তাহা সন্তান শরীরে সংক্রামিত হয়। একথা বিজ্ঞানশাস্ত্রও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। সচরাচর এরূপ

(১) গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎপুরা।

অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, অধিক কি পিতামাতার মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে। বোধ হয় এজন্য আর অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে না।

মনু বলিয়াছেন, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ এবং মৌঞ্জীবন্ধন বা উপনয়নাদি সংস্কারদ্বারা দ্বিজাতী শিশুর (শূদ্রাদির পক্ষেও এই নিয়ম আছে) বীজদোষ অর্থাৎ পিতা মাতার অসৎ সংকল্পাদিরূপ বীজ বা উপাদানগতদোষ এবং গার্ভিক অর্থাৎ মাতার শারীর জরায়ূসংক্রান্তদোষসমূহও অপনীত হয়। (১) শাস্ত্রনুসারে দেখা যায় যে, কথিত বিধ সংস্কার সংস্কৃত দ্বিজাতিই ধর্ম্মব্রতের যথার্থ অধিকারী এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রগ্রহণেও তাহারই সম্যক আধকার।

কথিতপ্রকার বিজ্ঞান ও ধর্ম্মানুমোদিত দোষসকল নিবারণের অভিপ্রায়েই সন্তানোৎপাদন সময় পিতা মাতার স্বভাবসুলভ ইন্দ্রিয়পরবশতা বা পশু প্রবৃত্তি পরিহারের নিমিত্ত এবং সাত্ত্বিক সদ্বৃত্তিসকল গ্রহণের জন্য গর্ভাধানের যোগ্যতা ও তদুপযোগি সময় সম্যক্ অবধারণ ও গর্ভধান সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

গর্ভধানের কাল,—প্রত্যেক কার্য্যেই একটি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। গর্ভাধানেও তাহা উপেক্ষিত হয় নাই। স্ত্রীগণের প্রথম রজোদর্শনই ঐ সংস্কারের প্রকৃত কাল (১)। রজোদর্শনের কাল অনিয়ত বয়স ও শারীরিক অবস্থা

---

(১) গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈ।
গার্ভিকং বৈজিককৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ মনু ২। ২৭॥

তাৎপর্য্য এই যে, সন্তান পিতামার সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংসর্গকালে পিতা-মাতার কোনরূপ অবৈধ কুৎসিতভাব উপস্থিত হইলে তাহাও সন্তানের হৃদয়ে আহিত হয়। মহাভারতে একটি গল্প আছে,—একদা বীরবর অর্জ্জুন সুভদ্রাকে একটি যুদ্ধবৃত্তান্ত বলিতে-ছিলেন, কথার অর্দ্ধাবশেষ থাকিতেই সুভদ্রা নিদ্রিত হইয়া পড়েন। সে সময় সুভদ্রার গর্ভস্থ অভিমন্যুও পিতার কথিত যুদ্ধবৃত্তান্তের অর্দ্ধাশমাত্র অবগত হইলেন। মাতার নিদ্রায় অভিভূত থাকায় অবশিষ্ট অংশ আর জানিতে পারিলেন না।

(২) গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরং। ইত্যাদি। (যাজ্ঞবল্ক সংহিতা। ১।১১

সাপেক্ষ। তথাপি শাস্ত্রকারগণ সামান্যতঃ একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোক সাধারণতঃ দশ বৎসর বয়সে অদৃষ্টরজস্কা হয়, অর্থাৎ ঐ সময় হইতেই তাহাদের রজোভাগ উদ্রিক্ত হইতে থাকে, শেষ অবস্থা বিশেষে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। দৈহিক অবস্থানুসারে কোন কোনও বালিকার ঐ সময়েও রজোপ্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীর যে কালেই রজোপ্রকাশ পায়, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সেই কালেই গর্ভাধান সংস্কার সম্পাদন করা উচিত। এবিষয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মত স্বতন্ত্র। অয়ুর্ব্বেদের অন্যতম সংহিতাকার সুশ্রুত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতি বৎসরের অল্প বয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভ আধান করে, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতৃকুক্ষিতেই বিনষ্ট হয়। অথবা জীবিত হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাহার ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। অতএব অভিভাবকগণ অত্যন্ত বালিকা স্ত্রীতে গর্ভাধান করাইবেন না (১)।

শাস্ত্রানুসারে প্রথম রজঃদর্শনই গর্ভাধান সংস্কারের মুখ্যকাল। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, স্বামী সুস্থ শরীরে সন্নিহিত থাকিয়াও যদি ঋতুমতী পত্নিতে উপগত না হয়, তাহা হইলে সেই স্বামী বালক ইত্যাদি ঘোরতর পাতকে পতিত হয়। (২)

যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধে প্রাগুক্ত সৌশ্রুত বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কাহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর রজঃ-সম্ভাবনার পুর্ব্বেই স্বামীকে স্থানা-

---

(১) এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবস্থা হইলেও তদপেক্ষা বলবান্ ধর্ম্ম রজোদর্শনের কাল॥

ঊনষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতি।
যদাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ সুশ্রুত।

(২) ঋতুস্নাতাস্তু যোভার্য্যাং স্বস্থঃ সন্নোপগচ্ছতি।

ন্তরে কার্য্যান্তরে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়। বোধ হয় এরূপ ব্যবহার করিলে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মমর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে রাজশাসনানুসারে দারসংযোগ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্থলবিশেষে সংস্কারের উপযুক্ত কালের বাধা হইলেও গর্ভাধান সংস্কারের মূলতঃ কোন বাধা হয় নাই, কেন না স্বামী অসন্নিহিত থাকিলে যখন মুখ্যকালের পর অন্য ঋতুতেও ঐ সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে কোনও বাধা দেখা যায় না। বরং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুসমাজে এখনও ঐরূপ ব্যবহারই প্রচলিত আছে।

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, সামাজিকগণের রুচি অনুসারেই হউক বা রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, বৈধ সংস্কারের সমুচিত কাল উল্লঙ্ঘন করা যে পাপের কারণ, তাহা নিশ্চয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে রাজকীয় নিয়মানুসারে বৈধকার্য্য বাধিত করিলে কাহারও কোন পাপ হয় না, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে বোধ হয় যেন ঐ ভাবটী হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বথা অনুমোদনীয় নহে। সংহিতাশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে কোন ধর্ম্ম যদি সময়ানুসারে কিম্বা রাজকীয় নিয়মানুসারে প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহা যদি নিজ ধর্ম্মের বিরোধী বা প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবেই সেই ধর্ম্ম সামাজিকগণের যত্নপূর্ব্বক প্রতি-পালনীয় বা অনুষ্ঠেয়, নচেৎ নহে। অতএব বৈধ সংস্কার সম্পাদন করিতে হইলে অগ্রে বিধিশাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন, তজ্জন্য আমরা গর্ভাধানাদি সংস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত উপযুক্ত কাল ও ক্রিয়াপদ্ধতি সকল যথাক্রমে বলিতেছি।

বালগোঽস্যাপরাধেন বিদ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। (পরাশর)

ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।

পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতোরতি কাম্যয়া॥ মনু।৩।৪৫।

গর্ভাধানদি সংস্কার সমুদায় বংশ বৃদ্ধিকর, বংশবৃদ্ধির সূচনা দেখিলেই, যাঁহাদের প্রসাদে নিজের আত্মলাভ হইয়াছে, সহজেই তাঁহারা স্মৃতিগোচর হইয়া থাকেন, স্মৃতিপথে পতিত সেই সকল মহাত্মাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাভাবিক অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই গর্ভাধানাদি সংস্কারকালে তাঁহাদের উদ্দেশে একটি পবিত্র কার্য্য (শ্রাদ্ধ) আর্য্যশাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই কার্য্যটি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 'শ্রাদ্ধ', পিতৃগণের আনন্দদায়ক প্ররোহ বলিয়া "নান্দীমুখ" এবং বংশের বৃদ্ধিকর ও উন্নতির জ্ঞাপক বলিয়া 'বৃদ্ধি' ও "আভ্যুদয়িক" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ' সংস্কার মাত্রেরই অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এ ভিন্ন আরও অনেকগুলি সংস্কারাঙ্গ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইদানীন্তন হিন্দুসমাজে তাহার অধিকাংশই (অনেকগুলি অংশই) বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এবিষয়ের অনেকগুলি নিয়ম ও প্রার্থনা মন্ত্র উপদিষ্ট আছে, তাহার দুই একটি মন্ত্রার্থ এখানে সঙ্ক্ষেপে সংগৃহীত হইল, "বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভগ্রহণে স্থান প্রদানকরুন, ত্বষ্টা (দেবশিল্পী) তাহার রূপের সংমিশ্রণ করুন। প্রজাপতি রেতঃ সেক করুন, বিধাতা তোমার গর্ভের সংগঠন করুন, এবং পদ্মমালোপশোভিত অশ্বিনীকুমার তোমার গর্ভের আধান করুন। সিনীবালী (অমাবস্যাতিথির চন্দ্রকলাধিষ্ঠাতৃদেবী) তোমার গর্ভাধান করুন।

এইরূপ সুন্দর সুন্দর আরো অনেক প্রার্থনা আছে, যাহা শ্রবণে কি ধর্ম্মপর, কি বিজ্ঞানপর, সকলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। ইহার পরবর্ত্তী সংস্কারের নাম পুংসবন।

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাবণ আবার বলিল "সাবধান, এমন কথা আর বলিও না, যুদ্ধই আমার পণ। লঙ্কার চারিদিকে শত্রু। কিন্তু রাবণের এখনও সীতার লোভ কমে নাই। রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্বা নামক রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া তাহাকে রামের মায়াময় মুণ্ড প্রস্তুত করিতে বলিল এবং তাহার হস্তে সেই মুণ্ড ও এক প্রকাণ্ড ধনু প্রদানপূর্ব্বক নিজে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অশোকবনে চলিল। সীতার সমক্ষে উপনীত হইয়া রাবণ বলিল" এই দেখ সীতে, রাম নিহত হইয়াছে। প্রহস্ত রাত্রিকালে রামের শিবিরে গিয়া নিদ্রিত রামের মস্তক ছেদন করিয়া আনিয়াছে। বিদ্যুজ্জিহ্বা রামের মস্তক আনিয়া সীতার সম্মুখে রাখ।" রামের মায়ামুণ্ড ও ধনু সীতার সমক্ষে স্থাপিত হইল।

সীতা সেই রক্তাক্ত মুণ্ড দর্শনে মূর্চ্ছিতা হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন, "রাবণ তুমি আমাকেও বধ কর।" তিনি ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে রাবণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল; মুণ্ড এবং ধনুও অন্তর্হিত হইল। সীতা আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন। এমন সময়ে বিভীষণপত্নী সরমা তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার সংজ্ঞা করিল, এবং বুঝাইলেন যে ঐ মুণ্ড রাক্ষসমায়া মাত্র উহা শ্রবণে সীতা প্রকৃতিস্থা হইলেন।

কেহ কেহ ইহাকে অসম্ভব অলীক গল্প মনে করিতে পারেন, এবং বলিতে পারেন যে মায়ায় এরূপ মুণ্ড প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, কিন্তু ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা Hypnotism চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এরূপ মায়া সহজেই করা যায়। ঐ শক্তি বলে, যে বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, তাহা স্পর্শ করান ও দেখান যাইতে পারে। ইহাও যে সেইরূপ ব্যাপার, তাহা রাবণের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডের অন্তর্দ্ধান দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হয়। রাবণ যে হিপ্‌নটিক শক্তি দ্বারা সীতাকে মায়া দেখাইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই সকল প্রাচীন ইতিহাস অসম্ভব গল্পপূর্ণ নহে।

এদিকে রাবণ স্বীয় অমাত্যগণের সহিত পরামর্শে ব্যস্ত; তাঁহার মাতামহ মাল্যবান রামচন্দ্রের সহিত সন্ধির পক্ষপাতী। রাবণ সে কথা নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে উপেক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, রাম একজন সামান্য মনুষ্য, কতকগুলা ভাল্লুক আর বানর লইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, আমি সমুদায় দেবদৈত্য জয় করিয়া কি শেষে সেই সামান্য মানুষের ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় সন্ধি করিব। আমি ভগ্ন হই হইব, কিন্তু নত হইব না। সুতরাং নগর রক্ষার আয়োজন হইল। রাবণ নিজে উত্তর তোরণ রক্ষার ভার লইলেন। বিপক্ষপক্ষীয়গণও সৈন্য সংস্থাপন করিয়া নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। রামচন্দ্রও নিজে উত্তর তোরণ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন।

পরদিন প্রভাতে, সৈন্যাধ্যক্ষগণ সুবেল পর্ব্বতোপরে দাঁড়াইয়া নগর দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় সুগ্রীব রাবণকে দেখিতে পাইলেন। দৃষ্টিমাত্রেই সুগ্রীব রাবণের উপর লম্ফ দিয়া পতিত হইয়া তাহার মস্তক হইতে মুকুট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ দন্দ্বযুদ্ধ হইল। উভয়ই তুল্য বলী। অবশেষে সুগ্রীব রাবণকে ধুলিশায়ী করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রামসৈন্যে আনন্দ ধ্বনি হইল। রাবণ দেহের ধূলি ঝাড়িয়া পুরপ্রবেশ করিলেন।

তৎপরে রামচন্দ্র অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অঙ্গদ যেন রাবণকে বৈদেহী প্রত্যর্পনপূর্ব্বক সন্ধি অথবা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলেন। অঙ্গদ রাবণ সমীপে উপনীত হইয়া রামচন্দ্রের নিদেশ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ সম্মুখাইত অনুচরগণকে আদেশ করিল এই দণ্ডে ইহাকে বিনাশ কর। আদেশ পাইবামাত্র চারিজন মহাকায় রাক্ষস অঙ্গদকে ধারন করিল, অঙ্গদ একলম্ফে সেই চারিজনকে লইয়া প্রাসাদচূড়ে উত্থিত হইলেন। শূণ্য হইতে চ্যুত হইয়া চারিজন বীর ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। অঙ্গদ প্রাসাদোপরে এক পদাঘাত

করিলেন, প্রাসাদচূড়া চূর্ণ হইল। তিনি আর এক লম্ফে শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে বন্ধুগণসমীপে উপনীত হইলেন। তৎপরে বানরসৈন্য তোরণ আক্রমন করিল এবং দুই দলে সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সূর্য্যাস্ত হইল, কিন্তু যুদ্ধের নিবৃত্তি নাই। অঙ্গদ রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিতকে প্রবল বেগে আক্রমন করিয়াছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া, তদন্তেই অদর্শন হইল, ও অলক্ষ্যে থাকিয়া বাণবর্ষণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে অদৃশ্য থাকিয়া নাগপাশাস্ত্র দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিল; রাম ও লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কপিসৈন্য মধ্যে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে মৃত মনে করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগত হইল। লঙ্কাপুর মধ্যে রাক্ষসপক্ষে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল, আনন্দরোলে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

এইবার রাবণের মহান্ আনন্দের সময়। রাবণ রাক্ষসদিগকে আদেশ করিল "তোমরা সীতাকে আমার পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাও। সীতা স্বচক্ষে দেখুক তাহার স্বামী ও স্বামীর অনুচরগণের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। সীতা রণস্থলে নীত হইয়া দেখিলেন বানরগণ কাতর ভাবে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহাকে তিনি সুবর্ণমৃগের অনুসরণে প্রেরণ করিয়া এতকাল আর দেখেন নাই, আজি তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত স্পন্দ শূন্য। তাঁহার চক্ষুভেদ করিয়া অশ্রুনির্গত হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন—

"দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কহিতেন অনুক্ষণ
'অবিধবা পুত্রবতী হবে।'
তা আর হইল কই মৃত স্বামী মোর ওই
মিথ্যা কিগো বলিলেন সবে!

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—Egypt দেশের পুরাতন রাজাদিগের মৃতদেহ সকল এক প্রকার অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হইত, ইহা বোধ হয় পাঠকদিগের জানা আছে। ঐসকল মৃতদেহ এক প্রকার বাক্সের মধ্যে রাখা হইত। চলিত ইংরাজী ভাষায় ঐ সকল মৃত দেহকে Mumy বলে, এবং বাক্সগুলিকে Mumy-cover বলে। সম্প্রতি ইংরাজী Daily Express পত্রিকায় একটি Mumy coAer সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। "এই Mumy coverটী British Musiumএ ২২৫৪২ নম্বর ভুক্ত। Egypt হইতে এইটি একটি ইংরাজ দ্বারা আনিত হয়। তিনি তাহার এক বন্ধুকে ইহা দান করেন; এবং তাঁহার বন্ধুটী তাঁহার নিজের ভগ্নিকে প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যতগুলি লোকের হাত দিয়া বাক্সটি আসিয়াছিল, সকলেরই কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম ব্যক্তির একটি হাত বন্দুকে উড়িয়া যায়; দ্বিতীয় ব্যক্তিটী তাহার সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তৃতীয় ব্যক্তিটীরও ঐদশা হয়। চতুর্থ ব্যক্তিটী খুন হয়। যে ফটোগ্রাফার এই বাক্সের ছবি গ্রহণ করেণ, তাহারও অকালে মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় স্বর্গীয়া ব্লাভাট্স্কীর উপদেশক্রমে বাক্সটিকে Musiumএ পাঠান হয়। যে গরুর গাড়ী করিয়া বাক্সটীকে লইয়া যাওয়া হয়, এবং যে লোক বাক্সটিকে বহন করে, উভয়েরই অঙ্গহানী হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এ ভীষণ ঘটনাটী কি আকস্মিক, না কোন প্রকার গুপ্ত শক্তি ইহার মূলে নিহীত আছে।

—আমাদের দেশে যখের ধন সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে এবং সকলেই জানেন, যে যাহাদের জন্য ধন ন্যস্ত হয় তদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঐ ধন গ্রহণ করিলে তাহাদের অনিষ্ট হয়। এই ধনরক্ষক যক্ষ কি? এবং কি উপায়ে ধন রক্ষিত হয়, এবং কেনই বা এই যখের দ্বারা অন্য লোকের অপকার সাধিত হয়। অমরা আজকাল অধ্যাত্মবিদ্যা হারাইয়া ফেলিয়াছি। সেই জন্য এই প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনাগুলি বুঝিতে পারি না। যাঁহারা কর্ম্মী এবং তান্ত্রিক, তাঁহারা জানেন যে বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ও মন্ত্রের সাহায্যে কতকটা চেতনা বা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট দেবযোনি সৃষ্টি করা যায়। থিয়সফিতে ইহাকে Antificial Elemental বলে, এবং এই প্রকারে সৃষ্ট দেবযোনে তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য্যসাধনে তৎপর থাকে। ইহাদিগকে শাস্ত্রে কৃত্যা বলে। বৃত্রাসুর বধে এইরূপ একটা কৃত্যা উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত Mumy রক্ষারও এই প্রকার কৃত্যাবিশেষ।

ইউরোপে এবং ইংলণ্ডে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কি প্রকারে থিয়সফি দ্বারা প্রচারিত সত্যগুলি কার্য্য করিতেছে তদ্বিষয়ে Cambridge Trinity College এর অধ্যাপক Professer I. Ellis Mc. Taggart Syntuetic Societyতে পঠিত পুনর্জন্ম বিষয়ক প্রবন্ধটী প্রমাণস্বরূপ। তিনি স্বীয় যুক্তির সাহায্যে পুনর্জন্মের সপ্রমাণিত করিয়াছেন। আশা করি প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে বাহির হইবে।

সমালোচনা।

স্বষ্টিবিজ্ঞান বা স্বষ্টিতত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আত্মতত্বে অধিকারী হইতে হইলে স্বষ্টিতত্বে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বষ্টিজ্ঞানই স্বষ্টজীবের সহিত স্বষ্টির অতীত পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ ইঙ্গিতক্রমে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন——"বিশ্বের স্বষ্টিজ্ঞান হইতে সমগ্র বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। সুতরাং হিন্দু স্বষ্টিতত্ব জানিলেই সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রবেশলাভ করা যায়। তাই এই স্বষ্টিতত্বে সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ হওয়াতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রারম্ভেই এই স্বষ্টিতত্ব প্রদত্ত হইয়াছে।"

এই গ্রন্থের নাম "স্বষ্টিবিজ্ঞান" হইলেও কার্য্যতঃ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার স্বষ্টি ও প্রলয়, জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জন্মান্তর রহস্য ও মুক্তিতত্ব সম্বন্ধে অতি সুশৃঙ্খলরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দর্শনাদি শাস্ত্রে যাঁহদের বিশেষ চর্চ্চা নাই, তাঁহারাও এই গ্রন্থপাঠে ইহার রচনার সরলতা, ভাষার লালিত্য, সর্ব্বোপরি ভাবের উদারতায় মুগ্ধ হইবেন। এই পুস্তকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ উপনিষদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় শাস্ত্রের সহিত স্পেন্সার ড্রেপার, হিগেল, হ্যামিল্টন, মিল, গ্রোব, মার্টিনিও, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনস্বিগণের দর্শন বিজ্ঞানের সম্মিলন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোত সমন্বিত করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)